প্রত্যেক গল্প রচিত হইলেও তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সুললিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, সহজেই তাহা সুকুমার বালকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এজন্য সমস্ত ভারতে বহুদিন হইতে হিতোপদেশের যথেষ্ট সমাদর।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে পারস্যসম্রাট্ নসিবানের আদেশে হিতোপদেশ প্রাচীন পারস্যভাষায় অনূদিত হয়। সেই পারস্যানুবাদ হইতে আবার খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে আরব্য অনুবাদ হইয়াছিল, এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'কলিলা-ও-দম্না'। ইহা হিতোপদেশবর্ণিত করটক ও দমনক নামক দুই ধূর্ত্ত শৃগালের নামান্তর। 'কলিলা ও দম্না' গ্রন্থ আবার হিব্রু, সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে কাপুয়াবাসী জোহন্ (John) নামে এক ব্যক্তি হিব্রু অনুবাদ প্রকাশ করেন। তদ্দৃষ্টে য়ুরোপের সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচারিত হয়। বৃটীশ বালকগণের নিকট হিতোপদেশ Pilpay's Fables নামে সুপরিচিত। পূর্ব্বতন পারস্যানুবাদ ব্যতীত আধুনিক পারস্য ও তুর্কীভাষায় ইহার যথেষ্ট অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে পারসীপণ্ডিত হুসেন-বৈজ-কশিফির 'আন্-বার-ই-সুহৈলি' সমস্ত মুসলমানজগতে প্রসিদ্ধ। য়ুরোপ ও মুসলমানজগতের নানা স্থানে ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে হুসেন বৈজ হিতোপদেশের কতকগুলি গল্প লইয়া তাহার সঙ্গে স্বরচিত কতকগুলি গল্পও যোগ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু হিতোপদেশের সরল, সুললিত ও চিত্তাকর্ষী গল্পের পার্শ্বে তাঁহার রূপক অলঙ্কার ও অত্যুক্তিপূর্ণ কল্পনা তুল্য আসন পাইতে পারে নাই। অক্‌বর বাদশাহের সচিব আবুল ফজল হুসেন বৈজের উক্ত দোষগুলি ব্যক্ত করিয়া পারস্যভাষায় ইয়ার-ই-দানিস্ (জ্ঞানের স্পর্শমণি) নামে আর একখানি সরল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইয়ার-ই-দানিসের আবার 'খিরাদ-অফ্‌রোজ্' নামে উর্দ্দু অনুবাদ হইয়াছে। এই দুই খানি গ্রন্থই ভারতীয় মুসলমানসমাজে বিশেষ সমাদৃত। এতদ্ব্যতীত ভারতের আধুনিক শ্রেষ্ঠ সকল ভাষাতেই হিতোপদেশের অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

হিতোপদেষ্ট্ (ত্রি) হিতস্য উপদেষ্টা। হিতোপদেশক, যিনি উপদেশ দেন, সৎপরামর্শদাতা।

হিন্তাল (পুং) স্বনামখ্যাত • বৃক্ষবিশেষ। চলিত হেঁতাল, দক্ষিণদেশে হিন্তালু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—স্থূলতাল, বন্ধপত্র, বৃহদ্দল, স্থিরপত্র, দ্বিধালেখ্য, শিরাপত্র, অস্থিরাঙ্ঘ্রিপ, গর্ভস্রাবী, নীলতাল, ভীষণ, বহুকণ্টক, অম্লসার, বৃহত্তাল। গুণ—মধুরাম্ল, কফবর্দ্ধক, পিত্তজদাহনাশক, শ্রমতৃষ্ণাপহারক, শীতল ও বাতদোষবর্দ্ধক। (রাজনি॰)

হিন্তাল তৃণরাজের মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই হিন্তালপত্র দ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই। অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কেহ করে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গোদর্শন না হয়, ততক্ষণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।'

"গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জ্জূরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥
তৃণরাজশিরাপত্রৈর্যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গাং নৈব পশ্যতি॥" (আহ্নিকাচারতত্ত্ব)

হিন্দ্ (পারস্য) সংস্কৃত সিন্ধুশব্দের পারস্য-উচ্চারণ। পূর্ব্বকালে পারসিকগণ সিন্ধুপ্রবাহিত পঞ্চনদপ্রদেশ ও তাহার অধিবাসিবর্গকে 'হেন্দু' বা 'হিন্দু' বলিয়া অভিহিত করিত, ক্রমে তাহাই অপভ্রষ্ট হইয়া 'হিন্দ্' রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমতঃ 'হিন্দ' শব্দে সিন্ধুপ্রবাহিত জনপদ বুঝাইলেও কালে 'হিন্দ' শব্দ দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে বুঝাইত। প্রাচীন পারসিকদিগের নিকট গ্রীকগণ ভারতের বিষয় সকল অবগত হন, এ কারণ গ্রীকদিগের গ্রন্থে 'হিন্দ' Indoi নামেই বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে মুসলমান সম্রাট্‌গণ 'কৈসর্-ই-হিন্দ্' অর্থাৎ ভারতের সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতেন। অধুনা ভারতেশ্বর ইংলণ্ডপতিও 'কৈসর-ই-হিন্দ্' উপাধিতে বিভূষিত। বহু পূর্ব্বকাল হইতে পাশ্চাত্যগণের ভারত ও ভারতবাসী 'হিন্দ্' নামে পরিচিত হইলেও ভারতের কোন প্রাচীন ভাষায় এই শব্দের প্রয়োগ নাই অথবা পূর্ব্বকালে কোন ভারতবাসী আপনাকে 'হিন্দ্' বলিয়া পরিচয় দিতেন না।

হিন্দিকি, আফগানস্থান ও পারস্য হইতে রুষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুগণ এই নামে পরিচিত। ঐ সকল স্থানে হিন্দিকির বাস আছে। একমাত্র অষ্ট্রাকান নগরেই প্রায় ৫ শত ঘর হিন্দিকির বাস। এই বাণিজ্যপ্রধান সহরের হিন্দিকি বণিক্ অপরদেশীয় সকল বণিক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন, স্থানীয় অধিবাসীমাত্রেই ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আফগানস্থানে যে সকল হিন্দিকির বাস, কাহারও কাহারও মতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আরবপিতা ও হিন্দুমাতার বংশধর। কর্ণাটিকের নবাবের হাবসী কৃতদাসের সন্তানগণও এক সময় হিন্দি বা হিন্দিকি নামে অভিহিত ছিল।

হিন্দীভাষা, উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসিগণের কথিত ভাষা, ইহা হিন্দুস্থানী ভাষা নামেও সর্ব্বসাধারণে পরিচিত। মুসলমান কর্ত্তৃক সিন্ধুবিজয় হইতে তাঁহাদের নিকট ভারত হিন্দুস্থান বলিয়া আখ্যাত। পাঠান-রাজগণ দিল্লী রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত তাঁহাদের শাসনাধিকৃত প্রদেশের লোকদিগকে হিন্দুস্থানের অধিবাসী

জানিয়া হিন্দুস্থানী-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ঐ হিন্দুস্থানীরা তৎকালে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তাহাই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা। বর্ত্তমান সময়ে ঐ হিন্দিভাষা অপরাপর ভাষা সকল হইতে পুষ্টকলেবর হইয়া হিন্দুস্থানের জাতীয় ভাষার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছে।

সমগ্র ভারতকে হিন্দুস্থান বলিয়া গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। মুসলমানগণ ভারতের যে ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিপত্তি-বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তথাকার যে সকল জাতির সহিত তাঁহারা অধিক সংশ্রবে আসিয়া ছিলেন, তদ্দেশীয়েরই পক্ষে হিন্দুস্থান এবং তথাকার অধিবাসিবর্গ প্রকৃতিই হিন্দুস্থানী অভিধানের যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুস্থানের যে যে অংশে হিন্দীভাষা প্রচলিত, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই পঞ্জাবপ্রান্ত হইতে গঙ্গা ও যমুনার সমগ্র উপত্যকাদেশ অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে কোশীনদীতট পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাহাই হিন্দুস্থানীদিগের বাসভূমি। রাজপুতনা ও মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ এবং বর্ত্তমান বেহারপ্রদেশের কতকাংশও হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত। যদিও নিম্নবঙ্গে এক্ষণে হিন্দীভাষার বহু প্রচলন হইয়াছে, তথাপি উহা হিন্দুস্থান বলিয়া পরিগণিত নহে; পঞ্জাব-প্রদেশে ভিন্নরূপ ভাষা প্রচলিত থাকায় উহা মুসলমানের নিকট অধুনা হিন্দুস্থান বলিয়া আখ্যাত হয় না।

প্রাচীনকালে হিন্দীভাষার বিশেষ প্রসার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে উহা তদ্দেশের অধিবাসিবর্গের ব্যবহৃত ভাষা-রূপেই ব্যবহৃত হইত। অন্তঃপুরচারিণী হিন্দুস্থানী রমণীগণই এই সরল ও অমিশ্র ভাষার আশ্রয়স্থল ছিল। কোমল বাক্য-সম্পদই ঐ ভাষার প্রধান অবলম্বন। তৎকালে হিন্দী ভাষার মধ্যে যে দু একটী কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইত, তাহা বহির্দ্দেশে নানা দেশীয় ও নানা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক-জনিত এবং পুরুষগণ কর্ত্তৃকই অন্তঃপুর-সমানীত। হিন্দুস্থানী রমণীগণ যে বৈদেশিকের কোন সংশ্রব রাখিতেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই কারণেই প্রকৃত হিন্দীভাষা অতিকোমল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা ক্রমে রেখ্‌তি, জেনানী বোলি বা আউরৎ-কী-বোলি প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

স্থানভেদে এবং ভিন্ন দেশীয় বৈদেশিকদিগের সংশ্রব হেতু পুরুষমহলে হিন্দীভাষা যে বিশেষ ভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশে প্রচারিত গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি। বেহার অঞ্চল হিন্দী ভাষার পূর্ব্বপ্রান্ত। এখানকার কথিত হিন্দীভাষা অনেকাংশে মাগধিলক্ষণাক্রান্ত, এই জন্য উহা মগাই নামেও কথিত। সুদূর পশ্চিম হইতে আরবী ও হিন্দু-আচার্য্যগণ এদেশে আগমন করিয়া হিন্দীভাষার উপর যে অন্যোন্য প্রভাব-বিস্তার করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনু-মেয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ হিন্দীভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সংস্কৃত ভাষাগত শব্দানুপ্রাস সংযোজনা করিয়া স্থানীয় হিন্দীভাষার বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য প্রধানতম স্থানীয় কেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্থানীয় হিন্দীভাষায় বৈদেশিক শব্দমালা সংক্রামিত হইয়াছে। ব্রজভূমির নিকটবর্ত্তী মহানগরী মথুরা ঐরূপ একটী কেন্দ্রস্থল, এখানকার হিন্দীভাষায় ব্রজবুলিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে মুসলমানের প্রভাব ও পারস্যভাষায় অধিক প্রচলন হেতু তথাকার হিন্দী পারসিক শব্দের যতদূর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, আগ্রা নগরীতে তাদৃশ শব্দ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না। অযোধ্যা প্রদেশে দেশীয় রাজার অধীনে রাজকার্য্য ও শিক্ষাপ্রণালী পরিচালিত হওয়ায় সেখানকার হিন্দীভাষায় কোনরূপ বৈদেশিক শব্দ প্রবেশলাভ করে নাই। ব্রাহ্মণনিষেবিত পবিত্র কাশীধামের হিন্দীভাষায়ও তাদৃশ উর্দ্দূ বা পারসিক শব্দচ্ছটা নাই, বরং এখানকার ভাষায় অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জয়পুর, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি রাজপুতনার অন্তর্গত রাজ্যসমূহে যে হিন্দীভাষা প্রচলিত, তাহা মারবাড়ের দেশীয় ভাষাসমাশ্রিত; এই কারণে উহা মারবাড়ী হিন্দী নামেও পরিচিত।

উপরি উক্ত স্থানগত হিন্দী ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যা-লোচনা করিলে বর্ত্তমানে হিন্দী ভাষাকে চারিটী বিভিন্ন অংশে বিভাগ করা যায়। দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশে উর্দ্দূ হিন্দী, রাজ-পুতনায় মারবাড়ী হিন্দী, মধ্য ভাগে আদি বা মূল হিন্দী (সংস্কৃত-মূলক হিন্দী) এবং পূর্ব্বাঞ্চলে বেহারী হিন্দী। এই সকল শ্রেণীর হিন্দী ভাষাতেই আদিরসের বিলক্ষণ প্রভাব দৃষ্ট হয়। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে সুশিক্ষার গুণে সে অশ্লীলোক্তির স্রোত এখন আর তাদৃশ প্রবল ভাবে প্রবাহিত নহে। কাজরী, জাতসার, গল্পগুচ্ছ, কিংবদন্তী, সাধু সঙ্গীত, নাটকাদি ও প্রহেলি-কাদি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ কবীর প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার শাখী ও শবদ নামক নৈতিক ও প্রেমাত্মক কাব্যগাথা সাধারণের চিত্ত-স্রোত ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে হিন্দুস্থানী কবি নাজিরও স্বীয় সুললিত ও সুভাষিত পদাবলী দ্বারা হিন্দীভাষাকে উন্নতির সোপানে সংস্থাপন করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। আমরা হিন্দী-সাহিত্য-প্রসঙ্গে ইহার যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

আলোচনা দ্বারা আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি

তাহাতে রাজপুতনার ভাট কবিদিগের রাজাখ্যা কীর্ত্তনগাথাই হিন্দী-সাহিত্যের আদি রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি চাঁদবর্দাই-বিরচিত "পৃথ্বীরাজ রায়সা" নামক গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থে দিল্লীর চৌহানকুলোত্তম নরপতি পৃথ্বীরাজের জীবনেতিবৃত্ত বিবৃত আছে। চাঁদের সমসাময়িক ভট্টকবি জগনায়ক পৃথ্বীরাজের পরম শত্রু মহোবার পরমর্দ্দীরাজের সভায় বিগুমান ছিলেন। ইহার রচিত "আলহাখণ্ড" নামক গাথা রায়সার সমস্থানীয়।

ধারাবাহিক ভাবে ভট্ট কবিদিগের অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে শার্ঙ্গধর কবি রণস্তম্ভ-গড়ের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হম্মীরের (১৩০০ খৃঃ) বীরত্বকীর্ত্তি রচনা করিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বুর্হানপুরের সর্ব্বজনপরিচিত সর্ব্বজনাদৃত কবি কেহরীর (খৃঃ ১৫৮০) পর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রাজপুতনার মেবার ও মারবাড় রাজধানীতে স্বতন্ত্র দুই দল কবির অভ্যুত্থান ঘটে। ইহারা স্ব স্ব রাজধানীস্থ রাজন্য-বৃন্দের বীরত্বকাহিনী সুললিত কাব্যগাথায় উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ের বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাস-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ লাল কবি (খৃঃ ১৬৫০ অঃ) ও অন্যান্য কএকজন ক্ষুদ্র কবি হিন্দী-সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দ অপগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত ভট্টকবিদিগের যশোভাতি বিলুপ্ত হয়। অল্পসংখ্যক কবি কেবল স্বীয় রচনার সহিত প্রাচীন কবিদিগের উদ্ধৃতাংশ সঙ্কলন করিয়া বৃথা কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহিত্য-জগতে তাঁহাদের কৃতিত্ব নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কবিগাথা হইতে মহাত্মা কর্ণেল টড্ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রাচীন ভট্টকবিদিগের রচনা হইতে উদ্ধৃত কোন কোন অংশ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে বিরচিত। ভট্টকবিদিগের ব্যবহৃত প্রাচীন হিন্দীভাষা পিঙ্গল ও ডিঙ্গল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ঐতিহাসিক ভট্ট কবিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া একবার গাঙ্গের উপত্যকার হিন্দীভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার হিন্দী-সাহিত্য পুষ্টি-লাভ করে। ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক রামানন্দ অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। তাঁহার উপদেশাবলী হিন্দী-ভাষার প্রকৃষ্ট রত্ন। তৎপরে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য কবীরের প্রাদুর্ভাব। কবীর হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ঐ বিষয়ের উপদেশাবলী ও নৈতিক উপ-দেশপূর্ণ গাথা হিন্দীভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। রামানন্দ ও কবীর যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিগঠন করিয়া যান, দুই শতাব্দ পরে মহাত্মা তুলসীদাস তাহার উপর অট্টালিকা-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত হিন্দী-রামায়ণ রামোপাসকদিগের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। উহাতে যে সকল নৈতিক-শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সকল ধর্ম্মের সারোদ্ধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুদূর পশ্চিমে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর উপাসনা প্রসঙ্গ ও উপদেশকাহিনী লইয়া একদল বৈষ্ণবসম্প্রদায় যেমন হিন্দী-ভাষার পুষ্টি-সাধনে তৎপর ছিলেন, সেইরূপ ব্রজধামে অপর এক-দল বৈষ্ণব ও বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমের প্রসঙ্গ লইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতম ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ছিলেন। পূর্ব্বকথিত হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাঞ্চলে বিদ্যাপতি ঠাকুর (১৪০০ খৃঃ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমালীলা আদি-রসাত্মক সুললিত পদাবলিতে রচনা করিয়া এবং রাজপুতনায় রাণী মীরাবাই (১৪২০ খৃঃ) প্রেমসঙ্গীতে কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই শ্রেণীর কবিগণ হিন্দীভাষার অঙ্গপুষ্টিবিষয়ে কোন উপকার করিতে সমর্থ হন নাই।

উক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দ্বয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বতঃই আমাদের নেত্রে মহামনা মালিক মহম্মদ সমুদিত হন। মালিক মহম্মদ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কবি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি মুসলমান মৌলবী ও হিন্দু-আচার্য্যের নিকট শিক্ষা সমাপন করেন। তাঁহার রচিত "পদ্মাবৎ" গ্রন্থ এক খানি দার্শনিক কাব্য। উহা তৎকালিক বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় সঙ্কলিত। উহাতে কবীরের ধর্ম্মাভি-ব্যক্তির নৈতিক প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থখানি আলোচনা করিলে মুসলমান কবি মালিককে রাজ-পুতনার ভট্টকবিগণের সমশ্রেণী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, প্রাচীন রাজপুত কবিগণের ভাষা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষার ছায়া অথবা রাজপুতনার বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষার প্রাচীন রূপ মাত্র; কিন্তু মালিক মহম্মদের লিখিত ভাষা বর্ত্তমান সংস্কৃত হিন্দীভাষা হইতে কিছু মাত্র বিকৃত বা বিরূপ নহে। এই যুগের হিন্দীভাষা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছে বলিয়া ধারণা করা যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মপ্রভাব অপগত হইলে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার উপর সাধারণের আস্থা কম হইয়া পড়ে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হিন্দুস্থানীর কথিত ভাষায় ধর্ম্ম-মর্ম্ম অবগত করাইবার জন্য হিন্দীভাষায় গ্রন্থরচনার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে অথবা ধর্ম্মপ্রচারে সফল-প্রযত্ন হইবার বাসনায় তাহারা তৎপর হইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইংলণ্ডে মহাকবি মিলটন যেমন স্পেনসারের

ন্যায় প্রাচীন ভাষায় অথবা লাটিন আশ্রয় না লইয়া স্থানীয় চলিত ভাষায় "প্যারেডাইস লষ্ট" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইংরাজী ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। সেইরূপ হিন্দুস্থানেও বৈষ্ণব কবিগণ সংস্কৃত অথবা জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুরাতনী ভাষার আশ্রয় না লইয়া হিন্দুস্থানের কথিত ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়া প্রকৃত হিন্দীভাষার পত্তন করিয়া যান।

খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী দেশীয় হিন্দুস্থানীভাষার পূর্ণ যৌবন, অথবা বৈদেশিকের ভাষায় "অগাষ্টান এজ" বলা যায়। ঐ সময়ে মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত, তাঁহার রাজ্যকালে ইংলণ্ডেও যেরূপ ইংরাজী-সাহিত্য পুষ্ট ও উন্নত হয়, ভারতেও সেইরূপ হিন্দুস্থানীভাষার উন্নতি সম্যক্ সাধিত হইয়াছিল। ঐ সময়কার প্রধান প্রধান কবিগণ সকলেই ইংলণ্ডেশ্বরীর সমসাময়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের গোকুললীলা হইতে বৃন্দারণ্যের গোপিনীলীলা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার বৈষ্ণব-কুলগুরু বল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্র বিট্ঠল নাথ গোঁসাই হিন্দীভাষায় বর্ণনা করিয়া উক্ত ভাষাকে অলঙ্কৃত করেন। "অষ্ট ছাপ" নামে প্রসিদ্ধ তাঁহাদের অষ্টশিষ্য মধ্যে কৃষ্ণদাস ও সুরদাস সমধিক বিখ্যাত। অনেকে সুরদাসকে তুলসীদাসের তুল্য কবি বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু উভয়ের কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে তুলসীদাসকে হিন্দীকাব্যের সিংহাসনে বসাইতে হয়। এই শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের অনুগৃহীত সুবিখ্যাত গায়ককবি মিঞা তানসেন ও ভক্তমালারচয়িতা নাভা দাস শ্রেষ্ঠাসন পাইবার যোগ্য। ব্রজবাসী কবিগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বারাণসী-ধামে অপ্রকট হন। বিট্ঠল দাস, কিশনদাস, সুরদাস পরমানন্দদাস ও কুম্ভনদাস ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কবি চতুর্ভুজ দাস, ছীত স্বামী, নন্দদাস ও গোবিন্দদাস ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অগ্রদাস, কেবলরাম, গদাধর দাস, দেবা কবি, কল্যাণ দাস, হতী নারায়ণ ও পদ্মদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছিলেন। শ্রীভট্ট কবি, ব্যাসস্বামী, হিত হরিবংশ গোঁসাই, নরবাহনজী কবি, ধ্রুবদাস, হরিদাস স্বামী, তানসেন কবি, ভগবন্ত রমিত, বিপুল বিট্ঠল, কেশবদাস, অভয়দাস কবি, চতুর বিহারী কবি, নারায়ণ ভট্ট ও নাথ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হইলেও প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান থাকিয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে সৈয়দ ইব্রাহিম নামে একজন মুসলমান বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার অপর নাম রস খাঁ। ইহার রচিত কবিতাগুলিও বড়ই মধুর। ইহার শিষ্য কাদির বক্সও সুকবি ছিলেন। নাভাদাস খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া খ্যাত হন। এতদ্ব্যতীত আর ও বহুশত গ্রন্থকার নানা বিষয়ে হিন্দীভাষা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যখন ব্রজমণ্ডলে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া কবিত্ব-কণা হিন্দী-সাহিত্যে বিকীরণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে মোগল রাজ-দরবারেও বহুসংখ্যক রাজকবি হিন্দীভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজা টোডরমল্ল হিন্দী ও পারস্য ভাষার মিশ্রণে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবাসীকে পারস্য-শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে হিন্দুস্থানী ও মুসলমান সমাজে উর্দ্দু ভাষার প্রচলন হয়। সম্রাট্ অকবর শাহের মন্ত্রী বীরবল, আমেরবাসী মানসিংহ ও আবদুল রহিম খাঁ খানান্ স্ব স্ব কবিতার যশোভাগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপরাপর কবিরও প্রতিপালক ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নরহরি, হরিনাথ, করণেশ কবি ও গঙ্গাপ্রসাদ কবিকুলশিরোমণি বলিয়া প্রখ্যাত হন। আবদুল রহিম স্বয়ং সংস্কৃত ও ব্রজভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এতদ্ভিন্ন অকবরশাহের সভায় আরও অনেকগুলি কবি বিদ্যমান ছিলেন। বাহুল্যবোধে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল না।

এই যুগে হিন্দী-সাহিত্য-জগতের শিরোভূষণ ও সর্ব্বপ্রধান কবি গোঁসাই তুলসীদাস। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দী কবিতাভাণ্ডার পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মালিক মহম্মদ ও সুরদাস যে মঙ্গলময় সুপ্রভাতে হিন্দী-সাহিত্যের উন্নতির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, ক্ষেম কবি ও কবিপ্রিয়া-রচয়িতা কেশবদাস সনাঢ্য (১৫৮০ খৃঃ) সামান্য চেষ্টায় সেই পূজায় আহুতি প্রদান করিয়া শুভ বিকাশের ক্ষীণ আশামাত্র পোষণ করিয়া গিয়াছেন। এতদিনে তুলসীদাস আসিয়া সেই পূজা সাঙ্গ করিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭ শতাব্দের মধ্যভাগে চিন্তামণি ত্রিপাঠী ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ হিন্দী-সাহিত্যের পরিপোষক নিয়মাবলীর উন্নতি-সাধনে কৃতকার্য্য হন। উক্ত শতাব্দের শেষভাগে কালিদাস ত্রিবেদী প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দুস্থানী ভাষাকে সমধিক পুষ্ট করিয়া ঐ যুগের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে দাদুপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দাদু (১৬০০ খৃঃ), প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রাণনাথ (১৬৫০ খৃঃ), গুরুনানক গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা গোবিন্দ সিংহ (১৬৯৮ খৃঃ) প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দীভাষার অশেষবিধ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যের এই পূর্ণাবস্থায় যে সকল রাজপুত ভট্ট কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষেপ পরিচয় পূর্ব্বেই উদ্ধৃত

হইয়াছে। ইহারা সাহিত্যের বিশেষ কোনরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইলেও পূর্ব্বতন গাথাগুলি যে সংস্কৃত ভাবে রক্ষা করিয়া ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দীকবি নাজির ইহারই পরবর্ত্তী কালে হিন্দীভাষার উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। অতঃপর বিহারীলাল চৌবে (খৃঃ ১৬৫০) নামক এক সুকবির আবির্ভাব হয়। তিনি "সাতশই" রচনা করিয়া প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার প্রতিপালক রাজা জয়সিংহ তদ্রচিত প্রত্যেক কবিতায় তাঁহাকে এক এক আসরফী পুরস্কার দিতেন। বহু টীকাকার তাঁহার রচিত কবিতার রসাস্বাদ করিয়া নানারূপ টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা যেরূপ সুললিত, শব্দবিন্যাসও সেইরূপ সুকৌশলে সমাহিত; এই কারণে কোন কোন টীকাকার ঐ পদগুলিকে অক্ষর-কামধেনু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগলরাজ আজম শাহ ইহা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন বলিয়া তাঁহার জন্য যে কবিতা সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা "আজম শাহী পাঠ" নামে প্রসিদ্ধ। বারাণসীরাজ চেৎসিংহের সভাপণ্ডিত হরিপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষায় উহার অনুবাদ করেন।

বিহারীলাল চৌবের পর হিন্দীসাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে আর কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। এই সময় হইতে হিন্দী-সাহিত্যের অবসাদকাল-কল্পনা করা যায়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে হিন্দু-সাহিত্যের অবনতির যুগ। এই শতাব্দে সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন, মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুত্থান ও পতন এবং রাজপুতনার রাজন্য-বৃন্দের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহাদি সংসাধিত হয়। সুতরাং সেই সুমহান্ রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে হিন্দী-সাহিত্য যে উন্নতির শুভাবসর অন্বেষণ করিতে পারে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ঐ সময়ে প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর একটী কবিও জন্মগ্রহণ করে নাই। কেবল কতকগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকার বিগত শতাব্দী-দ্বয়ে বিরচিত গ্রন্থাদির টীকা রচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে আরও কতকগুলি ব্যক্তি কেশবদাসের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া হিন্দী-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করেন। এই শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে রসচন্দ্রোদয়-প্রণেতা উদয়নাথ ত্রিবেদী কবীন্দ্র ও ভাষাভূষণ রচয়িতা যশোবন্ত সিংহ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। কতকগুলি কাব্যসংগ্রহও এই সময়ে ভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। তন্মধ্যে বলদেব-সঙ্কলিত সৎকবি গীরাবিলাস ও ভিখারী দাসের কাব্যনির্ণয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দীকবি বিবি রতন কুঁ-অর (রত্নকুমারী) 'প্রেমরত্ন' রচনা করিয়া হিন্দীভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ খানি কৃষ্ণোপসাক সাধুদিগের চরিত্রাবলম্বনে বিরচিত। বিবি রত্নকুমারী বারাণসীবাসী এবং রাজা শিবপ্রসাদের পিতামহী ছিলেন। প্রেমরত্ন ভিন্ন তাঁহার রচিত কতকগুলি পদও পাওয়া যায়। ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদেও ইহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। পারস্যভাষাও ইনি কিছু কিছু জানিতেন।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃপতন হইতে আরম্ভ করিয়া বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের অবসান পর্য্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দ কাল হিন্দীভাষার পুনরভ্যুত্থান-যুগ। বিগত শতাব্দে হিন্দীভাষার অবসাদ ঘটে বটে, কিন্তু উত্তর-ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে হিন্দী-সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির পন্থা উদ্‌ঘাটিত হয়। তৎকালে তুলসীদাসের কবিত্ব-প্রতিভার অনুকরণে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্যিকগণ সমগ্র হিন্দুস্থানে অতি দ্রুত ভাবে পুষ্ট হিন্দীসাহিত্য প্রচারে অবসর পান। এই যুগেই ইংরাজদিগের উদ্ভাবিত সংস্কৃত-হিন্দীভাষার জন্ম। ইংরাজগণ সেই স্বোদ্ভাবিত পন্থানুসরণে ১৮০২ খৃঃ হিন্দীসাহিত্যে যে প্রকার গদ্য রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহাই তৎকালে তাঁহাদের রাজকার্য্য-পরিচালনার্থে ব্যবহৃত হইত। মহামতি গীলখ্রাইষ্ট এই পন্থার উপদেষ্টা এবং প্রেমসাগর রচয়িতা গুজরাতবাসী লল্লুজীলাল ইহার রচনাকর্ত্তা।

প্রেমসাগর গ্রন্থখানি ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ব্রজভাষার অনুবাদ হইতে মার্জ্জিত হিন্দীতে রূপান্তরিত এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে অব্রাহাম লোক্কিটের তত্ত্বাবধানে প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে হার্ড ফোর্ড নগরে ইষ্ট উইক্ কর্ত্তৃক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় ও উৎকৃষ্ট একটী সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "লতিফ্-ই-হিন্দী" নামক গ্রন্থখানি হিন্দী, উর্দ্দু ও ব্রজভাষায় লিখিত গল্পগুচ্ছে পূর্ণ। কার-মাইকেল স্মিথ লণ্ডননগরে উহার কতকাংশ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ছিলেন। রাজনীতি বা বার্ত্তিক রাজনীতিগ্রন্থ হিতোপদেশের ব্রজভাষানুবাদ। লালচন্দ্রিকাগ্রন্থ বিহারীলাল বিরচিত সাতশই গ্রন্থের টীকা। এখানি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। সুরতীমিশ্র সংস্কৃত হইতে বেতাল-পঁচিশি গ্রন্থ ব্রজভাষায় অনুবাদ করেন। লালু মজঃফর আলী খাঁ বিলার সাহায্যে উহার হিন্দী অনুবাদ প্রণয়ন করেন। তৎকালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী অধ্যাপক মিঃ জেমস্ মোউ আট লিখিয়াছেন যে, তারিণীচরণ মিত্র জনৈক হিন্দীভাষাভিজ্ঞ ঐ গ্রন্থ হইতে ব্রজভাষার অনেক শব্দ উঠাইয়া দিয়া গ্রন্থখানিকে সংশোধিত হিন্দী-

সাহিত্যের আকারে প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত গ্রন্থকারের রচিত সভাবিলাস, মাধববিলাস, মশার্দ্দির-ই-ভাষা (হিন্দী ব্যাকরণ), সিংহাসন বত্তিশী, মাধোনল বা মাধবানল, শকুন্তলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাধবানল ও কামকন্দলার উপাখ্যান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কানিংহাম তাঁহার আর্কিওলজিকাল রিপোর্টের ৯ম ভাগের ৩৭ পৃষ্ঠায় এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন।

এই সময়ে হিন্দীভাষা ক্রমে ক্রমে পুরাতন কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নবীন কলেবরে সংগঠিত হয়। কিন্তু মধ্যভারতেও মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সুবিধা না হওয়ায় তথায় সংস্কারকার্য্যের বিশেষ সুযোগ ঘট নাই। তথায় পূর্ব্বতনী প্রথায় রচনা-পদ্ধতি অপ্রতিহত-গতিতে চলিতেছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কাব্যালঙ্কারিক কেশবরাম ও চিন্তামণি ত্রিপাঠীর অনুসরণ করিয়া ঐ সময়ে এক শ্রেণী মধ্য-ভারতে হিন্দীভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এই শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে পদ্মাকর ভট্ট সমধিক বিখ্যাত। ইনি নাগপুরপতি রঘুনাথ রাওর (অপ্পা সাহিব) সভাকবি ছিলেন। ইহার রচিত জগৎ-বিনোদ ও গঙ্গালহরী গ্রন্থ বড়ই মনোহারী। ঐ সময়ে বিহারী লালের অনুকরণে বিক্রমশাহী নানা জনৈক কবি অপর এক-খানি "সাতশই" রচনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্যার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিক্রমশাহ (১৭৮৫-১৮২৮ খৃঃ) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চৌথরীর বুন্দেলাবংশীয় নরপতি। ইঁহার বিরচিত 'বিক্রমবিরুদাবলী' ও 'বিক্রমসাতসই' নামক গ্রন্থদ্বয় হিন্দী-সাহিত্যের অলঙ্কার।

বারাণসীধামে এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি হিন্দী-সাহিত্য প্রচারিত হওয়ায় বিদ্বৎসমাজে ঐরূপ গ্রন্থসমূহের সম্যক্ সমাদর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে হিন্দীভাষায় কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের আবশ্যকতা সাধারণে বুঝিতে পারেন। কবি গোকুলনাথ বন্দীজনকৃত মহা-ভারতের হিন্দী অনুবাদ এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন সবল সিংহ ও চিরঞ্জীব মহাভারতের আংশিক অনুবাদ করেন। কবি ছত্রকৃত বিজয়মুক্তাবলী একখানি সংক্ষিপ্ত মহাভারত মাত্র।

এই সময়ে সমালোচক সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে কবি হরিশ্চন্দ্রই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইনি বরাণসীর কুইন্স কলেজ নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতেন্দু উপাধি লাভ করেন। ইঁহার রচিত "সুন্দরী তিলক" নামক কাব্যসংগ্রহ, "প্রসিদ্ধ মহাত্মাওঁ কা জীবন চরিত্র" "কাশ্মীরকুসুম" নামক কাশ্মীরেতিহাস, "কাশীকা ছায়া-চিত্র" নামক নাটক ও "কবিবচনসুধা" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা শিবপ্রসাদ (১৮৮৭ খৃঃ) হিন্দীভাষার এক জন সুযোগ্য সন্তান। ইঁহার পিতামহী বিবি রতনকুমারী যেরূপ বিদুষী ছিলেন, ইনিও তদ্রূপ জ্ঞানোদ্দীপ্ত ও বিদ্যোৎসাহী। হিন্দী-সাহিত্যের সংস্কার ও পুষ্টির জন্য ইনি স্বয়ং কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই সময়ে যাহারা সাধু হিন্দীভাষায় পুস্তক রচনা করিতেন, রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত রাজবিরচিত পাঠ্য পুস্তকাবলীর একটী তালিকা প্রদান করিলাম—১ বর্ণমালা, ২ বালবোধ, ৩ বিদ্যাঙ্কুর, ৪ বামামনরঞ্জন, ৫ হিন্দীব্যাকরণ, ৬ ভূগোল-হস্ত-মালক ১ ভাগ, ৭ ছোট ভূগোল হস্তামলক, ৮ ইতিহাস তিমিরনাশক, ৯ গুট্‌কা, ১০ ও ১১ মানবধর্ম্মসার (মনুসংহিতার মূল ও সর উইলিয়ম জোন্‌সকৃত ইংরাজী অনুবাদ সমেত), ১২ সাণ্ডফোর্ড ঔর মার্ত্তোন্ কি কহানী ১৩ শীমোকা উদয়াস্ত, ১৪ বাচ্চোঁ কা ইন্ আম, ১৫ রাজা ভোজ কা স্বপ্না, ১৬ বীরসিংহ কা বৃত্তান্ত, ১৭ স্বয়ম্বোধ উর্দ্দূ, ১৮ আঙ্গেজী অচ্ছরোঁ কে সিখনে কি উপায়, ইত্যাদি।

এই সময়ে অনুমান ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দীসাহিত্যের আর এক অভিনব বিকাশ হয়। উহা যে হিন্দী-ভাষা ও হিন্দুস্থানীদিগের শিক্ষা ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠার ফল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম নামক সুবৃহৎ সংস্কৃতাভিধানের অনুকরণে "রাগসাগরোদ্ভব রাগকল্পদ্রুম" নামক একখানি সুবৃহৎ সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দী-সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়া যান। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস দেব সুগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। উক্ত গ্রন্থমধ্যে তিনি যে সকল কবি ও গায়কগণের গান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, কর্ণাটী, মহ্রাঠী, তেলগু, গুজরাটী, উড়িয়া, ইংরাজী, আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও পোগু (ব্রহ্ম) ভাষার গ্রন্থ ও কবিদিগের তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ১২৪ জন হিন্দী কবি ও ১১১ খানি হিন্দীভাষায় লিখিত গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণানন্দের সঙ্গীতালোচনার সমকালে হিন্দী ও বিহারী-সাহিত্যে নাটক বা নাট্যশাস্ত্রের পুষ্টি হইতে থাকে। নিবাজের শকুন্তলা, ব্রজবাসীদাসের প্রবোধচন্দ্রোদয় ও ব্রজবিলাস, দেব কবির দেবমায়াপ্রপঞ্চ, প্রভাবতী এবং রেবার মহারাজ বিশ্ব-নাথ সিংহের জন্য লিখিত আনন্দ রঘুনন্দন নাটক প্রকৃত নাট্যা-লঙ্কারে ভূষিত ছিল না। উহা একরূপ নাট্যকাব্য মাত্র, উহাতে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ কিছুই নাই। গিরিধর দাসের নহুষ নাটক হিন্দীভাষার প্রকৃত নাটকের প্রথম নিদর্শন। তৎপরে রাজা লক্ষ্মণসিংহের শকুন্তলা, হরিশ্চন্দ্রের মুদ্রারাক্ষস, বিদ্যাসুন্দর, হরিশ্চন্দ্রের বৈদিকী হিংসা প্রভৃতি নাটক, শ্রীনিবাস দাসের তপ্তাসম্বরণ, তোতারামের কেতো কৃতান্ত, পর্য্যায়ক্রমে নাট্যকলার স্থানাধিকারী। ১৮৬৮ খৃঃ বারাণসীর রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সফলতার সহিত শীতলপ্রসাদ তিবারীর জানকীমঙ্গল অভিনীত হয়। উহা দেখিয়া প্রয়াগে শ্রীনিবাসদাস-কৃত "ধীর প্রেম-মোহিনী" এবং কান্‌পুরে হরিশ্চন্দ্র-কৃত সত্য হরিশ্চন্দ্র অভিনীত হইয়াছিল। বিহারপ্রদেশে বিদ্যাপতি-ঠাকুরের 'পারিজাতহরণ ও রুক্মিণী-স্বয়ম্বর', লালঝাঁ-রচিত গৌরীপরিণয়, ভানুনাথ ঝা প্রণীত প্রভাবতীহরণ, হরথনাথ ঝাঁ বিরচিত উথাহরণ (উষা-হরণ) প্রভৃতি নাটকের প্রচার আছে। উক্ত গ্রন্থগুলি প্রায়ই সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লিখিত। মৈথিলীভাষায় রচিত গীতগুলি ব্যতীত উহাতে হিন্দীভাষার আর কিছু নাই।

সাধারণের পক্ষে সুগম নহে বলিয়া আমরা এখানে হিন্দী-ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত হইলাম, তবে সংক্ষেপে উহার পরিচয়-জ্ঞাপনার্থ আমরা ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম যে, বিহারের কায়থী হিন্দীর সহিত প্রকৃত হিন্দীর অনেক সাদৃশ্য আছে। তুলসীদাস কপি-কটক স্থলে কপিকটকু, প্রবল-মোহদল স্থলে প্রবল-মোহদলু, ভুজঙ্গিনী স্থলে ভুঅঙ্গিনী, ভক্তি স্থলে ভগতি, বন্দৌ স্থলে বন্দউ, যাজ্ঞবল্ক্য স্থলে জগবলিকু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আবার মুসলমান-প্রধান স্থানে হিন্দীভাষায় উর্দ্দু শব্দেরও বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা নাজির কবির নিম্নোক্ত সরল উক্তিতে তাহার প্রমাণ পাই—

"অচ্ছা ভী আদমী হী কহাতা হৈ, অয়ে নাজির!
ঔর সব মঞ্জে জো বুরা হৈ, সো হৈ বোহ্ ভী আদমী।"

মৈথিল ও ব্রজবুলীর যথেষ্ট প্রয়োগ বিদ্যাপতি, সুরদাস প্রভৃতির গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিষ্প্রয়োজন-বোধে ঐ সকল এস্থানে উদ্ধৃত হইল না। [বিদ্যাপতি দেখ।]

হিন্দীভাষার যে স্থলে 'ষ' প্রয়োগ আছে, তথায় সাধারণতঃ খ ব্যবহার হইয়া থাকে। যে স্থলে 'ষ' যুক্ত রূপে বিদ্যমান, তথায় প্রায়ই শ লিখিত হয়। যেমন কৃষ্ণপ্রসাদ স্থলে কিশন্‌পরসাদ। 'য' বিরল। যেখানে সংস্কৃতে 'য' ব্যবহৃত, হিন্দীতে তথায় 'জ' ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কবিরায় প্রভৃতি শব্দেরও প্রচলন আছে। শব্দের অগ্রবর্ত্তী 'শ' প্রায়ই 'স' রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন সিব, সম্ভু ইত্যাদি। আবার মিশ্র শব্দ 'মিসর', অথচ 'কিশোর' শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। করুণেস, পজনেস শব্দে 'শ' স্থলে 'স' ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষার এই বর্ণভেদ আলোচনার সামগ্রী। সংস্কৃতের ন্যায় হিন্দীতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারণভেদ পরিলক্ষিত হয়। বাহুল্যবোধে তৎসমুদায় আলোচিত হইল না।

হিন্দু (পুং) হীনং দূষয়তীতি দূষ-ডু, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মেরুতন্ত্রের ২৩ পটলে কএকটী শ্লোকে হিন্দুশব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু অপর কোন মূলতন্ত্রে উক্ত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, এই সকল শ্লোক নিতান্ত অপ্রাচীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে, এই সকল শ্লোকে ইংরাজজাতি, লণ্ডননগর এবং সাহগণ হিন্দুধর্ম্মের বিলোপসাধক ইহাও লিখিত আছে। যথা—

"পশ্চিমাম্নায়মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্তভাষয়া।
অষ্টোত্তরশতাশীতির্যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ॥
পঞ্চ খানাঃ সপ্ত মীরা নব সাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্ম প্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ॥
হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে॥
পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতাং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নবষট্‌পঞ্চ লণ্ডুজশ্চাপি ভাবিনঃ॥" (মেরুতন্ত্র ২৩প°)

মুসলমান, অপর বিদেশী ও অনার্য্যজাতিসমূহ ভিন্ন ভারত-বাসীমাত্রেই 'হিন্দু' নামে পরিচিত। বেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে, পারসিক সুপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তায় ঐ শব্দ উচ্চারণভেদে 'হপ্ত্ হিন্দু' নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চনদ প্রদেশই বেদে সপ্তসিন্ধু ও অবস্তায় 'হপ্ত-হেন্দু' নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন পারসিকগণ পঞ্চনদপ্রদেশের বিষয় জানিতেন, তাঁহারা ভারতের আভ্যন্তর-জনপদের ততদূর সন্ধান রাখিতেন না। স্বভাবতঃ তাঁহারা 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিতেন। তাই তাঁহাদের নিকট প্রথমে সিন্ধুবাসী 'হিন্দু' নামে পরিচিত, ক্রমে মুসলমানজগতে ভারতবাসীমাত্রই হিন্দু শব্দে অভিহিত। তাহারই অপভ্রংশ হিন্দ্। ভারতাগত মুসলমানগণও সমস্ত ভারতকে 'হিন্দ' ও ইহার অধিবাসীকে 'হিন্দু' ও 'হিন্দ্' এই উভয় নামে সম্বোধন করিতেন। ক্রমে মুসলমান-অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তারের সঙ্গে মুসলমান ব্যতীত ভারতবাসী আর্য্যসন্তানমাত্রেই 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইলেন। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী আপনাকে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দিতেন না, এ কারণ কোন প্রাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃত গ্রন্থে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নাই। মুসলমান অধিকার স্থায়ী হইবার পর যখন সর্ব্বত্র পারস্তভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তৎকালে রাজকর্ম্ম-চারী ভারতবাসীমাত্রই 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ মেরুতন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হয়

এবং কালে অনার্য্য জাতি ব্যতীত ভারতবাসী আর্য্যসন্তানমাত্রই আপনাদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান কালে ভারতবাসী আর্য্যসন্তান জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দু বলিয়া পরিচিত না হইলেও মুসলমান আমলে তাঁহারাও হিন্দু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এ কারণ মুসলমানগ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। মুসলমান-আমলে চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতীয় বৌদ্ধগণ 'হিন্দুবৌদ্ধ' নামেই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আর্য্যশব্দের ন্যায় হিন্দুশব্দও পারিভাষিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বেদ অথবা বেদোদিত ধর্ম্মগ্রন্থে ও পরলোকে বিশ্বাস করেন এবং গোমাংস স্পর্শ করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত হিন্দু বলিয়া আজকাল পরিচিত হইতেছে। এই হিন্দুসভ্যতা এক সময় সমস্ত সভ্যজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি ৩।৪ হাজার বর্ষপূর্ব্বে হিন্দুগণ সুদূর এসিয়ামাইনর প্রভৃতি স্থানেও বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অল্পদিন হইল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। [হিত্তাইত, আর্য্য, উপনিবেশ, যবদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি শব্দে প্রতীচ্য হিন্দুসভ্যতার পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুকুশ, এসিয়ার একটী বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, পামীর মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া আফগানিস্থানের উত্তরপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্য এসিয়ায় অক্ষা° ৭৩° ৩৭´ উঃ হইতে বাহির হইয়া আফগানিস্থানের ভারতসীমান্তে শেষ হইয়াছে। হিন্দুকুশের উৎপত্তিস্থান হইতে ৪টী বৃহৎ নদী নির্গত হইয়াছে—অক্সাস, য়ারন্দ্ দরিয়া, কুণার এবং গিলগিট নদী। এই পর্ব্বতমালাটী হিমালয়েরই প্রসার, মধ্যে কেবল সিন্ধুনদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যেখানে একটী খণ্ডপর্ব্বত ঘোরবন্দউপত্যকা হইতে হেলমণ্ড নদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত পশ্চিমে হিন্দুকুশের বিস্তার। ইহার পর হইতে পশ্চিমদিকে এই পর্ব্বতমালার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সীমার মধ্যে শাখাপ্রশাখা লইয়া হিন্দুকুশের প্রসার ২০০ মাইল। হিন্দুকুশপর্ব্বতমালার ৪টী প্রধান শাখা আছে। এই সকল পর্ব্বতশাখা হইতে নদী বহির্গত হইয়া মধ্য এসিয়ার প্রদেশ-সকল ধৌত করিতেছে।

হিন্দুকুশের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইবার বহু গিরিপথ আছে, যথা—করম্বর বা ইস্কমান, দর্কোট, বরোঘিল, য়ুর, বোগু, সুকসান, খর্ত্তেজা, দোরা এবং ইরাক। শেষ পথটী মধ্য এসিয়া এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য পণ্যের যাতায়াতের প্রধান উপায়। এই পথগুলি দিয়া চিত্রল হইতে বথান এবং বদকসানে যাওয়া যায়, খাবাক গিরিপথ বদকসান এবং কাফিরিস্থানে যাতায়াতের প্রধান রাস্তা। তাহা ছাড়া আরও অনেকগুলি গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিপথের দ্বারা তৎপার্শ্বস্থ দেশসকল দুরধিগম্য হইলেও অনধিগম্য নহে।

অনুমিত হয় যে, এই পর্ব্বতমালা অনেক প্রকার বহুমূল্য ধাতব পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। শীতকালে নদীর বিস্তার কমিয়া আসে, কিন্তু গ্রীষ্মে যে সমস্ত বরফ স্তূপাকারে পর্ব্বতগাত্রে আবদ্ধ থাকে, সে সমস্ত গলিয়া গিয়া নদীগুলিতে স্রোতের বৃদ্ধি হয়। অনেক স্রোতস্বিনীই স্বর্ণরেণুগর্ভা। অনুসন্ধান করিলে এস্থানের অনেক স্রোতস্বিনী হইতেই বিস্তর স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়।

মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে যেরূপ বিভিন্ন জাতি বাস করে, হিন্দুকুশেও সেইরূপ বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্নভাষী জাতি বাস করিয়া থাকে। ইহার উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ উর্ব্বর, এং পর্ব্বতের গাত্রস্থিত গিরিগুহায়ও নানাজাতীর লোকের বাস আছে। উপত্যকায় ২০০ হইতে ৪০০০ লোক একত্রভাবে জীবনযাপন করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের ন্যায় নানা জাতি ও সমাজে বিভক্ত। কোন কোন সম্প্রদায় আবার প্রজাতান্ত্রিক শাসনের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ঈর্ষা ও অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রধান দুই জাতি দারদ এবং সিন, সম্ভবতঃ সিনগণই পূর্ব্বে এই দেশ জয় করিয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ কিংবা বৌদ্ধ এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বোধ হয় আধুনিক সময়ে সিন বলিয়া খ্যাত। এখন সকলেই মুসলমান, কিন্তু স্থানে স্থানে তাহাদিগের পুরাতনধর্ম্মের প্রথা বিদ্যমান আছে। বাথানদেশীয়গণ অগ্নিপূজা করে এবং আরও অন্যান্য চিহ্ন দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহারা পূর্ব্বে অগ্নির উপাসক জরথুস্ত্র-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই কোন না কোন প্রকারে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে শিয়া সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ই আছে এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। এ দৃষ্টান্ত অন্যদেশের শিয়াসুন্নিদিগের মধ্যে বিরল। তাহা ছাড়া মুগ্নি বলিয়া আর একটী সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়টী শিয়া এবং সুন্নি উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। কোরাণের পরিবর্ত্তে ইহারা কলমীপীর নামক এক পুস্তকের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদিগের ধর্ম্মমত কিছু অদ্ভুত।

এস্থানে বিবাহ-প্রথা বড়ই বিশৃঙ্খল। স্ত্রীলোক স্বেচ্ছানুসারে বহু পতি গ্রহণ করিতে পারে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পুরুষগণ সামান্য শাস্তি পাইয়া থাকে। এস্থানের লোকসকল শান্তিপ্রিয়, ইহারা প্রায়ই সশস্ত্র হইয়া চলাফিরা করে।

হিন্দুকুশের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০,০০০ ফিট্ উচ্চ। হিন্দুকুশের পর্ব্বতগাত্রসকল অনুর্ব্বর,

কোন প্রকার কৃষিকর্ম্মের উপযোগী নহে। হিমালয় অপেক্ষা হিন্দুকুশের উপত্যকাগুলি বিস্তৃত।

হিন্দুপুর, মান্দ্রাজবিভাগের অধীন অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৮১ বর্গমাইল। এখানে কনাড়ী ভাষা প্রচলিত ও ধান্য, ভুট্টা, এবং রেড়ির তৈল প্রস্তত হয়। এখানে দুইটী ফৌজদারী এবং ৫টী থানা আছে।

হিন্দুর, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনস্থ একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যরাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৪′ ৩০″ হইতে ৩১° ১৪′ ১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৯′ হইতে ৭৬° ৫৬′ ৫৪″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৫২ বর্গমাইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুরের রাজাকে অধিপতি স্বীকার করিয়াছিলেন। এখানকার রাজা রাজপুতবংশীয়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের আয় ৯০০০ পাউণ্ড। রাজস্ব মোট ৫০০ পাউণ্ড। রাজাই এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখানে আফিম উৎপন্ন হয়।

হিন্দু ষ্টুয়ার্ট, বঙ্গীয় সেনাবিভাগের একজন ইংরাজ-সেনাপতি। ইনি Major General Charles Stuart নামে সৈনিকবিভাগে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও, কি এদেশীয় বা কি য়ুরোপীয় সমাজে 'হিন্দু ষ্টুয়ার্ট' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ ও নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টানসমাজে লালিত-পালিত হইলেও তাঁহার হৃদয় বাল্যকাল হইতেই স্বাধীন ধর্ম্মপিপাসায় ব্যগ্র ছিল। বীরত্ব ও কার্য্যকুশলতার সঙ্গে সামান্য সৈনিক হইতে সমুচ্চ সেনাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতে আসিয়া নানাযুদ্ধে স্বীয় কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে সময় বঙ্গদেশের একদিকে খৃষ্টান মিসনারীগণ হিন্দুধর্ম্মের অসারতা-প্রতিপাদন ও সাধারণকে খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, অপরদিকে যে সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা অবৈদিক ও তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই সময় কয়েকজন ইংরাজ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার অনুকূলে লেখনীধারণ করিয়া খৃষ্টানমিসনারী ও রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুষ্টুয়ার্ট অগ্রণী।* ইনি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রত্যহ কোষাকুষী লইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন এবং ফুলচন্দন দিয়া হিন্দুদেবদেবীর পূজা করিতেন। কলিকাতার উডষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ী ছিল। এই বাড়ীতে বহু হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি শোভা পাইত। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি

* Dinesh Chandra Sen's History of Bengali Language and Literature, 1911, p. 903.

"The Bengal Officer's Pamphlet" প্রকাশ করেন, তাহাতে হিন্দুর দেবতত্ত্বসম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'পৌরাণিক দেবসমাজের বিস্তৃত রাজ্যের যে দিকে দেখি, সেইদিকেই ধর্ম্মতত্ত্ব রূপকাচ্ছাদনে আবৃত, পৌরাণিক প্রত্যেক গল্পেই সুবিমল ধর্ম্মোপদেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে। আমার সূক্ষ্মবিবেচনায় এ পর্য্যন্ত জগতে এরূপ ধর্ম্মতাত্ত্বিকরূপকের সম্পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আর কোথাও বাহির হয় নাই।' †

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৩১এ মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের ন্যায় যেন তাঁহার শব দাহ করা হয়। কিন্তু বৃটীশ সেনাবিভাগের উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় গবর্মেণ্ট তাঁহার অন্তিমবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কলিকাতার South Park Street Cemetry নামক য়ুরোপীয় গোরস্থানে তাহার সমাধি হয়। গবর্মেণ্ট তাঁহার সমাধি-স্মৃতিস্তম্ভের চারিদিকে তাঁহার মতপ্রতিপাদ্য হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তিরক্ষার অনুমতি দিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই অপূর্ব্ব স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান। ‡

হিন্দুস্তান, হিন্দুস্থান, হিন্দুর আবাসস্থান, ভারতবর্ষ। [হিন্দী, হিন্দু ও ভারতবর্ষ দেখ।]

হিন্দোল (পুং) হিন্দোল-ঘঞ্, বা হিল্লোল-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষবিহিত ভগবদ্‌যাত্রাবিশেষ। শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দোলনযন্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোলনরূপ উৎসব, চলিত ঝুলন। শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। মতান্তরে ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিন দিনও এই উৎসব হইয়া থাকে। হিন্দোল বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ বা বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না, পুরীর নীলাদ্রিমহোদয়ে এই উৎসবের কথা আছে। বৈষ্ণবদিগের প্রতি গৃহে এই উৎসব হইয়া থাকে। এই সময় রাত্রিকালে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি উত্তমরূপে সাজাইয়া দোলায় করিয়া দোল দেওয়া হয় এবং দেবতার ভোগরাগ দিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব হইয়া থাকে। হিন্দোল উৎসবে পূজার মন্ত্রাদিরও কোন বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না।

২ রাগবিশেষ, ষড়্‌রাগের মধ্যে ইহা একটী রাগ।

"ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলদীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥" (সঙ্গীতদ°)

† History of Serampore Mission, by I. C. Marshman, Vol, I. pp. 364-66.

‡ E. I. Wenger's The Story of the Lalbazar Baptist Church, p. 508.

হিন্দোলরাগের পাঁচ স্ত্রী, বেলাবতী, রামকেলী, দেশাখ্যা, পটমঞ্জরী ও ললিতা।

"বেলাবতী রামকেলী দেশাখ্যা পটমঞ্জরী।
ললিতা সহিতা এতা হিন্দোলস্য বরাঙ্গণাঃ ॥" (সঙ্গীতদ°)

এই রাগের পুত্র আভীর, শুভ্র, ধবল, চন্দ্র, কাস, বিমোহক, চন্দ্রকান্ত ও স্নেহবেদ। আন্তযামে অর্থাৎ প্রথম প্রহরে এই রাগ গান করিতে হয়।

"আভীরঃ শুভ্রধবলৌ চন্দ্রকাসবিমোহকাঃ।
চন্দ্রকান্তঃ স্নেহবেদঃ হিন্দোলাত্মজকীর্ত্তিতঃ ॥"

ইহার গান সময় :—

"হিন্দোল পঞ্চমঃ সিন্ধুর্ললিতশ্চ বসন্তকঃ।
ভথারো ভটিয়ারী চ আন্তযামে প্রগীয়তে ॥" (বৃহৎসঙ্গীতরত্না°)

হনুমন্মতে ইহা ষড়্রাগের মধ্যে দ্বিতীয় রাগ। ব্রহ্মার শরীর আন্দোলিত হইয়া এই রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং ইহা ব্রহ্মার শরীরনির্গত। কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই রাগ ঔড়বজাতি অর্থাৎ ষ, গ, ম, প ও নি, ইহা পঞ্চস্বর মিলিত, এই রাগের গৃহ ষড়্জস্বর। বসন্ত ঋতুর দিবা প্রথমভাগে এই রাগ গান করিতে হয়। অন্য সময়ে এই রাগালাপ নিষিদ্ধ। রাগমালা মতে ইহার রূপ—অল্পবয়ঃ, সুন্দর, পীতবর্ণ, উত্তম অঙ্গসম্পন্ন, স্বর্ণময় হিন্দোলারূঢ় ও গীতকারিণী-সুন্দর স্ত্রীদিগের সহিত পরমানন্দে হাস্যকৌতুককারী। এই রাগের ধ্যান—

"নিতম্বিনীমন্দতরঙ্গিতাসু দোলাসু খেলাসুখমাদধানঃ।
খর্ব্বঃ কপোলদ্যুতিকামযুক্তো হিন্দোলরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥"
(সঙ্গীতদর্পণ।)

এই রাগের পাঁচটী রাগিণী, যথা—রামকিরী, দেশাখী, ললিতা, বিলাবলী ও পটমঞ্জরী। ৮ পুত্র, চন্দ্রবিম্ব, মঙ্গল, শুভ, আনন্দ, বিনোদ, প্রঘন, গৌর ও বিভাস। ভরতমতে রাগিণী রামকলী, মালাবতী, আশাবরী, দেবারী ও গুণকলী। পুত্র—বসন্ত, মালব, মার্গ, কুশল, বথারবন্দ, লঙ্কাদহন, নাগধুন, ধবল। ইহাদিগের পত্নী যথাক্রমে লীলাবতী, কেরবী, চয়তী, পূরবী, পারাবতী, তিরবণী, দেবগিরী ও সুরসতী। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

হিন্দোল, উড়িষ্যার একটী গড়জাত রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৪৯´ ৩০´´ হইতে ২০° ২৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৮´ ৩৫´´ হইতে ৮৫° ৩১´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩১২ বর্গমাইল। ১৮০খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এখানে হিন্দুর বাসই বেশী, মুসলমান অতি কম। অর্দ্ধহিন্দু ও আদিম জাতিসমূহের মধ্যে এখানে তালা, কন্দ, পাণ প্রভৃতি জাতির বাস আছে। এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বাংশ দিয়া কটকসম্বলপুর রাস্তা গিয়াছে। অধিবাসিগণ মহানদীকূলে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া ব্যবসাদারদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে।

ইহার রাজধানী হিন্দোল—অক্ষা° ২০° ৩৬´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৪´ ২৬´´ পূর্ব্বে রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমাংশে অবস্থিত। এ ছাড়া এখানে করিন্দা, দিদারকোট, কঞ্জগোলা ও নওয়াপট্‌না এই কয়টী প্রধান গ্রাম আছে। রাজ্যের দক্ষিণাংশ ২০০০ ফিটের অধিক উচ্চ কনকাচল নামক শৈলমালা-সমাচ্ছাদিত। এখানকার রাজবংশ ক্ষত্রিয়। পূর্ব্বে এই স্থান ৩।৪টী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ও জঙ্গলময় ছিল; কিমেদিরাজবংশীয় বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষ এখানে আসিয়া সামন্তগণকে পরাজয় করিয়া সমুদয় ভূভাগ অধিকার করেন। বর্ত্তমান রাজা জনার্দ্দনসিংহ মর্দ্দরাজ জগদেব বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা ২৭ পুরুষ এখানে রাজত্ব করিতেছেন।

হিন্দোলক (পুং) হিন্দোল এব কন্। যানবিশেষ, চলিত ডুলী ও পাল্কী প্রভৃতি, যে যান দোলে সেই যানই হিন্দোলক শব্দার্থ। পর্য্যায়—প্রেঙ্খা, দোলা, দোলিকা, হিন্দোলা।

হিন্দোলন (ক্লী) ভেষজদ্বারা গর্ভপতন, ঔষধ সেবন করাইয়া গর্ভস্রাবকরণ। (সুশ্রুত নি° ৮ অ°)

হিন্দোলা (স্ত্রী) হিন্দোল-টাপ্। দোলিকা, দোলা।

হিন্ব (পুং) প্রীণয়িতা, প্রীণনকারী। 'প্রশস্তয়ঃ স্বনো হিন্বস্য হরিবঃ" (ঋক্ ৮।৪০।৮) 'হিন্বস্য প্রীণয়িতুঃ' (সায়ণ)

হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকচিকিৎসক। ইনি ইজিয়ান সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী কোশদ্বীপে অস্ক্রেপিদ্‌বংশে হেরাক্লিদের ঔরসে ও কেনারতির গর্ভে ৪৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রীস, স্কিদীয়া, কোলচিস্, এসিয়ামাইনর, ইজিপ্ট ও এসিয়ার অনেক দেশ বেড়াইয়া বহুদর্শিতালাভ করেন। ইহার মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাশ্চাত্য পূর্ব্বতন চিকিৎসকগণ বিশেষ সমাদর করিতেন। গ্যালেনের মতে, ইনিই প্রথমে মানবশরীরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের স্থিতিসম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। ইঁহার মতে চিকিৎসকমাত্রেরই জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

হিপ্পালস্, (Hippalus) আলেক্‌জান্দ্রিয়াবাসী একজন বিখ্যাত গ্রীক নাবিক। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে সম্রাট্ ক্লডিয়সের সময়ে ইনি এক বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ হইয়া আরবসমুদ্র পর্য্যটন করেন। এই সময়ে মৌসুমবায়ু ধরিয়া তিনি গোয়া-তেলিচেরির মধ্যে মুসিরিস্ বা বরাক বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ুর নাম রাখা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি সিংহলের হিপ্পোরস্ নামক বন্দরে আসিয়াছিলেন।

এখানকার রাজা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিংহলপতি তাঁহার সহিত রোমক-সম্রাটের নিকট চারিজন রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন, এই সঙ্গে এক জন সিংহলরাজকুমার সেই বৃহৎ অর্ণবপোতের পোতাধ্যক্ষ হইয়া গিয়াছিলেন। সিংহলের উত্তরপশ্চিম উপকূলে কুঠরী-মলয় নামে যে একটী ক্ষুদ্র শৈল আছে, কেহ কেহ এই স্থানকেই 'হিপ্পোরস্' বলিয়া মনে করেন।

হিবুক (ক্লী) জ্যোতিষমতে লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। পর্য্যায়—পাতাল, সুহৃদ্, অম্ব ও চতুর্থ। পাপযুক্ত ভার্গব হইতে হিবুকে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃরিষ্ট হইয়া থাকে।

"পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদম্বুশ্চতুর্থকং।
সপাপাং ভার্গবাৎ পাপো হিবুকে মাতৃনাশকৃৎ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হিব্রু, এসিয়ামাইনরবাসী জাতিবিশেষের নাম। ভাষাতত্ত্ববিদ্-গণের মতে 'হিব্রু' এই শব্দটি অরমাইক ভাষার 'এব্রা' শব্দের অনুলিপি। বাইবেলান্তর্গত Old Testamentএ আমরা যে ইব্রাহিম শব্দটী পাইয়া থাকি, সম্ভবতঃ সেই শব্দ হইতেই এই 'এব্রা' শব্দের উৎপত্তি। এই 'ইব্রা' ইস্রায়েল্‌বাসিগণকে বুঝাইত। প্রাচীন সমিতিক ভাষায় এবার বলিয়া একটী শব্দ পাওয়া যায়, তাহা কোন একটী বিশেষ জাতির বা স্থান-বিশেষের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইত। এই 'এবার' হইতেই অপভ্রংশে 'হিব্রু' হওয়া সম্ভব। হিব্রুজাতির ভাষাও 'হিব্রু' নামে অভিহিত। হিব্রুভাষা সেই প্রাচীন সমিতিক ভাষার অন্তর্গত, ইহা হইতে আরবী, আসীরীয় প্রভৃতি ভাষার বহুল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেনানদেশে ইস্রায়েল জাতির দ্বারা যে হিব্রুভাষা কথিত হইত, তাহাদের নিকটবর্ত্তী জাতিগণের ভাষার সহিত তাহার অতি অল্পই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের চলিত ভাষার সহিত প্রাদেশিক ভাষার যেরূপ প্রভেদ, ইহাও অনেকটা সেইরূপ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একদল বলেন যে, মুসাস্থাপিত প্রস্তরলিপি দেখিয়া মোআবী ভাষার সম্বন্ধেও ঐরূপ ধারণা হইয়া থাকে, ব্যক্তিগত নামের সূচনা দেখিয়া এবং ইস্রায়েল জাতির সহিত ঐ সকল জাতির সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, যেমন, আমন ও আদম এই দুইটী নামের শব্দগত প্রভেদ একজাতীয় শব্দের সামান্য তারতম্য মাত্র, ইহা ও সেইরূপ। ইহা অপেক্ষা আরও বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, ফিনিকীয় ও কেনানজাতি যাহাদের সহিত ইস্রা-য়েলগণ কোনও সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না, তাহাদের কথিত ভাষা (অন্ততঃ লিখিত ভাষা) বাইবেলের হিব্রু ভাষার সহিত বিশেষ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল প্রমাণের দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, হিব্রুজাতি সর্ব্বপ্রথমে অরমাইক ভাষাই ব্যবহার করিত; পরে তদ্দেশে অবস্থানকালে তাহাদের ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। অন্যান্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, ফিনিকীয়দিগের প্রস্তরলিপির সূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা উক্ত ভাষার সহিত হিব্রু ভাষার পার্থক্য প্রাদেশিক শব্দোচ্চারণের তারতম্য ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া ইহা অনুমিত হয় যে, এব্রাহাম বা ইব্রাহিমের সন্তানগণ তাঁহাদের ভাষায় শব্দ-প্রয়োগের পদ্ধতি হারোণ হইতে আনিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধবিচার হইতে বিশেষ দ্রষ্টব্য যে Old Testamantএ পুরা-তন ইস্রায়েল্ জাতি অরমাইক জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ থাকায় ইব্রাহিমবংশের মূল যে বহুপ্রকারে হিব্রুজাতির সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। সামাজিক আভ্যন্তরিক গতিবিধি অজ্ঞাত থাকায় হিব্রু জাতির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন কিছুই জানা যায় না, তেমনি কেনানবাসীদিগের ভাষাপরিবর্ত্তনের বিষয়ও সেই সকল কারণে স্থিরনির্ণয় করা দুষ্কর। Old Testamentএ এই প্রাদেশিক ভাষার তারতম্য সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। হিব্রু-ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ এই ভাষার পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ যতদূর পর্য্যন্ত পরীক্ষার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হইতে কেবলমাত্র ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তাহা অরমাইক ভাষার প্রভাবেই ঘটিয়াছিল।

হিব্রুভাষা এক্ষণে মৃতভাষা বলিয়া পরিগণিত। ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, বাইবেলের নব বিধান যখন লিখিত হয়, তখন অরমাইক ভাষা হিব্রুভাষার স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্বেই সাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে উক্ত হিব্রুভাষার প্রয়োগপদ্ধতি যে কেবলমাত্র লোকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার জন্যই জানিয়া রাখিত, এমন নহে, সাহিত্যেও তাহার ব্যবহার ছিল। তখনকার পণ্ডিতগণ কেবল লিখিবার সময়েই উক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এমন নহে, তাঁহারা কথা কহিবার সময়েও হিব্রুভাষায় কথা কহিতেন। এরূপ হইলেও চলিত অরমাইক ভাষার প্রবলগতি তাঁহারা কিছুতেই রোধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; সকল দেশেই প্রচলিত ভাষার প্রাধান্যে যেমন পুরাতন ভাষা লুপ্তপ্রায় হইতে দেখা যায়, কালে হিব্রুভাষারও সেই প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

হিম (ত্রি) হন্তি উষ্মাণমিতি হন (হন্তেহি চ। উণ্ ১।১৪৬) ইতি মক্ হি চ। ১ শীতগুণবিশিষ্ট শীতলবস্তু। পর্য্যায়—সুষীম, শিশির, জড়, তুষার, শীত, শীতল। (অমর) (ক্লী) ২ আকাশবাষ্প। পর্য্যায়—অবশ্যায়, নীহার, তুষার, তুহিন, প্রালেয়, মহিকা, ইন্দ্রাগ্নিধূম, খবাষ্প, রজনীজল। (হারাবলী) গুণ—কফ ও

বায়ুবর্দ্ধক। (রাজব°) ৩ চন্দন। ৪ পদ্মকাষ্ঠ। ৫ রঙ্গ। ৬ মৌক্তিক। (রাজনি°) ৭ নবনীত। (শব্দচ°) ৮ শীত। (হেম)
"পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)
(পুং) ১১ চন্দনবৃক্ষ। ১২ চন্দ্র। (শব্দচ°) ১৩ কর্পূর। (রাজনি°) ১৪ হেমন্তঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস, হিমের কাল। ১৫ হিমালয় পর্ব্বত। ১৬ পদ্মকাষ্ঠ। ১৭ উশীর।

হিমক (পুং) হিমেন কায়তীতি কৈ-ক। ১ বিকঙ্কতবৃক্ষ। হিম স্বার্থে কন্। ২ হিমশব্দার্থ।

হিমকণিন্ (ত্রি) হিমকণ অস্ত্যর্থে ইনি। হিমকণাবিশিষ্ট, হিমকণাযুক্ত।

হিমকর (পুং) হিমঃ শীতলঃ করঃ কিরণো যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (রাজনি°)

হিমকরতনয় (পুং) হিমকরস্য চন্দ্রস্য তনয়ঃ। চন্দ্রপুত্র বুধ।

হিমকষায় (পুং) হিমঃ কষায়শ্চ। শীতকষায়, শীতলগুণ ও কষায় রসবিশিষ্ট, যে বস্তু শীতল ও কষায়রস।

হিমকূট (পুং) হিমস্য কূটো যত্র। ১ শিশির ঋতু। (পুং ক্লী) হিমস্য কূটঃ। ২ হিমালয়শৃঙ্গ। হিমপ্রচুরং কূটং যস্য। হিমালয়-পর্ব্বত।

হিমক্ষ্মাধর (পুং) হিমালয় পর্ব্বত। (বৃহৎস° ৭২।১)

হিমগিরি (পুং) হিমপ্রধানো গিরিঃ। হিমালয় পর্ব্বত।

হিমগু (পুং) হিমা গোঃ যস্য। চন্দ্র, হিমকিরণ।

হিমঘ্ন (ত্রি) হিমং হন্তি হন-টক্। হিমনাশক।

হিমজ (পুং) হিমাং হিমালয়াজ্জায়তে জন-ড। মৈনাকগিরি, মৈনাকপর্ব্বত, হিমালয়ের পুত্র মৈনাক। (মেদিনী)

হিমজা (স্ত্রী) হিমজ-টাপ্। ১ হিমালয়কন্যা পার্ব্বতী, সতী। ২ শটী। (মেদিনী) ৩ ক্ষীরিণী। (রাজনি°)

হিমজ্যোতিস্ (ত্রি) হিমং জ্যোতির্যস্য। ১ শীতরশ্মি, চন্দ্র। ২ হিমকিরণ।

হিমজ্ঝটি (পুং) হিমানাং কুজ্ঝটিঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কুজ্ঝটি। (হারাবলী) কোন পুস্তকে হিমঝণ্টি পাঠও আছে।

হিমতৈল (ক্লী) হিমজাতং তৈলমিতি। কর্পূরতৈল।

হিমত্বিষ্ (পুং) হিমা শীতলা ত্বিট্ যস্য। ১ চন্দ্র। ২ হিমকিরণ।

হিমদীধিতি (পুং) হিমকিরণ চন্দ্র। (বৃহৎস° ২৮।১১)

হিমদুগ্ধা (স্ত্রী) হিমবৎ শুভ্রং দুগ্ধমস্যাঃ। ক্ষীরিণী, খিরুই।

হিমদুর্দ্দিন (ক্লী) হিমেন দুর্দ্দিনং। হিমপাত দ্বারা দুঃখদায়ক দিন। হিমপাত হইয়া যে দিন দুর্দ্দিন হয়, পর্য্যায়—পত্রহিম।

হিমদ্যুতি (পুং) হিমা দ্যুতির্যস্য। চন্দ্র। (শব্দমালা)

হিমদ্রুম (পুং) হিমো দ্রুমঃ। মহানিম্ব। (রাজনি°)

হিমধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ হিমস্য ধরঃ। হিমালয় পর্ব্বত।

হিমধাতু (পুং) হিমধাতুরিবাত্র। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমপাত (পুং) হিমস্য পাতঃ। হিমপতন, তুষারপাত।

হিমপ্রস্থ (পুং) হিমপ্রধানঃ প্রস্থো যত্র। হিমালয় পর্ব্বত।

হিমভূভৃৎ (পুং) হিমালয়। (মার্ক°পু° ৬১।২০)

হিমময়ূখ (পুং) হিমকিরণ, চন্দ্র। (বৃহৎস° ২১।১৪)

হিমরশ্মি (পুং) হিমো রশ্মির্যস্য। চন্দ্র।

হিমরাজ (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত রাজভেদ। (৮।১৪৪৭)

হিমরুচি (পুং) চন্দ্র।

হিমর্ত্তু (পুং) হিমশ্চাসৌ ঋতুশ্চেতি। হেমন্তঋতু।

হিমবৎপুর (ক্লী) হিমবতঃ পুরং। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমবৎসুত (পুং) হিমবতঃ সুতঃ। হিমালয়ের পুত্র। মৈনাক পর্ব্বত।

হিমবৎসুতা (স্ত্রী) হিমবতঃ সুতা। ১ গঙ্গা। "ততঃ পপাত গগনাদ্গঙ্গা সা হিমবৎসুতা।" (ভারত ৩।১০৯।৮) ২ উমা, হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী।

হিমবৎ (পুং) হিমমস্ত্যস্তীতি হিম-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ হিমালয় পর্ব্বত। (ত্রি) ২ হিমবিশিষ্ট। হিমযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিমবতী, তৎকন্যা গঙ্গা।
"গঙ্গা হিমবতো জজ্ঞে সর্ব্বলোকৈকপাবনী।
স্বযোগাগ্নিবলাদ্দেবী লেভে পুত্রীং মহেশ্বরীং॥"(দেবীপু° ১২ অ°)

হিমবারি (ক্লী) হিমং বারি। শীতলজল।

হিমবালুক (পুং) হিমস্য বালুকা ইব। কর্পূর।
'পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।' (ভাবপ্রকাশ)
স্ত্রিয়াং টাপ্। হিমবালুকা, কর্পূর।

হিমবিধি (পুং) বৈদ্যকোক্ত বিধিভেদ। পলপরিমিত দ্রব্য। উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৬ পল জলে নিমজ্জিত করিবে, এই প্রকারে একদিন রাখিয়া বাসি হইলে ছাকিয়া লইয়া তাহার কষায় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে কষায় প্রস্তুত করিলে তাহাকে হিম কহে। গুণ—শীতকষায়। ইহা দুই পলমাত্রায় সেবন করিতে হয়। (ভাবপ্রকাশ)

হিমবৃষ্টি (স্ত্রী) হিমস্য বৃষ্টিঃ। হিমবর্ষণ। তুহিনবর্ষণ।

হিমশর্করা (স্ত্রী) হিমস্য শর্করেব। যাবনালী। (রাজনি°)

হিমশৈল (পুং) হিমপ্রধানঃ শৈলঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমশৈলজ (ত্রি) হিমশৈলে জায়তে ইতি জন-ড। হিমালয়োদ্ভব, যাহা হিমালয়পর্ব্বতে জন্মে।
"এবমুক্ত্বা বিষং শার্ঙ্গং ভক্ষয়েৎ হিমশৈলজং।"(যাজ্ঞবল্ক্য° ২।১১১)
স্ত্রিয়াং টাপ্। হিমশৈলজা দুর্গা, পার্ব্বতী।

হিমশৈলসুতা (স্ত্রী) হিমশৈলস্য সুতা। পার্ব্বতী।

হিমসংহতি (স্ত্রী) হিমানাং সংহতিঃ। হিমসমূহ। চলিত বরফ্। পর্য্যায়—হিমানী, মহদ্ধিম। (জটাধর)

হিমসংহতি (পুং) হিমানাং সংহতিঃ। হিমসংহতি, বরফ্।

হিমসাগরতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শতমূলীর রস ৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, শিমুল-মূলের রস ৪ সের, গোক্ষুররস ৪ সের, নারিকেলোদক ৪ সের, কদলীমূলের রস ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, তিলতৈল ৪ সের, কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শুণ্ঠী, :হরীতকী, খাটাশী, পিড়িংশাকপত্র, কুন্দরখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ্, তেজ-পত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মর্ত্তরী, শটী, চন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া দিয়া তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। পরে ইহাতে গন্ধদ্রব্য সকল যেরূপ সংগ্রহ হয়, সেইরূপ দিয়া নামাইয়া লইবে। বায়ুরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট তৈল। এই তৈলমর্দ্দন করিলে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন-জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোথ, শুক্রক্ষয়, হনুমন্যাদির বিকৃতি, দৌর্ব্বল্য, লম্বজিহ্বতা, মিম্মিনভাষণ, গাত্রদাহ ও অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ এবং বহুপ্রকার পৈত্তিক রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

হিমহাসক (পুং) হিমমপি হসতি শীতত্বাৎ হস-ণ্বুল্। হিন্তাল-বৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (শব্দরত্না°)

হিমা (স্ত্রী) হিম অর্শ-আদিত্বাদচ্ টাপ্। ১ সূক্ষ্মেলা, ছোট এলাচি। ২ রেণুকা। ৩ ভদ্রমুস্তা। ৪ নাগরমুস্তা। ৫ পৃক্কা। ৬ চাণিকা। (রাজনি°)

হিমাংশু (পুং) হিমা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র। (অমর) ২ কর্পূর। (রাজনি°) ৩ রৌপ্য। (বৈদ্যকনি°)

হিমাংশুমালিন্ (পুং) হিমাংশুমালা অস্ত্যর্থে ইনি। চন্দ্র।

হিমাংশ্বভিখ্য (ক্লী) হিমাংশোরিব অভিখ্যা শোভা যস্য। রৌপ্য।

হিমাগ (পুং) হিম প্রধানোঽগঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমাগম (পুং) হিমস্য আগমো যত্র। হেমন্তকাল। এই কালে হিম পতিত হয় বলিয়া ইহাকে হিমাগম কহে।

হিমাচল (পুং) হিম প্রধানঃ অচলঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমাত্যয় (পুং) হিমস্য অত্যয়ঃ। হিমঋতুর অবসান, হিম-কালের অপগম।

হিমাদ্রি (পুং) হিম প্রধানো অদ্রিঃ। হিমালয়পর্ব্বত।

হিমাদ্রিজা (স্ত্রী) হিমাদ্রৌ জায়তে ইতি জন-ড। ১ ক্ষীরিণী। (রাজনি°) ২ পার্ব্বতী।

হিমাদ্রিতনয়া (স্ত্রী) হিমাদ্রেস্তনয়া। দুর্গা।

হিমাদ্রিতনয়াপতি (পুং) হিমাদ্রিতনয়ায়াঃ পতিঃ। শিব।

হিমানদ্ধ (ত্রি) শীতলীকৃত।

হিমানী (স্ত্রী) মহদ্ধিমমিতি (হিমারণ্যয়োর্ম্মহত্বে। পা ৪।১।৪৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্ আনুক চ। ১ হিমসংহতি, বরফ। "হিমান্যাং বৌদ্ধবাধায় পতন্ত্যাং প্রতিবৎসরং।" (রাজত° ১।১৮০)
২ যাবনালশর্করা। (রাজনি°)

হিমান্ত (পুং) হিমস্য অন্তঃ। হিমাবসান।

হিমাব্জ (ক্লী) হিমে হেমন্তকালে জাতং অব্জং। উৎপল। শুন্দিফুল। নালফুল। (রাজনি°) ইহার পাঠান্তর হিমাব্দ।

হিমাভ্র (পুং) কর্পূর। (মদনপা°)

হিমাম্ভস্ (ক্লী) হিমং অম্ভঃ। শীতলজল।

হিমারাতি (পুং) হিমস্য অরাতিঃ। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। (মেদিনী) ৩ ত্রিকবৃক্ষ। ৪ চক্রবৃক্ষ। (অমর°)

হিমাল (পুং) হিমালয়পর্ব্বত। (অমর)

হিমালয় (পুং) হিমস্য আলয় ইব শুক্লত্বাৎ। ১ শুক্লখদির। (শব্দচ°) হিমানামালয়ঃ। ২ স্বনামখ্যাতপর্ব্বত। পর্য্যায়—নগপতি, মেনাধব, উমাগুরু, হিমাদ্রি, নগাধিপ, উদগদ্রি, অদ্রিরাজ, মেনকাপ্রাণেশ, হিমবৎ, হিমপ্রস্থ, ভবানীগুরু। (হেম) এই পর্ব্বত ভারতবর্ষের সীমাপর্ব্বত। পুরাণমতে এই পর্ব্বত দীর্ঘে দশসহস্রযোজন এবং প্রস্থে দ্বিসহস্রযোজন। (ভাগবত ৫।১৬ অ°)

যে অত্যুচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তরে মস্তকোত্তলন করিয়া আছে, তাহারই নাম হিমালয়। যে গহ্বর হইতে দিহং, সান্‌পো এবং ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, পূর্ব্বদিকে সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমে সিন্ধুনদ যেখানে তাহার উত্তরতম অক্ষাংশ পৌঁছিয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত এই বৃহৎ পর্ব্বতটী প্রসারিত। পূর্ব্বদিকে ইহার শাখাপ্রশাখা ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাভিমুখী অনতি-উচ্চ গিরিমালায় লীন হইয়াছে। পশ্চিমদিকে আবার ইহা ঈষদ্বক্র হইয়া আফগানিস্থানে কাবুল নদীর ঢালুভূমিতে মিশিয়াছে।

কুএন্‌লুএন্ এবং হিমালয় এসিয়ার দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত। এই দুইটী পর্ব্বতই পশ্চিমাভিমুখ হইয়া পামীর মাল-ভূমিতে মিশিয়া গিয়াছে। এখান হইতে পামীর হিন্দুকুশ এবং তিয়ান্‌সান্ এই দুইটী শাখা উঠিয়াছে। কুএন্‌লুএন্ এবং হিমালয় একটি উত্তরে ও অপরটী দক্ষিণে তিব্বতের বিস্তৃত মালভূমিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ভারতোপসাগর হইতে বাষ্প জমিয়া তুষার হইয়া তাহা হিমালয়ে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই

তুষারদ্রব সমুৎপন্ন অনেক নদনদী ভারতের সমতল ভূমিকে ধৌত করিতেছে। কিন্তু কুএন্‌লুএনের কোন সমুদ্রসান্নিধ্য নাই বলিয়া তাহা হইতে বিশেষ কোন নদীর উৎপত্তি হয় নাই।

ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ আণ্ডিজের সহিত সর্ব্বপ্রথমে হিমালয়ের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। আণ্ডিজ এবং হিমালয় এই উভয়পর্ব্বতেরই তিনটী করিয়া সমরেখ প্রশাখায় সমাবেশ। অন্যান্য সামান্য সংস্থানেও আণ্ডিজের সহিত হিমালয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হিমালয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবৈজ্ঞানিকের নানা মত। একদল ভৌগোলিক বলেন যে, ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বে হিমালয় একটি সমুদ্রের তীর, ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্র এবং সমুদ্রের গর্ভস্থল ছিল; কিন্তু এই মতকে এখন প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই।

যে তিনটি সমরেখিক উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পর্ব্বতমালায় হিমালয় বিভক্ত এক একটি করিয়া নিম্নে তাঁহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

উত্তরমালা—এই উত্তরমালাটিকে আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ করিতে পারা যায়। পশ্চিমাংশ করকোরম্‌ বা মুস্তাঘ্‌ নামে পরিচিত। করকোরমের পার্ব্বত্যপথ হইতে একটী স্রোতস্বিনী দুইটী বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে ও একটী দক্ষিণমুখে সিন্ধুনদে, অপরটী করকোরমের উত্তর দিয়া তরিম্‌ অববাহিকায়প্রবেশ করিয়াছে। হিমালয়ের এই অংশের শৃঙ্গসমূহের সাধারণ উচ্চতা ২৫০০০ ফিট্‌। ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বোচ্চ, তাহার উচ্চতার পরিমাণ ২৮২৬৫ ফিট্‌, এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গটী পৃথিবীর মধ্যে কেবল হিমালয়ের অপরশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর অপেক্ষা নিম্ন। ইহা ক২ (K2) রূপে চিহ্নিত। করকোরমের দুইটী পার্ব্বত্যপথ করকোরম্‌ এবং চঙ্‌চেন্‌মো। তাহা ছাড়া আরও তিনটা উল্লেখযোগ্য গিরিপথ আছে। করকোরমের দক্ষিণ ঢালুভূমি বৃহৎ ও চির-তুষারখণ্ডে আবৃত। এই সকল তুষার গলিয়া সিন্ধু এবং অপরাপর নদ-নদী সর্ব্বদাই পুষ্ট হইতেছে। সিন্ধু, বশা, বল্‌ত্ত, শিগার ও শয়োক উপত্যকামধ্যস্থ জেলাগুলি একত্র 'বল্‌তিস্তান' নামে পরিচিত। ইহার অধিবাসিগণ মুসলমানভাবাপন্ন তিব্বতীয়, ইহারা তুরাণজাতিসম্ভূত।

হিমালয়ের এই বিভাগের দক্ষিণাংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কৈলাসপর্ব্বত এবং চঙ্‌চেন্‌মো পার্ব্বত্যপথমধ্যবর্ত্তী স্থানের অবস্থা সম্বন্ধে কোন বৈদেশিক ভৌগোলিক কোন সংবাদ রাখিয়া যান নাই। এই স্থানের দক্ষিণ ঢালুভূমি হইতে শতদ্রু এবং সিন্ধুনদ উত্থিত হইয়া হিমালয়ের মধ্যমালা ও দক্ষিণমালা ভেদ করিয়া ভারতের সমতল ক্ষেত্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। মানসসরোবরের পূর্ব্বে একটি খণ্ডাচল উত্তরমালা ও মধ্যমালার সহিত সংযোগ রাখিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও সানপোনদী উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কোন কোন ভৌগোলিকগণ বলেন যে, হিমালয়ের এই পূর্ব্বাংশটি বাস্তবিক হিমালয়ের অংশ নহে, চীনের দক্ষিণে যে পর্ব্বতরাজি আছে, এই পর্ব্বত বস্তুতঃ তাহারই একটি অংশ। ইহার নাম তাঙ্‌লা।

উত্তরমালা ও মধ্যমালার মধ্যে কৈলাসপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুনদ ও শয়োকনদীর সংস্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। কনিংহাম্‌ সাহেব ইহাকে কৈলাস কিংবা গঙ্‌রি শৈলমালা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গ আছে, তাহাদের সাধারণ উচ্চতা ১৬০০০ হইতে ২০০০০ ফিট্‌। এই স্থানে ইহা অনেকগুলি গিরিসঙ্কটের মধ্যদিয়া সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে শয়োকনদীর উপত্যকায় পৌছান যায়।

মধ্যমালা—এই সুবৃহৎ শৈলমালা নঙ্গপর্ব্বত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নঙ্গের উচ্চ শৃঙ্গটী ২৬,৬২৯ ফিট্‌ উচ্চ। সিন্ধুনদীর উপত্যকা হইতে এই পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। ইহা কাশ্মীরের সীমান্তসমীপবর্ত্তী। ইহার নিকট দিয়া সিন্ধুনদ একটী স্বাধীন রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিয়া দরবন্দের নিকটে বৃটীশগবর্মেণ্ট-শাসিত রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এইস্থান হইতে ৫০।৬০ মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই শৈলমালা নাতি উচ্চ। কৃষ্ণগঙ্গা এবং আস্তর এই দুই নদীর মধ্যে যে লোক-চলাচলের জন্য রাস্তা আছে, তাহা ১৩০০০ ফিট্‌ উচ্চ। ঐ পার্ব্বত্যপথ দ্রস্‌ উপত্যকায় গিয়াছে। দ্রসগিরিপথ দিয়া কাশ্মীর হইতে লাদক মালভূমিতে প্রবেশ করা যায়; ইহার নিকট হইতে এই পর্ব্বতমালার একটি শাখা দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও ঝিলাম্‌ নদীর উপত্যকা হইতে উত্তরে কৃষ্ণগঙ্গার উপত্যকা পৃথক্‌ করিয়াছে। দ্রস্‌ পার্ব্বত্যপথের নিকট হইতে অপর একটী শাখা কাশ্মীর উপত্যকার পূর্ব্বদিক্‌ বেষ্টন করিয়া আছে। এই শাখা হইতে আরও অসংখ্য প্রশাখা বাহির হইয়া চারিদিকে কাশ্মীরকে পর্ব্বতের দ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

দ্রস্‌ গিরিসঙ্কটের নিকট মধ্যমালার শৃঙ্গগুলি অভ্রভেদী এবং চির-তুষারাবৃত। নুন এবং কুন্‌ শৃঙ্গ দুইটী ২৩০০০ ফিট্‌ উচ্চ। ইহার উত্তরপূর্ব্ব ঢালুভূমি হইতে জল গিয়া সিন্ধুনদে সঞ্চিত হয়। মধ্যমালার প্রধান দুইটী নদীর নাম সুরু ও জনস্কর। জনস্কর নদীটি একটী অভেদ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিছুদূর দক্ষিণপূর্ব্বে শতদ্রুনদী একটী ভীষণ অত্যু—

ন্নত গহ্বর ভেদ করিয়া ভারতাভিমুখে ছুটিয়াছে। এই নদী মানসসরোবরের নিকট হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়াছে। যেখানে স্পিতিনদীর সহিত শতদ্রুর সংযোগ হইয়াছে, সেইখানে লিওপোরগ্যাল নামক শৃঙ্গ অবস্থিত, ইহার উচ্চতা ২২১৮৩ ফিট্। আরও দক্ষিণপূর্ব্বে বৃটীশ ভারত হইতে মধ্যমালার অপরদিকে যাতায়াতের জন্য অনেক গিরিপথ আছে। ইহাদের মধ্যে নীতিপথ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যমালার অপরাংশ নেপাল, সিকিম ও ভূটানরাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের এই স্থান পর্ব্বত সমান তুষারখণ্ডদ্বারা সর্ব্বদা সমাচ্ছাদিত থাকে। ইহার উত্তর হইতে সান্‌পোনদী প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণদিক্ হইতে অনেকগুলি স্রোতস্বিনী বহির্গত হইয়া দক্ষিণমালা ভেদ করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতঃ বৃদ্ধি করিয়াছে। মধ্যমালা হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা নির্গত হইয়াছে, ইহারা কোথাও কোন কোন হ্রদকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, কোথাওবা কোন কোন নদীর গতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। হ্রদের মধ্যে পত্তি এবং কম্‌তোদঙ্গই প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণমালা—ইহাকে প্রসিদ্ধ ভারতভৌগোলিকগণ উচ্চ মধ্য নিম্ন পর্ব্বতে বিভক্ত করেন। হিমালয়ের এই ভাগটী দক্ষিণে সম্ভবতঃ পীরপঞ্জাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভ মুখেই ইহার ভিতর দিয়া চিনানদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার শৃঙ্গগুলি ১৩০০০ ফিট্ হইতে ২০০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। এই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ভাগীরথী অলকনন্দা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই দক্ষিণমালা হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহা হয় গঙ্গা কিংবা ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিয়াছে। এই ভাগে যে সকল অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে তাহা একটা শৃঙ্গের অংশ নহে, তাহা অবিচ্ছিন্ন।

হিমালয়ের দক্ষিণমালায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির উচ্চতা ২৫০০০ ফিট্। গৌরীশঙ্কর পর্ব্বতই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

প্রত্যেক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অংশ স্ফটিকময় শৈলদ্বারা গঠিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে স্তরে স্তরে নিম্নতর শৈল দেখা যায়, ইহাই হিমালয়, আল্‌প্‌স্, পিরেনীজ্ এবং আমেরিকার শৈলমালার বিশেষত্ব। হিমালয়ের দক্ষিণমালাকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়, ইহাদের প্রাকৃতিক অবস্থান পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল, সমমণ্ডল এবং তুষারমণ্ডল এই তিনটি মণ্ডলের অন্তর্গত। গড়ে ইহাদের বিস্তৃতি ৯০ মাইল। দক্ষিণ হইতে উত্তর-দিকে ইহার শৃঙ্গমালা উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য প্রত্যেক হাজার ফিট্ উচ্চে ৩ কিম্বা ৩½ ডিক্রী করিয়া উত্তাপের হ্রাস হয়। পঞ্জাবে সমতলভূমি হইতে হিমালয়ের বাহির শৈলমালার মধ্যবর্ত্তী, শুষ্ক সচ্ছিদ্র মৃত্তিকাযুক্ত মধ্যে মধ্যে নানা গলি ও গিরিসঙ্কট এবং স্থানে স্থানে জঙ্গলবেষ্টিত কৃষ্ণসার-মৃগসঞ্চরণভূমি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত তরাই আছে, ইহা অনুর্ব্বর ও সঁ্যাৎসেতে, ইহার জল-হাওয়া অতি খারাপ। এই স্থান এবং হিমালয়ের 'বাভর' মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ নেপালী-ভাষায় মারি এবং ভুটানীভাষায় 'দ্বার' নামে অভিহিত।

এইস্থানের প্রধান বৃক্ষ শাল, শিশু, খদির, আব্‌লুস্ এবং কার্পাস বৃক্ষ। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে হস্তী, গণ্ডার, বন্য মহিষ, হরিণ, নানাপ্রকারপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও নানাপ্রকার সরীসৃপ দৃষ্ট হয়। পশ্চিমাংশে পাইন, অর্জ্জুন, সেগুণ এবং দেবদারুবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। হিমালয়ের শাল, সেগুণ এবং দেবদারু-বৃক্ষ সাধারণতঃ অত্যুচ্চ হইয়া থাকে। এক একটী ২০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। হিমালয়ের ঊর্দ্ধ অংশে চমরী গো, কস্তুরিকা মৃগ, বন্য ছাগ ও মেষ, ভল্লুক ও নানাপ্রকার শীকারী পক্ষী দৃষ্ট হয়।

ভূতত্ত্বজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, হিমালয় এবং আল্প‌স্ পর্ব্বতের অবস্থান পূর্ব্বে সমুদ্রের নিম্নদেশে ছিল; যখন আমাদের পৃথিবী উপগ্রহ সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তখন ইহার উত্তাপ সূর্য্য অপেক্ষা অধিক ছিল। যখন সূর্য্য হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন হইতে ইহার উত্তাপ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে ও পৃথিবী সঙ্কুচিত হইতেছে। পৃথিবীর বহিরাবরণ, কিন্তু সমভাবে কুঞ্চিত হয় নাই, কোথাও ইহা সমতল ক্ষেত্র হইয়াছে, কোথায় ভূগর্ভ হইতে উন্নত পর্ব্বতমালা জাগিয়া উঠিয়াছে, এই জন্য এই সকল প্রকাণ্ড পর্ব্বতস্তূপে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গিয়া সামুদ্রিক পদার্থ রাখিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়ঃ—লৌহ এবং দস্তা শতদ্রু এবং কালী নদীর মধ্যস্থ পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কুমায়ুন জেলায় নদীর জলের সহিত স্বর্ণরেণুর সংমিশ্রণ আছে। তিব্বতে সোণার খনি আছে। খনি হইতে ইহা শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। লৌহ এবং তাম্র কুমায়ুন জেলার খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

হিমালয়ে ইরাণ ও তুরাণ এই দুই আদি জাতির মিলনক্ষেত্র, তিব্বতের সীমা পর্য্যন্ত হিমালয়ের অধিবাসিগণ অধিকাংশই হিন্দু। যদিও আর্য্যগণ তুরাণদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আর্য্য এবং তুরাণ এই উভয় শ্রেণীর লোক দেখিলেই চেনা যায়। নেপালে, ভূটানে এবং হিমালয়স্থ অন্যান্য দেশে অন্যূন ১০টা জাতীয় লোক দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গগুলির নাম, অবস্থান ও উচ্চতা প্রদত্ত হইল :—

নাম	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	উচ্চতা (ফিট্)
অকূ	২৮° ২৩′ ২৪″	৫৫° ১০′ ১২″	২৪৩১৩
এবারেষ্ট (গোরীশঙ্কর)	২৭° ৫৯′ ৯২″	৮৬ ৫৮ ৬	২৯০০২
ক ২ (K. 2)			২৮২৭৮
কবরু	২৭° ৩৬′ ২৬″	৮৮ ৯ ১৫	২৪০১৫
কমেত (ইবিগমিন্)	৩০ ৫৫ ১৩	৭৯ ৩৮ ৪	২৫৩৭৩
কৃষ্ণশৈল গুয়ারিম্	২৭ ৩৪ ৬	৮৮ ৪৮ ৩৯	১৭৫৭২
কাঞ্চনজিঙ্ঘা	২৭ ৪২ ৫	৮৮ ১১ ২৬	২৮১৫৬
কেদারনাথ	৩০ ৪৭ ৫৩	৭৯ ৬ ৩৪	২২৭৯০
চমলারি	২৭ ৪৯ ৩৭	৮৯ ১৯ ৪৪	২৩৯৪৪
চাম্‌লং পূর্ব্ব	২৭ ৪৬ ২৭	৮৭ ৩ ২১	২৪০২০
" পশ্চিম	২৭ ৪৫ ১৬	৮৬ ৫১ ৫৬	২২২১৫
চুমুহ্নো বা চেলা	২২ ২৭ ২৮	৮৮ ৪৯ ৩৮	১৭৩২৫
চৌবিশি	৭৮ ৪৯ ৩১	৮২ ৩৯ ৩৩	১৯৭১৫
জহ্নু	২৭ ৪০ ৫২	৮৮ ৫ ১২	২৫৩০৪
জাঁওলি	৩০ ৫১ ১৮	৭৮ ৫৩ ৫৩	২১৬৭২
জিব্-লিবিয়া	২৮ ২১ ৩	৮৫ ৪৯ ২১	২৬৩০৫
ত্রিশূল, পূর্ব্ব	৩০ ৩০ ৫৬	৭৯ ৫৪ ৩৯	২৩০৯২
ঐ পশ্চিম	৩০ ১৮ ৪৩	৭৯ ৪৯ ৭	২৩৩৮২
থরলাসগর	৩০ ৫১ ৪০	৭৯ ২ ১৪	২২৫৮২
দয়াবঙ্	২৮ ১৫ ১৭	৮৫ ৩১ ৩৫	২৩৭৬২
ধবলাগিরি	২৮ ৪১ ৪১	৮৩ ৩২ ৯	২৬৮২৬
নন্দকূট	৩০ ১৬ ৪১	৮০ ৬ ৩৯	২২৫৩৬
নন্দাদেবী বা লাটু	৩০ ২২ ৩১	৮০ ০ ৫০	২৫৬৬১
নন্দাকনা	৩০ ৪১ ৭	৭৯ ৪৪ ৫৩	২২০৭৩
নরসিংহ	২৭ ৩০ ৩৬	৮৮ ১৯ ২৮	১৯১৪৬
নারায়ণী	২৭ ৪৪ ৩৯	৮৩ ২৫ ৪২	২৪৪৪৬
নীলকণ্ঠ	৩০ ৪৩ ৫২	৭০ ২৬ ৫৬	২১৬৬১
পঞ্চচুলি	৩০ ১২ ৫১	৮০ ২৮ ৯	২২৬৬৩
পাওহুন্‌রি বা ডঙ্কিয়া	২৭ ৫৬ ৫২	৮৮ ৫৩ ৫	২৩১৮৬
পান্‌দিম্	২৭ ৩৪ ৩৪	৮৮ ১৫ ৩৫	২২০১৭
বদরীনাথ	৩০ ৪৪ ১৬	৭৯ ১৯ ২০	২৩২১০
বন্দরপুঁচ	৩১ ০ ১২	৭৮ ৩৫ ৪৫	২০৭৫৮
বরাথোর	২৮ ৩২ ০	৮৪ ৯ ৩২	২৬০৬০
বুস বা শ্রীকণ্ঠ	৩০ ৫৭ ২৫	৭৮ ৫০ ৫০	২০১৪৯
মোর্শিয়াদি	২৮ ৩৫ ৩০	৮৩ ৫১ ৪৬	২৬৫২২
যমুনোত্তরী	৩১ ৬ ২৫	৭৮ ৩৪ ৬	২০০৩৮
মন্‌স	২৮ ৩২ ৫৫	৮৪ ৩৬ ৯	২৬৬৮০
সিহয়ুর	২৭ ৫৩ ১৮	৮৭ ৭ ৫৪	২৭৭৯৯
স্বর্গরোহন্	৩১° ৬′ ৮″	৭৮° ৩২′ ৩২″	২০৪০৫
স্বর্ণকোশী (সন্‌কোশী)	২৭ ৫৮ ১৩	৮৬ ২৮ ৩২	২৩৫৭০

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গমালার অনেক উত্তরে হিমালয়ের অববাহিকা। ইহার নিকটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গিরি-গুহা ও উপত্যকা আছে। ভারতবর্ষে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই সকল সমবাহু গিরিমালা হইতে তাহাদের উৎপত্তি। উত্তর ভারতবর্ষকে যে সকল বিখ্যাত নদী ধৌত ও শস্যসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হিমালয়ের পশ্চিম এবং পূর্ব্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সকল নদ-নদীগুলির নাম ঝিলাম্, চিনাব, রাবি, বিয়াস্, শতদ্রু, যমুনা, গঙ্গা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, তিস্তা (মানস ও সুবর্ণসিরি), ব্রহ্মপুত্রনদ এবং দিহঙ্গ।

দেরাদুন এবং যমুনার পূর্ব্ব সমতল ভূমিকে শিবালিকপর্ব্বত-মালা পৃথক্ করিয়াছে। লেফ্‌টেনাণ্ট কট্‌লি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিবালিক হইতে প্রস্তরীভূত অস্থি-বিন্যাস সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। কট্‌লি সাহেব এবং ডাক্তার ফাল্‌কনার সাহেব ইহা হইতে যে সকল প্রস্তরীভূত অস্থি সংগ্রহ করেন, তাহার বিবরণ Palæontological Memoirs নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা বহু পরিশ্রমে মৃত্তিকার স্তরে স্তরে যে সমস্ত স্তন্যপায়ী পশুদিগের দেহাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সহিত অন্য কোন 'ফসিল' বা প্রস্তরীভূত অস্থির তুলনা হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা এই সকল অস্থির প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আর্য্যগণের প্রধান প্রধান পুণ্যক্ষেত্র বা তীর্থগুলি অধিকাংশই এই হিমালয়ের উপর। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানই এই হিমালয়ে আছে। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে সেই সকল তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গবর্ণ-মেণ্ট হইতে প্রকাশিত হিমালয়ান্ গেজেটিয়ারে এখানকার ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ভৌগোলিক বিবরণ ও ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। [তিব্বত শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হিমালয়সুতা (স্ত্রী) হিমালয়স্য সুতা। পার্ব্বতী। উমা।

হিমালয়া (স্ত্রী) হিমস্য শীতস্য আলয়ো যত্র। ভূম্যামলকী।

হিমমালী (স্ত্রী) যাবনালী শর্করা। (রাজনি°)

হিমাবতী (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী, স্বনামখ্যাত ঔষধবিশেষ, পর্য্যায়—কটুপর্ণী, হেমবতী, হেমক্ষীরী, হেমাহ্বা, পীতদুগ্ধা। গুণ—তিক্ত, গ্রাহী ও গুল্মোদরনাশক, কৃমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডূতিনাশক। (ভাবপ্র°)

হিমাশ্রয়া (স্ত্রী) হিমঃ আশ্রয়ো যস্যাঃ। স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

হিমাহ্ব (পুং) হিমমপি আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে বর্ণেনেতি হ্বে-ক। ১ কর্পূর। ২ বর্ষভেদ। জম্বূদ্বীপের একটী বর্ষ।

"হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।" (মার্ক°পু° ৫৩।৪০)

হিমাহ্বয় (পুং) হিমমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে বর্ণেনেতি, আ-হ্বে-অচ্, হিমস্ত আহ্বা যস্তেতি। ১ কর্পূর। ২ বর্ষবিশেষ। (মার্কপু° ৫৩।৩৮)

হিমিকা (স্ত্রী) ১ তৃণোপরি পতিত হিম। ২ বর্ষোপল। ৩ হিম-সজ্ঘাত। ৪ শিশিরবিন্দু।

হিমেলু (ত্রি) হিমং ন সহতে ইতি হিম (তন্ন সহতে ইতি হিমাচ্চেলুঃ। পা ৫।২।১২২) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা ইলু। হিমক্লেশিত, হিমার্ত্ত।

হিমোত্তরা (স্ত্রী) হিম উত্তরো যস্তাঃ। কপিলদ্রাক্ষা।

হিমোৎপন্না (স্ত্রী) হিমে হিমপ্রধানে উৎপন্না। যাবনালী।

হিমোদক (ক্লী) হিমং উদকং। শীতলজল। হিমজল, বরফজল। (বৈদ্যকনি°)

হিমোদ্ভবা (স্ত্রী) হিমে হেমন্তে উদ্ভবো যস্তাঃ। ১ শটী। ২ ক্ষীরিণী, চলিত খিরুই। (রাজনি°)

হিমোপম (পুং) হিম উপমা যস্ত। প্রবাল। (বৈদ্যকনি°)

হিম্মৎ (আরবী) ১ প্রস্তাব। ২ সঙ্কল্প। ৩ সামর্থ্য।

হিম্মৎগড়, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮´৫´´ পূঃ। ইহার নিকটবর্ত্তী পন্নিয়ার সহরে মরাঠা এবং গ্রের অধীনস্থ ইংরাজ-সৈন্যদিগের একটী যুদ্ধ হয়।

হিম্মৎ বাহাদুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ছত্রপুরের একজন অধিপতি। 'ইনি গোঁসাই নবাব হিম্মতি বাহাদুর' নামে পরিচিত। বুন্দেলাগণ ইঁহার রাজ্য অধিকার করে। ইনি ঠাকুর কবির কৌশলে সে যাত্রা রক্ষা পান, এজন্য তিনি ঠাকুর কবিকে বিশেষরূপে সম্মান করিতেন। ইনি বহুসংখ্যক গোঁসাই-সৈন্য লইয়া সিন্ধিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বুন্দেলদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য ইনি প্রথমে আলী বাহাদুরকে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণের পরামর্শ দেন। মরাঠা-যুদ্ধকালে ইনি ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করেন এবং দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ইনি বহু কবির উৎসাহদাতা, নিজেও বহু হিন্দীকবিতারচয়িতা।

হিম্মতাবাদ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম, দিনাজপুরের সহরের ৩০ মাইল পশ্চিমে কুলিক নদীর উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৫´ ৫০´´ পূঃ।

হিম্মতী (আরবী) ১ শক্তিশালী। ২ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হিম্য (ত্রি) হিম ভবার্থে যং। (পা ৫।২।১২০) হিমভব। হিমোৎপন্ন।

হিয়া (দেশজ) হৃদয়। এই শব্দটী হৃদয় শব্দের অপভ্রংশ।

হিয়াবুকা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Adelia nereifoia)

হিরঙ্গু (পুং) রাহুগ্রহ।

হিরকল্, (হিরেকল্) তুমকুর, হস্‌সন এবং কদূর এই কয়েকটী জেলার সঙ্গমস্থলে মহিসুর রাজ্যের মধ্যমালভূমির একটি শৈলমালা। এই শৈলমালার একটিতে তিরুপতির প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, অপরটীতে হায়দর আলী নয়াপুরী নামে একটী সহর প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থানের অস্বাস্থ্যের জন্য অবশেষে তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

হিরণ (ক্লী) ১ রেতঃ। ২ স্বর্ণ। ৩ বরাটক। (মেদিনী)

হিরণ্ময় (ক্লী) হিরণ্যস্য বিকারঃ হিরণ্য (দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নেতি। পা ৬।৪।১৭৪) ইতি নিপাতিতঃ। ১ ভারতবর্ষাদি নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে এই বর্ষের বিবরণ লিখিত আছে। এই বর্ষের উত্তরদিকে ইলাবৃত বর্ষ। শ্বেত নামক পর্ব্বত এই বর্ষের মর্য্যাদাগিরি। এই বর্ষ দ্বিসহস্রযোজন বিস্তৃত, এই বর্ষের উভয়দিকে প্রাগায়ত ক্ষীরোদসমুদ্র অবস্থিত। (পুং) হিরণ্য-ময়ট্। ২ ব্রহ্মা (ত্রি) ৩ সুবর্ণময়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ হিরণ্ময়ী। "হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।" (ভট্টি ২।৪৭)

হিরণ্য (ক্লী) হর্য্যতি দীপ্যতে ইতি হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ (হর্য্যতেঃ কন্যন্ হির চ। উণ্ ৫।৪৪) ইতি কন্যন্ হিরাদেশশ্চ। সুবর্ণ। ইহার বৈদিকপর্য্যায়—হেম, চন্দ্র, রুক্ম, অয়ঃ, পেশঃ, কৃশন, লোহ, কনক, কাঞ্চন, ভর্ম্ম, অমৃত, মরুৎ, দত্র, জাতরূপ। (বেদনি° ১ অ°) [সুবর্ণ শব্দ দেখ] ২ ধুস্তূর। (অমর) ৩ রেতঃ। ৪ দ্রব্য। ৫ বরাট। ৬ অক্ষর। ৭ মানভেদ। ৮ অকুপ্য। (মেদিনী) ৯ রজত। ১০ ধন। (শব্দরত্না°) ১১ গুগ্‌গুলবিশেষ।

"মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি।
হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ॥"(ভাবপ্র°)

হিরণ্যক (পুং) স্বর্ণ।

হিরণ্যকক্ষ (ত্রি) স্বর্ণকক্ষযুক্ত।

হিরণ্যকক্ষ্য (ত্রি) হিরণ্যকক্ষসম্বন্ধী।

হিরণ্যকর্ণ (ত্রি) হিরণ্যবিকারকুণ্ডলাদিযুক্ত কর্ণ, যাহার কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল আছে। "হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবং" (ঋক্ ১।১২৩।১৪) 'হিরণ্যকর্ণং হিরণ্যবিকারকুণ্ডলাদ্যুপেতকর্ণং' (সায়ণ)

হিরণ্যকর্ত্তৃ (পুং) স্বর্ণকার।

হিরণ্যকশিপু (পুং) দৈত্যবিশেষ। মহাত্মা কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে ইহার জন্ম। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণু প্রভৃতি সকল পুরাণে এই দৈত্যের আখ্যায়িকা বিশেষভাবে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। বৈকুণ্ঠভবনে ভগবান্ হরির জয় ও বিজয় নামে দুইজন দ্বারপাল ছিলেন। এই দুই জন ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বার রক্ষা করিতেন। একদা

সনন্দাদি ঋষিগণ ত্রিভুবন-ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। জয় ও বিজয় এই ঋষিদিগকে দিগম্বর এবং পঞ্চ বা ষট্ বর্ষবয়স্ক বালকের ন্যায় অবলোকন করিয়া পুরপ্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাহাদিগকে এই অভিশাপ দেন যে, তোমরা ভগবানের নিকটে অবস্থান করিয়াও তোমাদের চিত্তের রজস্তমোমল অপনীত হয় নাই, অতএব তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিবার উপযুক্ত নও, অচিরে তোমরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হও। এইরূপে অভিশপ্ত হইবামাত্র তাহারা স্বর্গ হইতে পতিত হইল। এই ভাবে স্বর্গ হইতে তাহাদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া ঋষিদিগের দয়া হয়। ঋষিগণ করুণাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইতেছ, তিন জন্মের পর তোমাদের শাপবিমুক্তি হইবে। এই জয় ও বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কশ্যপের দিতি ও অদিতি এই দুই পত্নী ছিলেন। অদিতির গর্ভে দেবগণের জন্ম হয়। অদিতির পুত্রগণ অমর এবং বলবান্ হইয়া স্বর্গের অধীশ্বর হন। একদা দিতি সায়ংকালে পুত্রার্থিনী হইয়া কশ্যপের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার যাহাতে বলবান্ পুত্র হয়, আপনি তাঁহার উপায় করুন। কশ্যপ এ কথা শুনিয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিয়া কহিলেন, তোমার চিত্ত অতি অপবিত্র এবং তুমি অতিশয় কামপরতন্ত্রা, বিশেষত এই সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তোমার দুইটী অধম পুত্র জন্মিবে, এই পুত্রদ্বয় লোকপালসহ ত্রিলোকীকে মুহুর্মুহু পীড়াপ্রদান করিবে, কিন্তু যখন ইহারা নিরপরাধ প্রাণিদিগের পীড়া, স্ত্রীনিগ্রহ প্রভৃতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকিবে, তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ইহাদিগকে বধ করিবেন। ইহাতে দিতি কহিলেন, প্রভো! আমার সন্তান দুইটী যদি নিতান্তই বধ্য হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেন তাহাদিগকে সুনাভ চক্রদ্বারা বধ করেন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা অপরের নিকট যেন তাহারা বধ্য না হয়, কশ্যপ তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমার দুই পুত্রের মধ্যে হিরণ্যকশিপু নামে যে পুত্র হইবে, তাহার প্রহ্লাদ নামে এক সাধুপুত্র হইতেই তোমরা সকলে পবিত্র হইবে।

দিতি আপনার এক পৌত্র পরম ভাগবত হইবে শুনিয়া অতিশয় হৃষ্টা হইলেন। অনন্তর দিতি প্রজাপতি কশ্যপনিহিত বীর্য্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তিনি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া দুইটী যমজপুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে বহুতর অমঙ্গল দেখা দিল, আকাশ হইতে উল্কাপাত প্রভৃতি হইতে লাগিল। বায়ু অতিশয় দুস্পর্শ হইল, নিবিড় ঘনঘটা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন সমুদ্র ক্ষুব্ধ, বিনামেঘে মুহুর্মুহু বজ্রপাত, শৃগাল পেচকাদির ভয়ানক রব, শনি ও মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহগণ অতিশয় দীপ্ত হইয়া গুরুশুক্রাদি শুভ গ্রহগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিল এবং বক্রগতি দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এইরূপে চারিদিকে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইল। পৃথিবী মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল। সনন্দাদি ঋষিগণ ভিন্ন কেহই ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে দৈত্যদ্বয় প্রকাণ্ড পর্ব্বততুল্য এবং পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তথায় উপস্থিত হইয়া এই দুই পুত্র যমজ হইলেও ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রথমে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু এবং পশ্চাৎ যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হিরণ্যাক্ষ রাখিলেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং অনুদিন তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেন। ক্রমে হিরণ্যাক্ষ অতিশয় দুৰ্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। একদা হিরণ্যাক্ষ গদা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধবাসনায় সমরান্বেষণ করিতে করিতে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদদ্বয়ে শব্দায়মান কাঞ্চনময় নূপুর, গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা লম্বমানা এবং স্কন্ধে মহতী গদা ন্যস্ত ছিল। তিনি অত্যন্ত দুঃসহবেগে গমন করিতেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ বরগর্ব্বিত, অতএব নিরঙ্কুশ ও অকুতোভয় ছিলেন। দেবগণ হিরণ্যাক্ষকে দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রের সহিত দেবগণ স্ব স্ব তেজে অন্তর্হিত হইলে হিরণ্যাক্ষ স্বর্গে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অতিমাত্র মত্ত এবং বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনিই নিবৃত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গবৎ জলক্রীড়ার জন্য উৎসুক হইয়া ভয়ানক রব করিতে করিতে সমুদ্রে গিয়া অবগাহন করিলেন। অনন্তর এই দৈত্য বরুণের বিভাবরী নামক পুরী প্রাপ্ত হইয়া তথায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বরুণ হিরণ্যাক্ষের ভয়ে লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। একদা হিরণ্যাক্ষ বরুণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করেন। তখন বরুণ তাঁহাকে কহিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আপনি রণবিষয়ে সুপণ্ডিত, যুদ্ধে ভগবান্ ভিন্ন আপনার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে এমন ব্যক্তি নাই, কেবল পুরাণপুরুষ ভগবান্ যুদ্ধ করিলেই আপনার সন্তোষ জন্মাইতে পারেন, অতএব আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তাহা হইলে আপনার এই রণকণ্ডুয়ন নিবৃত্তি হইবে।

হিরণ্যাক্ষ নারদের নিকট হরির গতি অবগত হইয়া সত্বরে রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু তাঁহার নেত্রগোচর হইলে তিনি হাসিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, ইহা যে জলচর বরাহ। নারদ আমাকে প্রতারিত করিয়াছে। ঐ সময়ে ভগবান্ দন্তাগ্র দ্বারা অবনীকে উন্নয়ন করিতে ছিলেন, দানবদর্শনে তাহার নয়নদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তদ্দ্বারাই তিনি ঐ দৈত্যের তেজোহরণ করিতে লাগিলেন। বরাহের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল। বরাহরূপী হরি তাঁহার সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া সুদর্শনচক্রে বধ করিলেন।

হিরণ্যকশিপু বরাহরূপী বিষ্ণুহস্তে অনুজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত এবং বিষ্ণুর উপর জাতবিদ্বিষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, 'বিষ্ণুকে যে কোন প্রকারে নিধন করিতেই হইবে, বিষ্ণুর রুধিরে প্রিয় ভ্রাতার তর্পণ করিতে পারিলে আমার এই মনোব্যথা অপনীত হইবে। বিষ্ণুই আমার একমাত্র প্রতিপক্ষ, উহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই দেবগণ ছিন্নমূল বৃক্ষশাখার মত শুষ্ক হইবে।'

অতঃপর হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে এই আদেশ দিলেন যে, 'তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এক কর্ম্ম কর, এখন ধরামণ্ডল ব্রহ্মক্ষত্রে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তথায় গমন করিয়া তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান ও ব্রতাদিযুক্ত মানবদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। যদিও যজ্ঞাদিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কোন অপরাধ নাই, তথাচ দ্বিজগণের যজ্ঞক্রিয়াই বিষ্ণুপ্রাপ্তির মূল কারণ। আর বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞ ও ধর্ম্মময়, এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের পরম আশ্রয়। অতএব ঐ সকল ব্যক্তি যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর মূল, অতএব তাঁহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আমার বধ্য হইয়াছে। দানবগণ তোমরা যেখানে যেখানে গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত আশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিবে, সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, তাহা হইলে যাগযজ্ঞাদির অভাবে বিষ্ণু ও দেবগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। পুর, গ্রাম, ব্রজ, উদ্যান, ধান্যাদিক্ষেত্র, আরাম, ঋষিদিগের আশ্রম, রত্নাদির আকর প্রভৃতি স্থান সকল দগ্ধ করিয়া ফেল।' হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণ অচিরে এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পৃথিবীস্থ জনসাধারণ এইরূপে উপদ্রুত হইয়া যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিল। যজ্ঞভাগের অভাব হেতু দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত শরীরে ভূতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু দুঃখিত চিত্তে ভ্রাতার শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু, উৎকচ এবং হিরণ্যাক্ষের পত্নী ভানু ও মাতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়া আপনাকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা করিবার জন্য তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। তখন তিনি মন্দর-পর্ব্বতের কন্দরে গমন করিয়া দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন আপনার ভয়ঙ্কর কিরণে অত্যর্থদীপ্তিযুক্ত হইয়া বিরাজিত হন, সেইরূপ ঐ দৈত্য জটাকান্তি দ্বারা প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু এইরূপে তপস্যা আরম্ভ করিলে পূর্ব্বে যে সকল দেবতা তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত ভাবে বেড়াইতেন, তাঁহারা পুনরায় আপন আপন স্থানে আসিলেন।

হিরণ্যকশিপু ক্রমেই অতি কঠোরতম তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন সধূম অনল তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূত এবং সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধ লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। ব্রহ্মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমার সিদ্ধি হইয়াছে, আমি বর দিতে আসিয়াছি, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার ধৈর্য্য অতি অপূর্ব্ব, দংশ তোমার সকল দেহ ভক্ষণ করিয়াছে, কেবল অস্থি সকলে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। স্বচ্ছন্দে বসিয়া সমাধি অবলম্বন করিয়া আছ, বৎস! পুরাকালে ঋষিগণও এ প্রকার তপস্যা করিতে পারেন নাই। পরেও কেহ করিতে পারিবে না। ফলতঃ জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিব্য শত বৎসর প্রাণ ধারণ করা কাহার সাধ্য? অতএব তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, সত্বর অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন ব্রহ্মা নিজের কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অঙ্গ যাহা পিপীলিকা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রোক্ষণ করিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কমণ্ডলুজলে প্রোক্ষিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ও বজ্র তুল্য দৃঢ়াঙ্গ হইয়া সামর্থ্য, বল ও তেজের সহিত সেই বল্মীক ও কীচকাদির মধ্য হইতে নির্গত হইল। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার শরীরপ্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে, সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে আমার যেন মৃত্যু না হয়, অভ্যন্তরে অথবা বহির্ভাগে, দিবসে বা রাত্রিতে আপনার সৃষ্ট ভিন্ন অস্ত্র হইতেও যেন আমার নিধন না হইতে পারে। নর বা মৃগ দ্বারা

যেন আমার মৃত্যু না হয়, ভূমিতে বা আকাশেও যেন আমার মরণ না হয়। অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিংবা সুর, অসুর, মহোরগ এ সকল হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে যেন আমার কেহ প্রতিপক্ষ থাকে না, আমি সকল দেহীর উপর একাধিপত্য করিতে পারি, সকল লোকপালের মাহাত্ম্য যাহা যাহা আপনার আছে, আমাকে সে সকলও দিতে আজ্ঞা হউক। তপস্যা ও যোগ দ্বারা যাহাদের প্রভাব জন্মে, তাহাদের যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন।'

তখন ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপর কিছু বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার অভিলষিত পূর্ব্বোক্ত সকল বরই তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিতেছ, পুরুষদিগের ইহা অতি দুর্লভ, যদিও ঐ সকল বর অতি দুর্লভ, তথাপি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।'

হিরণ্যকশিপু বর লাভ করিয়া স্বর্ণবপুঃ ধারণ করিল। বিষ্ণু তাঁহার ভ্রাতাকে নিধন করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া বিষ্ণুর প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাসুর সকল দিক্ এবং লোক, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেতপতি, ভূতপতি এবং অন্যান্য প্রাণীর যে যে অধিপতি তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিলেন। এইরূপে বিশ্বজয়ী হইয়া তেজের সহিত লোকপালসকলের স্থান হরণ করিয়া লইলেন। পরে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ বিতাড়িত হইয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জন ব্যতীত আর সকলেই উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। হিরণ্যকশিপু মহেন্দ্রাসনে অধ্যাসীন থাকিলে বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ নিরন্তর তাহার যশোগান করিত। ঋষিগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া মুহুর্মুহু এই দানবের স্তব এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল ও গৃহস্থাদি সকল আশ্রমী ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া তাঁহারই যজ্ঞ করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু সমস্ত যজ্ঞের ভাগই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে কেহ যজ্ঞ করিত না। তখন হিরণ্যকশিপুর এইরূপ প্রভাব হইল যে, সপ্ত দ্বীপবতী ভূমি বিনা-কর্ষণে বিবিধ শস্য প্রসব করিতে লাগিল। গাভী সকল তাঁহার অভিলাষানুসারে দুগ্ধ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে নভোমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যের আস্পদ হইয়া উঠিল।

ঐ দানব এই প্রকারে সকল দিক্ জয় করিয়া ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পরিতোষ জন্মিল না। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যমত্ত ও উদ্দীপ্ত হইয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলেন, ক্রমে সুমহৎ কাল অতিক্রান্ত হইল। ঐ দানবের উগ্রদণ্ডে লোকপাল সহিত সকল লোকের যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ জন্মিল। দেবগণ তখন নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইল। তাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিতে থাকিলে দৈববাণী হইল যে, 'তোমরা ভীত হইও না, সময়ের প্রতীক্ষা কর। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে এতাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে। যখন সে তাহার প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদের উপর বিদ্রোহাচরণ করিবে, তখন আমি তাহাকে বধ করিব।' দেবগণ এই দেববাণী শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ভীত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপুর পত্নীর নাম কয়াধু। এই কয়াধুর গর্ভে কাল-ক্রমে হিরণ্যকশিপুর হ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ ও প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদ নামে চারিটী পুত্র জন্মিল। প্রহ্লাদ নিজের সুকৃতি বশতঃ জন্মাবধিই বিষ্ণুর সেবক। শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগের কুল-পুরোহিত ছিলেন। এই শুক্রাচার্য্যের শণ্ড ও অমর্ক নামে শুক্রের ন্যায় গুণসম্পন্ন অতিশয় নীতিজ্ঞ দুইটী পুত্র ছিল। হিরণ্যকশিপু সুপণ্ডিত নীতিবিশারদ শণ্ডামার্কের নিকট আপনার এই পুত্র-গণের শিক্ষাভার অর্পণ করেন।

শণ্ডামার্ক এই সকল পুত্রগণকে দণ্ডনীতি শিক্ষা দিতেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ইহার প্রতি কোনরূপ আস্থা স্থাপন না করিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকিতেন এবং সমপাঠী বালকদিগকে শণ্ডামার্কের অসাক্ষাতে ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষা দিতেন। পুত্রের এই রূপ ভগবৎপ্রীতি জানিতে পারিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে তাহাহইতে নিবারণ করিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই বিষ্ণু-নাম পরি-ত্যাগ করিলেন না, হিরণ্যকশিপু তাহাকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। নানা উপায়েও তাহার মৃত্যু হইল না। [প্রহ্লাদ দেখ]

হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে কিছুতেই নিধন করিতে পারিলেন না, তখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্বদা বিষ্ণু বিষ্ণু করিয়া বেড়াইয়া থাক, এখনও যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে বিষ্ণুনাম পরিত্যাগ কর। তখন প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহিতে লাগিল, পিতঃ! আপনি জন্মদাতা, আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণুই এই জগতের ঈশ্বর, তাঁহার পরাক্রম অসীম, তিনিই সামর্থ্য, সাহস, ধৈর্য্য এবং ইন্দ্রিয় স্বরূপ। সেই পরম পুরুষই স্বীয়শক্তি

দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, আপনি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হউন।

তখন হিরণ্যকশিপু ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, আমি ভিন্ন আর একজন জগতের ঈশ্বর আছেন? অরে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি থাকেন, কোথায় আছেন, যদি বলিস্ সর্ব্বত্র আছেন, তাহা হইলে এই যে স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে ইহাতে নাই কেন? প্রহ্লাদ তখন সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তিনি যখন সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তখন এই স্তম্ভেও তিনি আছেন, তাঁহার সত্তা না থাকিলে জগতের সত্তা হইতে পারে না। তখন হিরণ্যকশিপু কহিলেন, এখনই তোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব, এখন তোর হরি তোকে রক্ষা করুক।

হিরণ্যকশিপু এই বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্তম্ভের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র সেই স্তম্ভ হইতে এরূপ একটা ভয়ানক শব্দ নির্গত হইল, ব্রহ্মাণ্ডকটাহ যেন তাহাতে স্ফুটিত হইয়া গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব ধামে বসিয়া ঐ অদ্ভুত ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তৎশ্রবণে তাঁহাদের মনে হইল, বুঝি তাঁহাদের স্থান বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

তখন ভগবান্ স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য সত্য করিবার জন্য দৈত্যঘাতক ঘোর রূপ ধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে সেই স্তম্ভেই আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার ঐ রূপ মৃগাকারও নয়, সিংহাকারও নয়, সুতরাং অতি অদ্ভুত। হিরণ্যকশিপু প্রথমে ঐ নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জন শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন নৃসিংহরূপী ভগবান্ ঐ স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহার লোচন প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বদন দীপ্যমান, জটা অতিশয় বিজৃম্ভিত, করাল দন্ত করবালতুল্য চঞ্চল এবং জিহ্বা ক্ষুরধার সদৃশ, মুখ ভ্রূকুটীযুক্ত। ভীষণ এই মুর্ত্তি দেখিয়া হিরণ্যকশিপু অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন। হিরণ্য-কশিপু ও নৃসিংহদেবে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নৃসিংহ স্বীয় নখাঙ্কুর দ্বারা দৈত্যপতির হৃৎপদ্ম উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। পরে তাঁহার যে সকল অনুচর শস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইতেছিল, তাহা-দিগকে এবং সহস্র সহস্র অসুরকে নখাঘাতে নিহত করিলেন। দুষ্ট অসুর সকল নিহত হইল; তখন মনু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু এইরূপে নিহত হইলে দেবগণ স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন, চরাচর জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইল। (ভাগ° ৭। ১-১৫ অ°)

বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতিতেও হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হিরণ্যকশিপুহন্ (পুং) হিরণ্যকশিপুং হতবানিতি হন্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

হিরণ্যকামধেনু (পুং) হিরণ্যনির্ম্মিতা কামধেনুর্যত্র। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত মহাদানবিশেষ। বৎসের সহিত সুবর্ণের কামধেনু প্রস্তুত করিয়া তুলাদানের পদ্ধতি অনুসারে এই দান করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান এবং ধেনুনির্ম্মাণবিধি বিশেষরূপে লিখিত আছে। যিনি বিধিবিধানে এই দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সকল কামনাসিদ্ধি এবং মহাপাতকনাশ হইয়া থাকে।

সহস্র পল পরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া ধেনু ও বৎস নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই পরিমাণ স্বর্ণে যে ধেনু নির্ম্মিত হয়, তাহা উত্তমা ধেনু, ইহার অর্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ধেনু মধ্যমা এবং ইহারও অর্দ্ধ পরিমাণে অধমা ধেনু হয়। অশক্ত ব্যক্তি শক্তি অনুসারে তিনপলের অধিক স্বর্ণ দ্বারা এই ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া দান করিতে পারিবে। তিন পলের ন্যূন হইলে হইবে না। কিন্তু শক্তি থাকিতে যদি অল্প পরিমাণ স্বর্ণে ইহা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তাহাতে ফল হয় না। তুলাপুরুষের নিয়মানুসারে বেদী, কুণ্ড ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। বেদিতে কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া তাহার উপর এই ধেনু রাখিতে হইবে। এই ধেনুকে মহামূল্য রত্নালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিতে হয়। ইহার চারিদিকে অষ্টাদশবিধ ধান্য ছড়াইয়া দিবে ও নানাফলবিভূষিত ৮ গাছি ইক্ষুদণ্ড এবং নিম্নে আসন ও তাম্রের দোহনপাত্র রাখিয়া দিবে। এইরূপে কামধেনু নির্ম্মাণ করিয়া তুলাদানের বিধানানুসারে উহা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যিনি এইরূপে ধেনু দান করেন, তাহার সকল পাপনাশ এবং ইন্দ্রলোকে বাস হইয়া থাকে।

(মৎস্যপুরাণ ২৫৩ অধ্যায়)

হিরণ্যকার (পুং) ১ স্বর্ণ-নিষ্পাদক। "বর্ণায় হিরণ্যকারং" (শুক্লযজু° ৩০।১৭) 'হিরণ্যকারং স্বর্ণ-নিষ্পাদকং' (সায়ণ) ২ সুবর্ণকার।

হিরণ্যকুক্ষি (ত্রি) স্বর্ণকুক্ষি।

হিরণ্যকুল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

হিরণ্যকৃৎ (ত্রি) হিরণ্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। ১ সুবর্ণ-কার, সেকরা, যাহারা স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রস্তুত করে। ২ অগ্নি।

হিরণ্যকৃতচূড় (পুং) শিব। (ভারত)

হিরণ্যকেশ (ত্রি) হিরণ্য বরণীয় জ্বালা অর্থাৎ শিখাবিশিষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় রোচমান জ্বালাবিশিষ্ট। "হিরণ্যকেশো রজসো

বিসারে" (ঋক্ ১।৭৯।১) 'হিরণ্যকেশো হিতরমণীয়াঃ কেশস্থানীয়া জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ সুবর্ণবদ্রোচমানজ্বালঃ।' (সায়ণ) ২ হিরণ্যের ন্যায় কপিশবর্ণ কেশবিশিষ্ট। "তং নিঃসরন্তং সলিলা-দনুদ্রুতো হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঋষঃ।" (ভাগবত ৩।১৮।৭) 'হিরণ্যকেশঃ হিরণ্যবৎ কপিশাঃ কেশা যস্য দৈত্যস্য' (স্বামী) (পুং) ৩ বিষ্ণু।

হিরণ্যকেশিন্ (পুং) গৃহ্যসূত্রকার মুনিভেদ।

হিরণ্যকেশী (স্ত্রী) হিরণ্যকেশি প্রবর্ত্তিত শাখা।

হিরণ্যকেশ্য (ত্রি) হিরণ্যবর্ণকেশবিশিষ্ট। (ঋক্ ৮।৩২।২৯)

হিরণ্যকোষ (পুং) হিরণ্যস্য কোষ ইব। কৃতাকৃত স্বর্ণরূপ্য।

হিরণ্যগর্ভ (পুং) হিরণ্যং হেমময়াণ্ডং গর্ভ উৎপত্তি-স্থানমস্য। ব্রহ্মা।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রমাণ এইরূপ লিখিয়াছেন, "হিরণ্যং গর্ভ উৎপত্তিস্থানমস্য হিরণ্যস্য গর্ভো ভ্রূণ ইতি বা হিরণ্যগর্ভঃ। এতস্যাণ্ডং হিরণ্যবর্ণমভবৎ। তথা চ স্মৃতিঃ—"হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদকেশয়ং। তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ। উপচারাৎ হিরণ্যবর্ণমণ্ডং হিরণ্যং।" (ভরত)

২ মহাদানবিশেষ। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাদান। এই দান মহাপাতকনাশন। পুণ্যতিথিতে তুলা-পুরুষের বিধানানুসারে এই দান করিতে হয়। সুবর্ণ দ্বারা একটী পদ্মনির্ম্মাণ করিবে, তাহার উচ্ছ্রায় ৭২ আঙ্গুল এবং বিস্তার ইহার ত্রিভাগহীন, মধ্যদেশ শূন্য থাকিবে, এই মধ্যদেশে আজ্যক্ষীরাদি পূরিত করিয়া যথাবিধানে ইহা দান করিবে।

এই হিরণ্যগর্ভদানকালে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
সপ্তলোকসুরাধ্যক্ষ জগদ্ধাত্রে নমো নমঃ॥
ভূর্লোকপ্রমুখা লোকাস্তব গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা নমস্তে বিশ্বধারিণে॥
নমস্তে ভুবনাধার নমস্তে ভুবনাশ্রয়।
নমো হিরণ্যগর্ভায় গর্ভো যস্য পিতামহঃ॥" (মৎস্যপু° ২৭৫)

যিনি বিধিবিধানে এই দান করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন। (মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান বিশেষরূপে লিখিত আছে) ৩ বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুসহস্রনাম) ৪ সূক্ষ্মশরীর সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য। পর্য্যায়—প্রাণাত্মা, সূত্রাত্মা। (বেদান্তসা°) ৫ ঋষিভেদ। ৬ লিঙ্গভেদ।

হিরণ্যগুপ্ত (পুং) যোগনন্দের পুত্রভেদ। (কথাসরিৎ)

হিরণ্যচক্র (ত্রি) হিরণ্যং চক্রং যস্য। হিরণ্ময়চক্র রথ, যে রথের চক্র সুবর্ণনির্ম্মিত। "পশ্যন্ হিরণ্যচক্রান্" (ঋক্ ১।৮৮।৫) 'হিরণ্যচক্রান্ হিরণ্ময়চক্ররথারূঢ়ান্।' (সায়ণ)

হিরণ্যজ (ত্রি) হিরণ্যাজ্জায়তে জন ড। সুবর্ণনির্ম্মিত, যাহা হিরণ্য হইতে হইয়াছে।

হিরণ্যজা (ত্রি) স্বর্ণোদ্ভবা।

হিরণ্যজিৎ (ত্রি) হিরণ্যং জয়তি জি-কিপ্-তুক্চ। হিরণ্যজেতা। "হিরণ্যজিৎস্বর্জিৎ" (ঋক্ ৯।৭৮।৪) 'হিরণ্যজিৎ হিরণ্যস্য জেতা'

হিরণ্যজিহ্ব (ত্রি) হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত। "হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে" (ঋক্ ৬।৭১।৩) 'হিরণ্যজিহ্বঃ হিতরমণীয়বাক্'

হিরণ্যজ্যোতিস্ (ত্রি) স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিশীল।

হিরণ্যতেজস্ (ক্লী) স্বর্ণের ন্যায় তেজঃ বা দীপ্তি।

হিরণ্যত্বচ্ (ত্রি) হিরণ্যাচ্ছাদিতরূপ, সুবর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত, সোণা দিয়া মোড়া। "হিরণ্যত্বঙ্ মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ" (ঋক্ ৫।৭৭।৩) 'হিরণ্যত্বক্ হিরণ্যাচ্ছাদিতরূপঃ হিরণ্যাবৃতঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যত্বচস্ (ত্রি) সুবর্ণাবরণযুক্ত (সূর্য্যের কিরণ)।

হিরণ্যদ (পুং) হিরণ্যং দদাতীতি দা-ক। সুবর্ণদ, সুবর্ণদাতা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যিনি হিরণ্য দান করেন, তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন।

"ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপদো রূপমুত্তমং॥" (মনু ৪।২৩০)

হিরণ্যদংষ্ট্র (ত্রি) স্বর্ণদংষ্ট্রাবিশিষ্ট।

হিরণ্যদা (স্ত্রী) হিরণ্যং দদাতীতি দা-ক-টাপ্। পৃথিবী।

হিরণ্যদ্যু (ত্রি) স্বর্ণের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট।

হিরণ্যদ্রাপি (পুং) সুবর্ণনির্ম্মিত কবচ। "হিরণ্ময়ং দ্রাপিং কবচং" (ঋক্ ১।২৫।১৩ সায়ণ)

হিরণ্যধনুস্ (ত্রি) ১ স্বর্ণধনুর্যুক্ত। ২ (পুং) একজন নিষাদপতি। (ভারত)

হিরণ্যনাভ (পুং) হিরণ্যং নাভৌ যস্য। ১ মৈনাকপর্ব্বত। (হেম) ২ মুনিবিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মুনির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—হিরণ্যনাভ ঋতধ্বজপ্রভৃতি মুনিগণ সিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞানান্বেষণের জন্য পরিভ্রমণ করিতেন।

হিরণ্যনির্ণিজ (ত্রি) হিত ও রমণীয় রূপবিশিষ্ট। "হিরণ্য-নির্ণিগুপরান ঋষ্টিং" (ঋক্ ১।১৬৭।৩) 'হিরণ্যনির্ণিক্ হিত-রমণীয়রূপা নির্ণিগিতিরূপ নাম' (সায়ণ)

হিরণ্যনেমি (ত্রি) সুবর্ণসদৃশ পর্য্যন্ত বা হিত রমণীয় প্রান্ত। "ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিদন্তি" (ঋক্ ১।১০৫।১) 'হিরণ্য-নেময়ঃ সুবর্ণসদৃশপর্য্যন্তাঃ যদ্বা হিতরমণীয়প্রান্তাঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যপক্ষ (ত্রি) হিরণ্ময় পক্ষদ্বারা যুক্ত, সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট।

হিরণ্যপতি (পুং) শিব। (ভারত ১২ পা°)

হিরণ্যপর্ণ (ত্রি) হিত রমণীয় পর্ণ, হিতরমণীয় পর্ণবিশিষ্ট। "মধুমন্তো অগ্নিধো হিরণ্যপর্ণাঃ" (ঋক্ ৪।৪৫।৪) 'হিরণ্যপর্ণাঃ হিতরমণীয়পর্ণাঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যপর্ব্বত (পুং) চীনপরিব্রাজক নালন্দা হইতে চম্পায় আসিবার কালে যে ই-লন্-ন-পো-ফ-তো নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ফরাসীপণ্ডিত জুলে তাহাই হিরণ্যপর্ব্বত নামে ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম 'ঈরণ' বা উষরগিরি। কানিংহাম্ এই স্থানকেই মুঙ্গের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ওয়াডেল সাহেব মুঙ্গের জেলাস্থ 'উরেন' নামক শৈলকেই চীনপরিব্রাজক-বর্ণিত স্থান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

হিরণ্যপাণি (ত্রি) হিরণ্যং পাণৌ যস্য। সুবর্ণহস্ত, হস্তে সুবর্ণধারী। 'হিরণ্যপাণিং যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং' (ঋক ১।২২।৫ সায়ণ)

হিরণ্যপাত্র (ক্লী) হিরণ্যনির্ম্মিতং পাত্রং। স্বর্ণপাত্র।

হিরণ্যপাব (পুং) সুবর্ণদ্বারা পবিত্রকারী। "হিরণ্ময়েন পুনন্" (ঋক ৯।৪৩।২৩ সায়ণ)

হিরণ্যপিণ্ড (পুং) সুবর্ণপিণ্ড, সুবর্ণনির্ম্মিত পিণ্ড।

হিরণ্যপুর (ক্লী) হিরণ্যনির্ম্মিতং পুরং। অসুরদিগের পুরী-বিশেষ। (ভারত) শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, নিবাত-কবচ ও কালকেয় প্রভৃতি দানবগণ এই হিরণ্যপুরে অবস্থান করিত। রসাতলের অধোদেশে এই হিরণ্যপুর অবস্থিত।

হিরণ্যপুরুষ (পুং) স্বর্ণনির্ম্মিত পুরুষমূর্ত্তি।

হিরণ্যপুষ্পি (পুং) গোত্রপ্রবরোক্ত ঋষিভেদ।

হিরণ্যপুষ্পী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, বিষ লাঙ্গলিয়া। (সুশ্রুত ১০ অ°)

হিরণ্যপেশস্ (ত্রি) হিরণ্ময় অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতরূপ। "উভা হিরণ্যপেশসা" (ঋক্ ৮।১২।৯) 'হিরণ্যপেশসা হিরণ্ময়ৈ-রাভরণৈরলঙ্কৃতরূপৌ' (সায়ণ)

হিরণ্যপ্রউগ (ত্রি) হিরণ্যময় যুগবন্ধন স্থানযুক্ত রথ। "হিরণ্য-প্রউগং বৃহন্তঃ" (ঋক ১।৩৫।৫) 'হিরণ্যপ্রউগং রথস্য সুখমী-যয়োরগ্রং যুগবন্ধনস্থানং প্রউগমিত্যুচ্যতে তচ্চাত্র সুবর্ণময়ং তদ্যুক্তং' (সায়ণ)

হিরণ্যবন্ধন (ত্রি) যাহা সোণা দিয়া মোড়া হইয়াছে।

হিরণ্যবাহু (পুং) হিরণ্যবৎ বাহুর্যস্য। ১ শোণনদ। (অমর) ২ শিব। (ভারত ১৩।৮।১৯) ইহার পাঠান্তর হিরণ্যবাহ।

হিরণ্যবিন্দু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত বন)

হিরণ্যময় (ত্রি) হিরণ্য স্বরূপে ময়ট্। ১ হিরণ্যবিকার। ২ হিরণ্য-স্বরূপ, হিরণ্যাত্মক।

হিরণ্যমূর্দ্ধন্ (ত্রি) স্বর্ণশিরস্ত্রাণযুক্ত।

হিরণ্যয় (ত্রি) হিরণ্যস্য বিকারঃ তদাত্মকং বা ময়ট্ বেদে নিপাতনাৎ মলোপঃ। ১ হিরণ্যাত্মক। ২ হিরণ্যবিকার। "য এষ হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে" (ছান্দোগ্য উপ°)

হিরণ্যয়ু (ত্রি) হিরণ্যকাম, যিনি স্বর্ণ কামনা করেন। "ঋং হিরণ্যয়ুর্বসো" (ঋক্ ৭।৩১।৪) 'হিরণ্যয়ুঃ হিরণ্যকামঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যরথ (পুং) ১ সুবর্ণনির্ম্মিত রথ। (ত্রি) ২ সুবর্ণরথবিশিষ্ট।

হিরণ্যরশন (ত্রি°) হিরণ্যবৎ রশনাযুক্ত।

"শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটযুষ্টঃ" (ভাগবত ৪।৭।২০) 'হিরণ্যবৎ রসনা যস্যেতি বস্ত্রং লক্ষ্যতে' (স্বামী)

হিরণ্যরূপ (ত্রি) হিরণ্যবৎ রূপং যস্য। ১ অগ্নি। ২ সুবর্ণের ন্যায় রূপবিশিষ্ট।

হিরণ্যরেতস্ (পুং) হিরণ্যং রেতো যস্য। ১ অগ্নি। অগ্নির হিরণ্যরেতাঃ এই নাম হইবার কারণ বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, মহাদেব বীর্য্যত্যাগ করিলে অগ্নি প্রথমে সেই বীর্য্য ধারণ করেন, তাহাতে অগ্নির তেজ মন্দ হইয়া যায়। অগ্নি সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। পথ-মধ্যে কুটিলা দেবীকে দেখিতে পান, তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, হে দেবি! আপনি মহাদেবের তেজ ধারণ করুন। এই কথা বলিলে সেই দেবী মহাদেবের তেজ ধারণ করেন। এই তেজ ধারণ করায় অগ্নির মাংস, অস্থি, রক্ত, মেদ, মজ্জা, ত্বক্, রোম ও অক্ষিকেশাদি সকলই হিরণ্যবর্ণ হইয়াছিল, তদবধি পাবক হিরণ্যরেতা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

"মাংসমস্থীনি রক্তানি মেদো মজ্জা ত্বচস্তথা।
রোমাণি চাক্ষিকেশাদ্যাঃ সর্ব্বজাতা হিরণ্ময়াঃ।
হিরণ্যরেতা লোকেঽস্মিন্ বিখ্যাতঃ পাবকস্তদা॥"
(বামনপু° ৫৩ অ°)

২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ সূর্য্য। (মেদিনী) ৪ শিব। ৫ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১।২৬)

হিরণ্যলোমন্ (পুং) ১ ৫ম মন্বন্তরের ঋষিভেদ। (ভাগ° ৮।৫।৩) ২ ভীষ্মকের নামান্তর। (ভারত উদ্যোগপ°) ৩ পর্জ্জন্যের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

হিরণ্যব (পুং) হিরণ্যানি সন্ত্যত্রেতি হিরণ্য (বপ্রকরণেঽন্যেভ্যো-ঽপি দৃশ্যতে ইতি বক্তব্যং। পা ৫।২।১০৯) ইত্যস্য বার্ত্তি-কোক্ত্যা ব। দেবস্ব, দৈবধন, দেবোত্তরসম্পত্তি।

হিরণ্যবক্ষস্ (ত্রি) স্বর্ণের ন্যায় কঠিন বক্ষোযুক্ত। (পৃথিবী)

হিরণ্যবৎ (ত্রি) হিরণ্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হিরণ্যবিশিষ্ট, স্বর্ণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীব্।

হিরণ্যবন্ধুর (ত্রি) হিরণ্ময় নিবাসাধার কাষ্ঠোপেত। ইহা রথের বিশেষণ। "রথং হিরণ্যবন্ধুরং" (ঋক্ ৪।৪৬।৪) 'হিরণ্য-বন্ধুরং হিরণ্ময়ং নিবাসাধারকাষ্ঠোপেতং' (সায়ণ)

হিরণ্যবর্ণ (ত্রি) হিরণ্যবৎ বর্ণং যস্য। ১ হেমতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ। স্ত্রিয়াং টাপ্। (স্ত্রী) হিরণ্যবর্ণা নদী। (হেম)

হিরণ্যবর্ণীয় (ত্রি) হিরণ্যবর্ণ সম্বন্ধীয়।

হিরণ্যবর্ত্তনি (ত্রি) সুবর্ণময় রথবিশিষ্ট। "ময়ো ভুবা দস্রা হিরণ্যবর্ত্তনী" (ঋক্ ১।৯২।১৮) 'হিরণ্যবর্ত্তনী বর্ত্ততেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তনশব্দেন রথ উচ্যতে, সুবর্ণময়ো বর্ত্তনির্যয়োস্তৌ'

হিরণ্যবর্ম্মন্ (পুং) ১ সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম। ২ দশার্ণের রাজভেদ। (ভারত উদ্যোগ°)

হিরণ্যবাশী (ত্রি) হিতরমণীয় বাক্যবিশিষ্ট। "হিরণ্যবাশী রিষিরঃ স্বর্ষাঃ" (ঋক্ ৭।৯৭।৭) 'হিরণ্যবাশীঃ বাশীতি বাঙ্ নাম, হিতরমণীয়বাক্' (সায়ণ)

হিরণ্যবাশীমৎ (ত্রি) হিরণ্যবাশী অস্ত্যর্থে মতুপ্। হিত-রমণীয় বাক্যবিশিষ্ট।

হিরণ্যবাহ (পুং) হিরণ্যং বহতীতি বহ-অণ্। শোণনদ। (শব্দরত্না°) এই নদে সুবর্ণকণা বাহিত হয়।

হিরণ্যবিদ্ (ত্রি) হিরণ্যলম্ভক। "হিরণ্যবিদ্‌রেতোধা" (ঋক্ ৯।৮৬।৩৯) 'হিরণ্যবিদ্ হিরণ্যস্য লম্ভকঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যবীর্য্য (ত্রি) অগ্নিরূপব্রহ্ম।
"নমো হিরণ্যবীর্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে।" (ভাগ° ৪।২৪।৩৮)
'হিরণ্যং বীর্য্যং যস্য তস্মৈ অগ্নিরূপায়' (স্বামী)

হিরণ্যবেগা, রেবাখণ্ডবর্ণিত নদীভেদ।

হিরণ্যশম্য (ত্রি) অশ্বের স্কন্ধদেশে রথযোজন সময়ে নিয়মন করিবার নিমিত্ত প্রক্ষেপ্যমাণ শঙ্কুর নাম শম্যা। হিরণ্যনির্ম্মিত শম্যা। "বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তং" (ঋক্ ১।৩৫।৩) 'হিরণ্যশম্যং অশ্বানাং স্কন্ধেষু রথযোজনবেলায়াং নিয়ন্তুং প্রক্ষেপ্য-মাণাঃ শঙ্কবঃ শম্যাঃ তাঃ সুবর্ণময্যঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যশরীর (ত্রি) সুবর্ণময় দেহবিশিষ্ট।

হিরণ্যশিপ্র (ত্রি) সুবর্ণময় শিরস্ত্রাণযুক্ত। "হিরণ্যশিপ্রা মরুতঃ" (ঋক্ ২।৩৪।৩) 'হিরণ্যশিপ্রাঃ শিপ্রং শিরস্ত্রাণং সুবর্ণময়-শিরস্ত্রাণাঃ' (সায়ণ)

হিরণ্যশীর্ষন্ (ত্রি) হিরণ্যমূর্দ্ধা।

হিরণ্যশৃঙ্গ (ত্রি) হিতরমণীয় শৃঙ্গ, উন্নতশিরস্ক, বা হৃদয়রমণ শৃঙ্গস্থানীয় শিরোরুহ। "হিরণ্যশৃঙ্গো যোঽস্য পাদা"(ঋক্ ১।১৬৩।৯) 'হিরণ্যশৃঙ্গঃ হিতরমণীয়শৃঙ্গঃ বা উন্নতশিরস্কঃ হৃদয়রমণশৃঙ্গ-স্থানীয়শিরোরুহো বা' (সায়ণ)
২ সুবর্ণময় শৃঙ্গ। সুমেরুর শৃঙ্গ হিরণ্যময়।

হিরণ্যশ্মশ্রু (ত্রি) সুবর্ণের ন্যায় শ্মশ্রুবিশিষ্ট।

হিরণ্যষ্ঠীব (পুং) সেতুশৈলবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, জম্বুদ্বীপে বজ্রকূট ও হিরণ্যষ্ঠীব প্রভৃতি সাতটী সেতুশৈল আছে, এই সাতটী শৈলসেতু হইতে ৭টী মহানদী বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে হিরণ্যষ্ঠীব পর্ব্বত হইতে ঋতম্ভরা নামে মহানদী নির্গত হইয়াছে। (ভাগবত ৫।২০।৪)

হিরণ্যসন্দৃশ্ (ত্রি) হিতরমণীয় তেজোযুক্ত, হিরণ্যবৎ রোচমান তেজোবিশিষ্ট। "অগ্নে হিরণ্যসন্দৃশঃ" (ঋক্ ৮।১৬।০৮) 'হিরণ্য-সন্দৃশঃ হিতরমণীয়তেজসঃ হিরণ্যবদ্রোচমানতেজসো বা' (সায়ণ)

হিরণ্যস্তুতি (স্ত্রী) স্তুতিভেদ।

হিরণ্যস্তূপ (পুং) ঋষিভেদ, অঙ্গিরার পুত্র। ঋগ্বেদে এই ঋষির উল্লেখ আছে। "হিরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা" (ঋক্ ১।১৪৯।৫)

হিরণ্যস্রজ্ (ত্রি) সোণার মালাযুক্ত।

হিরণ্যহস্ত (ত্রি) ১ প্রাণদাতা "হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ" (ঋক্ ১।৩৫।১০) 'হিরণ্যহস্তঃ প্রাণদাতা' (সায়ণ) (পুং) ২ সুবর্ণময় পাণি বা হিতরমণীয় পাণি। (ঋক্ ১।১১৭।১৩)

হিরণ্যাক্ষ (পুং) হিরণ্যবৎ পীতে অক্ষিণী যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। ১ আদিদৈত্যবিশেষ। দিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র হয়। ভগবান্ বরাহরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে বধ করেন। [হিরণ্যকশিপু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]
২ পীঠস্থানবিশেষ। দেবীভাগবতে এই পীঠস্থানের উল্লেখ আছে। এই পীঠস্থানে দেবীর নাম মহোৎপলা।
"উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা।" (৭।৩০।৬৪)

হিরণ্যাঙ্গ (পুং) ঋষিভেদ।

হিরণ্যাব্জ (ক্লী) সুবর্ণপদ্ম, স্বর্ণকমল।

হিরণ্যাভীশু (ত্রি) হিরণ্যময় প্রগ্রহবিশিষ্ট।
"রথং হিরণ্যবন্ধুরং হিরণ্যাভীশুমশ্বিনা" (ঋক্ ৮।৫।২৮)
'হিরণ্যাভীশুং হিরণ্যময়প্রগ্রহং' (সায়ণ)

হিরণ্যাশ্ব (পুং) হিরণ্যস্য অশ্বো যত্র। তুলাপুরুষাদি ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত দানবিশেষ। মৎস্যপুরাণ ও হেমাদ্রির দান-খণ্ডে এই দানের বিধান বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। সুবর্ণের অশ্ব প্রস্তুত করিয়া তুলাপুরুষের বিধানানুসারে এই দান করিতে হয়। উত্তম দিন দেখিয়া এই দান করা বিধেয়। যিনি বিধিবিধানে এই দান করেন, তাহার অনন্তফল লাভ হয় এবং অন্তে ইন্দ্রলোকে গতি হয়। (মৎস্যপু° ২৮ অ°)

হিরণ্যাশ্বরথ (পুং) হিরণ্যাশ্বঃ সুবর্ণঘোটকযুক্তঃ রথো যত্র। ষোড়শ মহাদানের অন্তর্গত মহাদানবিশেষ। মৎস্যপুরাণ ও হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। সুবর্ণের অশ্ব ও রথ প্রস্তুত করিয়া ঐ সুবর্ণাশ্ব রথে যোজিত করিবে এবং তুলাপুরুষ-দানের বিধানানুসারে দান করিবে। ষোড়শ মহাদানের মধ্যে ইহা দশম দান। পুণ্য দিনে এই দান করিতে হয়। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে এই দানের উল্লেখ করিয়া-

ছেন। যিনি বিধিবিধানে এই দান করেন, তাহার সকল মহাপাতক নাশ হয় এবং অন্তে ইন্দ্রলোকে গতি হইয়া থাকে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমং।
হিরণ্যাশ্বরথং নাম মহাপাতকনাশনং ॥
পুণ্যাদিনং সমাসাদ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনং।
লোকেশাবাহনং কুর্য্যাৎ তুলাপুরুষদানবৎ ॥"
(মৎস্যপুং ২৫৫ অং)

হিরণ্যিন্‌ (ত্রি) সুবর্ণবিশিষ্ট।

হিরণ্যেশয় (পুং) মহাপুরুষ, বিষ্ণু। (ভারত)

হিরণ্যেষ্টকা (স্ত্রী) স্বর্ণদ্বারা ইষ্টকাবিশেষ। (শতপথ ৬।১।২।৩০)

হিরণ্বৎ (পুং) আগ্নীধ্রের পুত্র। (বিষ্ণুপুং ২।১।১৭)

হিরহল, মান্দ্রাজবিভাগস্থ বেল্লারী জেলার অধীন একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৪´ পূঃ। বেল্লারীর ১২ মাইল দূরে বঙ্গলুর যাইবার পথে এই সহরটী অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সহরটি কাঁসার ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

হিরাট্‌, আফগানস্থানের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী একটী প্রদেশ। আমীর-নিযুক্ত একজন উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর শাসনাধীন। এই প্রদেশে ৬টী জেলা আছে; যথা—ঘোরিয়ান, সব্‌জবার, তচা, বকৃবা, কুরক, এবং ওবে। পূর্ব্বে হিরাট এবং কান্দাহারের মধ্যস্থিত ফরা জেলাও এই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

হিরাটের উত্তরে থার-বিলায়ৎ এবং ফিরোজকোহি, পূর্ব্বে তাইমুনীস্‌ এবং কান্দাহার, দক্ষিণে লশ-জবৈন এবং সিস্তান এবং পশ্চিমে পারস্য ও হরিরুদ। এই প্রদেশে ৪৪৬টী গ্রাম ও ৮টী বড় বড় খাল আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে যব উৎপন্ন হয়।

হিরাটের অন্তর্গত হিরাট উপত্যকা বলিয়া যে ভূভাগ পরিচিত, তাহা অত্যন্ত উর্ব্বর ও শস্যশালী। হরিরুদ নদী এই স্থানটীকে ধৌত করিতেছে। এই প্রদেশে জমির দুই প্রকার উপস্বত্ব আছে—খসিলা, এবং অরবাবি; খসিলা সরকারী বাজেয়াপ্ত জমি, এবং অরবাবি জমিতে চাষাদের উপস্বত্ব আছে।

২ হিরাট প্রদেশের শাসনকেন্দ্র। হরিরুদ নদীর বামে একটী উর্ব্বর ও অত্যন্ত সুন্দর স্থানে অক্ষা° ৩৪° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬২° ৮´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৫০ ফিট্‌ উচ্চ। কান্দাহার হইতে হিরাট ৩৬৯ মাইল, পেশাবর হইতে কান্দাহার ও কাবুলের পথ দিয়া ৮৮১ মাইল এবং তিহরান ও খিভা হইতে ৭০০ মাইল দূরে হিরাট সহরটী অবস্থিত। এই সহর সমকোণী সমবাহু চতুর্ভুজাকৃতি। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ১৫০০ গজ এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকের দৈর্ঘ্য ১৬০০ গজ। সহরটী ২৫ হইতে ৩০ ফিট্‌ উচ্চ, একটী প্রাচীর এবং গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। হিরাটের ৫টী তোরণদ্বার আছে, প্রত্যেকের সম্মুখে ২টী করিয়া রাজপথ সহরের ভিতরে চলিয়া গিয়া তাহার কেন্দ্রে মিলিত হইয়াছে।

হিরাটের বাড়ীগুলি প্রায়ই ইষ্টকনির্ম্মিত, দোতালা বাড়ীগুলি দুর্গের মত, সশস্ত্র দৈনিক পুরুষদিগের গতি রোধ করিতে সমর্থ। সহরে অতি উত্তম জলের ব্যবস্থা আছে। অধিবাসিগণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন লেশমাত্র নাই বলিয়া এই সহরটী সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার বলিয়া খ্যাত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জুমা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হর্ম্ম্য। হিরাটের অধিবাসিগণ অধিকাংশই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। পারসিক, য়িহুদি, তাতার প্রভৃতি অন্যান্য জাতির লোকও এখানে বিরল নহে।

হিরিশিপ্র (ত্রি) হরণশীল হনু বা দীপ্তোষ্ণীষবিশিষ্ট। "হিরিশিপ্রো বৃধ মানসু" (ঋক্‌ ২।২।৫) 'হিরিশিপ্রঃ হরণশীল হনুদীপ্তোষ্ণীষো বা শিপ্রাঃ শীর্ষাসু বিততাঃ' (সায়ণ)

হিরিশ্মশ্রু (ত্রি) হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যবর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট। "হিরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্" (ঋক্‌ ৫।৭।৭) 'হিরিশ্মশ্রুঃ হিরণ্যশ্মশ্রুঃ' (সায়ণ)

হিরিমৎ (ত্রি) হরিতাশ্ব বা হরিদ্বর্ণ। "হিরীমশো হিরীমান্" (ঋক্‌ ১০।১০৫।৬) 'হিরীমান্ হরিতাশ্বো হরিতবর্ণো বা' (সায়ণ)

হিরিমশ (ত্রি) হরিতশ্মশ্রু, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট। (ঋক্‌ ১০।১০৫।৭)

হিরুক্‌ (অব্য°) ১ বিনা। ২ মধ্য। ৩ সামীপ্য। ৪ অধম।

হিরোদোতাস্‌ (Herodotus) প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক। হেলিকার্ণেসাসে খুব সম্ভবতঃ ৪৮৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের জন্ম হয়। ইঁহার যখন জন্ম হয়, তখন এই স্থান পারস্য-সম্রাটের অধীন ছিল। পনিয়াসিস্‌ নামে তাঁহার এক অত্যন্ত নিকট আত্মীয় হেলিকার্ণেসাসের রাজা লিগ্‌ডামিসের দ্বারা রাজবিদ্রোহের সন্দেহাপরাধে ধৃত হন। পনিয়াসিস্‌ তখনকার একজন প্রসিদ্ধ মহাকাব্য-রচয়িতা ছিলেন। ইঁহার প্রভাব মধ্যজীবনে হিরোদতাসের উপর কার্য্য করিয়াছিল। বাল্যকালে অন্যান্য গ্রীকদিগের ন্যায় হিরোদোতাস্‌ ব্যাকরণ, শারীরিক ব্যায়াম এবং সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে কোনরূপ উচ্চভাবে জীবনযাপন করিবার সুযোগ না পাইয়া তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন গ্রীসের সাহিত্য অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং গদ্যেও অনেক পুস্তক বিরচিত হইয়া ছিল, অতি অল্প বয়সেই হিরোদোতাস্‌ এই সকলের পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শুদ্ধ যে অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশিয়া

অভিজ্ঞতা, আদর্শ ও ভাবী একটী সুমহান্ কর্ম্মের জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি এসিয়া-মাইনর ও গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যখন ইহার বয়স ২০ বৎসর, তখন হইতে তিনি ভ্রমণ আরম্ভ করেন। স্থসা ও বাবিলনে তিনি গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৪৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পর মিশরে গমন করেন। যখন অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বলেনডামিসকে হেলিকার্ণেসাসিয়গণ তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, তখন হিরোদোতাস তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তথায় তাঁহার পুস্তকের সম্যক্ আদর না হওয়ায় তিনি গ্রীসে গিয়া বসবাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। জ্ঞানে ও উন্নত সাহিত্য-চর্চ্চায় তখন আথেন্স্ পাশ্চাত্যজগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল; সেই খানেই এই লেখক তাঁহার স্বকীয় পরিশ্রমের ও প্রতিভার যথোচিত সম্মান পাইলেন। কিন্তু আথেন্সে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না; কারণ আথেন্সের সমসাময়িক জগদ্বিখ্যাত প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণ সকলেই তথাকার নাগরিক ও রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু হিরোদোতাস্ আথেন্সের বিদেশী ছিলেন, সাহিত্যিক হিসাবে সম্মান লাভ করিলেও তিনি তদ্দেশীয় নাগরিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। সেই জন্য যখন পেরিক্লিস্ ইতালিতে 'থুরি' উপনিবেশ স্থাপন করার প্রস্তাব করেন, তখন হিরোদোতাস্ তথায় নাগরিক অধিকার-লিপ্সু হইয়া সেই স্থানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

থুরিতে হিরোদোতাস্ তাঁহার শেষ জীবন যাপন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের বিষয় কিছুই জানা যায় না। তিনি আধুনিক ইতিহাসের জনক (Father of modern history) বলিয়া খ্যাত, তিনি পারসীক এবং গ্রীকদিগের বিবাদ ও যুদ্ধের বিবরণ তাঁহার "বিশ্ব ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রকাণ্ড বিস্তৃত ইতিহাস ইঁহার পূর্ব্বে কেহই লিখিয়া যান নাই। প্রত্যেক ঘটনা লিখিতে তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ভাষা মনোহারী, স্বাভাবিক ও গম্ভীর।

হিল, হাবকৃতি, অভিপ্রায়সূচন। তুদাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হিলতি। লোট হিলতু। লিট্ জিহেল। লুট্ হিলিতা। লুঙ্ অহেলীৎ। সন্ জিহেলিষতি। যঙ্ জেহিল্যতে।

হিলমুচী (স্ত্রী) হিলমোচিকা, চলিত হিঞ্চে। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হিলমোচি (স্ত্রী) হিলমোচিকা। (শব্দরত্না°)

হিলমোচিকা (স্ত্রী) শাকবিশেষ। চলিত হিঞ্চেশাক, হেলেঞ্চা, পর্য্যায়—হিলমোচি, হিলমোচী, মত্বী, বিষঘ্নী, মৎস্যাক্ষী, চক্রাঙ্গী, ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, আচারী। গুণ—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

"শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা।" (ভাবপ্র°)

এই শাক অতিশয় পিত্তনাশক ও ঈষত্তিক্ত, এই শাক সিদ্ধ করিয়া সেবন বা ইহার রস কাঁচা সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যাহাদের ধাতু পিত্তপ্রধান, তাহারা এই শাক সেবন করিলে তাহাদের পিত্ত বিকার প্রশমিত হয়।

হিলমোচী (স্ত্রী) হিলমোচি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। হিলমোচিকা।

হিল্ল (পুং) পক্ষিবিশেষ। শরারিপক্ষী। শরালপাখী।

হিল্লা (দেশজ) আশ্রয়।

হিল্লাজ (পুং) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি পারসিকফলিত জ্যোতিষের অনেক বিষয় সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করেন।

হিল্লোল, দোলন। অদন্ত চুরাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হিল্লোলয়তি। লোট্ হিল্লোলয়তু। লিট্ হিল্লোলয়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অজিহিল্লোলয়ৎ।

হিল্লোল (পুং) হিল্লোলয়তি দোলয়তীতি হিল্লোল-অচ্। তরঙ্গ, ঢেউ। "যৎকান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকা-হিল্লোললীলাসুখং লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" (শৃঙ্গাররতি°)

২ রতিবন্ধবিশেষ। ইহা ষোড়শ রতিবন্ধের মধ্যে অষ্টম রতিবন্ধ। লক্ষণ—

"হৃদি কৃত্বা স্ত্রিয়াঃ পাদৌ করাভ্যাং ধারয়েৎ করৌ।
যথেষ্টং তাড়য়েদ্যোনিং বন্ধো হিল্লোলসংজ্ঞকঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

হিল্বলা (স্ত্রী) মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশস্থিত পঞ্চ স্বল্প তারকা, মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে পাঁচটী তারকা আছে, তাহাকে হিল্বলা কহে।

'মৃগশীর্ষশিরোদেশে তারকা যা বসন্তি হি।
হিল্বলা ইবকান্তাঃ স্যুর্বিল্বলা ইতি কুত্রচিৎ॥' (শব্দরত্না°)

হিব, প্রীতি, প্রীণন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, হিবি হিব ধাতু। লট্ হিন্বতি। লুট্ হিন্বিতা। লিট্ জিহিন্ব। লুঙ্ অহিন্বীৎ।

হিবুক (ক্লী) জ্যোতিষমতে লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান, যে কোন লগ্ন বা রাশি হইতে তাহার চতুর্থ স্থানকে হিবুক কহে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হিস, হিংসা। রুধাদি°, পরস্মৈ°, পক্ষে ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হিনস্তি, হিংস্তঃ, হিংসন্তি, লোট হি হিন্ধি। লিঙ্ হিংস্যাৎ। লুঙ্ অহিনঃ অহিংস্তাং, অহিংসন্। লিট্ জিহিংস। লুট্ হিংসিতা। লৃট্ হিংসিষ্যতি। লুঙ্ অহিংসীৎ, অহিংসিষ্টাং অহিংসিষু। সন্ জিহিংসিষতি। যঙ্ জেহিংস্যতে যঙ্লুক্ জেহিংস্তি।

হিসা (আরবী) ভাগ, অংশ।

হিসার ১ (হিস্‌সার) পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীনস্থ একটা বিভাগ, ইহা হিস্‌সার, রোহতক এবং সির্সা এই তিনটী জেলা লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৮°১৯´৩০´´ হইতে ৩০°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৭´৩০´´ হইতে ৭৭০° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই বিভাগের ভূপরিমাণ ৮৩৫৫ বর্গমাইল। ২৫টী সহর এবং ১৭২৭টী গ্রাম আছে। প্রত্যেক বর্গমাইলে গড়ে ১৬৭ জন লোক আছে। এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

২ উক্ত বিভাগস্থ একটা জেলা। অক্ষা° ২৮°৩৬´ হইতে ২৯° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৩´ হইতে ৭৬°২২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পঞ্জাবে কেবল সিমলা, হিস্‌সার এবং রোহতক এই তিনটী জেলার সীমান্তে কোন নদী নাই। এই জেলার উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিমে পাতিয়ালা রাজ্য এবং সির্সা জেলার কিয়দংশ, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ঝিন্দ রাজ্য, রোহতক জেলা এবং পশ্চিমে বিকানীর রাজ্যের পশুচারণক্ষেত্র। এই জেলার ভূপরিমাণ ৩৫৪০ বর্গ-মাইল। হিসার সহরটী হিসার জেলার সদর এবং কমিশনারের শাসনকেন্দ্র। এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান ভিবানি, তথায় হিস্‌সার সহরের দ্বিগুণ লোকের বাস আছে।

হিস্‌সার জেলাটী বিকানীর রাজ্যের বিশাল মরুভূমির পূর্ব্বতন প্রান্ত। অধিকাংশ স্থানই বালুময় সমতল ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে কেবল ছোট ছোট ঝোপ এবং বালির পাহাড় দৃষ্ট হয়, ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গটী ৮০০ ফিট্ হইবে। এই শৃঙ্গটীকে এই জেলার বালুসমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঘাগর নদী এখানকার পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। গ্রীষ্মের সময়ে শুকাইয়া যায়, তখন এই নদীর নিম্নভূমিতে যব ভুট্টা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়। সম্রাট্ ফিরোজশাহ তুঘলক্ এই জেলার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত একটা বৃহৎ খাল খনন করাইয়াছিলেন; ইহা ৫৪টী গ্রামপ্রান্ত ধৌত করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমে বিকানীর মরুভূমিতে গিয়া ইহার জল শুষ্ক হইয়া গিয়া-ছিল বলিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ইহার পুনঃসংস্কার করিয়াছেন, এখন ইহার নাম পশ্চিম-যমুনা-খাল (Western Jumna Canal)।

এই জেলাটী প্রধানতঃ তিনটী চকে বিভক্ত, যথা—চক্ হরি-যানা, চক বাগর ও চক নালী, প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে ২২৯২টী গ্রাম আছে। চক হরিয়ানা এই জেলার মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহার মৃত্তিকা দুই প্রকারের ডাকর এবং রৌসলি, ডাকর মৃত্তিকা প্রচুর জলশোষণের পর এবং রৌস্‌লির সহিত বালুর সংমিশ্রণ আছে বলিয়া ইহা অল্প জলেই কৃষিকর্ম্মোপযোগী হয়। বৃষ্টি হইলে এখানে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে, জলের অভাব হইলে এই স্থান হইতে কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না।

চক বাগর এই জেলার দক্ষিণাংশ; ভিবানি ও তোষাম এই চকের দুইটী সহর। এই স্থান সর্ব্বত্র বালুময়, অত্যন্ত বৃষ্টি না হইলে এখানে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না। অত্যন্ত বৃষ্টি হইলে মাঝে মাঝে বালুঝটিকা আসিয়া কৃষিক্ষেত্র সকল নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও মাটী নরম বলিয়া এই স্থানে খুব অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। চক নালী এই জেলার উত্তরাংশ, বরবালা এবং ফতেহাবাদ এই স্থানের অন্তর্গত। এই স্থানেও যৎসামান্য কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে।

মুসলমানরাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই এই জেলাটী চৌহান রাজপুত-দিগের বাসের নিরাপদ স্থান ছিল। হাঁসি তখন এই জেলার রাজ-ধানী। ফিরোজ শাহ্ তুঘলক হিস্‌সার নির্ম্মাণ করেন। কসুরের নবাব শাহ দদখানের অধীনে এই জেলাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী নবাবের অধীনে রাজকর্ম্ম সমস্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িল। তৎপরে নাদির শাহ এবং শিখদিগের আক্রমণে এই জেলায় অরাজকতা বিস্তৃত হইল। নামমাত্র এই স্থান মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের বেতন-ভুক্ একজন আইরিশ সেনানায়ক এখানে রাজত্ব করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, কিন্তু ফরাসীসেনাপতি পিরোঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হিস্‌সার বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীনে আইসে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় অধিবাসিগণ বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগ-দান করে। বিদ্রোহ অবসানের পরে হিস্‌সার জেলা পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন হইল।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ৮৪১ বর্গমাইল। প্রতি বর্গ মাইলের লোকসংখ্যা ১১৭৫। এইস্থানে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত আছে।

৪ উক্ত জেলার শাসনকেন্দ্র। দিল্লীর ১০২ মাইল পশ্চিমে (অক্ষা° ২৯°৯´৪২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৫´৫৫´´ পূঃ) পশ্চিম-যমুনা-খালের উপর অবস্থিত। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক এই সহরটী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জলসরবরাহের জন্য খাল কাটাইয়াছিলেন। ঐ সম্রাটের সময়ে এই সহর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। পূর্ব্ব সম্পদের চিহ্নস্বরূপ অনেক পুরাতন মন্দির ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮শ শতাব্দীতে উপর্য্যুপরি শিখদিগের আক্রমণে এবং দুর্ভিক্ষে প্রায় লোকশূন্য হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে আইরিশ-কর্ম্মচারী জর্জ্জ টমাস ইহার পুনঃসংস্কার করেন।

হিসাব্ (আরবী) গণনা।

হিসাব্‌নিকাশ (আরবী) আয়ব্যয় বুঝিয়া লওয়া।

হিসাবী (আরবী) ১ যাহার হিসাব জ্ঞান আছে, যিনি ব্যয়কুণ্ঠ, এবং উত্তমরূপ হিসাব করিয়া চলেন। ২ মিতব্যয়ী।

হিস্ সা (আরবী) অংশ, ভাগ।

হিস্ সাদার (পারসী) অংশীদার, ভাগী।

হিহি (অব্য°) ১ আহ্লাদজনক, অনুকরণ শব্দ, আহ্লাদসূচক শব্দ, হাস্যশব্দ। এই দুইটী শব্দের দীর্ঘ ঈকারান্ত পাঠই সাধু। ২ গন্ধর্ব্বের নাম।

হী (অব্য°) ১ বিস্ময়। (অমর) ২ দুঃখ। ৩ হেতু। ৪ বিষাদ। (মেদিনী) ৫ শোক। (শব্দরত্না°)

"হী নাহং ভবতোঽতিবক্রবচসা দাতুং প্রবীণোত্তরং
কা তে সুন্দরি হীনতা নন্থ নতা সর্ব্বা ত্রিলোক্যেব তে।"
(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ৩১)

হীন (ত্রি) হা ত্যাগে ক্ত, (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নত্বং (ঘুমাস্থাগাপাজহাতীতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি ঈত্বং। ঊণ্) ১ পরিত্যক্ত, রহিত, বর্জ্জিত। ২ নিন্দনীয়। গর্হ্য। ৩ অধম, নীচ, নিকৃষ্ট। (অমর)

"বিদ্যারত্নেন যো হীনঃ স হীনঃ সর্ব্ববস্তুষু।" (নীতিশাস্ত্র)

যিনি বিদ্যারূপ রত্নে হীন, তিনি সকল বিষয়েই হীন। ৪ প্রতিবাদিবিশেষ। ব্যবহারতত্ত্বে লিখিত আছে, এই প্রতিবাদী পাঁচ প্রকার, অন্যবাদী, ক্রিয়াদ্বেষী, নোপস্থায়ী, নিরুত্তর ও আহূতপ্রপলায়ী, এই পাঁচজন প্রতিবাদীকে হীন কহে।

"অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থায়ী নিরুত্তরঃ।
আহূতঃ প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

হীনক (ত্রি) হীন স্বার্থে কন্। হীনশব্দার্থ।

হীনকর্ণ (পুং) তন্নামক কর্ণবন্ধনাকৃতি। (সুশ্রুত সূত্র ১৬)

হীনকর্ম্মন্ (ক্লী) নিকৃষ্টকর্ম্ম, অধম কার্য্য।

হীনকুষ্ঠ (ক্লী) ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

হীনজ (ত্রি) হীন-জন-ড। যাহা হীন হইতে জন্মে, হীনজাতি।

হীনজাতি (ত্রি) হীনজাতির্যস্য। নীচবর্ণ, নীচজাতি। মনুতে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদি সহ সংবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥" (মনু ৩।১৫)

হীনতস্ (অব্য°) হীন পঞ্চম্যান্তসিল্। হীন হইতে বা হীনদ্বারা।

হীনতা (স্ত্রী) হীনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। হীনত্ব, হীনের ভাব বা ধর্ম্ম, নীচতা, হীনব্যক্তির কার্য্য।

হীনদগ্ধ (ত্রি) অল্পদগ্ধ।

হীনবাহু (পুং) শিবের অনুচর।

হীনযান (ক্লী) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ। ভগবান্ বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত আদি ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ প্রথমে শ্রাবকযান ও প্রত্যেকবুদ্ধযান নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের মতে যাঁহারা ভগবান্ বুদ্ধের এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছেন তাঁহারাই কেবল নির্ব্বাণলাভের অধিকারী। পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি বৌদ্ধাচার্য্য ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত জগৎ নির্ব্বাণলাভে অধিকারী, সকলেই এই নির্ব্বাণধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। তাঁহাদের এই মহোদ্দেশ্যের জন্য তাঁহারা 'মহাযান' নামে খ্যাত হইলেন এবং হীন বা সঙ্কীর্ণগণ্ডীর মধ্যে নির্ব্বাণতত্ত্ব সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আদি বৌদ্ধসম্প্রদায়গণ হীনযান নামে খ্যাত হইলেন। সম্রাট কণিষ্কের সময় বৌদ্ধসমাজে হীনযান ও মহাযান এই দুইটী প্রধান বিভাগ হইয়াছিল। [বৌদ্ধ দেখ]

হীনরাত্র (ত্রি) যাহা রাত্রিতে থাকে না বা অল্প থাকে (এরূপ তিথি)।

হীনরোমন্ (ত্রি) লোমহীন বা অল্প লোমযুক্ত।

হীনবর্ণ (ত্রি) হীনো বর্ণো যস্য। নীচজাতি। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে যে, যে স্ত্রী হীনবর্ণকর্ত্তৃক উপভুক্তা হয়, সেই স্ত্রী বধ্যা অথবা ত্যাজ্যা হইয়া থাকে।

"হীনবর্ণোপভুক্তা যা ত্যাজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ।"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

হীনবাদিন্ (ত্রি) হীনং বদতীতি বদ-ণিনি। ১ বাক্যবর্জ্জিত, মূক, বোবা, পর্য্যায়—অধর। (হেম) ২ বিরুদ্ধবাদী।

"পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ।
বাদসংক্রমণাজ্‌জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ॥" (নারদ)

যিনি পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, সেই কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাক্য বলিয়া থাকে, প্রথমের কথা স্বীকার না করিয়া অন্য প্রকার বলে, তাহাকে হীনবাদী কহে। এই হীনবাদী দণ্ডনীয়। যিনি পূর্ব্বের কথা স্বীকার না করিয়া অন্য কথায় অবতারণা করিয়া থাকেন, রাজা তাঁহাকে দণ্ডবিধান করিবেন।

হীনবৃত্ত (ত্রি) হীনং বৃত্তং যস্য। হীনকার্য্যকারী, যিনি নীচ কর্ম্ম করেন।

হীনসখ্য (ক্লী) হীনেন সহ সখ্যং। নীচের সহিত মিত্রতা। হীনের সহিত মিত্রতা করিতে নাই।

হীনাঙ্গ (ত্রি) হীনং অঙ্গং যস্য। স্বভাবতো ন্যূনাবয়ববিশিষ্ট, স্বাভাবিক অঙ্গহীন, পর্য্যায়—পোগণ্ড, বিকলাঙ্গ, অঙ্গ, অপাঙ্গ, অপোগণ্ড। (জটাধর) শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কোন ব্যক্তিকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া পরিহাস করিতে নাই।

"জাতিহীনং বিত্তহীনং রূপহীনমদাক্ষিণং।
হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষেণ নাক্ষিপেৎ॥"
(কালিকাপু° ৪৪ অ°)

হীনাঙ্গী (স্ত্রী) হীনং ক্ষুদ্রত্বাৎ অধমং অঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ ক্ষুদ্র পিপীলিকা। (হেম) ২ স্বাভাবিক অঙ্গহীনা স্ত্রী।

হীনার্থ (ত্রি) হীনোঽর্থো যস্য। অর্থহীন, নিন্দিতার্থ।

হীন্তাল (পুং) হিন্তালবৃক্ষ। [হিন্তাল শব্দ দেখ]

হীয়মান (ত্রি) হা কর্ম্মণি শানচ্। যাহা পরিহীন হইতেছে, হ্রাস হওয়া।

হীর (পুং) হরতি মার্দ্দবমিতি হৃ-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ যদ্বা হী বিস্ময়ং রাতীতি রা-ক। ১ বজ্র, ইন্দ্রের বজ্র। (পুং) ২ শিব। ৩ বজ্র। (মেদিনী) ৪ হার। (জটাধর) ৫ সিংহ। ৬ শ্রীহর্ষের পিতা। শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্যে লিখিয়াছেন যে, শ্রীহীর তাঁহার পিতা এবং মামল্লদেবী মাতা।

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মা মল্লদেবী চ যং।" (নৈষধ ২স°)

হীরক (পুং ক্লী) হীর স্বার্থে কন্। রত্নবিশেষ, চলিত হীরা। এই রত্ন শ্বেতবর্ণ, ইহা বহুমূল্য, এই রত্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুক্র। পর্য্যায়—বজ্র, হীর, দধীচাস্থি, বজ্রক, সূচীমুখ, বরাটক, রত্নমুখ, বজ্রপর্য্যায়। বিরাট দেশীয় হীরকের পর্য্যায়—বিরাটজ, রাজপট্ট, রাজাবর্ত্ত। (হেম) গুণ—সারক, শীতল, কষায়, স্বাদু, কান্তিকারক, চক্ষুর হিতকারক, ধারণে পাপ ও অলক্ষ্মী-নাশক। (রাজব°)

জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শুক্রগ্রহ যদি অতিশয় বিগুণ হয়, তাহা হইলে হীরক ধারণ করিলে শুভফল হইয়া থাকে। রত্নধারণ সকলের ব্যবস্থা নহে। অবস্থাবিশেষে গ্রহবৈগুণ্যস্থলে প্রথমে মূল ধাতু ও রত্ন ধারণ করিতে হয়। যিনি রত্নধারণের উপযোগী তিনিই হীরক ধারণ করিবেন।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্র, চন্দ্র, মণি ও হীরক এই কয়টি হীরকের পর্য্যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে হীরক চারিজাতি। তাহার মধ্যে যে হীরক শুভ্রবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়, রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য-জাতি ও কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি। শুভ্রবর্ণ হীরক রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত এবং সকল ক্রিয়ার সিদ্ধিদায়ক। রক্তবর্ণ হীরক রোগহারক, জরা ও অকালমৃত্যুনাশক। পীতবর্ণ হীরক সম্পত্তিপ্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, কৃষ্ণবর্ণ হীরক রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। এই চারি জাতীয় হীরক পুং, স্ত্রী ও নপুংসকভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে যে হীরক সুন্দর গোলাকার, জ্যোতির্ম্ময়, রেখা ও বিন্দুবিহীন তাহাকে পুংজাতি কহে। যে হীরক রেখা বা বিন্দুযুক্ত ও ষট্‌কোণ তাহাকে স্ত্রীজাতি এবং যে হীরক ত্রিকোণযুক্ত ও সুদীর্ঘ তাহাকে নপুংসক জাতি কহে।

এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে পুংজাতীয় হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্ত্রী জাতীয় হীরক স্ত্রীদিগের শরীরের শোভা-সম্পাদক ও সুখ-প্রদায়ক। নপুংসকজাতীয় হীরক বীর্য্যবিহীন, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। বৈদ্যক ঔষধে হীরক প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হয়। অশোধিত হীরক কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডু ও পঙ্গুত্ব উৎপাদক, অতএব উহা শোধনপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে। শোধিত বা মারিত হীরক সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি; শরীর-পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সুখবৃদ্ধি এবং সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

হীরক-শোধন ও মারণপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—কন্টকারীর মধ্যে হীরক রাখিয়া কোদোধ্যানের ক্বাথে ও কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে ৭ দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া অশ্বমূত্রে কিংবা সিজদুগ্ধে সিঞ্চন করিবে। এইরূপ প্রণালীতে হীরা শোধিত হয়।

হীরাভস্ম—তিন বৎসরের পুরাতন কার্পাসমূল, পুরাতন পাণের রসের সহিত পেষণ করিয়া তাহার মধ্যে হীরক রাখিয়া সাতবার গজপুট দিলে হীরা ভস্ম হয়। অন্যবিধ—কাংস্যপাত্রে ভেকের মূত্র রাখিয়া হীরাকে ১১ বার পোড়াইয়া গাধার মূত্রে ডুবাইয়া হরিতাল পিণ্ডমধ্যে রাখিয়া পোড়াইবে। ইহা অগ্নিবর্ণ হইলে অশ্বমূত্রে নিষিক্ত করিলে হীরক ভস্ম হয়। উক্ত প্রণালী অনুসারে হীরক শোধন ও মারণ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ইহা এক প্রকার খনিজ পদার্থ। ইহাকে চলিত কথায় হীরা বলে, আর্য্যশাস্ত্রে হীরক বজ্রমণি ও সর্ব্বরত্নের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিমালয়-প্রদেশে মাতঙ্গ (পম্পা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ) জনপদে, সৌরাষ্ট্ররাজ্যে, পৌণ্ড্রাজ্যের রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে, কলিঙ্গদেশে অর্থাৎ উড়িষ্যা ও দ্রাবিড়দেশের মধ্যগত স্থানে, অযোধ্যার সমীপবর্ত্তী ভূভাগে, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেধানদীতীরে, সৌবীর অর্থাৎ সিন্ধু ও শতদ্রু-নদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে হীরক পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে জল-বায়ুর বিশেষত্ব হেতু হীরকেরও বর্ণপার্থক্য ঘটিয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বেধাতীরে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ, সৌবীরে শ্বেতপদ্ম বা ও মেঘসদৃশ, সৌরাষ্ট্রে তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গরাজ্যে সুবর্ণবর্ণ, কোশলে পীতবর্ণ, পৌণ্ড্রাজ্যে শ্যামবর্ণ এবং মাতঙ্গপ্রদেশে পীতবর্ণ হীরক উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ, হরিৎ, শুক্ল, পীত, পিঙ্গল, তাম্রবৎ ঈষৎ লোহিত ও শ্যামবর্ণ হীরক দেখিতে পাওয়া যায় এবং যথাক্রমে নারায়ণ, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ু ঐ সকল হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উল্লিখিত ছয় প্রকার হীরকের মধ্যে জবাকুসুম

অথবা প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং হরিদ্রারসের ন্যায় পীতবর্ণ হীরকই রাজাদিগের শুভজনক। বজ্রপরীক্ষকেরা মনুষ্যের ন্যায় হীরকেরও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শঙ্খ, কুমুদপুষ্প বা স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ হীরক বিপ্রজাতি। শশকচক্ষুর ন্যায় রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি, স্নিগ্ধ কদলীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ হীরক বৈশ্যজাতি এবং পরিষ্কৃত তরবারির ন্যায় শ্যামবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি বলিয়া পরিচিত, পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ হীরকজাতি ভিন্ন ভিন্ন গুণশালী হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা ধারণ করিলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

হীরকবিশেষে ক্ষিতি, অপ্, আকাশ, তেজ ও বায়ু এই পঞ্চ মহাভূতের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পার্থিবাংশের আধিক্যযুক্ত হীরক দলে পুরু এবং জলীয়াংশপ্রধান হীরক অতিশয় ঘন, মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। আকাশাংশে হীরকের নির্ম্মলতা, তীক্ষ্ণাগ্রতা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর প্রাধান্যে হীরক লঘু, খরস্পর্শ ও তীক্ষ্ণাগ্র হয়। তেজঃপ্রধান হীরক সাধারণতঃ রক্তবর্ণই হইয়া থাকে। পার্থিবাংশপ্রধান হীরক-ধারণে আধিপত্য, জলীয়াংশে কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী, বায়বীয়াংশে প্রিয়দর্শন, আকাশপ্রাধান্যে সম্পত্তি এবং তৈজস হীরক-ধারণে শৌর্য্য ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

ষট্‌কোণ, অষ্টপার্শ্ব, দ্বাদশধার, উত্তুঙ্গ, সমান ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রভৃতি গুণ হীরকের স্বভাব-সিদ্ধ। রত্নবিদেরা হীরকের ষট্‌কোণত্ব, লঘুত্ব, সমান অষ্টদলত্ব, তীক্ষ্ণাগ্রত্ব ও নির্ম্মলত্ব এই পঞ্চ গুণ; মল, বিন্দু, রেখা, ত্রাস ও কাকপদ প্রভৃতি পাঁচটী দোষ এবং বর্ণ হিসাবে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ছায়া অবধারণ করিয়াছেন। দোষযুক্ত হীরক নিন্দিত। উহা ধারণে পুত্রনাশ, বন্ধুনাশ, বিত্তনাশ প্রভৃতি অশেষবিধ অমঙ্গল সাধিত হয়। ছায়াহীন হীরক বিপদের হেতু, মলিনহীরক শোকজনক, কর্কশ হীরক দুঃখদায়ক, রেখা, কাকপদ ও বিন্দুযুক্ত হীরক মৃত্যুর নিদান, ইত্যাদি।

অগ্নিপুরাণের মতে, দ্বিদল হীরক কলহের কারণ, ত্রিদল সুখনাশক, চতুর্দ্দল সুখদায়ক, পঞ্চদল শোকজনক, ষড়্‌দল রাজভয়ের নিদান, মৃত্যু-কারণ এবং অষ্টদল অতি বিশুদ্ধ। মতান্তরে ত্রিকোণ হীরক কলহবর্দ্ধক, চতুষ্কোণ ভয়ের কারণ, পঞ্চকোণ মৃত্যুজনক ও ষট্‌কোণ মঙ্গলময়। এই কারণে ষট্‌কোণ, অষ্টদল, অভেদ্য নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, সুপার্শ্ব, উত্তমবর্ণ লঘু, জলে ভাসমান, সূর্য্যকিরণ পাতে ইন্দ্র ধনুর ন্যায় আভাবিকীর্ণকারী, তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত। যে হীরক উষ্ণ জল, দুগ্ধ, তৈল বা ঘৃতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত পদার্থনিচয়ের উষ্ণতা নিবারণ করে, তাহা দেবদুর্লভ, যাহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, অথচ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ধারণমাত্রেই রোগশান্তি করিতে সমর্থ। যে হীরক জল হইতে উৎপন্ন ও যাহার বর্ণ দূর্ব্বাদলোপরি পতিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ, যদি ঐ হীরক ১ তোলা ওজনের হয় তাহা হইলে তাহার মূল্য ১ কোটি মুদ্রা হইয়া থাকে, ভগ্নকোণ এবং বিন্দুরেখা ও বৈবর্ণযুক্ত দূষিত হীরক হইতে যদি ইন্দ্রধনুর প্রভা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই হীরক-ধারণে যথেষ্ট সুখসম্পত্তি, ধনধান্য ও সন্তানসন্ততি লাভ হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহাদি কঠিন পদার্থ আছে, তাহাদের সকলের উপর হীরক দিয়া দাগ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কিছুতেই হীরকের উপর দাগ করিবার উপায় নাই। অকৃত্রিম হীরক দ্বারা কৃত্রিম হীরক অঙ্কিত করিতে পারা যায়। প্রকৃত হীরক কুরুবিন্দ অথবা হীরক দ্বারাই অঙ্কিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা উহা অঙ্কিত হয় না। লৌহ, পদ্মরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য, স্ফটিক ও বিভিন্ন বর্ণের কাচ দিয়া সুনিপুণ শিল্পীরা কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করে। ক্ষারসংযোগ, শাণ অথবা ঘর্ষণদ্বারা সহজে হীরক-পরীক্ষা করা যাইতে পারে। যে হীরক ক্ষারসংযোগে চূর্ণ এবং ঘর্ষণ বা শাণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই কৃত্রিম। ক্ষারযুক্ত অম্ল হীরকে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে ধৌত করিলে যদি উহা বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা কৃত্রিম হীরক বলিয়া জানিবে। প্রকৃত হীরক কদাচ বিকৃত ভাব ধারণ করে না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

হীরকমারণবিধি—অনেক রোগোপশমে হীরকের উপকারিতাশক্তি দৃষ্ট হয়। এই কারণে সাধারণতঃ হীরাভস্মই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে উপায়ে প্রাচীন ঋষিগণ হীরাভস্ম করিয়া ব্যবহার করিতেন, পূর্ব্বেই সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছি, এখানে একটু বিশেষ করিয়া লিখিত হইল—

অশুদ্ধ হীরক ঔষধে ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডুরোগ ও পঙ্গুতা জন্মে, এই কারণে অগ্রে হীরক শোধন করিয়া পশ্চাৎ ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুভদিনে হীরক কণ্টিকারীর রসে ডুবাইয়া মহিষের বিষ্ঠা লেপিয়া ঘুটের আগুনে পোড়াইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত রাত্রি দগ্ধ করিয়া প্রাতে অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া পুনরায় অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকারে সাত দিন ক্রমান্বয়ে দগ্ধ করিলে হীরক শুদ্ধ হয়। অনন্তর হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ-সংযুক্ত কলাইএর কাথে উহাকে পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া একবিংশতিবার তপ্ত করিলে হীরক-ভস্মবৎ হইয়া যাইবে। হীরক কণ্টিকারীরসে ডুবাইয়া পুটপাকে পাক করিতে হয়। অনন্তর একটী কাংস্যপাত্রে মনুষ্যমূত্র ধরিয়া সেই মূত্রে পূর্ব্ব পুটপাক-দগ্ধ-হীরক ভিজাইয়া লইয়া

অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিলেই হীরকদগ্ধ প্রস্তরবৎ চূর্ণাকারে পরিণত হইয়া থাকে। হীরকভস্ম-সংযোগে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা অমৃতসদৃশ। ঐ ঔষধসেবনে দেহ রোগ-নির্ম্মুক্ত হইয়া বজ্রসদৃশ সবল হয়। হীরকভস্মচূর্ণ শ্লেষ্মানাশক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের প্রাচীনেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভারতই হীরকের আদি আকর। এই ভারত-ভূমি হইতেই প্রাচীনকালে হীরকাদি সুদূর য়ুরোপের পশ্চিম প্রান্তে নীত হইত। তৎকালে ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে হীরক পাওয়া যাইত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি হইতে তাহার কোন নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্লিনি লিখিয়াছেন—অসিক্নী (চেনাব) ও গঙ্গা নদীতেই এই অমূল্য রত্ন পাওয়া যায়। মাউন্ট পরোপনিসাস্ ও আরিয়ানার পূর্ব্বাংশই প্রাচীন মতে হীরকের আকর। ড্রোনিসিয়াস্পেরি এগেটিসের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবাসীরা নদীবক্ষ হইতে হীরকমণি উদ্ধার করিত। মহম্মদ বিন্-মনসুর লিখিয়াছেন, ভারতের পূর্ব্বাংশে হীরকের খনি বিদ্যমান, কিন্তু তিনি খনিতে হীরকোৎপত্তি-প্রসঙ্গে যে অত্যদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি হীরকখনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র অবগত ছিলেন না। তবে ভারত হইতে যে হীরক উৎপন্ন হইয়া য়ুরোপ ও পারস্যে বিক্রয়ার্থ নীত হইত, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এতদ্ব্যতীত য়ুরোপবাসীর নিকট ভারতে হীরকোৎপত্তিসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। প্রবাদ এই—ম্যাকিদনবীর আলেকসান্দর লোকমুখে জুলমিয়া শৈলশিখরোপরিস্থ হীরকমণ্ডিত উপত্যকার বিষয় অবগত হইয়া তদ্দেশে আগমন করেন। তিনি শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন ঐ স্থানে মনুষ্যের গমন সাধ্যাতীত। কাজে কাজেই তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। তখন তিনি স্বীয় অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তোমরা যে উপায়ে পার, কতকগুলি পশুহত্যা করিয়া অবিলম্বে এই পর্ব্বতোপরি ফেলিয়া দাও। তাহার আদেশ তদ্দণ্ডেই প্রতিপালিত হয়, শকুনিরা ঐ মাংসভক্ষণকালে তৎ-সংলগ্ন হীরকখণ্ডও উদরসাৎ করে। তাহারা তৎপরে আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইয়া যে যে ভূভাগে মল ত্যাগ করে, তত্তদ্ স্থানেই হীরক পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের ভারত-ভ্রমণ-কারী মার্কো-পোলো ঐরূপ একটী কিংবদন্তীতে হীরকোৎপত্তির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে ভারত-ভ্রমণ-কারী পাশ্চাত্য বণিক্ জিন বাপ্তিস্তে টাবার্ণিয়ার স্বয়ং ভারতের হীরকখনি পরিদর্শন করিয়া যান। তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ, গোলকোণ্ডা হইতে ৫ দিন ও বিশাপুর হইতে ৮।৯ দিনের পথ ব্যবধানে রাওলকোণ্ডা নামক স্থানে এবং কোলুর ও সম্বলপুরে হীরকের খনি আছে। দুঃখের বিষয় তিনি ভারতের চির-প্রসিদ্ধ গোলকোণ্ডার হীরকখনি দেখিয়া যান নাই। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মেথোল্ড নামক জনৈক য়ুরোপীয় সর্ব্বপ্রথমে গোলকণ্ডার হীরকখনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কার্ল রিটার ভারতের হীরকোৎপাদক প্রদেশের স্তরাবলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদিগকে পাঁচটী বিভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—

১ম—কড়াপা শ্রেণী। ইহা পেন্নার নদীতটে অবস্থিত। এই বিভাগের কড়াপা, কোণ্ডপেট্ট, ওবমপল্লী, লম্দুর, পিঙ্কেলগপুড় এবং পেন্নার উপত্যকা অতিক্রম করিয়া গণ্ডিকোট্ট ও গুটীদুর্গ পর্য্যন্ত স্থানে হীরক পাওয়া যায়। ওবমপল্লীর হীরক-গুলি গোলাকৃতি ও কিছু বড় হয়। এই হীরকই উৎকৃষ্ট।

২য় বন্দিয়াল শ্রেণী—ইহা পেন্নার ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী বঙ্গপল্লীর নিকটে অবস্থিত। এখানকার হীরকক্ষেত্রের স্তর ১ ফুট মাত্র এবং তথায় হীরক যথেচ্ছ ভাবে বিন্যস্ত আছে। এই হীরকগুলি সাধারণতঃ দ্বিমুখাগ্র, অর্থাৎ দুই মুখই পিরা-মিডের ন্যায় কোণাকার ও দ্বাদশাধার (dodecahedra)।

৩য়—ইলোরা শ্রেণী—ইহাই নিম্নকৃষ্ণা বা গোলকুণ্ডা ক্ষেত্র নামে পরিচিত। বাস্তবিক গোলকোণ্ডায় কোন খনি নাই, কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীদ্বয়ের সন্নিকটে নীলমুল নামক শৈলশিখরের পাদমূলে হীরক পাওয়া যায়। ইহাই পূর্ব্বে অপরিষ্কৃত অবস্থায় গোলকোণ্ডায় আনিয়া পরিষ্কৃত ও কর্ত্তিত হইত। এই কারণে তৎকালে গোলকোণ্ডা রাজধানীতে হীরকের কারবার বসিয়া যায়। নবাবদিগের শাসনাধিকারে গোলকোণ্ডা-দুর্গেই হীরক-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই হীরকখনির আবিষ্কার সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, এক গোপালক গোধন চরাইতে চরাইতে একখণ্ড হীরক দেখিতে পায়। সে তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া প্রস্তর-জ্ঞানে উঠাইয়া আনে এবং কোন পল্লিবাসীকে ধান্যের বিনিময়ে উহা প্রদান করে। তাহার হস্ত হইতে ঐ প্রস্তর ক্রমে জহুরীর হস্তে গিয়া পড়ে। সে উহাকে হীরক বলিয়া চিনিতে পারিয়া অনুসন্ধান করে। তাহারই ফলে এই খনির আবিষ্কার হয়। ভ্রমণকারী টাবার্ণিয়ার যে রাওলকোণ্ডা খনি সন্দর্শন করিয়া-ছিলেন, তাহা কৃষ্ণানদীর মধ্য প্রশাখার নিকটে অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে আরও পূর্ব্বাভিমুখে নিম্নকৃষ্ণাপ্রবাহিত প্রদেশে কোলূর নামক খনি, দেশীয় লোকে উহাকে "গণি" বলিয়া থাকে। ইহা মছলীপটম বন্দর হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। টাবার্ণিয়ার ঐ খনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে লিখিত আছে যে, ঐ খনিতে "গ্রেট মোগল" নামক প্রসিদ্ধ

হীরকখণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। উহা অসংস্কৃত অবস্থায় ৭৮৭॥ কারাট ওজনের ছিল। পরে কাটিয়া ২৯৭ কারাট করা হয়।

৪র্থ সম্বলপুরশ্রেণী—গোদাবরী নদীর উত্তরে এবং মহানদীর মধ্য শাখার অতি নিকটে এই বিস্তীর্ণ হীরকক্ষেত্র বিরাজিত। প্রকৃতপক্ষে সম্বলপুর প্রান্ত হইতে মহানদী ও ব্রাহ্মণীনদী পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সম্বলপুর ইংরাজ-শাসনভুক্ত হয়। উক্ত বর্ষে এখানে ৮৪ গ্রেণ ওজনের একখণ্ড হীরক পাওয়া যায়। উহা সাধারণে তৃতীয় শ্রেণীর হীরক বলিয়া গৃহীত হইলেও ৫ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

৫ম পান্নাশ্রেণী—বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে সোণার ও শোণনদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। গঙ্গার দক্ষিণকূলে বাঙ্গালা, বিহার ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যতগুলি খনি আছে, তাহার মধ্যে পান্না রাজধানীর ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুকারিয়া গ্রামের খনিতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হীরক পাওয়া গিয়াছিল। এখানকার হীরকগুলি সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত:—১ মতিচূড়—ইহা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, ২ মাণিক—ক্রমিক হরিতাভ, ৩ পান্না—ফিকা কমলানেবুর মত রঙের ও ৪ বাঁশপাৎ—গাঢ়বর্ণের।

ভারতবর্ষ ব্যতীত সাইবেরিয়া, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বোর্ণিও, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও সিলেবিস্ দ্বীপে ভূগর্ভে হীরকের খনি আছে। প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ভূতত্ত্বজ্ঞের ধারণা স্বর্ণখনিতে প্রধানতঃ হীরক পাওয়া যায়। তাঁহাদের এই যুক্তি ভিত্তি-হীন হইলেও স্থলবিশেষে স্বর্ণখনিতে যে হীরক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৮৮০-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাইবেরিয়ার আদোলক স্বর্ণখনিতে ৪০টিরও অধিক হীরক পাওয়া গিয়াছে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি "মাইনার" বা খনক স্বর্ণখনির উদ্দেশে ব্রেজিলরাজ্যের সেরো-দো-ফ্রাইও জেলায় পরীক্ষা করিতে করিতে একখণ্ড হীরক কুড়াইয়া পায়। ঐ পাথরখানি জনৈক পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী কর্তৃক গোয়ানগরে আনীত হয়। এখানে একজন ওলন্দাজ কন্সল কর্তৃক পরীক্ষার পর উহা হীরক বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ঐ খনির আবিষ্কার হইয়াছিল। তদনন্তর ডায়ামন্টিনা বাহিয়া এবং পারস্তাই ও তাহার শাখানদীগুলির মধ্যবর্ত্তী হীরকক্ষেত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মুসেঁ হেরিকোর্ট-ডি-থুরি ফরাসীরাজ্যস্থ Académic des Sciences নামক বিদ্যালয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা আলজেরিয়ার কনস্তান্তাইন প্রদেশে গুমেল নদীতটে প্রাপ্ত একখণ্ড হীরক প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার "Cape diamonds" নামে প্রসিদ্ধ হীরক খণ্ডগুলির প্রথম নিদর্শন হোপটাউন নামক নগরের নিকটস্থ একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উহা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীর বিখ্যাত প্রদর্শনীতে (the Universal Exhibition) প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহার ওজন ২১৯° কারাট এবং উহা ৫ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলে সাধারণের চেষ্টায় দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যান্য স্থানেও হীরকখনি অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গ্রিকোয়া-লণ্ড; ইংরাজাধিকারে আইসে। উহার পশ্চিমাংশে একটি সুবিস্তৃত হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বর্ণপ্রসূ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও হীরকখনির অভাব নাই। তথাকার নিউ সাউথ ওয়েলস্ বিভাগের বাথার্ষ্ট নামক স্থানে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মিঃ হারগ্রেভ ও রেভারেণ্ড ক্লার্ক প্রথম হীরকের নিদর্শন প্রাপ্ত হন। তৎকালে উহা হীরকের ন্যায় মণিবিশেষ বলিয়া গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ম্যাকুকোয়ার নদীতট ও বুরেন্দোঙ্গ নামক স্থান হইতে ঐরূপ পাথরের নমুনা মহামতি ক্লার্কের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তিনিও স্বয়ং নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পাইরামুল ও কালাবাস খাড়ির নিকটে ঐ জাতীয় প্রস্তর দেখিতে পান। তাহাতেই তাঁহার মনে অষ্ট্রেলিয়ায় এই হীরক জাতীয় প্রস্তরের বিস্তৃত সংস্থান রহিয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে। তখন তিনি এ সংবাদ সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করেন। তাহাতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'অষ্ট্রেলিয়ান্ ডায়মণ্ড মাইনার্স' নামে এক কোম্পানী হীরকান্বেষণে বহির্গত হইয়া বিঞ্জেরা, এচুকা ও ভেন্স জেলায় ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত স্থানের হীরকগুলি হরিদ্রা-বর্ণ স্ফটিকের মত।

বোর্ণিও দ্বীপে রাতুস শৈলের পশ্চিম ধারে এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রা দ্বীপের দোলোদোলা জেলায় হীরকের খনি পাওয়া যায়। ঐ সকল হীরকক্ষেত্রে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণাকারে হীরক দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন কোন কোন ক্ষেত্রে দুএকটী অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হীরকখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৃহৎ হীরকগুলি বিভিন্ন রাজার অঙ্গে স্থান লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমানে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিনটী বিস্তৃত হীরকক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত পেন্নার নদী হইতে শোণনদীর অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশের কতিপয় স্থান, মান্দ্রাজপ্রদেশে কড়াপা, কার্ণুল, ইলোরা, কৃষ্ণা ও গোদাবরীতীর এবং ছোটনাগপুর ও বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থান হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষীয় হীরক কিরূপ খনিজ পদার্থ হইতে উদ্ভূত, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আজ পর্য্যন্ত তাহার মূলনির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সম্প্রতি মান্দ্রাজপ্রদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার নীলপাহাড় (Blue rock)এর মত এক প্রকার পাহাড় দেখা যায়। সকলের বিশ্বাস, ঐ পাহাড় হইতে নাকি উক্ত খনিজপদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে. কিন্তু হীরকখনি সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বলেন 'পলিপড়া' মৃত্তিকা বা বালুকাময় স্তূপের মধ্যেই প্রধানতঃ হীরক নিহিত থাকে। কৃষ্ণাপ্রদেশ এবং বুন্দেলখণ্ডের পান্না নামক স্থানই উৎকৃষ্ট হীরকের জন্মস্থান। হীরকের জন্য ভারতবর্ষ বহুদিন হইতে বৈদেশিক জগতে পরিচিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে হীরকবাণিজ্যে ভারতের আর সে কৃতিত্ব দেখা যায় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, ভারতের হীরকখনির খননকারিগণ তাহাদের খনন করিবার বিদ্যাকৌশল গুপ্ত রাখায় অথবা উপবিভাগের মৃত্তিকা উঠাইবার জন্য তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিত, তদ্দ্বারা এই কার্য্য আর না কুলাইয়া উঠায়, সম্ভবতঃ এরূপ ঘটিয়াছে। আর একটি কারণে কিরূপে খনিজ পদার্থে হীরকের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা এতদিন কেহ জ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মান্দ্রাজপ্রদেশে উক্ত খনিজ পদার্থের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কার ঘটিবার পর হইতেই বৈদেশিকগণ তাহা জানিতে পারিয়া এবং জগতের অন্যস্থানে হীরকখনির সন্ধান পাওয়ায় ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্প খরচায় খননকার্য্যের উপায় উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হওয়ায় ভারতের হীরক উত্তোলনকার্য্যের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন নিত্য বৈদেশিক আক্রমণে ভারত চিরপ্রপীড়িত ও ঐ সকল যুদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায় অথবা বিজেতা বৈদেশিকের নিকট হীরক গোপন করিবার উদ্দেশে মধ্যে মধ্যে হীরকের অবনতি সাধিত হইত। ইংরাজাধিকারে ভারতে শান্তিস্থাপন হইবার পর দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসী ইহাকে ধৌত করিবার কৌশল ভুলিয়া গিয়াছে। ভারতীয় হীরকখনি হইতে যে সকল হীরক সভ্যজগতের সর্ব্বস্থানে প্রেরিত হইত, গ্রীক ও লাটিন লেখকগণ সেই বজ্রমণিকেই আদামন্ত (Adamant) নামে অভিহিত করেন। যে সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ হীরকের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সময়ে য়ুরোপের সভ্যজাতিসকল হীরকের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জ্ঞাত ছিলেন না। অনুমান আর্য্যজাতিগণের ভারতাগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় অনার্য্যগণ হীরকের মর্ম্ম কিছুই জানিত না। আফ্রিকার ও ব্রেজিলের আদিমবাসী নিগ্রোরা যেমন পাশ্চাত্য-জাতি কর্ত্তৃক তদ্দেশে হীরক আবিষ্কারের পূর্ব্বে, অপরিষ্কৃত হীরকখণ্ড খেলিবার ও সময়সংখ্যা স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার করিত, খুব সম্ভব ভারতীয় অনার্য্যগণও সেই রূপ হীরককে খেলিবার বস্তু ভাবিয়া থাকিবে, কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। হীরকখনির খনন-কার্য্যের ভার সেই প্রাচীন কাল হইতে অনার্য্য, বা ইতরজাতীয় লোকদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রায়শই দেখা যায় যে, হীরক প্রথম ধৌত করিবার সময় যেরূপ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শত-ধৌত করিলেও তাহার তেমন উন্নতি সম্ভবে না। হীরক ধৌত করিবার প্রথা ভারতবাসীদিগের পূর্ব্বে যেরূপ জানা ছিল এখন আর সেরূপ নাই। ইহাও হীরক-ব্যবসায়ের অবনতির অন্যতম কারণ। পূর্ব্বকালে হীরক-গুলি যাহা এক্ষণে জগতের প্রধান প্রধান রাজাদিগের অধিকারে আছে, সেরূপ উজ্জ্বল বৃহৎ এবং মূল্যবান্ হীরক এখন আর দেখা যায় না। এরূপ একটি প্রবাদ চলিত আছে যে, বহু দিন হইতে হীরক ক্রমশঃ আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু হীরক-তত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, হীরক ভাঙ্গিয়া কাটিয়া কুটিয়া মনোমত করিবার ক্ষমতা কাহারো কাহারো থাকিতে পারে, কিন্তু বাড়াইবার ক্ষমতা আদৌ নাই।

বর্ত্তমানে ভারতে হীরকব্যবসায়িগণ প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত, এজন্য খননকার্য্যে অতি অল্পমাত্র লোককেই নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। মান্দ্রাজপ্রদেশে এখনও কদাচিৎ হীরক পাওয়া যায়, কৃষ্ণাপ্রদেশে কড়াপা, কোনুর প্রভৃতি স্থান এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। নিজামের অধিকারভুক্ত হায়দরাবাদ অঞ্চলে হীরকখনির কার্য্যের উন্নতিকল্পে অনেকদিন হইতে বিস্তর চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও চেষ্টা ফলপ্রদ হয় নাই! মধ্যপ্রদেশে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে একখানি বড় রকমের হীরকখণ্ড পাওয়া যায়; ইহা ওজনে বিশেষ গুরুভার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা কোনও প্রকারে মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে পড়ে, তাহার পর আর সেই হীরকখণ্ডের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। হীরকতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতীয় মৃত্তিকার অবস্থা দেখিয়া এখনও ভূগর্ভে হীরকসংস্থানের আশা ছাড়িতে পারেন নাই। তাই হীরকখনির খনন-কার্য্য এখনও বন্ধ হয় নাই।

বহু শতাব্দ পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী হীরকের মহার্ঘতা অবগত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগত যখন অজ্ঞানের অন্ধ-তামসে সমাচ্ছন্ন, বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ যখন তাহাদের চিত্ত-ক্ষেত্র আলোকিত করে নাই, সেই প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় নৃপতিগণ হীরক-মণ্ডিত শিরস্ত্রাণে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। দুঃখের বিষয়, ভারতের সে সমৃদ্ধির দিন অপগত হইয়াছে। রাজগণ স্ব স্ব পূর্ব্ব

পুরুষোপার্জ্জিত হীরকালঙ্কার লইয়া তুষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের আর নবীনভাবে নূতন হীরকে অলঙ্কৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, রত্নপ্রসূ ভারতমাতাও সেই জন্যই বোধহয় আর নূতন রত্ন প্রসব করেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই প্রাচীন যুগে উৎপন্ন একমাত্র ভারতীয় হীরকই সমগ্র জগৎকে ভূষিত রাখিয়াছে। রুষিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বর ভারতের হীরকে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্ত্তমান কালে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলরাজ্যে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজ-উপনিবেশের স্থানে স্থানে হীরকখনি আবিষ্কৃত হইলেও তাহা য়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত জনসাধারণের নিকট তাদৃশ আদরণীয় নহে।

ভারতের অতীত গৌরবের দিনে যখন হীরকের বহুল-প্রচলন ছিল, ভারতবাসীরা সেই সময় হইতেই হীরক কাটিতে ও পালিস করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালে ভারতে হীরক কাটিবার, পালিস করিবার ও চূর্ণ করিবার যন্ত্র সকল প্রচলিত ছিল। হীরক কাটিবার ঐ সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে আরও অনেক প্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হইত। ভারতবাসীরা যে সে সময়ে অনেক প্রকার যন্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তাঁহাদের সূক্ষ্মকার্য্যে এতাদৃশ পারদর্শিতা-দর্শনে আজ সমগ্র জগৎ মুগ্ধ।

হীরকের চূর্ণ দিয়া হীরক কাটিবার ও পালিস করিবার প্রথা য়ুরোপে ১৪৭৬খৃঃ সর্ব্বপ্রথমে ব্রুজেসবাসী লুই-ডি-বার্কেম আবিষ্কার করেন। হিন্দু ও চীনবাসিগণ হীরকচূর্ণের পরিবর্ত্তে কুরুন্দ (Corundum) চূর্ণ ব্যবহার করিতেন, ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপে যে হীরক কাটিবার বিদ্যা একেবারে অপ্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা যায় না। রাজা চার্লিমেনের অঙ্গরাখায় যে চারিটী হীরকখণ্ড সংযোজিত ছিল, তাহা পরিষ্কৃত ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, যখন ঐ ভূষণের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য হীরক বিন্যস্ত হইয়াছিল, তখন যে উহা ঔজ্জ্বল্যময়ী ছিল তাঁহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহা হউক, আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ১২৯০ খৃষ্টাব্দে পারি-নগরে হীরকাদি মণি পালিস করিবার ও কাটিবার জন্য একটি ব্যবসায়ি-দল সংগঠিত হইয়াছিল। ১৩৭৩ খৃঃ নুরণবর্গে এবং ১৪৩৪ খৃঃ ষ্ট্রানবর্গবাসী এড্রিয়ান্ ড্রাইজেসেনের নিকট হইতে গুটেনবর্গ হীরক-কাটা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৩৬০—১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে এঞ্জুর ডিউক লুই কতকগুলি হীরক প্রদর্শনীতে দিয়া ছিলেন। উহার মধ্যে একটী ঢালির আকারে কাটা, দ্বিতীয়টী আরসীর ন্যায় গোলাকার এবং তৃতীয়টী লজেঞ্জের ন্যায় কাটা ছিল। বার্গেমের ছাত্রগণের মধ্যে কতকগুলি আমষ্টার্ডাম ও অন্য কতকগুলি পারি রাজধানীতে ব্যবসায়োপলক্ষে গমন করেন। পারি রাজধানীতে কার্ডিনেল মাজরিণের উৎসাহে একব্যক্তি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। কার্ডিনেল তাঁহাকে যে দ্বাদশটী হীরক নূতন ভাবে কাটিতে দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে Twelve mazarins নামে অভিহিত। বর্ত্তমান সময়ে হলণ্ডরাজ্যে হীরক কাটিবার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তথাকার য়িহুদী অধিবাসীরাই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত।

বর্ত্তমান কালে যে বিভিন্ন প্রকারে হীরক কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের যেরূপ ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয়, তাহা যথাক্রমে Brilliant Rose, Table ও Lasque। ভেনিস্‌নগরবাসী ভিন্‌সেনজিও পেরুজ্জী খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগে ব্রিলিয়েন্ট নামক হীরক কাটিবার প্রথা উদ্ভাবন করেন। উহাতে হীরকখণ্ডের উভয় দিকে পিরামিদের ন্যায় কাটিয়া লইয়া উপরটী চাঁচিয়া টেবিলের ন্যায় আকৃতি করিয়া লওয়া হয় এবং উহার সম-নিম্নতল কিউলেট নামে খ্যাত। এই প্রথায় উপরের পিরামিদ গাত্রে ৩২টী ছিল্ এবং নিম্নদিকে ২৫টী ছিল্ কাটিতে হয়, তাহাতে আলোক নিপতিত হইলে হীরকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি অধিকতর বাড়িয়া উঠে। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গোলাপকুড়ির আকারে হীরককাটার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ইহা রোজকাট্ (Rose-cut) নামে অভিহিত। বড় বড় ছিল্ (চোকলা) অথবা পাতলা পাথরগুলির সমতলপৃষ্ঠ লইয়া টেবিলকাট ও একদিকে 'ব্রিলিয়েন্ট' কাটা হইলে লাস্ক বা 'রি-কাট' বলা হয়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে কেন্টমান্ নামক জনৈক ব্যক্তি "পয়েন্ট কাট" নামক হীরা কাটা প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের অলঙ্কারাদিতে পয়েন্টকাট্ হীরার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে মিলানবাসী এম্বোসিয়াস্ কারাডোসো হীরকের উপর কোন পাত্রীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। পাওলো মেরিজিয়া বলেন যে, মিলানবাসী প্রসিদ্ধ চিত্রকর ট্রেজো প্রথমে হীরকের উপর সম্রাট্ ৫ম চার্লসের রাজচিহ্ন (Coat-of-arm) অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার শিষ্য ক্লেমান্ট বিরাগো হীরার উপর ডন কার্লোর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করেন, স্কট্‌লণ্ডের রাণী মেরীর জন্য জেয়কাবাস থ্রোনাস নামক জনৈক ওলন্দাজ হীরকে রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। একটী বড় টেবিল-হীরকের পৃষ্ঠে সম্রাট্ ১ম লিওপোল্ডের আবক্ষ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে রোমগনরে কোষ্টানিজ নামে এক সুবিখ্যাত কারিগর আবির্ভূত হন, ইনি অনেকগুলি হীরক খোদিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আণ্ডোনিয়াস ও নেবোর প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-সংগ্রহের মধ্যে যুবরাজ চার্লসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী এবং রাজা ১৫শ লুইর নিয়োজিত রাজস্বর্ণকার লুই সিরিজ একখণ্ড-

ব্রিলিয়াণ্ট হীরকের উপর পৃষ্ঠ ভাইতাস কন্তা জুলিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিন প্রকারেই হীরক কাটা হইয়া থাকে। আকর হইতে প্রাপ্ত হীরকের আকারের উপর উহার কার্য্য নির্ভর করে। অপরিষ্কৃত হীরক হাতে লইয়া কর্ত্তনকারী বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, কিরূপ ভাবে কর্ত্তন করিলে হীরকের আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা শোভাযুক্ত হয়, তদনন্তর যেরূপ আকারে হীরক কাটা বিচারসিদ্ধ হয়, সেইরূপ একখানি সীসকখণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। হীরককর্ত্তক ঐ সীসার আদর্শটাকে সম্মুখে রাখিয়া উক্ত হীরাখণ্ডকে একটা দণ্ডের উপর আঁটিয়া লয় এবং অপর একখণ্ড হীরক লইয়া ঐ আদর্শানুরূপ এক এক পার্শ্ব ঘসিয়া মার্জ্জিত করিতে থাকে। হীরার একপার্শ্ব নমুনার সমান কাটা হইলে অপরপার্শ্ব সীসাখণ্ডের সমধারের সহিত সমান্তর ও সমকোণ করিয়া রাখিতে হয়। কারণ হীরকের দীপ্তি ঐ কোণের উপর নির্ভর করে। যদি অসাবধানতায় হীরকের কোন ধার ঘর্ষণকালে নমুনার সমধারের অপেক্ষা অধিক লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অংশ বাদ দিতে হয়। এই কর্ত্তনকার্য্য সাধারণ অস্ত্রের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। একটা ইস্পাতের তারে হীরকচূর্ণ মাখাইয়া হীরকের উপর টানিতে হয়। হীরকচূর্ণ তাহা হইতে ঝরিয়া পড়িলে পুনরায় চূর্ণ মাখাইয়া দেওয়া হয় এবং পুনঃ পুনঃ এই ভাবে টানিলে হীরক কাটিয়া যায়। সময় সময় হীরকের উপরিস্থ স্বাভাবিক ফাট বা জোড়ের দাগ লক্ষ্য করিয়া হাতুড়ী দিয়া হীরক ভঙ্গ করা হয়। এই প্রণালী সুবিধা-জনক নহে, কারণ হাতুড়ী দিয়া আঘাত দিবার কালে অনেক সময় উৎকৃষ্ট হীরক একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এক খণ্ড হীরক কাটিতে প্রায় একমাস এবং বড় হইলে দুই মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে। সুপ্রসিদ্ধ পিট-ডায়মণ্ড নামক হীরকখণ্ড কর্ত্তন করিতে একবৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

হীরক কর্ত্তিত হইলে পালিস করিতে হয়। হীরক-কর্ত্তন-কালে যে টুকরা ছিল বা গুড়া পড়ে, সেই গুড়া সাবধানে কুড়াইয়া রাখিতে হয়। পরে ঐ গুলি ইস্পাতের হামামদিস্তায় গুড়াইয়া এরূপ সূক্ষ্ম চূর্ণ করা হয় যে, উহার কণা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সূক্ষ্ম গুড়া দিয়াই হীরক পালিস করিতে হয়।

হীরকচূর্ণ যে কেবল পালিশ কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়, এরূপ নহে। হীরক দ্বারা নানাবিধ ছিদ্র করিবার যন্ত্র (Boring machine) প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কাচ কাটিবার নিমিত্ত ও ইস্পাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে হীরকযন্ত্রের ব্যবহার আছে।

হীরক অতি কঠিন পদার্থ। একখণ্ড লৌহের উপর হীরক রাখিয়া একটা হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিলে হাতুড়ী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং হীরক লৌহখণ্ডের উপর প্রবেশ করে। হীরক দ্বারা সকল প্রকার ধাতু খোদিত ও কর্ত্তিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাস্তালাম (Tantalum) ধাতুর উপর হীরকের একটা আঁচড়ও পড়ে না। বহুকষ্ট হীরকযন্ত্র (drill) যদি তান্তালাম ধাতুর উপর কার্য্য করে, তাহা হইলে হীরকের অগ্রভাগেরই কতক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়।

হীরক তড়িৎ ও উত্তাপের অপরিচালক (non-conductor) সুতরাং ইহার এক পার্শ্ব যদি কোনরূপে উত্তপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহার অপর পার্শ্বের কোন ক্ষতি হয় না। সুবিখ্যাত রাসায়নিক লাভোসিয়ার প্রথমে পোড়া হীরকের দ্বায়-অঙ্গারক গ্যাসে পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তদনন্তর ডেভী পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, হীরক পুড়িলে দ্বায়-অঙ্গারক গ্যাস ভিন্ন উহাতে অপর কোন পদার্থ প্রস্তুত হয় না। সুতরাং হীরক কেবল অঙ্গারের প্রাকৃতিক প্রভেদ মাত্র, ইহাতে কয়লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই।

হীরক অঙ্গার ভিন্ন আর কিছু নহে। স্বাভাবিক উপায়ে তরল লৌহের সহিত কয়লা মিশ্রিত হইয়া ক্রমাগত চাপ পড়িলে কয়লা হীরকের আকার ধারণ করে। পরে ভূগর্ভোত্থিত অগ্ন্যুৎ-পাতের সহিত হীরকখণ্ড অন্যান্য ধাতু ও কর্দ্দমাদি মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর উপরে নীত হয়।

ফরাসী রসায়নবিদ্ মৈসান কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি Silica বা অন্য আবর্জ্জনা-বিহীন বিশুদ্ধ লৌহ বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডে রাখিয়া বৈদ্যুতিক আলোক (arc of light) প্রদান করেন। তাহাতে কুণ্ডের তাপ ৪০০০ সেন্টি-গ্রেডে উঠিয়া লৌহ তরল মোমের ন্যায় হয়। অতঃপর তিনি তাহাতে শোধিত কয়লা ছাড়িয়া দেন। কয়লাও সেই তাপে লৌহের সহিত গলিয়া যায়। পরে উত্তাপ কমাইয়া উহাকে শীতল হইতে দিলে ও তাহার উপর চাপ প্রয়োগ করিলে কয়লা-গুলি দানাবিশিষ্ট স্ফটিকে পরিণত হয়। উগ্র লবণদ্রাবক (Con. Hydrochloric acid) দিয়া উহা পরিষ্কৃত করিলে হীরকাকার স্ফটিক বাহির হয়, তাহা স্বাভাবিক হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং বর্ণ-রহিত নহে; কিন্তু স্বাভাবিক হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্বের (৩.৫) ন্যায় ইহারও আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.০ হইতে ৩.৫ পর্য্যন্ত হয়।

বৈজ্ঞানিক মেডেনডানার বলেন, হীরকের উৎপত্তি স্বর্গে। পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পর উল্কার সহিত হীরক পৃথিবীতে আসিয়াছে। আমেরিকার আরিজোনা নামক স্থানে এক সময়ে উল্কাপাত হয়। উল্কাপিণ্ড যে স্থানে প্রবল বেগে আসিয়া নিপতিত হয়, সেই স্থানের মৃত্তিকা নরম হইলে তথায় একটী গভীর গর্ত্ত হইয়া পড়ে

এবং কঠিন মাটিতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত স্থানে উল্কাপিণ্ড-পতনক্ষেত্রে পৌনে ১ মাইল ব্যাস-যুক্ত একটী গহ্বর হয় এবং উহার চারিদিকে উল্কার লৌহ-খণ্ডগুলি নিপতিত থাকে। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিয়া উল্কা-পাতের সহিত হীরকের খনির উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। ডাঃ ফুট রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য একটী উল্কাপিণ্ড কর্ত্তন করেন। কিছুক্ষণ পরে পিণ্ডটী আর কাটা গেল না, অথচ উহা কর্ত্তন মাত্র খারাপ হইয়া গেল দেখিয়া তিনি ঐ পিণ্ডটী রসায়ন-বিদ্ মৈসনের নিকট পাঠাইয়া দেন। মৈসন পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, ঐ পিণ্ডমধ্যে এক খণ্ড হীরক আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ হীরকখণ্ডটী উল্কার সহিত পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

অধুনা সমগ্র সভ্য জাতির মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট হীরক আদরের সহিত রক্ষিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে ভারত হইতে আনীত হীরকগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নে ঐ হীরকগুলির সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১ কোহিনূর—ইহা ৭৯৩ কারাট ছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন উহা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হস্তে পতিত হয়, তখন উহার ওজন ১৮৬ কারাট হইয়াছিল। ইহার দীপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীতে উহার মূল্য ১৪ লক্ষ টাকা নিরূপিত হয়।

২ গ্রেট মোগল—ইহা ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডার কোলুর খনিতে পাওয়া যায়। ওজন ৭৮৭॥ কারাট ছিল, পরে কাটিয়া ১৩৪ কারাট করা হয়।

৩ পিট বা রিজেন্ট ডায়মণ্ড—অপরিষ্কৃত অবস্থায় ওজন ৪১০ কারাট। গোলকোণ্ডা হইতে ১৩৫ মাইল দূরে পুটিয়াল নামক স্থানে পাওয়া যায়। যখন আরল্ অফ্ চাথামের পিতামহ মিঃ টমাস পিট মান্দ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জে'র শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তৎকালে (১৭০১ খৃঃ) উহা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় খরিদ করেন, তিনি প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে উহাকে নূতন করিয়া কাটান; তাহাতে উহার ওজন ১৩৭ কারাট হয়। কাটা ছিলগুলি বিক্রয় করিয়া পিট ৩৫ হাজার টাকা পান। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে অর্লিনের ডিউক ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন। ১ম নেপোলিয়ান এই হীরকখণ্ড তাঁহার তরবারির বাঁটে বসাইয়া লন।

৪ ওর্লফ বা আমাষ্টার্ডাম হীরক—রুষ ডায়মণ্ড নামেও পরিচিত। পণ্ডিচারীর একজন ফরাসী-সৈনিক ইহা কোন হিন্দু-দেবমূর্ত্তির চক্ষু হইতে খুলিয়া লইয়া যান। ইহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ৯ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয় এবং বিক্রেতাকে ক্রেতা বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা দিয়া বক্রী মূল্য পরিশোধ করিবেন এই রূপ ধার্য্য থাকে। ইহা এক্ষণে রুষ-সম্রাটের রাজদণ্ডে সংন্যস্ত রহিয়াছে। ওজন ১৯৪ কারাট।

৫ নাসিক ডায়মণ্ড—ইহা ৮৯৬০ কারাট ছিল, পরে কাটিয়া ৭৮॥০ কারাট করা হয়। ইহার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

৬ নিজাম—ওজন ৩৪০ কারাট। দুঃখের বিষয় সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্ব্বৎসরে উহা কোন অভাবনীয় কারণে দুই খণ্ড হইয়া নষ্ট হয়।

৭ পারস্তের শাহ—অব্বাস মীর্জার পুত্র খোসরোজ উহা রুষসম্রাট্ নিকোলাসকে উপহার দেন। ওজন ৮৬ কারাট। ইহার উপরে পারস্তের তিনজন নরপতির নাম খোদাই আছে।

এতদ্ভিন্ন ইজিপ্তের পাশা, মাটাম্ হীরা, সান্সী ডায়মণ্ড, চার্ল্স্ বোলের হীরক, ফ্লোরেন্টাইন ব্রিলিয়াণ্ট, ব্রাগাঞ্জা-হীরক, পিগট-হীরক, হোপ ডায়মণ্ড, ইউজিন ব্রিলিয়াণ্ট, কম্বারলাণ্ড-ডায়মণ্ড, ষ্টার-অব-সাউথ, পোলার-ষ্টার, ষ্টুয়ার্ট-ডায়মণ্ড প্রভৃতি কতক-গুলি হীরক বৃহদাকার, মূল্যবান্ এবং প্রসিদ্ধ।

হীরকক্ষেত্র, প্রভাসখণ্ডবর্ণিত একটী প্রাচীন পুণ্যস্থান।

হীরা (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মী। ২ তৈলম্বুক। ৩ পিপীলিকা। ৪ কাশ্মরী।
'গম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥' (ভাবপ্র°)

হীরা (দেশজ) হীরক শব্দের অপভ্রংশ। [হীরক দেখ।]

হীরাকস্ (হিন্দী) উপরসভেদ। (Dry persulphate of iron) রং ও কালী প্রস্তুত করিতে এবং চামড়া কাল করিবার জন্যও হীরাকস্ ব্যবহৃত হয়। ঔষধে ও দাঁতের মিসিতে হীরা-কসের ব্যবহার দেখা যায়।

হীরাঙ্গ (পুং) হীরস্যেব কঠিনং অঙ্গং যস্য। ইন্দ্রের বজ্র।

হীরানন্দ, ১ একজন সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি জ্যোতিঃপ্রকাশ রচনা করেন। ২ রামকীর্ত্তিমুকুন্দমালাটীকারচয়িতা।

হীরাপুর, মধ্যভারতের ভূপাল এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র ঠাকুরী রাজ্য। এখানকার ঠাকুররাও ইস্তিম্‌রারি খাজনাসূত্রে হীরাপুর ও আহীরবাস ভোগ করিতেছেন। এ ছাড়া তিনি হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভূপালের নিকট হইতেও বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

হীল (ক্লী) হী বিস্ময়ং লাতীতি লা-ক। রেতঃ।

হীলুক (ক্লী) গৌড়ীমন্থ। (শব্দচ°)

হীষাস্বর (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৭।৮।৫)

হীহী (অব্য°) ১ বিস্ময়। ২ হাস্য। (মেদিনী)

হীহীকার (পুং) হীহীশব্দ।

হু, ১ হোম, দেবতাসম্প্রদানক বহ্ন্যধঃকরণক বস্তুত্যাগ।

২ আদান। ৩ প্রীণন। হ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ জুহোতি, জুহুতঃ, জুহ্বতি। জুহুয়াৎ। লোট-হি জুহুধি। লঙ্ অজুহোৎ, অজুহুতাং, অজুহবুঃ। লিট্ জুহাব, জুহবাঞ্চকার। লুট্ হোতা। লৃট্ হোষ্যতি। লুঙ্ অহৌষীৎ। কর্ম্মবাচ্যে হূয়তে। সন্ জুহূষতি। যঙ্ জোহূয়তে। যঙ্-লুক্ জোহবীতি, জোহোতি। নিচ্ হাবয়তি। লুঙ্-অজূহবৎ।

হুঁ (দেশজ) স্বীকার, কোন বাক্য বলিলে তাহার স্বীকারোক্তিতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হুঁকা (আরবী) তামাকুর ধূমপানার্থ যন্ত্রবিশেষ। হুঁকায় করিয়া তামাক সেবন করা হয়। নারিকেলের খোল উত্তমরূপে চাঁচিয়া তাহাতে নল পরাইয়া দিলে তাহাকে হুঁকা কহে।

হুঁকাবরদার (পারসী) হুঁকাবহনকারী চাকর।

হুঁচট (দেশজ) উৎক্ষেপ, গমন করিতে করিতে হঠাৎ পায়ে আঘাত লাগা।

হুং (অব্য°) ১ হুং এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ। ২ তন্ত্রোক্ত বীজ-মন্ত্রবিশেষ।

হুংহুঙ্কার (পুং) হুং শব্দ করিয়া চীৎকার।

হুঙ্কার (পুং) হুমিত্যব্যক্ত শব্দস্য কারঃ করণং। হুং এই প্রকার অব্যক্ত শব্দকরণ, গর্জ্জন।

হুঙ্কারতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

হুঙ্কৃত (ক্লী) হুমিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতং করণং। ১ হুঙ্কার। (ধরণি) ২ বন্যবরাহশব্দ। (ত্রি) ৩ হুং এই প্রকার মন্ত্রোচ্চারিত। ৪ হুং এই প্রকার শব্দ দ্বারা তিরস্কৃত। হুঙ্কার দ্বারা তিরস্কৃত।
"স স্বাং প্রকৃতিমাপন্নঃ পরং দৈন্যমুপাগতঃ ॥" (ভারত ১২।১১৮।১)
হুঙ্কারমস্যাস্তীতি অচ্। ৫ হুঙ্কারবিশিষ্ট।

হুকুম (আরবী) আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি।

হুকুম্‌নামা (পারসী) লিখিত আদেশপত্র, যে পত্রে লিখিয়া আদেশ করা হয়, তাহাকে হুকুমনামা কহে। হুকুমনামায় যেরূপ আদেশ লিখিত থাকে, কর্ম্মচারী তদনুসারে কার্য্য করেন।

হুকুম্‌বর্‌দার (পারসী) যে ভৃত্য আদেশ বা হুকুম জানাইয়া বেড়ায়।

হুকুমৎ (আরবী) ১ আদেশ, হুকুম। ২ রাজ্য। ৩ রাজস্ব।

হুকেরি, বোম্বাইবিভাগের বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ১৬° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮´ ২০´´ পূঃ; এই সহরটীর বাহিরে দুইটী গম্বুজযুক্ত মুসলমান কবর আছে। একটী সংস্কার করিয়া পান্থশালা করা হইয়াছে। গোকাকের বিখ্যাত জল-প্রপাত এইস্থান হইতে ১২ মাইল দূরে। নলের দ্বারা এই সহরের উত্তরপশ্চিম দিকের ঝরণা হইতে এই স্থানে পরিষ্কার জল সরবরাহ করা হয়। মুসলমানদিগের আমল হইতে এইরূপ জলের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

হুকুমতী (আরবী) ১ যিনি আজ্ঞা দেন, ২ আদেশপ্রাপ্ত।

হুগ্‌রি (হগ্‌রি বা বেদবতী) দাক্ষিণাত্যে একটী প্রসিদ্ধ নদী। মহিসুর রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া ১২৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া মাদ্রাজ বিভাগের বেল্লরি জেলায় অক্ষা° ১৫° ৪৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ ৫০´´ পূঃ হেলকোঁটের নিকট তুঙ্গভদ্রার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এই নদীটী বেদবতী নামেই পরিচিত।

হুগলী, বঙ্গের ছোটলাটের শাসনাধীন বর্দ্ধমানবিভাগস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২২° ১৩´ ৪৫´´ হইতে ২৩° ১৩´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৭´ হইতে ৮৮° ৩৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। হুগলীর উত্তরে বর্দ্ধমান জেলা, পূর্ব্বে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে হাবড়া জেলা এবং পশ্চিমেও বর্দ্ধমান জেলা। ভূপরিমাণ ১২২৩ বর্গমাইল। ভাগীরথীর পশ্চিমতটে অবস্থিত হুগলী সহর এই জেলার সদর।

হুগলী জেলা সমভূমি, তবে উত্তরপশ্চিম দিকের ভূমি একটু উন্নত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী নদীর উভয় তটের স্থানীয় দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব আছে। গুপ্তিপাড়া হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত এই নদীর কূলপ্রদেশ যেন ফলের বাগানে আচ্ছাদিত, মাঝে মাঝে মন্দির, গ্রাম এবং কল-কারখানা মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। এই জেলার প্রধান তিনটী নদী—ভাগীরথী, দামোদর এবং রূপনারায়ণ। ভাগীরথী নদী কোথাও এই জেলার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয় নাই, রূপনারায়ণ কেবল এই জেলার মঙ্গলঘাট পরগণাকে ধৌত করিয়াছে।

দামোদর নদই কেবল এই জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই নদটী উত্তরে বর্দ্ধমান হইতে এই জেলায় প্রবেশ করিয়া কিছু দূর দক্ষিণে ও তৎপরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব গতিতে অবশেষে ফল্‌তার বিপরীত দিকে বুড়ীগঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কলিকাতার ৩৯ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর সহিত দামোদরের সংযোগ ছিল; কিন্তু এখন গতিপরিবর্ত্তন করিয়া ফল্‌তার নিকটে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। পূর্ব্বে দামোদরের যে দিকে স্রোত ছিল, এখন সেখানে খাল কাটিয়া পূর্ব্ববৎ কৃষি-কর্ম্ম অব্যাহত রাখা হইয়াছে। এই খালটীর নাম কাণসোনার খাল। দামোদর নদের প্রবাহের সহিত যে সকল পলি ধৌত হইয়া গিয়াছে, তাহা হুগলী বা ভাগীরথীর পলির সহিত মিশিয়াছে। ইহাতে দামোদরের স্রোতের জোর কমিয়া গিয়াছে। রূপনারায়ণ আরও ৬ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে; ইহার পলি আসিয়া আবার ভাগীরথীর স্রোতকে প্রতিহত করিয়াছে। ভাগীরথীর স্রোত এখানে বড়ই ক্ষীণ; পলি জমিয়া জলের নীচে যে চর পড়িয়াছে, তাহা

নাবিকদিগকে অত্যন্ত বিপদাপন্ন করিয়া থাকে। ইহা James and Mary sand bank বলিয়া খ্যাত।

হুগলী জেলাতে অনেকগুলি বিল আছে, ইহাদের মধ্যে রাজাপুর, ডানকুনী ও সাম্‌তী ঝিলই বিখ্যাত। সাম্‌তী ঝিলের ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। এই জেলাতে ৭টী খাল আছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ মাইল।

হুগলীর ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। হুগলীর প্রত্যেকটী প্রধান সহরের সহিত বহু জাতির প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত। হুগলীর পূর্ব্বসীমা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যেক গ্রাম কোন না কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মুসলমান সম্রাট্‌দিগের আমলে সাঁতগাঁও নিম্নবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্য-শাসনকেন্দ্র ছিল। টোডরমল্ল যখন রাজস্বের তার-তম্যানুসারে বঙ্গদেশকে সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন হাবড়া, ২৪ পরগণা এবং বর্দ্ধমানের কিয়দংশ সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ত্তু-গীজদিগের আগমনকাল পর্য্যন্ত সাতগাঁও বঙ্গদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের পর সরস্বতী নদী শুষ্ক হইতে লাগিল, সরস্বতীর জলপ্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করিল; এই সঙ্গে সাতগাঁওয়ের পুরাতন সমৃদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল; এখন সাতগাঁও হুগলি জেলার একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র। সাতগাঁওর সমৃদ্ধি নষ্ট হইলে পর্ত্তুগীজগণ এ স্থান ত্যাগ করিয়া হুগলীর আশ্রয় লইল। [কলিকাতা, পর্ত্তুগীজ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী মুসলমানদিগের অধীনে আসে। তাঁহারা হুগলীকে বঙ্গের প্রধান বন্দর করিয়া তুলিলেন। রাজকর্ম্ম ও দলিল সকল সাঁতগাঁও হইতে উঠাইয়া হুগলীতে আনা হইল। ইংরাজগণ সুলতান সুজার নিকট হইতে ফর্ম্মান লইয়া এখানে একটী কারখানা (Factory) স্থাপন করিলেন। নিম্নবঙ্গে ইংরাজদিগের এই প্রথম ভিত্তিলাভ। বঙ্গের সুবাদার-গণের অনুগ্রহে ইংরাজ-ব্যবসায়িগণ হুগলী পর্য্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য জাহাজ আনিবার অনুমতি পাইলেন। তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন।

হুগলীতেই ইংরাজদিগের সহিত বাঙ্গালার মুসলমান নবাবের প্রথম সংঘর্ষ হয়। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফাকৃটরীর কর্ম্ম-চারীদিগের সহিত নবাবের বিবাদ হওয়াতে ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আসিয়া ইংরাজসেনাদল বৃদ্ধি করিল। কতকগুলি নবাব-সৈন্য অকস্মাৎ কতকগুলি ইংরাজসেনাকে আক্রমণ করায় হুগলীর রাজপথেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। ইংরাজ-সেনাপতি তোপ দাগিয়া হুগলী সহর উড়াইয়া দিলেন। তোপের আগুনে ৫০০ বাড়ী ও ইংরাজদিগের গুদাম ঘর পুড়িয়া গেল।

তাহার পূর্ব্বে শাহজাহান পর্ত্তুগীজদিগকে যখন বাঙ্গলা হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন হুগলীতে মুসলমান ও পর্ত্তুগীজে যুদ্ধ হয়। পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত হইয়া হুগলী পরিত্যাগ করে।

য়ুরোপীয় অন্যান্যজাতি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া প্রথমে হুগলীতেই স্ব স্ব বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। ওলন্দাজগণ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হন, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের কিয়দংশের বিনিময়ে চুঁচুড়া ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। দিনেমারগণও শ্রীরামপুরে বাণিজ্যোপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণের রাজার সহিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে দিনেমারেরা তাঁহাদের ভারতীয় অধিকার ত্যাগ করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসিগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এখনও এই স্থান ফরাসিগণের অধীনেই আছে।

হুগলী জেলা তিনটী মহকুমায় বিভক্ত, হুগলী সদর, শ্রীরামপুর এবং জাহানাবাদ। হুগলীর সাধারণ সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ ৯৬° ফা° এবং সর্ব্বনিম্ন ৬০° ফা°।

এই জেলায় জ্বর, ওলাউঠা ও আমাশয় প্রধান রোগ। ম্যালেরিয়া জ্বরের যথেষ্ট প্রকোপ আছে, সেইজন্য গ্রাম ও সহরগুলি লোকশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

২ হুগলী জেলার সদর ও মহকুমা। অক্ষা° ২২° ৫২′ হইতে ২৩° ১৩′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ০′ ১৫″ এবং ৮৮° ৪৪′ ৩৩″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা প্রায় ৬৯৭। ৫টী থানা এই মহকুমার অন্তর্গত।

৩ উক্ত জেলার সদর, ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত। হুগলী এবং চুঁচুড়া একটী মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। হাবড়ার রেলওয়ে পথে কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। মহম্মদ মহসীন নামক একজন শিয়া শ্রেণীস্থ সাধু মুসলমানের সৎকার্য্যার্থ বিপুল অর্থদান হইতে এখানকার ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের যত্নে এই সহরটীর পত্তন হয়। এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ গোলঘাটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী সহরের উদ্ভব। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যখন রাজপুত্র খুরুম বিদ্রোহী হন, তখন তিনি বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহায়তা চান। কিন্তু পর্ত্তু-গীজগণ বিদ্রোহী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া খুরুমকে সাহায্য অস্বীকার

করিল। যখন খুরুম শাহজাহান নামধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি এই উদ্ধত পর্ত্তুগীজ-বণিক্‌দিগকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ইহার পরে সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে হুগলী বঙ্গদেশের বন্দর হইল।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-ডাক্তার বাউটন সম্রাটের এক কন্যাকে গুরুতর রোগ হইতে আরোগ্য করাতে তিনি স্বজাতির বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটা ফর্ম্মান লাভ করিলেন। এই ফর্ম্মান অনুসারে ইংরাজগণ প্রথমে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। অবশেষে সম্রাটের সহিত একটা সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ সুতানুটীতে একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার পাইলেন। [কলিকাতা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান বহু সম্ভ্রান্ত লোকের হুগলী সহরে বাস। এখানে আদালত ও কমিশনারের বাসভবন প্রভৃতি রাজকীয় ভবনাদি আছে। হুগলীর ইমাম্‌বাড়া নামক সুবৃহৎ অট্টালিকা সমস্ত বঙ্গে বিখ্যাত।

হুজরা, পঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলার অন্তর্গত একটি সহর এবং ক.তপয় থানার সদর। অক্ষা° ৩০° ৪৪´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫২´ পূঃ, বাণরাধা রাম রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটা প্রাচীন দুর্গাশ্রিত সহর। এখানে শিখদিগের যে জাইগীরদার থাকেন, তিনি বাবা গুরু নানকের বংশধর। তাঁহারই বংশীয় বেদিসাহেব পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে এই স্থানটী সৈয়দগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লন; তাহার পর তাঁহারই বংশধরগণ মহারাজের অধীনে থাকিয়া এই জাইগীরটী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান শাসন করিবার অধিকার লাভ করেন।

হুজুক (দেশজ) ১ অর্থশূন্য বাক্য। ২ তামাসা।

হুজ্‌ম (আরবী) ১ জনতা, লোকসমূহ। ২ আক্রমণ।

হুজ্‌র (আরবী) ১ উপস্থিতি। ২ বিচারালয়। ৩ বিচারক, প্রভু।

হুজ্‌রী (আরবী) অনুচর। যিনি আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন।

হুজ্জৎ (আরবী) ন্যায়ানুগত তর্কবিতর্ক।

হুজ্জত (আরবী) যিনি উত্তমরূপ তর্কবিতর্ক করিতে পারেন।

হুজহু (আরবী) ঠিক্‌ঠিক্, সম্পূর্ণরূপে।

হুড়, ১ নিমজ্জন। ২ সংহ। তুদাদি°, পরস্মৈ°, নিমজ্জনার্থে অক°, সংহার্থে সক°, সেট্। লট্ হুড়তি। লিট্ জুহোড়। লোট্ হুড়িতা। লুঙ্ অহুড়ীৎ। হুড় ৩ গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট। লট্ হোড়তে। লোট্ হোড়তাং। লুঙ্ অহোড়িষ্ট। হুড় ৪ সংঘাত, রাশীকরণ। এই ধাতু ইদিৎ, হুণ্ডি হুড়ধাতু। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হুণ্ডতে। লিট্ জুহুণ্ডে। লুট্ হুণ্ডিতা। লুঙ্ অহুণ্ডিষ্ট।

হুড় (পুং) হুড়তীতি হুড়-কু। ১ মেষ। (হেম) ২ চৌরাদি নিবারণার্থ লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শঙ্কুবিশেষ, চৌরনিবারণের জন্য ভূমিতে প্রোথিত লৌহকীলক। ইহার নামান্তর গুড়, চলিত হুড়্কা। ৩ লগুড়। ৪ সৈন্যাশ্রয়স্থান। চলিত বুরুজ। ৫ রথোপরি বিণ্মূত্রত্যাগশৃঙ্গ।

"পুরী সমন্তাদ্বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
সচক্রা সহুড়াচৈব সযন্ত্রখনকা তথা॥" (ভারত বনপ° ১৫অ°)

'হুড়া সৈন্যাশ্রয়স্থানানি, ভাষায়াং বুরুজসংজ্ঞানি অন্যেতু বিণ্মূত্রোৎসর্জ্জনশৃঙ্গাণি হুড়া ইত্যাহুঃ উদাহরন্তি চ

"কল্যান্তে হুড়শৃঙ্গাণি রথস্যোপরি সূরিভিঃ।
বিণ্মূত্রস্পর্শশুদ্ধ্যর্থকরাদিস্পর্শ উচ্যতে॥" (নীলকণ্ঠধৃত)

হুড়্কা (দেশজ) অর্গল, দ্বার বন্ধ করিবার কাষ্ঠ, দরজার হুড়্কা বা খিল এই দুইই থাকে, তাহার মধ্যে হুড়্কা একটী চৌকাঠে কবাট দ্বারা বদ্ধ থাকে, দিবার সময় সমস্ত দরজা ইহা দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ হয়। ২ পতিসংসর্গত্যাগিনী স্ত্রী।

হুড়মুড়্ (দেশজ) অকস্মাৎ পতন। হঠাৎ আগমন।

হুড়হুড় (দেশজ) উদরের মধ্যে অস্ফুট শব্দ।

হুড়্হুড়িয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Achyranthes aspera)

হুড়াহুড়ি (দেশজ) ঠেলাঠেলি, মারামারি। পরস্পর ঝগড়া, বিবাদ।

হুড়ুক্ (পুং) হুড়ুক এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ, জিহ্বা ও তালু-সংযোগে নিষ্পাদ্যমান পবিত্র বৃষনাদের সদৃশনাদ। 'হুড়ুক্-কারো নাম জিহ্বাতালুসংযোগান্নিষ্পাদ্যমানঃ পুণ্যো বৃষনাদ-সদৃশোনাদঃ' (সর্ব্বদর্শনস°)

হুড়ুক্ক (পুং) হুড়ুক্ ইতি শব্দেন কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। ১ বাদ্যভেদ। ২ দাত্যূহপক্ষী। ৩ মদমত্ত। (মেদিনী) ৪ দণ্ডক, হুড়্কা। (শব্দরত্না°)

হুড়ুৎ (স্ত্রী) ১ বৃষশব্দ। (কাশীখণ্ড)

হুড়ুম্ (দেশজ) হুড়ুম্ব শব্দের অপভ্রংশ, চিড়ে ভাজা।

হুড়ুম্ হুড়ুম্ (দেশজ) ঘন ঘন আওয়াজ।

হুড়ুম্ব (পুং) ভৃষ্টচিপিটক, চলিত হুড়ুম্, চিড়ে-ভাজা। (শব্দমালা)

হুড়্যা (দেশজ) যে হুড়িয়া লয়, যে ফাঁকি দিয়া খেলা করে।

হুণ্ড (পুং) ১ ব্যাঘ্র। ২ গ্রামশূকর। ৩ মূর্খ। ৪ রাক্ষস।

হুণ্ডন (ক্লী) মস্তকাদির অন্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা। 'শিরো হুণ্ডনং কেশভূমিস্ফুটনং, নাসাহুণ্ডনং ঘ্রাণশক্তিলোপঃ দৃষ্টিহুণ্ডনং দৃষ্টিব্যাদাস, জত্রুহুণ্ডনং হৃদয়োপরোধঃ' (জেজ্জড়) কেশহুণ্ডন বলিলে কেশভূমির স্ফুটন, নাশাহুণ্ডন শব্দে ঘ্রাণশক্তির লোপ, দৃষ্টিহুণ্ডন বলিলে দৃষ্টির ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে।

হুণ্ডী (দেশজ) টাকার বিল, টাকা পাইবার লিখিত পত্র।

যাহাদের সহিত টাকার লেন দেন থাকে, তাহাদের নামে হুণ্ডী দিলে সেই হুণ্ডীতে যত টাকা লিখিত থাকে, তত টাকা তাহারা দিয়া থাকে।

হুত (ত্রি) হু-ক্ত। ১ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাদি। পর্য্যায় বষট্‌কৃত। "অহমগ্নিরহং হুতং" (গীতা ৯।১৬॰) ২ তর্পিত। (ক্লী) ৩ হোম।

হুতভাগ (ত্রি) অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাংশবিশিষ্ট।

হুতভুগ্‌ধ্বজ (পুং) অগ্নির ধ্বজা বা চিহ্ন।

হুতভুজ্‌ (পুং) হুতং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-কিপ্‌। ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ মহাদেব। ৪ বিষ্ণু।

হুতভুক্‌প্রিয়া (স্ত্রী) হুতভুজো বহ্নেঃ প্রিয়া। অগ্নিভার্য্যা স্বাহা।

হুতবহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্‌ হুতস্য বহঃ। অগ্নি। (হেম)

হুতশেষ (পুং) হুতস্য শেষঃ। অগ্নিতে যাহা হোম করা হইয়াছে, তাহার অবশেষ। হোমের পর হুতশেষ দ্বারা তিলক করিতে হয়।

হুতহব্যবাহ (পুং) অগ্নি।

হুতাংশ (পুং) হুতস্য অংশ। হোমে যাহা আহুতি দেওয়া হয় তাহার অংশ।

হুতাশ (পুং) হুতং অশ্নাতি ইতি অশ-অণ্‌। ১ অগ্নি। (শব্দরত্না°) ২ ভয়। ৩ মুনিবিশেষ। আয়ুর্ব্বেদসংহিতাকার অগ্নিবেশ মুনি।

হুতাশন (পুং) হুতং আহুতদ্রব্যং অশনং যস্য। অগ্নি। তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে যে, কোটিহোম স্থলে অগ্নির নাম হুতাশন।

"লক্ষহোমে তু বহ্নিঃস্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদঃ সদা॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হুতাশন হইতে ধন কামনা করিতে হয়, ধনী হইতে অভিলাষ থাকিলে হুতাশনের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥" (সুশ্রুত চি° ৩৭অ°)

হুতাশনরস (পুং) অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক একভাগ, পারা ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ এই সমুদয় দ্রব্য একত্র লেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া মুদ্গপরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে শূল, অরুচি, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগাধি°)

হুতাশনবৎ (ত্রি) হুতাশন অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য বঃ। হুতাশনবিশিষ্ট, অগ্নিযুক্ত।

হুতাশবেশ (পুং) অগ্নিবেশ।

হুতাশশালা (স্ত্রী) হুতাশস্য শালা। অগ্নিশালা, অগ্নিহোমগৃহ।

হুতাশপুত্র (পুং) হুতাশস্য পুত্রঃ। ১ অগ্নিপুত্র। ২ কেতু।

হুতাশিন্‌ (ত্রি) ১ হোমঘৃতভুক্‌। (পুং) ২ অগ্নি।

হুতি (স্ত্রী) হু-ক্তিন্‌। হবন।

হুতুম্‌পেঁচা (দেশজ) পেচকভেদ। (Strix Hutum.)

হুদিকেরি, কোড়গ জেলায় কিগ্‌গৎনাদ তালুকের সদর। অক্ষা° ১২° ৫´ উঃ এবং ৭৬° পূঃ, কোড়গের রাজধানী মের্কারা হইতে ৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। হুদিকেরি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, ইহা একটি তৃণাচ্ছাদিত উচ্চ ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এই স্থান হইতে ব্রহ্মগিরি এবং মরেনাদ শৈলমালার একটী সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়।

হুদ্দা (আরবী) কর্ম্ম, কার্য্য।

হুদ্দাদার (পারসী) কর্ম্মচারী, যিনি কার্য্য করেন।

হুন্‌ (দেশজ) ১ ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাভেদ। ২ বৌদ্ধ-ধর্ম্মমন্দির।

হুনর (পারসী) কার্য্যকুশলতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য।

হুনরী (পারসী) কার্য্যকুশল, সুদক্ষ, চতুর।

হুপাল (দেশজ) সাহসী।

হুবলি, ১ বোম্বাই বিভাগস্থ ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৩১১ বর্গমাইল। এখানে ৭০টী গ্রাম, একটী সহর, ১টী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী আদালত এবং ২টী থানা আছে।

২ উক্ত মহকুমার সদর, অক্ষা° ১৫° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ১২´ পূঃ মধ্যে ধারবার সহরের ১৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। হুবলি সহর দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের তুলা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। তুলা, রেশম ও তামার পাত্র ছাড়া এখানে ধান্য লবণ এবং অন্যান্য আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুর বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

হুবহু (দেশজ) ঠিক, সম্পূর্ণরূপ।

হুম্‌ (অব্য°) হূয়তে ইতি হু বাহুলকাৎ ম। ১ স্মৃতি। ২ অপ্রাকৃত। ৩ অর্থপ্রশ্ন। ৪ অভ্যনুজ্ঞা। (মেদিনী) ৫ তর্কবিতর্ক। কেহ কেহ এই অর্থে দীর্ঘউকারান্ত বলিয়া থাকেন।

হুমায়ুন, প্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাট্‌ (খৃঃ অঃ ১৫৩০-১৫৫৬)। মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বীরবর বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫০৮ খৃঃ অব্দে, আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল সহরে ইহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম নাসির উদ্দীন্‌ মহম্মদ হুমায়ুন। কথিত আছে যে, বীরবর বাবর যে দিন তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া 'বাদশাই' নাম ধারণ করেন, সেই শুভ দিনেই তাঁহার প্রথম পুত্র হুমায়ুনের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ এই জন্যই বাবর তাঁহার পুত্রের 'হুমায়ুন' অর্থাৎ মঙ্গলসূচক নাম রাখেন। হুমায়ুন তাঁহার পিতার অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। বাবর বলিতেন,

এই বিশাল সংসারে, হুমায়ুনের মত বন্ধু আর তাঁহার কেহই নাই। পিতা পুত্রের মধ্যে এইরূপ গভীর স্নেহভক্তির উচ্চতম নিদর্শন মুসলমান সমাজে বিরল।

হুমায়ুন যদিও তাঁহার পিতার ন্যায় কর্ম্মী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না, তথাপি তাঁহার বাল্যজীবন বিলাসের আবাসে অতিবাহিত না হওয়ায় তিনি সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও উদারতা প্রভৃতি কতকগুলি পৈতৃক-গুণ লাভ করিয়াছিলেন। অতিবাল্যকাল হইতেই হুমায়ুন পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বীরশ্রেষ্ঠ বাবর হিন্দুস্থানে যে সকল ভীষণ রণক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়া বীরকীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়পুত্র হুমায়ুনও তাঁহার অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া সেই যশোরাশির কথঞ্চিৎ অংশলাভে বঞ্চিত হন নাই। ১৫২৫ খৃঃ অব্দে পাণিপথ ক্ষেত্রে বাবর যে যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতসিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হন, সেই মহাযুদ্ধে বাবর তাঁহার সেনাদলের দক্ষিণাংশ পরিচালনভার হুমায়ুনের উপরই অর্পণ করেন। দুর্দ্ধর্ষ আফগান-সৈন্যের নেতৃত্বের পদ তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। পিতার আদেশে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ধনভাণ্ডার হস্তগত করিবার জন্য হুমায়ুন আগ্রামুখে গমন করেন. এখানে তথনও পর্য্যন্ত লোদীর পক্ষীয় দুর্দ্দান্ত সর্দ্দারগণ গঙ্গার পূর্ব্বাংশ রক্ষা করিতেছিলেন। হুমায়ুন একে একে তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া আগ্রা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন; পিতার নিকট এ জন্য তিনি নানা প্রকারে পুরস্কৃত হন। ইহার পর মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের সহিত ফতেপুরের ভীষণ যুদ্ধেও হুমায়ুন বাবরের সহিত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন; সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর কিছুদিন তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনসহ বিদ্রোহে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার আরও তিনটী ভাই ছিলেন। হুমায়ুনের পরেই কামরান্, তৃতীয় হিন্দাল ও সর্ব্বকনিষ্ঠ আস্করী। অপর কুমারদিগের সম্রাটের আসনে কোন দাবী ছিল না, কিন্তু শাহাজাদা কামরান্ হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিতেন। হুমায়ুনকে সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া রাজ্যলিপ্সায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিনি আফগানিস্থানে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। বাবর মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকে ডাকিয়া বলিয়া যান, "বৎস! যদি ঈশ্বর তোমাকেই আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি মৃত্যুশয্যায় তোমায় অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, তুমি তোমার ভ্রাতাদের প্রতি দয়াপরবশ হইতে বিস্মৃত হইও না।" দয়ালু হুমায়ুন সেই পিতৃবাক্য কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। ভ্রাতার ঔদ্ধত্যে তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং তাঁহাকেই আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তারূপে মনোনীত করিয়া আপোষে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কামরানের সহিত মনোবিবাদ মিটাইয়া হুমায়ুন পুনরায় অন্তর্দ্রোহের আশঙ্কায় হিন্দালকে সমুলে প্রদেশের এবং আস্কারীকে মেবাতের শাসনভার প্রদান করেন। কিন্তু এত করিয়াও হুমায়ুন অন্তর্ব্বিদ্রোহের মূল নির্ব্বাপিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অপর কোনও বিশেষ অন্তরঙ্গব্যক্তি ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিয়া সাম্রাজ্যহরণ, এমন কি গুপ্ত ভাবে তাঁহার প্রাণ-হরণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন; ভাগ্যক্রমে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় সেই ধূর্ত্ত পলাইয়া গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন তাঁহাকে অর্পণ করিবার জন্য বাহাদুরশাহকে বলিয়া পাঠান। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহও স্বাধীন ছিলেন, তিনি শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ঘটিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে দিল্লীর আফগানবংশীয় শেষ নরপতি ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত আলাউদ্দীন্ ও বাহাদুর শাহের শরণ লইলেন। লোদীবংশের রাজত্বকালেই বাহাদুর শাহের পিতৃবংশীয়গণ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং অল্প চেষ্টাতেই রাজা বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আলাউদ্দীন্‌কে অর্থ-সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই অর্থ-সাহায্যে আলাউদ্দীন্ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাতার খাঁ কিছুতেই বাদশাহ-সৈন্য পরাজিত করিতে পারেন নাই। সেই যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

হুমায়ুন বাহাদুরের আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য গুজরাট যাত্রা করেন। ঐ যাত্রায় যখন বাদশাহ-সৈন্য চিতোর-দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হয়; সেই সময়ে বাহাদুর-শাহের নিকট হইতে হুমায়ুন একখানি পত্র পান, তাহাতে বাহাদুর শাহ হুমায়ুনকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, তিনি এখন কিছুদিন হইতে চিতোর দুর্গ অবরোধ করিয়াছে এবং আশা করেন শীঘ্রই কাফেরদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানের ধর্ম্ম-গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বাদশাহ যেন এসময় তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত না করেন। হুমায়ুন মুসলমান-ধর্ম্মে এক জন দৃঢ় নিষ্ঠাবান্ এবং যথার্থ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহাদুর শাহের অনুরোধ রক্ষা করেন। অতঃপর চিতোর জয় করিয়া বাহাদুর শাহ নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে

হুমায়ুন পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গুজরাটে উপস্থিত হইয়া হুমায়ুন প্রায় অর্দ্ধ বৎসর কাল বাহাদুরের শিবির অবরোধ করিয়া থাকেন। অবশেষে তিনি শত্রু-শিবিরে যাহাতে আর রসদাদি না যাইতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন করেন। তাহাতে শত্রুসৈন্যের শীঘ্রই খাদ্যাভাব ঘটায় বাহাদুর শাহ আর আত্ম-রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিন গভীর রাত্রিতে পাঁচজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহিত শিবির হইতে পলাইয়া গেলেন। প্রাতে বাহাদুরের পলায়ন-সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় শত্রু-সৈন্য তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। হুমায়ুনও তখন পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহাদুরের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না। রথী খাঁ নামক বাহাদুরের অমাত্য আসিয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। হুমায়ুন তাঁহার নিকট শুনিতে পান যে, বাহাদুর শাহ মালবপ্রদেশে সন্দু নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। কিছুদিন অবরোধের পরই বাহাদুর শাহ সেখান হইতে পলাইয়া চম্পারন নামক দুর্গে আশ্রয় লইলেন। গুজরাট রাজ্যের মধ্যে সেইটীই প্রধান দুর্গ ছিল। বহুদিন ভীষণ যুদ্ধের পর হুমায়ুন এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধজয় হুমায়ুনের বীরত্ব-গৌরব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তিনি গুজরাট জয় করিয়া ভ্রাতা আস্করীর করে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার গুজরাট-পরিত্যাগের পরই মোগল-কর্ম্মচারিগণ পরস্পর আত্মকলহে এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়েন যে, বাহাদুর শাহ ইত্যবসরে ফিরিয়া আসিয়া নিজরাজ্য উদ্ধার করিয়া বসিলেন। সম্রাট্ দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার পর সংবাদ আসিল যে আফগান সর্দ্দার শেরখাঁ বিহার প্রদেশের চার-কুণ্ড নামক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন এবং ছলে কৌশলে রোটাস্ দুর্গ অধিকার করিয়া এক্ষণে বাঙ্গালার প্রধান রাজধানী গৌড়নগর অবরোধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই তিনি গৌড়জয় করিতে সমর্থ হইলেন। এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র হুমায়ুন ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শেরখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবার চুণার নামক দুর্ভেদ্য দুর্গজয় হইলে দুর্গজয়ের পর সেই পূর্ব্ব পরিচিত রূমী খাঁ বন্দীদিগের মধ্য হইতে ৩০০ গোলন্দাজ সৈন্য বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দেন, কিন্তু বাদশাহ এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এই সকল দুর্গবাসীদিগের উপর এরূপ নীচোচিত ব্যবহার নিতান্ত নিন্দাজনক, কিছুতেই এরূপ কার্য্য হইবে না। সম্রাট্ হুমায়ুনের এইরূপ সহৃদয়তা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, এই জন্যই তিনি ঐতিহাসিকগণের নিকট 'দয়ালু হুমায়ুন' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বিখ্যাত চুণার দুর্গ অধিকার করিবার পর হুমায়ুন বঙ্গ-দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কারণ শের খাঁ তখনও গৌড়-নগর অবরোধ করিরা বসিয়া ছিলেন। এ সময় বর্ষা আসিয়া পড়ায় বাদশাহ সৈন্যকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, হুমায়ুনের আগমনসংবাদ পাইয়া পূর্ব্বেই শের খাঁ পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ইত্যবসরে গুপ্ত-ভাবে আসিয়া চুণার দুর্গ পুনরধিকার করিলেন এবং কনৌজ পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়ী সেনা ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে হুমায়ুন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গৌড়রাজধানী অধিকার করিলেন, কিন্তু এখানে শের খাঁকে দেখিতে পাইলেন না। এই সুযোগে বঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার বিশেষ সন্তোষ বোধ হইল এবং কিছুদিন বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শের খাঁ কর্ত্তৃক পুনরায় চূণারদুর্গ বিজয় ও কনৌজাভিমুখে সৈন্য-চালনার সংবাদ আসিয়া পৌছিল। অল্পদিন পরেই পুনরায় রাজধানী হইতে এতদপেক্ষা আরও ভীষণ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা শাহাজাদা হিন্দাল অমাত্যগণের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়াছেন, এবং বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারি-দিগকে নিহত করিয়া নিজ নামে খুৎবা প্রচার করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কাম্‌রান্‌ও বিপুল সৈন্য লইয়া আগ্রাভিমুখে আসিতেছেন। হুমায়ুন ভ্রাতৃগণের সহসা এই বিদ্রোহাচরণে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ও অন্য কোন-দিকে আর মনোনিবেশ না করিয়া রাজধানী যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। এদিকে শের খাঁ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বাদশাহ-সৈন্যের গতিরোধ করিতে আসিলেন। বক্‌সার নামক স্থানে উভয়পক্ষের দেখাসাক্ষাৎ হইল। তিন মাস কাল বাদশাহ-সৈন্যদিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। শেষ চতুরতা-পূর্ব্বক শের শাহ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। হুমায়ুনের মনে তখনও রাজধানীর কথাই জাগিতেছিল; তিনি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শের কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে, তিনি বাদশাহের খুৎবা ও সিক্কা যথামত প্রচলিত করিয়া কেবল বঙ্গদেশ ও বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব স্বয়ং প্রাপ্ত হইতে চাহেন, মোগলাধিকারান্তর্গত কোন স্থানের উপর হস্তার্পণ করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। বাদশাহ তাহাতেই সম্মত হইলেন; কিন্তু চতুর শের এই সন্ধি ধার্য্য হইলেই মোগল-সৈন্যদিগকে অতর্কিত অবস্থায় পাইয়া সহসা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগি-লেন। মোগল-সৈন্য যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হইতে সময় পাইল না। গঙ্গানদী পার হইবার জন্য হুমায়ুন পূর্ব্বে যে সকল নৌকার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, শের শাহের সৈন্যগণ তাহার অধিকাংশই হস্তগত করিয়া ফেলিল। সে সময় বাদশাহ

যে কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। স্বয়ং বাদশাহও নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়া ছিলেন। ভাগ্যক্রমে কোন ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে অতিকষ্টে সে যাত্রায় পরিত্রাণ পান। পারে উঠিয়া বাদশাহ ঐ ভিস্তিওয়ালাকে তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তর পান, নিজাম। বাদশাহ বলিয়া যান, 'আমি সেই সাধু নিজামউদ্দীন্ আলির নামের মত তোমার নামও বিখ্যাত করিব এবং তুমি নিশ্চয়ই আমার সিংহাসনে বসিতে পাইবে।' কথিত আছে যে, বাদশাহ রাজধানীতে চলিয়া গেলে ঐ ভিস্তিওয়ালা পুরস্কার আশায় দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হয়। তখন বাদশাহ তাহাকে দুইঘণ্টার জন্য সিংহাসনে বসাইয়া নিজ বাক্য পূর্ণ করেন। ভিস্তিওয়ালা সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বময় কর্তৃত্বলাভ করিয়া আপনার পরিবারের ভরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।

হুমায়ুন এই যুদ্ধে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগলসৈন্যের এই অপমানে তখনকার হিন্দুস্থানবাসী সমস্ত মোগল জাতির মধ্যে একটী বিশেষ জাতীয় সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। হুমায়ুনের ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে হিংসা প্রবেশ করায় বিদ্রোহানলের আশঙ্কা হইয়াছিল, কার্য্যকালে কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত হইল। শাহাজাদা কামরান্ যখন মোগল-সৈন্যের এই পরাজয়বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আল্‌বার হইতে আগ্রায় চলিয়া আসিলেন। কামরান্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আফগানেরা ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া মোগলরাজ্যের ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ সময় আত্মবিরোধের সময় নহে। পূর্ব্বে যে তিনি হুমায়ুনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেজন্য মনে মনে বিশেষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং আফগানশক্তির উচ্ছেদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কার্য্যসূত্রে যে সকল মোগল আমীর ওমরাহগণ অন্যান্য বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারাও মোগল জাতির এই পরাজয়ের কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকলেই সদল বলে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিসে মোগলসম্রাটের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, মোগল মাত্রেই তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

সৈন্যসহ আগ্রানগরের নিকট শাহাজাদা কামরান্ ভ্রাতাকে অভিবাদন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাদশাহের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। বাদশাহও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কামরানকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন এবং বিশ্রামের জন্য শাহাজাদার শিবিরমধ্যেই প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর শাহাজাদা কামরান্ বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় বাদশাহ নিরাপদে রাজধানীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং নিষ্কণ্টকে আপন সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন; শাহজাদা হিন্দালের পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে; আমার এইটী একান্ত অনুরোধ।' বাদশাহ বলিলেন, "ভাল তোমার খাতিরেই তাহাকে ক্ষমা করিলাম।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাদশাহ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার উদ্যানগৃহে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করিলেন। এখানে তাঁহার ভ্রাতা কয়জনও উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ তাঁহার ভ্রাতা কামরানের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি কারণে হিন্দাল আমার বিদ্রোহাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা আমায় সরলান্তঃকরণে বলিবে কি?" কামরান্ শাহাজাদা হিন্দালের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বাদশাহের এই অসময়ে তাঁহাকে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে কি কারণে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে?" এ কথায় হিন্দাল বিশেষ লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি কেবল দুষ্ট পরামর্শদাতাগণের প্ররোচনাতেই এইরূপ করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন। বাদশাহ যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এইরূপে ভ্রাতৃগণের মধ্যে কিছুদিনের জন্য পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং শের আফগানকে প্রতিফল দিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শাহজাদা কামরান্ বলিলেন, "বাদশাহ রাজধানীতেই অবস্থান করুন ও আমাকে অনুমতি দিন, আমিই সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করি; শের আফগানের উপযুক্ত শাস্তির বিবরণ বাদশাহ আমার নিকট হইতেই শুনিতে পাইবেন।" বাদশাহ বলিলেন, "শের আমাকেই পরাস্ত করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ লইব, তুমি এখানেই থাক।"

বক্সার-যুদ্ধের এক বৎসর পরে বাদশাহ শের খাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন। বাদশাহ-সৈন্য কনৌজে উপস্থিত হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে পৌছিলে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শের খাঁ গঙ্গার অপরতীরে ছাউনি করিয়া রহিয়াছেন। বাদশাহ গঙ্গা পার হইবার জন্য সৈন্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বাদশাহ-সৈন্য গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া কিছু পরেই সম্মুখে শের খাঁর সৈন্য সন্নিবেশ দেখিতে পাইল, কিন্তু উভয় পক্ষের সৈন্যগণই সহসা পরস্পর-আক্রমণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই ভাবে একমাস অতিবাহিত হইলে একদিন বাদশাহ শুনিতে পাইলেন যে, সুলতান মীর্জা মহম্মদ নামে তাঁহার একজন সেনাপতি শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে; অপর কএক জন সেনানায়কও তাহার পদানুসরণ করিয়াছে। এরূপ সঙ্কট সময়ে তাঁহার

মোগল-সৈন্যমধ্যে এমন কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক আছে, এই বিষয় চিন্তা করিয়া বাদশাহ নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। এমন সময় আবার বর্ষা আসিয়া পড়িল; বাদশাহ-সৈন্যের সেনানিবাসসকল জলে মগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, এই সকল কারণে বাদশাহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আক্রমণ করিবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু মোগলদিগের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী নিতান্ত বিরূপ ছিলেন, এবারও মোগলের পরাজয় হইল। মোগল-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইল; বাদশাহের অশ্ব আহত হইয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, জনৈক মোগলসৈনিক অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যায়। তখন বাদশাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে একটী হস্তী দেখিতে পাইয়া তাহার মাহুতকে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য বলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুতেই সম্মত হইল না, বলিল, হস্তীর এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে সকলকেই ডুবিয়া মরিতে হইবে। বাদশাহের নিকট তখন একজন খোজা অবস্থান করিতেছিল, সে বাদশাহের কাণে চুপি চুপি বলিল, এ ব্যক্তির অভিপ্রায় ভাল বোধ হইতেছে না, আমাদিগকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দিবারই বোধ হয় ইহার ইচ্ছা; অতএব এখনি ইহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা উচিত। বাদশাহ বলিলেন "তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া নদী পার হইব?" খোজা বলিল, "সেজন্য চিন্তা নাই, আমি হস্তিচালনাবিদ্যা কিছু কিছু অবগত আছি।" তখন বাদশাহ সেই দণ্ডেই অসিদ্বারা তাহাকে আঘাত করেন, মাহুত আহত হইয়া গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যাওয়ামাত্র সেই খোজা হাওদা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া হস্তীর স্কন্ধদেশে আরোহণ করে এবং কোনরূপে হস্তীকে চালাইয়া অপর তীরে উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই তীরবর্ত্তী স্থানে এতই বালু ছিল যে, সহজে কিছুতেই সেখান দিয়া উঠিবার উপায় ছিল না। এমন সময় মোগলশিবিরের জনৈক ব্যক্তি বাদশাহের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল, সে সেই অবস্থায় বাদশাহকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় পাগড়ী খুলিয়া তাহার অগ্রদেশ বাদশাহের অভিমুখে ফেলিয়া দিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুকষ্টে বাদশাহ তীরে উঠিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

এই যুদ্ধের পর হুমায়ুনকে পুনরায় ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে বহুদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। হুমায়ুন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-অধিপতিগণ যে প্রথায় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সেই প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিতেন, কোনও নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবনে প্রজাসাধারণের মনোহরণ করিতে পারিতেন না। তিনি একজন দয়ার্দ্রহৃদয় প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনপদ্ধতি তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না। বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারাও তিনি প্রজাবর্গের মন রাখিতে পারেন নাই। সে জন্য তাঁহার উপর প্রজাসাধারণের সেরূপ শ্রদ্ধা বা অনুরাগ জন্মে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান বাদশাহগণ আফগান-রাজ্য হইতেই সৈন্যসংগ্রহ করিতেন, কিন্তু হুমায়ুনের সময় আফগান-রাজ্য ভারতসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাঁহার সে সুবিধারও আর কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং হুমায়ুন আগ্রায় ফিরিয়া গিয়া শের শাহের গতিরোধের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। এ দিকে শের শাহ দিন দিন বল সঞ্চয় করিয়া প্রবল প্রতাপে শনৈঃ শনৈঃ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হুমায়ুন আর কোন গত্যন্তর না দেখিয়া আগ্রা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতা কামরানের নিকট লাহোর প্রদেশে গমন করেন। কিন্তু শাহাজাদা কামরান্ তখন আপন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি আর শের শাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইলেন না; তিনি শেরশাহের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন ও নিজ পঞ্জাব রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উপায় করিয়া নিজে কাবুলে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন তখন আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া সিন্ধুপ্রদেশাভিমুখে গমন করিলেন। শের শাহ এই অবসরে দিল্লী অধিকার করিয়া পুনরায় পাঠান-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

প্রায় দেড় বৎসর হুমায়ুন এখানে সেখানে ঘুরিয়া নিরুপায় অবস্থায় মারবাড়ে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু রাজা মালদেব তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াও তাঁহাকে ধরিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। হুমায়ুন তাহা জানিতে পারিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে গুপ্ত ভাবে অমরকোটাভিমুখে পলায়ন করেন। অমরকোট যাত্রাকালে পথে হুমায়ুনকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অনুচর সমভিব্যাহারে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার সময় জলাভাবে সকলেই কাতর হইয়া পড়ায় কেহ কেহ উন্মত্তপ্রায়, কেহ বা জলতৃষা সহ্য করিতে না পাড়িয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই দুঃসহ অবস্থাতেই আবার হুমায়ুন সংবাদ পাইলেন যে, শত্রুসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে, শীঘ্রই তাঁহাকে শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যতাড়িত হুমায়ুন তখন একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রুসৈন্য সে স্থান হইতে অনেক দূরে থাকায় সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পাইলেন। এই অবস্থায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে করিতে হুমায়ুন একটী জলপূর্ণ কূপের নিকট উপস্থিত হন। সে সময় তাঁহার

অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি তখনই ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে কূপপার্শ্বে ভূমিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তাহার পর যে সকল অনুচরেরা তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহাদের জন্য চর্ম্মপাত্রে জলপূর্ণ করিয়া তখনই পাঠাইয়া দিলেন। হুমায়ুনের অনুচরগণের সহিত একজন বৃদ্ধ বণিকও ছিলেন, তিনি তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় বালির উপর পড়িয়াছিলেন। এই বণিকের পুত্র পিতার জীবনাশা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; ঐ ব্যক্তির নিকট হুমায়ুন পূর্ব্বে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। বাদশাহ এই সুযোগে সেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবার আশায় বলিলেন, "যদি তুমি আমায় ঋণমুক্ত কর, তাহা হইলে তুমি যত জল চাও আমি দিতে পারি।" প্রত্যুত্তরে বণিক্ বলেন, "এ অবস্থায় একপাত্র জল পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশির অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্। আমি বাদশাহের প্রস্তাবে এখনি সম্মত হইলাম।" বাদশাহ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া জলপান করাইলেন। ইহার পর পথে পুনর্ব্বার ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল; কয়দিন পর্য্যন্ত কোথাও এক বিন্দু জল পাওয়া যায় নাই, চতুর্থ দিবসে একস্থানে পুনরায় কয়টী জলপূর্ণ কূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গুলি অত্যন্ত গভীর হওয়ায় ও সে সমস্ত স্থানে জল তুলিবার পাত্র বেশী না থাকায় জল তুলিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সকলেই তখন জল পান করিবার জন্য ব্যস্ত; অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ পূর্ব্ব হইতেই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যে জলের নিকট উপস্থিত হইলে তখনিই ঢক্কাবাদ্য হইবেক, ঐ ঢক্কাশব্দানুসারে সকলে পালাক্রম একে একে কূপপার্শ্বে গিয়া জলপান করিবেক। কিন্তু সে সময় সে আদেশ কে শুনিবে? জল উত্তোলিত হইতে না হইতেই একেবারে বহুজন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আগ্রহাতিশয়ে কাড়াকাড়ি করিতে দড়ি ছিঁড়িয়া জলপাত্র কূপমধ্যে পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে কয়েক জন তৃষ্ণাতুরও কূপসাৎ হইল। এই ঘটনায় সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল; কেহ কেহ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া তপ্ত বালুকারাশির উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

যাহারা কূপমধ্যে পড়িয়াছিল, তাহারা মৃত্যুর ক্রোড়ে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইল। এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে অমরকোটের রাজা সাদরে বাদশাহকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার পুত্রকে দূত স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। হুমায়ুন তাঁহার আশ্রয়ে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। অমরকোটের রাজা তাঁহাকে সৈন্যসাহায্যও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সৈন্য লইয়া সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য গমন করেন। যখন হুমায়ুন ঐ যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হামিদা গর্ভবতী ছিলেন; যুদ্ধযাত্রা করিবার দুই দিন পরে, যখন হুমায়ুন পুষ্করিণীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পুত্রের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হন। এই পুত্রই জগদ্বিখ্যাত অকবর। এই আনন্দসংবাদশ্রবণে আমীর ওমরাহগণ সকলে একত্র হইলে হুমায়ুন জহোর নামে জনৈক অনুগত ভৃত্যকে যে সকল দ্রব্য তাঁহার নিকটে ছিল, তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে জহোর দুইশত মুদ্রা, এক দফা রৌপ্য অলঙ্কার ও দুটী কোষবদ্ধ কস্তূরী আনয়ন করিল। বাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি সমস্ত ফিরাইয়া দিয়া কেবল কস্তূরীথগুটী গ্রহণ করিয়া এক খানি চীনদেশীয় পাত্রের উপর তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার দানা গুলি সমবেত ওমরাহগণকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে আপনাদিগকে উপহার দিবার মত দ্রব্য কেবল মাত্র আমার এই কস্তূরী অবশিষ্ট আছে। এই কস্তূরীর সুগন্ধ যেমন চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছে, আশা করি আমার পুত্রের যশঃসৌরভেও একদিন সমস্ত পৃথিবী এমনই পুলকিত হইবে।"

এই যুদ্ধযাত্রাতেও কিন্তু হুমায়ুন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহার নিতান্ত আত্মীয়গণও পর হইয়া যায়, ও নানারূপে অন্তর্ব্বিদ্রোহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি কান্দাহারে পলায়ন করেন। ঐ সময়ে কান্দাহার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্করীর অধীন ছিল; তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরাণের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। আজ তাঁহারই দ্বারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব ভারতসম্রাট্ আশ্রয়াশায় কাতর ভাবে উপস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য্য মনুষ্য-হৃদয়, ততোধিক আশ্চর্য্য মনুষ্যের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন। আস্করী তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। বরং তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আফগানিস্থানও আর তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে দেখিয়া হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করেন; কিন্তু যাইবার সময় আপনার প্রিয়তম পুত্র অকবরকে তাঁহার খুল্লতাতের আশ্রয়ে রাখিয়া যান।

হুমায়ুন যৎকালে এইরূপ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানাস্থানে নিরাশ্রয় ঘুড়িয়া বেড়াইতে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে ভারতসাম্রাজ্যের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। শের শাহ দিল্লী জয় করিয়া ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তাঁহার সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। শের শাহের পুত্র সেলিম

শাহের মৃত্যুর পর আফগান সামন্তগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এই সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বেই তিনি পারস্যরাজের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাবুল ও কান্দাহারপ্রদেশ আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন; এক্ষণে সরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দর সুরকে পরাজিত করিয়া ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করিলেন। এই সকল যুদ্ধে তিনি বীর বহরাম্ খাঁর নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন এবং বলিতে কি তাঁহার সাহায্যেই তিনি পুনরায় ভারতসাম্রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিকন্দর কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল পুনরায় সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, হুমায়ুন এই সংবাদশ্রবণে বহরাম্ খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে শাহাজাদা অকবরকে তাঁহার দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

ইহার অল্পদিন পরেই একদিন অপরাহ্নে বাদশাহ হুমায়ুন পাঠগৃহের ছাদে বায়ুসেবনার্থ গমন করেন। সে স্থান হইতে সোপানাবলী দিয়া অবতরণ করিবার সময় আজানের ধ্বনি শ্রবণ করায় মুসলমানধর্ম্মের নিয়মানুসারে তৎক্ষণাৎ তথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কলমা পাঠ করেন, তার পর, যতক্ষণ আজানের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় সোপানে উপবিষ্ট থাকেন। তৎপরে আজানের ধ্বনি শেষ হইবামাত্র যেমন তিনি দণ্ডায়মান হইতে যান, অমনি তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিখণ্ডটী পিছলাইয়া পড়িয়া তাঁহার পদস্খলন হয় এবং তিনি একেবারে উপর হইতে নিম্নে পতিত হন। সেই পতনেই ধর্ম্মভীরু মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনের জীবলীলা শেষ হইল (১৫৫৬ খৃঃ)। [অকবর শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হুম্‌কা (দেশজ) ভয়, ভীতি।

হুম্‌বাঘ (দেশজ) বৃহৎ ব্যাঘ্র।

হুম্মা, সামভেদ। (পঞ্চবি° ব্রা°)

হুরঙ্গ, আসামের-কাছাড়জেলার পূর্ব্বভাগস্থ শৈলমালা। শিলচর হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত বরাক নদীর উত্তরে বিস্তৃত।

হুর্চ্ছ, ১ কৌটিল্য। ২ অপসরণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হুর্চ্ছতি। লিট্ জুহুর্চ্ছ। লুট্ হুর্চ্ছিতা। লুঙ্ অহুর্চ্ছীৎ।

হুর্‌মত (আরবী) ১ চরিত্র। ২ সতীত্ব।

হুর্‌মতী (দেশজ) চরিত্রবান্, মর্য্যাদাবিশিষ্ট।

হুরস্ (অব্য) হিংসক। "মা কস্য যক্ষং সদমিদ্ধুরঃ" (ঋক্ ২।৩।১৩) 'হুরঃ অস্মাকং হিংসকস্য হ্ব প্রসহ্য-করণে ক্বিপ্, বহুলং ছন্দসীত্যত্বং' (সায়ণ)

হুল, ১ গতি। ২ আচ্ছাদন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হোলতি। লোট্ হোলতু। লুট্ হোলিতা। লিট্ জুহোল। লুঙ্ অহোলীৎ। সন্ জুহোলিষতি। যঙ্ জোহুল্যতে। যঙ্-লুক্ জোহোলীতি। ণিচ্ হোলয়তি। লুঙ্ অজুহুলৎ।

হুলহুলী (স্ত্রী) হুল-ক আভীক্ষ্ণে দ্বিত্বং। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্ত্রীদিগের মঙ্গলজনক মুখশব্দ, স্ত্রীদিগের উলুধ্বনি, এই শব্দ অতিশয় মঙ্গলজনক। যে কোন শুভ কার্য্যে হুলুধ্বনি করিতে হয়। পর্য্যায় মুখঘণ্টা। (ত্রিকা°)

হুল্ (দেশজ) অগ্রভাগ, সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

হুলা (দেশজ) উলুধ্বনি।

হুলাহুলী (দেশজ) উলু উলু শব্দ।

হুলু (দেশজ) স্ত্রীদিগের মঙ্গলজনক মুখশব্দ, স্ত্রীদিগের উলুধ্বনি।

হুলুস্থুল (দেশজ) গোলযোগ, গোলমাল। স্বাভাবিকের বিপরীত জনতাবশতঃ গোলযোগ হইলে তাহাকে হুলুস্থুল ব্যাপার কহে।

হুশিয়ার (পারসী) মনোযোগী, চতুর, বিজ্ঞ, কার্য্যে যাহার বিশেষ মনোযোগ আছে।

হুশিয়ারপুর, পঞ্জাবের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা ও তাহার প্রধান সহর। [হোশিয়ারপুর দেখ।]

হুশিয়ারী (পারসী) সাবধানতা, মনোযোগ।

হুষ্ক (স্ত্রী) সম্রাট্ কনিষ্কের পুত্র, হুবিষ্কের অপভ্রংশ। [ভারতবর্ষ শব্দে শকাধিকার দেখ।] ইঁহার নামে কাশ্মীরে হুষ্কপুর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এখন উস্কার নামে খ্যাত।

হুসেন, রিয়াজ-উস্-সালিকীম্-প্রণেতা একজন মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মুজঃফর হুসেন, কিন্তু সাধারণতঃ হুসেন বা সাহিদ্ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

হুসেনআলী খাঁ (বাহাদুর), একজন মুসলমান ওমরাহ, মোগলসম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের অধীনে সেনানায়কপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পিতার নাম আলাহ্‌বন্দী খাঁ। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর দুর্গজয়ের অব্যবহিত পর দিনে (৩রা অক্টোবর ১৬৮৬ খৃঃ) ইহার মৃত্যু ঘটে।

হুসেনআলী খাঁ (সৈয়দ) একজন আমীর-উল্-ওমারহ, ইনি ও ইহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ পয়গম্বর মহম্মদের বংশধর বলিয়া মুসলমান-সমাজে বিশেষরূপ সমাদৃত ছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত ও বহুবিস্তৃত মুসলমান বংশ ভারতে বার্হার সৈয়দ বা সাদৎবংশ নামে পরিচিত।

মোগল-সম্রাট্ বাহাদুরশাহের অধীনে আবদুল্লা খাঁ আলাহাবাদের এবং হুসেন আলী বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে কৌশলে ও বলে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট্ ফরুখ্‌শিয়র দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লীর মসনদে উপবেশন করিয়াই আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রী ও হুসেন আলীকে আমীর-উল্-ওমরাহ

পদ প্রদান করেন। কিন্তু সম্রাট্ অনতিকাল পরেই ভ্রাতৃদ্বয়ের কুচক্র অবগত হইয়া আপনার স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করেন। এই সূত্রে সম্রাটের সহিত কুতুব-উল্-মুলকের মতবিরোধ ঘটে। তাহারই ফলে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে উভয় প্রকার ষড়যন্ত্রে সম্রাট্ ফরুখশিয়ার রাজ্যচ্যুত, কারানিক্ষিপ্ত ও নিহত হন।

সম্রাট্ মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভকামনায় তাঁহাদের নিধনসাধনে প্রয়াস পান। নবীন সম্রাটের আদেশে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর মীর হায়দর খাঁ গোপনে হুসেনআলী খাঁকে নিহত করেন। হুসেনআলীর মৃতদেহ আজমীরে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হয়।

হুসেন ইমাম্, পয়গম্বর মহম্মদের জামাতা আলীর দ্বিতীয় পুত্র। ৬২৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মেদিনা নগরে ইহাঁর জন্ম এবং আলীর বংশে ইনি ৩য় ইমাম বলিয়া মুসলমান সমাজে পরিচিত। মুয়াবিয়ার পুত্র আজিদ্‌কে প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার না করায় ইঁহাকে বাধ্য হইয়া মেদিনা নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মক্কা রাজধানীতে পলাইয়া আসিতে হয়। এইরূপে গোপনে পলাইয়াও তিনি রাজরোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। য়াজিদ্-প্রেরিত সেনাপতি উবৈদুল্লা-ইবন্ জয়াদের আদেশে তিনি পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হন (৬৮০ খৃঃ)।

যখন কিউফানগরে উবৈদুল্লার শিবিরে ইমাম হুসেনের মুণ্ড আনীত হইয়াছিল, তিনি ঐ মুণ্ড দেখিয়া অতি ঘৃণার সহিত তদুপরি যষ্টির আঘাত করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার আদেশে হুসেনের মুণ্ড সহ সমগ্র হুসেনপরিবার বন্দিভাবে দামাস্কাস নগরে য়াজিদ্-রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিল।

যে দিন ইমাম হুসেনের মৃত্যু ঘটে, সেইদিন মুসলমানদিগের একটী পর্ব্বদিন এবং যে স্থানে হুসেনের শবদেহ সমাধিস্থ হয়, তাহা ইস্‌লামজগতের একটী পবিত্র তীর্থ। ঐ দিনে মুসলমানমাত্রেই মহরম পর্ব্বোপলক্ষে সুশোভিত তাজিয়া লইয়া কার্ব্বালায় মাটী দিতে গমন করে।

কিউফার নিকটবর্ত্তী কার্ব্বালা নামক স্থানে হুসেনের মৃতদেহ সমাহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, হুসেনের মুণ্ড কার্ব্বালা নদীতটে লইয়া যাজিদের সেনাদল কবর দেয়, কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।* তবে, বয়াইদবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান হুসেনের হননস্থানে বহুব্যয়ে একটী সুবৃহৎ সমাধিমন্দির স্থাপন করিয়া দেন। মুসলমানগণের নিকট উহা "গুণ্‌বাজ ফইজ্" নামে প্রসিদ্ধ এবং আজিও মুসলমানগণ শোক ও ভক্তিদ্বারা চালিত হইয়া ঐ স্থানে হৃদয়ের পূজা দান করিয়া থাকে।

হুসেন-ইবন্-মুইন্-উদ্দীন্-মৈবদী, একজন ইসলাম্ ধর্ম্মগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি "ফবাতাহ্" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

হুসেন উদ্দীন্ হুসেন বিন-আলী, একজন মুসলমানপণ্ডিত। সুপ্রসিদ্ধ বুর্হানউদ্দীন্ আলী ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে নিহায় নামদিয় আরবী "হিদায়-শারা" টীকা রচনা করিয়া মুসলমান-সমাজে খ্যাতি লাভ করেন।

হুসেন কাশী, একজন মুসলমান কবি। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

হুসেন কাশ্মীরী, কাশ্মীরবাসী একজন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি সুফীমতপোষক কতকগুলি ধর্ম্মবিষয় লইয়া 'হিদায়াৎ-উল্ অমী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি পারসীভাষায় লিখিত।

হুসেন কুলী খাঁ, ঢাকার নবাব নোয়াজিস মহম্মদের দেওয়ান। ইনি বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিষনয়নে পড়িয়া নিহত হইয়াছিলেন। হোসেনকুলীর ভ্রাতা হায়দরকুলীকে বিনা অপরাধে হত্যা করাই সিরাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে, আহত সিরাজদেহ হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে আনীত হইলে, হস্তী কোন অভাবনীয় কারণে হুসেনকুলীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং নবাবদেহের কএকবিন্দু রক্ত অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে হুসেনের হত্যাস্থলে নিপতিত হয়।

[সিরাজ্উদ্দৌলা দেখ।]

হুসেন খোনসারী, পারস্যবাসী একজন মুসলমান দার্শনিক। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিহারণের নিকটবর্ত্তী খোনসারনগর ইঁহার জন্মস্থান।

হুসেন গজনবি, "কিস্‌সে পদ্মাবৎ" নামক কাব্যপ্রণেতা। ইনি পদ্মাবতীর উপাখ্যান পারস্যভাষায় অনূদিত করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

হুসেন জলায়ের, (সুলতান) বোগদাদ নগরীর এক জন মুসলমান-নরপতি। ইনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা সুলতান আহ্মদের সহিত যুদ্ধে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

হুসেন দোস্ত সম্ভলী, (মীর) একজন মুসলমান কবি। সম্ভলবাসী আবুতালিবের পুত্র। ইনি 'তজ্‌কীরা হুসেনী' নামে কবিজীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। মোগলসম্রাট্ মহম্মদশাহের রাজত্বকালে (১৭৪৮ খৃঃ) ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

হুসেন নকাশী, (মোল্লা) একজন মুসলমান পণ্ডিত। মোগল-সম্রাট্ অকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি দিল্লী রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি সুন্দর ও সরল। এতদ্ভিন্ন চিত্রবিদ্যা ও খোদাইকার্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুসেন নিজামশাহ ১ম, দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহীবংশের

একজন মুসলমান নরপতি। ইনি স্বীয় পিতা বুর্হান্ নিজাম-শাহের মৃত্যুর পর ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে আহ্মদনগরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বিজাপুরের রাজা আলী আদিলশাহ, গোলকোণ্ডার ইব্রাহিম কুতুবশাহ ও আহ্মদাবাদের (বিদর) আমীর বরীদের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া বিজয়নগরাধিপ রামরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে রামরাজ পরাজিত ও নিহত হন। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া একাদশ দিনের পর হুসেন নিজামের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। [নিজামশাহীবংশ দেখ]

হুসেন নিজামশাহ, নিজামশাহীবংশের একজন রাজা।

হুসেনপুর-বাহাদুরপুর, যুক্তপ্রদেশের মজঃফরপুর জেলার জনসাথ তহশীলের অন্তর্গত দুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম। বর্ত্তমানে দুই নামে একটী গণ্ডগ্রাম পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই স্থান মজঃফর-পুর হইতে ২২ মাইল দূরে মীরাট যাইবার পথে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভের নিকটে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ চৌহানবংশীয় রাজপুত এবং তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ চামারজাতীয়। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে বড় বড় ঘাস জন্মিয়া থাকে। উহাতে চাষবাসেরও বড় অসুবিধা হয়। কারণ ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া শস্যবপন করিলে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তৃণগুলি গজাইয়া উঠে এবং তাহা ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্য গোধূমাদি তৃণের বড়ই বিঘ্নকর। অনেক সময় ঐ তৃণরাজিমধ্যে বন্যবরাহ ও ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকিয়া গ্রামবাসীদিগকে নানারূপ বিপন্ন করিয়া তুলে।

বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরজাতীয় সেনাদল হুসেনপুর লুণ্ঠন করিয়া গ্রামবাসীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, এমন কি, তাহারা গরুবাছুর প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তিও লইয়া পলায়ন করে। এই দুর্দ্দশার পর হইতে গ্রামবাসীরা আর আপনাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় নাই।

হুসেনবেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার রোহ্ড়ী উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বিখ্যাত ফেরীঘাট। গেম্‌রো নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া সাধারণে সিন্ধুনদ পার হইয়া পরপারে গমন করে। ইহা আজিজ্‌পুর ও আমিলঘাট ফেরী নামেও পরিচিত। অক্ষা° ২৭° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° পূঃ।

হুসেন মার্ব্বী (খ্বাজা), পারস্যের মার্ব্ব প্রদেশবাসী একজন সুকবি। ইনি সম্রাট্ অকবরের সমসাময়িক। উক্ত সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শাহ মুরাদের জন্ম উপলক্ষে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একখানি দিবান্ ও পারস্যভাষায় রচিত "সিংহাসনবত্তিশী" নামক গল্প গ্রন্থ পাওয়া যায়।

হুসেন মীর্জ্জা (সুলতান), আমীর তৈমুরের বংশধর ও মীর্জ্জা মনসুরের পুত্র। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইনি আবুল গাজী বাহাদুর নামে পরিচিত। সুলতান আবু সৈয়দ মীর্জ্জার মৃত্যুর পর খোরাসান রাজ্য হস্তগত করিবার মানসে ইনি স্বীয় আত্মীয়-বর্গের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে হিরাট নগরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইনি সিংহাসনের প্রতিযোগী-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই সকল যুদ্ধে ও বিপ্লবে পুনঃপুনঃ জয় এবং উজবেকজাতিকে সম্যক্ শাসনাধীন করায় ইনি গাজী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার সভা সুবিজ্ঞ সুধীমণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খণ্ডমীর তাঁহার প্রজা এবং আমীর আলি শের তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। খোরাসানে ৩৮ চান্দ্র বৎসর ৪ মাস রাজত্বের পর ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সুলতান হুসেন মীর্জ্জা একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তুর্ক-ভাষায় তাঁহার রচিত দিবান্ ও মজালি-উল্-ইসাফ্ নামীয় একখানি প্রেমরসাত্মক উপন্যাস পাওয়া যায়। উক্ত কাব্যের ভণিতায় ইনি হুসেনী নামে পরিচিত।

হুসেন মৈবাজী, সাজন্‌জল-উল্-অর্বা নামে কাব্যসংগ্রহ-সঙ্ক-লয়িতা। উক্ত গ্রন্থে তিনি পারসী ও তুর্কী কবিগণের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হুসেন লঙ্গা, ১ম, মূলতানের ৩য় নরপতি। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে পিতা কুত্‌বউদ্দীন্ মাহ্মূদ লঙ্গার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দিল্লীশ্বর সেকেন্দরলোদীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫০২ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পৌত্র মাহ্মূদ খাঁ লঙ্গা রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

হুসেন লঙ্গা, ২য়, মূলতানের ৫ম ও শেষ নরপতি মাহ্মূদ খাঁ লঙ্গার পুত্র। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ হন। ঐ সময়ে হুসেন নাবালক, তাঁহার ভগিনীপতি সুজা-উল্-মুলক্ শ্যালকের অভিভাবক হইয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই সময় সম্রাট্ বাবরশাহের আদেশে ঠট্টের নরপতি শাহ হুসেন অর্ঘূন্ মূলতান আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর উহা দিল্লীসম্রাটের অধিকার-ভুক্ত হয়।

হুসেন বায়েজ (মৌলানা), একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি খোরাসানপতি সুলতান হুসেন মীর্জ্জার অধীনে হিরাটে কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়াই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

গ্রন্থকার-রচিত 'মবাহিব্ উলিয়াৎ' কোরাণশাস্ত্রের একখানি

টীকা। ঐ গ্রন্থখানি তাঁহারই নামে তফশীর হুসেনী নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে জবাহীর উৎ-তফাশীর, রৌজৎ-উষ্-সুহাদা, দহ্-মজলিস, আখ্লাম-মুহসিনী, আন্‌বার-সুহেলী, লব্ব-ই-লবাব্, মখ্জান্-উল্-ইন্‌সা, শবা-কাশীফিয়া, আস্‌রার কাশিমী, মাতলা উল্-অবনবার, লতাএফ্-উল্ তবাএফ্ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রৌজৎ-উষ্ সুহাদা গ্রন্থখানিতে ইসলামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পয়গম্বর মহম্মদের জীবন ও চরিত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা এবং কার্ব্বালা-যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে উহার রচনা শেষ হয় এবং গ্রন্থকার উহা রাজেশ্বর সুলতান হুসেন মীর্জ্জার হস্তে উপহার সহ অর্পণ করেন।

হুসেন বেগ, বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন নৌ-সেনাপতি। ইনি ১৬৬৫ খৃঃ আরাকানরাজের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালিত করিয়া মেঘনার মোহানাস্থিত বন্দরসমূহ ও শন্দ্বীপ অধিকার করেন। অতঃপর ইনি চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজদিগকে ভয় দেখাইয়া স্ববশে আনিয়াছিলেন। [চট্টগ্রাম দেখ]

হুসেন-বিন্ আলিম্, নজহৎ-উল্-অর্বাহ্ নামক গ্রন্থরচয়িতা, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সুফীমতাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মগণের জীবনী-সংক্রান্ত অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হুসেন্-বিন্-মহম্মদ, (অস্-সমায়ানি), খাজানৎ-অল্ মুক্তিইন্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৩৩৯ খৃঃ উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। উহাতে ইস্লামধর্ম্মমতের বহু বিষয়ের মীমাংসা আছে। ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের উহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

হুসেন-বিন্-হসন্-অল্ হুসেনী, ঘোররাজ্যবাসী একজন মুসলমান কবি। কানুজ্-উল্-রমুজ্ শী-নামা, নজ্হৎউল্-আর্বা, জাদ-উল্-মুসাফরীন, তরব্-উল্ মজলিস, রূহ-উল্-আর্বা, শিরাৎ-অল্ মুস্তাকীন এবং আরবী ও পারসীভাষায় লিখিত দিবান্ প্রভৃতি ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৩১৭ খৃঃ হিরাটনগরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ কবি হুসেন পিতা নজমুউদ্দীনের সহিত ভারতে বাণিজ্য করিতে আইসেন এবং মূলতানে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানপীর শেখ বহাউদ্দীন্ জাকারিয়ার নিকট পিতাপুত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

হুসেন সবজবাড়ী, একজন মুসলমান কবি। লতাএফ্ বজাএফ্ ও রাহৎ-উল্-আর্বা নামক গ্রন্থ ইঁহার রচিত। উক্ত গ্রন্থ দুইখানি সুফীমতপোষক, এবং মুক্তির উপায় ও নৈতিকজীবনগঠন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত। গ্রন্থকার সবজবাড় নামক জনপদের অধিবাসী ছিলেন।

হুসেন শাহ, বাঙ্গালার সুবিখ্যাত পাঠান-নরপতি, আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ নামে পরিচিত। [বঙ্গদেশ দেখ।]

হুসেনশাহ-শর্কি (সুলতান), জৌনপুরের একজন মুসলমান নরপতি। ইনি ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া হুসেন শাহ দিল্লীশ্বর বহ্লোললোদীর বিরুদ্ধে কএকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে পরাস্ত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পদব্রজে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। দিল্লীশ্বরের সেনাদল জয়োল্লাসে আর তাঁহার পদানুসরণ না করিয়া জৌনপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। জৌনপুর-সৈন্য তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। দিল্লীসৈন্য অবাধে জৌনপুর নগর দখল করিল (১৪৭৮ খৃঃ)। বহ্লোললোদী জৌনপুর নগর হস্তগত করিয়া স্বীয় পুত্র বার্ব্বক শাহকে রাজশাসনভার প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে তিনি পূর্ব্ব রাজা হুসেন শাহের পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ ৫ লক্ষ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি জায়গীর দেন। হৃতসর্ব্বস্ব হুসেন সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তি লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বার্ব্বকশাহ যাহাতে কখন তাঁহার এ ক্ষুদ্রসম্পত্তি কাড়িয়া লইতে না পারেন তজ্জন্য তিনি বহ্লোল লোদীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন।

অনুমান ১৪৮৯ খৃঃ সুলতান বহ্লোল লোদীর মৃত্যু হয়। সিকন্দরলোদী দিল্লী-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, হুসেন শাহ তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা বার্ব্বক শাহকে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিতে প্ররোচিত করেন। তদনুসারে বার্ব্বকশাহ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং তিনি জৌনপুরে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন।

বার্ব্বক শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও অব্যাহতি পাইলেন না। দিল্লীশ্বর সসৈন্যে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া জৌনপুর অধিকার করিলেন। হুসেন শাহ এক্ষণে স্বীয় প্রতিপালকের দুর্গতি দেখিয়া আপনার ভাবী দুর্গতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া বাঙ্গালার অধীশ্বর আলাউদ্দীন্ পুরবীর আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন। উক্ত নরপতি তাঁহাকে সসম্মানে আশ্রয়ে রাখিয়া মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণপ্রায়ু বহির্গত হয়। হুসেন শাহের সহিত জৌনপুরের শর্কিবংশের বিলোপ ঘটে।

হুসেন শাহ (সৈয়দ), একজন মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি ১৮০০ খৃঃ আমীর খসরু বিরচিত হস্ত-বাহস্ত নামক গ্রন্থ "হস্ত-গুল্-গস্ত" নামে পদ্যে ভাষান্তরিত করেন। ঐ গ্রন্থখানি বহ্রাম ঘোরনামা জনৈক ব্যক্তির জীবনী-অবলম্বনে রচিত।

হুসেনী ব্রাহ্মণ, উত্তরপশ্চিম ও বেহারবাসী বর্ণব্রাহ্মণবিশেষ। প্রবাদ হুসেন নামক কোন মুসলমান সাধু ফকিরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া অথবা তাঁহার গৌরব-প্রচার করিয়া ইহারা

তাঁহারই নামানুসারে হুসেনী ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়াছে। পঞ্জাবপ্রদেশে ইহারা মুসলমান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং দিল্লীবিভাগেই প্রধানতঃ ইহাদের বাস। তথায় ইহারা হিন্দুর নিকট হইতে হিন্দুদেবদেবীর নামে এবং মুসলমানের নিকট হইতে আল্লার নামে প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকে।

আজমগড় জেলায় ইহারা নিকৃষ্ট বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদিত এবং তথায় ইহারা ভাণ্ডেরিয়া নামেও পরিচিত। বোম্বাই বিভাগে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভঙ্গীজাতির যাজকতা করিয়া থাকে। ডাক্তার উইলসন দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহী রাজবংশের রাজধানী আহ্মদনগরেও ইহাদের চিরন্তন বাস দেখিয়া অনুমান করেন যে বহুদিন হইতে মুসলমানের নৈকট্য হেতু ইহারা ব্রাহ্মণের বর্ণধর্ম্মাচার পরিপালনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম্ ধর্ম্মের অনেকগুলি আচার-ব্যবহারে সংক্রামিত হইয়া অর্দ্ধ-মুসলমান রূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান-সংস্রবেই হুসেনী-ব্রাহ্মণগণ যে হীনাচার-সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহারা হিন্দু ও মুসলমানের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত বাহ্মণী রাজবংশ যে ব্রাহ্মণের সংস্রবে সংলিপ্ত, এই ব্রাহ্মণবংশও সেই বংশ হইতে উৎপন্ন অথবা আদিতে এই ব্রাহ্মণ-বংশ উক্ত ব্রাহ্মণ-বংশের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিল বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভাবিত নহে।

হুহব (ক্লী) নরকভেদ।

হুহু (অব্য) হেব আহ্বয়তীতি হেব নিপাতনাৎ ডু ডুশ্চ। গন্ধর্ব্ববিশেষ। 'হূহূর্হূশ্চ দ্বিবিধো হূহূর্হূশ্চ কুত্রচিৎ।' (শব্দরত্না°)

হূ (অব্য) হেব-ডু-নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ আহ্বান। ২ অবজ্ঞা। ৩ অহঙ্কার। ৪ শোক। ৫ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। পূজাদিস্থলে এই বীজমন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিতে হয়। এই মন্ত্রের উদ্ধার-প্রণালী এইরূপ—

"হকারো বামকর্ণাঢ্যো নাদবিন্দুবিভূষিতঃ।
কূর্য্যক্রোধ উগ্রদর্পো দীর্ঘ হুঙ্কার উচ্যতে।
শব্দশ্চ দীর্ঘকবচং তারাপ্রণব ইত্যপি॥" (তন্ত্রসার)

হূঙ্কার (পুং) হুং কৃ ভাবে ঘঞ্। হুম্ এই প্রকার ভয়ানক শব্দ, ভীষণ গর্জ্জন।

"হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ।" (চণ্ডী)

হূড়্, গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। কেহ কেহ এই ধাতু উভয়পদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লট্ হূড়তে। পরস্মৈ-পদী পক্ষে হূড়তি। লোট্ হূড়তাং। লিট্ জুহূড়ে। লুট্ হূড়িতা। লুঙ্ অহূড়িষ্ট।

হূড়্ (দেশজ) ঝগড়া, বিবাদ।

হূণ (পুং) ১ দেশভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দেশ উত্তর দিকে ২৪, ২৫ ও ২৬ নক্ষত্রে অবস্থিত।

"মাণ্ডহলহূণকোহলশীতকমাণ্ডব্যভূতপুরাঃ।" (বৃহৎস° ১৪।২৭)

২ একটী প্রাচীনজাতি। অনেকের বিশ্বাস ইহারা অসভ্য। ইহারাই খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে মধ্য এসিয়া হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল দানিয়ুবপ্রবাহিত য়ুরোপে গিয়া তথাকার অধি-বাসিবৃন্দের হৃদয়ে দারুণ ভীতি উৎপাদনের সহিত বিস্তৃত জনপদে আধিপত্য বিস্তার করে, আর একদল (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে) ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ভেদ করিয়া শস্যশ্যামল ভারতের সমতলক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রবলপরাক্রমে ভারতসম্রাটের আসনও বিচলিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিয়া অনেক পুরাবিদের ধারণা, ভারতীয় কাব্যেতিহাসে যেখানে যেখানে 'হূণ' বা 'হূন' শব্দের উল্লেখ দেখা যাইবে, তাহাই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপরবর্ত্তী। কিন্তু আমরা এই জাতিটীকে নিতান্ত অসভ্য-জাতি বলিয়া মনে করি না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-সমূহে হূণজাতির প্রসঙ্গ আছে, সর্ব্বত্রই ইহারা ভারতসীমান্ত-বাসী দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক জটাধরের কোষে—

"শ্বপাকস্তু তুরুষ্কস্তু হূণো যবন ইত্যপি।
লোকবাহ্যস্তু যো বাজিগবাশ্যাচারবর্জ্জিতঃ।
ম্লেচ্ছকিরাতশবরপুলিন্দাস্তাস্ত তদ্ভিদা।"

ইত্যাদি বচনে হূণ তুরুষ্ক ও যবনের ন্যায় ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও রাজপুতনার ৩৬টী রাজপুতকুলের মধ্যে হূণও পরিগৃহীত হইয়াছে। এমন কি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে নানা শিলালিপিতে হূণজাতি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত ও কলচুরি বা চেদিবংশের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়।* বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে পরাজয় করিবার জন্ম উত্তরাপথ বা হিমালয়প্রদেশে যাত্রা করেন।† তিব্বতের শতদ্রুনদী প্রবাহিত উপর অববাহিকায় হূণদেশ বা নারীখোরসুম্ নামক জনপদ অবস্থিত, এখানে হুনিয়া নামে এক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী জাতির বাস আছে। এদিকে নেপাল ও সিকিমে লিম্বুনামে যে একজাতি দৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিকাংশই 'হূং' নামে অভিহিত। প্রসিদ্ধ হুন্‌গরি-(Hungarian) পণ্ডিত ক্সোমা-দে-কোরোস্

* Epigraphia Indica, Vol. I. p. 225f.

† "অথ কদাচিদ্রাজা রাজ্যবর্দ্ধনং কবচহরং হূণান্ হন্তুং উত্তরাপথং প্রাহিণোৎ।" (হর্ষচরিত)

প্রকাশ করেন যে উত্তরভারতে উক্ত হিমালয় প্রদেশই হূণজাতির আদি বাসস্থান এবং এখান হইতে পূর্ব্বকালে এই জাতি হূণ-গরি (Hungary) দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদের অধিষ্ঠানের পর ঐ জনপদের 'হূণগরি' নামকরণ হয়।

আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো ও টলেমির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতেই হূণেরা আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। আফ্‌গানিস্থানের একটী বহুফলভূষিত পার্ব্বত্যরাজ্য অদ্যাপি হূন্‌জা নামে পরিচিত; হিন্দুকুশপর্ব্বতের উপত্যকাসমূহের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৪০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে এই জনপদ অবস্থিত।

উক্ত প্রমাণ হইতে আমাদের মনে হয়, হিমালয়ের পার্ব্বত্য-প্রদেশই এই জাতির আদিবাসস্থান। [হূণদেশ দেখ।]

এখন কথা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক গিবন্, স্মিথ* প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী হইয়া আমরা এই জাতিকে অসভ্য (savage) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কিনা? খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে উৎকীর্ণ সাগরজেলাস্থ হূণপতি তোরমাণের এরণস্তম্ভ ও লবণশৈল-মধ্যবর্ত্তী কুরাগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার শিলালিপি এবং গোয়ালিয়ার হইতে আবিষ্কৃত তোরমাণপুত্র মিহিরকুলের শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহারা সৌর এবং ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দু ছিলেন। শাকদ্বীপীয়দিগের বিশেষত্ব 'মিহির' নাম হইতে হূণরাজবংশকেও সুপ্রাচীন শাকজাতিরই এক শাখা বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক শাকজাতির পূর্ব্বতন শাখা কাবুলের কুষাণবংশ হূণ বা Ephthaliteদিগের হস্তেই রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের নিকট হূণেরা সম্যক্ পরাজিত হইয়াও ভারতের ভিতর অধিকার বিস্তারে সুবিধা করিতে না পারিলেও ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি ফিরোজের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সমস্ত পারস্য ও আফগানিস্থানে ইহারা আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তৎপরে দশবর্ষ মধ্যেই প্রথম গান্ধার বা পেশাবর ভূভাগ অধিকার ও অনুগাঙ্গপ্রদেশে আসিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ভারত অভিযানের নেতাই উক্ত হূণপতি তোরমাণ। পশ্চিমে পারস্য, পূর্ব্বে চীনসীমায় অবস্থিত খোতান এবং দক্ষিণে গঙ্গা ও নর্ম্মদা-প্রবাহিত উত্তর ও মধ্যভারত তাঁহার বা তৎপুত্র মিহিরকুলের বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পঞ্জাবের শাকল বা বর্ত্তমান সিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার প্রধান রাজধানী, এতদ্ভিন্ন বামিয়ান, হিরাট ও বাল্‌খে তাঁহার বিভিন্ন রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বর্ষের অধিককাল ভারতবর্ষ হূণশাসনাধীন ছিল। এই সময় উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এমন কি বালাদিত্য ও যশোবর্ম্মপ্রমুখ উত্তর-ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় হূণ-সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলেও বালাদিত্য ও পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণও শাকদ্বীপীগণের শাসনভূমি বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, দেওবরণার্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে। য়ুরোপে গথ ও ভারতে বৌদ্ধগণ হূণবংশের হস্তে নিদারুণ অত্যাচার ও অসহ্য অবিচার লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে নরপিশাচরূপে ধারণা করিলেও বাস্তবিক ইহারা অসভ্য নরপিশাচ নহে, ইহারা বৈরনির্য্যাতনমানসে রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছে, দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে এ প্রথা বিরল নহে। খৃষ্টান সাধু কোস্‌মস্ (Cosmos Indicopleustes) ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে শ্বেত হূণরাজের দুই সহস্র রণহস্তী ও তদনুরূপ অশ্বারোহী ছিল। এই বিপুল সৈন্যসাহায্যে ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গের নিকট কর আদায় করিয়া ভারত-সম্রাট্ হইয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাট্‌গণের ইতিহাস ও চীনপরিব্রাজক-গণের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে মিহিরকুল বালাদিত্যের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। বালাদিত্যের মাতা মিহিরকুলের অনুপম রূপলাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের নিকট তাঁহার প্রাণভিক্ষা করেন। তাহাতে বালাদিত্য হূণপতির বন্দিত্বমোচন করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে উত্তরাপথে পাঠাইয়া দেন। যে সময়ে তিনি গুপ্তরাজের হস্তে বন্দী, তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাকলের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। সুতরাং মিহিরকুলকে আত্মরক্ষার্থ কাশ্মীরে আশ্রয় লইতে হইল। কাশ্মীরপতি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া একটী ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসনভার দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই মিহিরকুল দলবল সংগ্রহ করিয়া আশ্রয়দাতাকে রাজ্যচ্যুত ও কাশ্মীর সিংহাসন করায়ত্ত করিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি গান্ধার অধিকার ও সপরিবারে তত্রত্য হূণপতিকে বিনাশ করিয়া পঞ্চনদে উপস্থিত হইলেন। এখানে এই শিবোপাসক রুদ্র-মূর্ত্তিতে সহস্র সহস্র শান্তশিষ্ট বৌদ্ধবিনাশ ও শত শত বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন। কিন্তু এ অত্যাচারের প্রতিফল অতি শীঘ্রই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। তিনি অল্পদিন মধ্যেই অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মিহিরকুলপ্রমুখ যে সকল হূণ ব্রাহ্মণানুরাগ ও দারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষ দেখাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় শ্রেণী-

* Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Ch. xxvi, and V. A. Smith's Early History of India (2nd Ed.) p. 299.

ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর আত্মীয়স্বজনগণ অদ্যাপি রাজপুতসমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। রাজপুতনার চম্বলনদীর উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন বারোলীসহরে অদ্যাপি লোকে হূণরাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। এই স্থানের শিঙ্গারচৌরী নামক দেবালয় হূণরাজপুত্রের বিবাহস্থান বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। অনেকের বিশ্বাস যে ইহারই অপর পারে ভৈঁস্‌রোর নামক সহরে হূণপতির রাজধানী ছিল। গুজরাটের ভাটগ্রন্থে দেখা যায় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে হূণেরা গুজরাটের কোন কোন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশ এখন এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, এখন তাঁহারা অপর রাজপুতশাখার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মহাত্মা টড সাহেব মহীনদীর কূলে হীনাবস্থায় পতিত কতকগুলি হূণ দেখিয়াছিলেন। হূণজাতির উক্ত পরিচয় হইতে ইহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই জাতি পঞ্জাবে বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চীনভাষায় অনুবাদিত ললিতবিস্তরে হূণলিপির উল্লেখ আছে। ললিতবিস্তরমতে বুদ্ধদেব এই হূণলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সুপ্রাচীন লিপি দ্বারাও হূণকে আমরা অসভ্য বলিতে প্রস্তুত নহি। অধ্যাপক লাসেন মনে করেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দে মধ্যএসিয়ায় ইলিনামকপ্রদেশে সু-তাতারগণ যুএ-চি বা শ্বেতহূণের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। সু-তাতারগণ শাকবংশীয় এবং শ্বেতহূণগণ তোচারিবংশীয়। মুসলমান-প্রভাবকালে পূর্ব্বোক্ত হূণজা প্রভৃতি স্থানবাসী এই জাতীয় যাঁহারা মুসলমানধর্ম্ম ও মুসলমান আচার গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা হিমালয়প্রদেশে অসভ্যজাতির সংশ্রবে যাহারা হীনাচারী হইয়া পড়িয়াছে, জটাধরপ্রমুখ ব্রাহ্মণ কোষকারগণ তাহাদিগকেই গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হূণসম্রাট্ তোরমাণ ও মিহিরকুলের বহুতর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে বহুপূর্ব্ব হইতে যে হূণ বা হোনমুদ্রা প্রচলিত আছে, কেহ কেহ মনে করেন যে তাহা প্রথমে হূণ সম্রাট্‌গণই প্রচলন করেন। কিন্তু শাহকোট ও চিনিওট প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন হূণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত হূণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। [হূন দেখ]

হূণগরি, (Hungary) য়ুরোপের একটি রাজ্য। দানিয়ুব নদী দ্বারা এই দেশ ঊর্দ্ধ ও নিম্ন হূণগরি এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যেও আবার ৪৮টী প্রদেশ আছে। এখানকার ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে হিমালয় হইতে রুষরাজ্যের ওকটস্ক এবং লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত অধিবাসিগণ যে যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহার মূল তাতারভাষা, হূণগরি ভাষাও তাহারই অন্তর্গত। য়ুরোপে হূণজাতির প্রভাব বিস্তার ও হূণগরি রাজ্য-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়—

হিউঙ্গ্‌নু নামে চীন ইতিহাসে যে শক্তিশালী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ হূণ তাহাদেরই একটী শাখা। ৪র্থ শতাব্দীতে ইহারা য়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহারা পূর্ব্বে চীন প্রাচীরের নিকট হইতে কাস্পিয়সাগর পর্য্যন্ত একটী প্রবল শক্তিসম্পন্ন জাতিরূপে বাস করিতেছিল। কিন্তু অবশেষে অরাজকতায় যখন ইহাদের ঐক্য এবং জাতীয় দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়াছিল, তখন ইহাদের একটী শাখা পলায়ন করিয়া উরাল নদীর নিকট উপনিবেশ স্থাপন করিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ইহারা বলমীরের অধীনে য়ুরোপ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। যে সকল দুর্দ্ধর্ষ জাতি রোমসাম্রাজ্য পতনের সহায়তা করিয়াছিল, হূণগণ তাহাদের অন্যতম। অষ্ট্রগথদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া হূণেরা তাহাদের রাজাকে উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজয় করিয়া অবশেষে তাহাকে নিহত করিল। অতঃপর ইহারা ভিসিগথদিগকে পরাজয় করিল। ভিসিগথগণ সম্রাট্ ভালেন্‌সের অনুমত্যনুসারে থ্রেসে বাস করিবার অধিকার পাইল। ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত হূণগণ রোমসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিরত হইয়া দানিয়ুবের উত্তরস্থিত নানাজাতিকে বশে আনয়ন করিতেছিল। এই সময়ে এমন কি ইহারা রোমকদিগকে অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে রোমকগণের ব্যবহারে হূণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বীর আটিলা হূণগণের রাজা হইলেন। তিনি রোমকদিগের সহিত একটী সাময়িক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই অবসরে তিনি আপন রাজ্য স্কাইথিয়া (Scythia) এবং পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। একটী রোমক বিসপের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আটিলা পূর্ব্বরোমকসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বিখ্যাত অভিযান আরম্ভ করিলেন। তিনি দক্ষিণে থার্ম্মোপাইলে, শালিপলি এবং কনস্তান্তিনোপল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া অবশেষে যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৪৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম অভিযানে যাত্রা করিয়া অবশেষে প্রসিদ্ধ শালোক্ষেত্রে ক্লোভিস্ দ্বারা পরাজিত হইলেন। ইতালীয় অভিযানে তিনি আগিলিয়া এবং ভিনিসিয়া ধ্বংস করিয়া অবশেষে পোপ লিওর সহিত সাক্ষাতের পরে পানোনীয়ায় ফিরিয়া গেলেন, তথায় ৪৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে তিনি যে প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তাহা

ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাঁহার পুত্রগণ পরস্পরের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যাদবগণের ন্যায় ধ্বংস হইতে লাগিল। নেটাদ নদীর নিকটে একটী ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে ৩০,০০০ সহস্র হূণ এবং আটিলার জ্যেষ্ঠপুত্র নিহত হইল। ইহার পরে হূণগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ব য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে দল বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। একটী দল ছোট স্কাইদিয়া, আর একটী সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়া অধিকার করিল। প্রধান শাখাটী উরাল নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাহাদের আদিম দেশে গিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে য়ুরোপের ইতিহাসে বুলগেরিয় নামে হূণগণ অভিহিত হইত। ইহারা দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া আবার পূর্ব্ব রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু অবশেষে তাহারা আবরগণের দ্বারা পরাজিত হইল। ৬৩০ খৃঃ অব্দে ক্রোরতের অধীন ইহারা পুনরায় স্বাধীন হইয়া সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের সহিত সন্ধি করিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে এই রাজ্য তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইল।

এই হূণজাতির বাসভূমিই হূণগরি (Hungary) নামে খ্যাত, অধুনা অষ্ট্রীয়া-সম্রাট্ শাসিত। এই বিস্তৃত দেশটি অক্ষা° ৪৪°১০´ হইতে ৪৯° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ১৪° ২৫´ হইতে ২৬° ২৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১২৪২৩৪ বর্গমাইল, বৃটীশ যুক্তরাজ্য অপেক্ষা ৩০০০ বর্গমাইল বৃহৎ।

হূণগরি প্রপার, ত্রানসিলভানিয়া ফিউম, ক্রোশিয়া, শ্লাভনিয়া এবং মিলিটারী ফ্রন্টিয়ার হূণগরি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নে হূণগরির বিভাগগুলি এবং তাহাদের ভূপরিমাণ প্রদত্ত হইল।

হূণগরি প্রপার এবং ত্রানসিলভানিয়া ফিউম	১০৮২৬৮	মাইল
ক্রোশিয়া এবং শ্লাভনিয়া	৮৬৬৫	"
মিলিটারী ফ্রন্টিয়ার	৭২৯৮	"

এই সকল বিভাগ হইতে বিভক্ত করিলে হূণগরি প্রপারের উত্তরে মরেভিয়া, সিলেসিয়া এবং গালিসিয়া, পূর্ব্বে বুকোবিনা এবং মলদেভিয়া, দক্ষিণে ওয়ালেসিয়া, সর্ভিয়া, ক্রোসিয়া ও শ্লাভনিয়া এবং পশ্চিমে ষ্টিরিয়া, নিম্নঅষ্ট্রীয়া এবং মরেভিয়া। হূণগরি কেবল সামান্য স্থান ব্যাপিয়া আড্রিয়াটিকসাগরের তটবর্ত্তী, কিন্তু চারিদিকেই ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হূণগরির পর্ব্বতমালা য়ুরোপীয় দুইটী প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী আল্লস্ এবং কার্পাথিয়ানের শাখা। কার্পাথিয় পর্ব্বতমালা অর্দ্ধবর্ত্তুলাকারে হূণগরির উত্তর এবং পূর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ষ্টিরিয়া হইতে আল্লস্ পর্ব্বতমালা হূণগরির পশ্চিমে কতকগুলি নিম্ন শাখা প্রশাখা প্রেরণ করিয়াছে। বোকনি এবং ভের্ত্তিজমালা আল্লস্ পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা। উত্তর কার্পাথীয় পর্ব্বতমালার, শৃঙ্গগুলির সাধারণ উচ্চতা ৬০০০ ফিট্ হইতে ৮০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত। কার্পাথীয় এবং আল্লস্‌পর্ব্বতমালা হূণগরির দুইটী সমভূমিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার প্রেসবার্গ অববাহিকার ভূপরিমাণ ৬০০০ বর্গমাইল। য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অববাহিকা পেস্ত ইহার অন্তর্গত. তাহার ভূপরিমাণ ৩৭০০০ বর্গমাইল। মধ্য এবং দক্ষিণ হূণগরি এই বিস্তৃত সমভূমির অন্তর্গত। ইহার মধ্য দিয়া থীসনদী এবং তাহার অনেকগুলি উপনদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে এই বিশাল ভূমিখণ্ড অনুর্ব্বর এবং কৃষিকর্ম্মের অনুপযোগী, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই উর্ব্বর ও শস্যসম্পন্ন কৃষিক্ষেত্র।

দানিয়ুব, ড্রেভ এবং থীসনদী হূণগরির প্রধান নদী। জলহাওয়া অনুসারে হূণগরিকে তিনটী বিভাগে বিভক্ত করা যায়। উচ্চ ভূমির (Highland) জলহাওয়া শীতপ্রধান, এখানে ৬ মাসই শীত; মধ্য ভূমির জলহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং নিম্ন ভূমি গ্রীষ্মপ্রধান।

প্রথমে পাননীয়, তৎপরে হূণ, গথ, লম্বাড ও আবরীগণ হূণগরি অধিকার করিয়াছিল, অবশেষে এসিয়া হইতে মাগিয়ার নামে এক প্রবল জাতি আসিয়া এই দেশটি জয় করিল। খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে ইহারা যীশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। মাগিয়ার দলপতি আরপাদ প্রথমে হূণগরি জয় করিয়াছিলেন; তাঁহার পৌত্র গেইসা খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সেণ্ট ষ্টিভেনই প্রথমে হূণগরির অধিবাসীদিগের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচার করেন, তিনি ডিউক উপাধি পরিত্যাগ করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সমতলপ্রদেশে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত করিতে পারিয়াছিলেন।

হূণগরির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরোধী ছিল। রাজার সহায়তায় তাঁহারাই রাজ্য শাসন করিত। সাধারণ লোকদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাহারা এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের দাস-প্রজা স্বরূপ ছিল।

নেপল্‌সের ২য় চার্লসের সহিত হূণগরির রাজকুমারীর বিবাহ হওয়াতে ইটালির সহিত হূণগরির ইতিহাস জড়িত হইল। যখন হূণগরির রাজকুমার আণ্ড্রু নেপল্‌সের রাণী জোয়ানাকে বিবাহ করিলেন, তখন নেপ্‌লসের সিংহাসনে রাণীর উত্তরাধিকারস্বত্ব হেতু আণ্ড্রু সিংহাসনের অধিকার লাভ করিলেন; কিন্তু জোয়ানার সহিত তাঁহার কলহ ছিল, এই জন্য রাণী তাঁহাকে নিহত করিল, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার জন্য হূণগরির রাজা লুই জোয়ানার বিরুদ্ধে ইতালিতে সৈন্যচালনা করিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু হূণগরির গোলযোগে তাঁহাকে তাঁহার নিজের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। লুই এর কন্যাকে সিজিস্‌মণ্ড্ বিবাহ

করিয়াছিলেন, যথন লুই অপুত্রক মারা গেলেন, তথন সিজিসমণ্ড্ হূণগরির রাজা হইলেন; সিজিস্মণ্ড অবশেষে অধিকার-শূন্য গৌরব-যুক্ত সম্রাটের পদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। হূণ-গরির রাজকুমারী মরিবার পরে যথন সিজিসমণ্ড অন্য বিবাহ করিলেন, তথন তাঁহার হূণগরির অধিকার অব্যাহত রহিয়া গেল, এমন কি তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান ও জামাতা আলবার্টকে হূণগরির সিংহাসন দান করিয়া যাইতে পারিলেন। যথন আলবার্ট মারা গেলেন, তথন রাণী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই উপলক্ষে হূণগরির অভিজাতবর্গ তাঁহাদের রাজ্যে অষ্ট্রীয়ারাজ-পরিবারের প্রাধান্যে ঈর্ষাবশতঃ তাঁহারা পোলাণ্ডের রাজা উলাডি-স্লাসকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। তথন উলাডিস্লাস্ হূণ-গরির রাজা হইলেন। এই সময়ে ২য় অমুরথের অধীনে হূণগরির সীমান্তে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। উলাডিস্লাস্ রাণার যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হইলেন। তৎপরে অভিজাত-বর্গ আলবার্টের শিশু পুত্রকে রাজা করিলেন এবং রাজ্যশাসনের ভার সুযোগ্য তদ্দেশীয় হুনিয়াডিসের হস্তে অর্পিত হইল।

যথন দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্তান্তিনোপল জয়ের তিন বৎসর পর দানিয়ুবের তটস্থিত প্রসিদ্ধ দুর্গ বেলগ্রেড্-জয়ের চেষ্টা করিতে ছিলেন, তথন হুনিয়াডিস্ তাঁহাকে পরাজিত করিলেন, এই প্রসিদ্ধ খলিফা হুনিয়াডিসের হস্তে তাঁহার প্রথম পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এই যুদ্ধজয় হেতু সমগ্র য়ুরোপকে এই বীরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল, কারণ যদি এই যুদ্ধে ২য় মহম্মদ জয় লাভ করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র য়ুরোপ মুসলমান নরপতির করতলগত হইত। হুনিয়াডিস্ এই যুদ্ধের অনতিবিলম্বে মারা গেলেন; রাজা লাডিস্লাস্ তিনিও বেশী দিন জীবিত ছিলেন না; ন্যায়তঃ এই রাজ্যের অধিকারী এখন অষ্ট্রীয়া-রাজ ৩য় ফ্রেডরিক, কিন্তু হূণগরির জনসাধারণে তাঁহার চরিত্রের উপরে ততদুর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, এই জন্য তাহারা তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হুনিয়াডিসের উপরে কৃতজ্ঞতা হেতু তাহার সুযোগ্য পুত্র মাথিয়াসকে রাজপদে বরণ করিল। মাথিয়াস্ ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি বহুবার মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে প্রেস্বুর্গের সন্ধির সর্ত্তানুসারে হূণগরির রাজবংশের অবসানের পর হূণগরি অষ্ট্রীয়ারাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল। [অষ্ট্রীয়া দেখ।]

হূণদেশ, অপর নাম নারী-খোরসুম। হিমালয়-শৈলমালার মধ্যে চীনাধিকারভুক্ত তিব্বতের এক অংশ। শতদ্রুনদীর উপর অব-বাহিকা ও কমলানদীর শিরোভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ স্ব স্ব মত ভিন্নরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। উইল্‌সন সাহেবের মতে হূন্ অর্থ তুষার, অর্থাৎ বরফাবৃত দেশ বলিয়া হূণদেশ নাম হইয়াছে। কাপ্তেন ষ্ট্রাচি সাহেবের মতে মহাভারত ও পুরাণোক্ত হূণজাতির দেশ বলিয়া ইহার নাম হূণদেশ। হূণ্গরির পণ্ডিত কোরোস্ও এই মত সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে এই স্থানই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসভূমি। রাইয়াল্ সাহেবের মতে হূণ অর্থে স্বর্ণ, স্বর্ণপ্রসূভূমি বলিয়া হূণদেশ নাম হইয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ এখন হুণিয়া নামে পরিচিত।

হুণিয়ারা সাধারণতঃ ভ্রমণশীল। অনেকেই গো, মেষ, ছাগাদি পালন করে। ইহারা সরল ও সংস্বভাব, কিন্তু শীত-প্রধান স্থানবাসীদের ন্যায় নোংরা। ইহাদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহুস্বামিগ্রহণের প্রথা প্রচলিত। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা লাদকবাসী ভোটদিগের মত। ইহারা চা ও ছাতু খাইয়া জীবনধারণ করে। প্রত্যেকেই প্রায় ৩ বর্ষের খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহাদের গ্রামগুলি কেবল তাঁবু বলিলেই চলে। বৃটীশ ভারত হইতে হূণদেশে যাইতে ৫টি গিরিসঙ্কট আছে। ঐ সকল সঙ্কট অনেক সময়ে তুষারাবৃত থাকে, কেবল জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এখানে বাণিজ্যপণ্য যাতায়াত করিতে পারে, এ সময়েও লাসাবাসী চীনরাজপুরুষের নিকট ছাড় লইতে হয়। নচেৎ কেহই যাতায়াত করিতে পারে না। গারতোক হইতে ১০০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে হূণদেশের থোকজলঙ্গ নামক ভূভাগের নিকট সোণা পাওয়া যায়। সর্পণ নামক একজন স্বর্ণাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এখানকার সোণা-ধোয়াকার্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি প্রত্যেক খনকের নিকট হইতে প্রতি বর্ষে ২/৪ ঔন্স পরিমাণ সোণা পাইয়া থাকেন। এখানকার গুড়া সোণা গারতোকে প্রতি ১৸০ ভরি ১৬ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। তিব্বতের রাজধানী লাসানগরীতেই ইহার কাট্‌তি বেশী। হুণিয়ারা মানসসরোবরে গিয়াও স্বর্ণ আহরণ করিয়া থাকে।

হূণলিপি (পুং) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ আছে।

হূত (ত্রি) হ্বে-ক্ত, সম্প্রসারণং। আহূত, আহ্বানীকৃত, যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

হূতি (স্ত্রী) হ্বে ক্তিন্, সম্প্রসারণং আহ্বান। (অমর)

হূন (পুং) সাধু আচারবর্জ্জিত ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ।

"শ্বপাকশ্চ তুরুষ্কশ্চ হূনো যবন ইত্যপি।
লোকবাহ্যস্ত যো বাজিগবাদ্যাচারবর্জ্জিতঃ।
ম্লেচ্ছকিরাতশবরপুলিন্দাদ্যাস্ত তদ্ভিদা॥" (জটাধর)

২ মান্দ্রাজপ্রদেশে প্রচলিত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। ইহা ওজনে ৫০ গ্রেণ, এক একটীর মূল্য ৩৷৷০ টাকা। ইংরাজ রাজ-পুরুষগণের নিকট এই মুদ্রাই 'পাগোডা' নামে পরিচিত ছিল।

হূম্ (অব্য) হূয়তে ইতি বাহুলকাৎ মঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। (অমর) ৩ সম্মতি। ৪ ক্রোধ। ৫ ভয়। ৬ নিন্দা। ৭ অবজ্ঞা।

অমরটীকায় ভরত প্রশ্নাদি অর্থে এই কয়টী উদাহরণ দিয়াছেন। "বিতর্কে হূম্ চৈত্রোঽপি পণ্ডিতঃ। প্রশ্নে হূম্ কো লঙ্কাধিপতিঃ। অনুমতৌ চ হূম্ কুরুং হূম্। ভয়ে চ হূম্ ন গন্তব্যং।" (ভরত)

হূরব (পুং) হূ ইতি রবোঽস্য। শৃগাল। (হেম)

হূরহূণ (পুং) দেশবিশেষ। (বাসবদত্তা°)

হূর্চ্ছ্, কৌটিল্য। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হূর্চ্ছতি। লিট্ জুহূর্চ্ছ। লুট্ হূর্চ্ছিতা। লুঙ্ অহূর্চ্ছীৎ।

হূর্চ্ছন (ক্লী) হূর্চ্ছ ভাবে ল্যুট্। কৌটিল্য।

হূহু (পুং) আহ্বয়তীতি হ্বে স্পর্দ্ধায়াং ক্বিপ্, সংপ্রসারণং অভীক্ষ্ণে দ্বিত্বং, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্।
মুক্তো দেবলশাপেন হূহুর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ॥" (ভাগবত ৮।৪।৩)

হৃ, হৃঞ্ হৃ ধাতু। ১ প্রাপণ। ২ স্বীকার। ৩ স্তেয়, হরণ, চুরি। ৪ নাশন। ভ্বাদি°, উভয়°, দ্বিক°, অনিট্। লট্ হরতি-তে, লিট্ জহার, জহ্রে। লুট্ হর্ত্তা। লৃট্ হরিষ্যতি-তে। লুঙ্ অহার্ষীৎ, অহার্ষ্টাং অহার্ষুঃ। অহৃত, অহৃষাতাং, অহৃষত। কর্ম্মবাচ্য লট্ হ্রিয়তে। লুঙ্ অহারি। সন্ জিহীর্ষতি-তে। যঙ্ জেহ্রীয়তে, যঙ্-লুক্ জর্হরীতি, জরিহরীতি, জরীহরীতি, জহর্ত্তি, জরিহর্ত্তি, জরীহর্ত্তি। ণিচ্ হারয়তি তে। লুঙ্ অজীহরৎ-ত।

"উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ॥" (ধাতুগণ)

ধাতুর যে অর্থ থাকে, উপসর্গ পূর্ব্বক হইলে তাহার বিপরীত অর্থও হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত—প্রহার, আহার, সংহার ও বিহার প্রভৃতি। এই সকল অর্থ ধাত্বর্থের সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অনু+হৃ সদৃশীকরণ। অপ+হৃ দূরীকরণ, ২ অপহরণ। অভি+হৃ আভিমুখ্য দ্বারা হরণ। সম+অভি+হৃ পৌনঃপুন্য দ্বারা সম্পাদন। অভি+অব+হৃ ভোজন। সম+অভি+বি+আ+হৃ নৈকট্য সম্বন্ধসম্পাদন, সমভিব্যাহার। অব+হৃ দূরীকরণ। বি+অব+হৃ ১ বিবাদ, ২ শয়ন, ভোজনাদি দ্বারা সংসর্গ। ৩ উপভোগ, ব্যবহার। আ+হৃ ভোজন। ২ নানাস্থানীয় বস্তুর একত্রীকরণ, আহার, আহরণ।

অধি+আ+হৃ তর্ক, অন্যত্র শ্রুত পদের অন্বয়ার্থ আকর্ষণ, অধ্যাহার। অভি+হৃ আভিমুখ্য দ্বারা আহরণ। উদ্+আ+হৃ দৃষ্টান্ত রূপে উপন্যাস, কথন। প্রতি+উদ্+আ+হৃ প্রতিরূপতা দ্বারা উপন্যাস, কথন। পরি+আ+হৃ পরিতঃ আহরণ।

প্রতি+আ+হৃ তন্ত্ররূপে পঠিত একৈকের গ্রহণ, প্রত্যাহার, বিষয় হইতে মনের নিবারণ, বিষয়াকৃষ্ট মনকে নিগ্রহ করণ।

বি+আ+হৃ কথন, শব্দোৎপাদক ব্যাপার। সম+আ+হৃ সংগ্রহ, নানা স্থানস্থিতের একত্রোপন্যাস, সংঘাত।

উৎ+হৃ উত্তোলন, উৎক্ষেপণ। অভি+উৎ+হৃ অভিমুখে উদ্ধরণ, বা অভিতঃ উৎক্ষেপণ।

প্রতি+উৎ+হৃ প্রতিকূলতা বা প্রাতিরূপ্যে, উদ্ধরণ।

উপ+হৃ সামীপ্যে আনতীকরণার্থ দান, উপনয়ন, উপঢৌকন, উপহার। প্রতি+উপ+হৃ প্রতিরূপতা, উপঢৌকন। নি+হৃ নিতরাৎ হরণ। ২ হিমনিস্রবণ, নীহার। নিস্ (র) হৃ বহিষ্করণ, অপসারণ। পরি+হৃ দোষাদিনিবারণ, পরীহার। প্র+হৃ প্রহার, তাড়ন, নিঘাত। প্রতি+প্র+হৃ প্রতিরূপ তাড়ন, প্রতিপ্রহার। প্রতি+হৃ প্রত্যেক হরণ। প্রতিরূপ হরণ।

বি+হৃ দেশবিশেষে গমন দ্বারা সন্তোষকরণার্থ ব্যাপার, বিহার। বি+অতি+হৃ পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ।

সং+হৃ তাড়ন, মারণ, সংহার। উপ+সং+হৃ প্রকরণ, পঠিতের সমাপন। উপসংহার, শেষীকরণ। উপসর্গপূর্ব্বক হৃ ধাতুর এইরূপ অনেক অর্থ হইয়া থাকে। এই ধাতু উভয়পদী, কিন্তু কোন কোন উপসর্গপূর্ব্বক কেবল আত্মনেপদী হইয়া থাকে।

হৃ, প্রসহ্যকৃতি। বলাৎকার। জুহোত্যাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ জহর্ত্তি।

হৃচ্ছয় (পুং) হৃদি শেতে ইতি শী (অধিকরণে শেতে। পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্। ১ কামদেব। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ হৃদয়শায়ী; যিনি হৃদয়ে শয়ন করেন।

"জগৎপতিরনির্দ্দেশঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ।
হৃচ্ছায়ঃ সর্ব্বভূতানাং জ্যেষ্ঠো রুদ্রাদপি প্রভুঃ॥"(ভারত ১৩।৮৫।১৭)

হৃচ্ছূল (ক্লী) হৃদয়জাতং শূলমিতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। হৃদয়জাত শূলরোগ, হৃদয়ে যে শূল হয়। হৃদয়, পার্শ্ব ও বস্তি প্রভৃতি স্থানে শূলরোগ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"কফপিত্তাবরুদ্ধস্তু মারুতো রসবর্দ্ধিতঃ।
হৃদয়স্থঃ প্রকুপতে শূলমুচ্ছ্বাসরোধকঃ।
স তচ্ছূল ইতি খ্যাতো রস মারুতকোপজঃ॥" (মাধবনি°)

বায়ু, কফ ও পিত্ত কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ এবং রস দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া উচ্ছ্বাসের অবরোধক হৃদয়দেশে শূলরোগ উৎপাদন করে, এই শূলরোগ হৃচ্ছূল নামে অভিহিত হয়। এই শূল অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। [ইহার বিশেষ বিবরণ শূলরোগ শব্দে দেখ] গরুড়পুরাণ ১৮৯ অধ্যায়ে ইহার চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হৃচ্ছোক (পুং) হৃদয়ের শোক।

হৃচ্ছোষ (পুং) হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শোষ।

হৃজ্জু (ত্রি) হৃদয়াজ্জায়তে জন-ড, হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়-জাত, যাহা উদয় হইতে জন্মে।

হৃণিয়া (স্ত্রী) হৃণীয়তে ইতি হৃণীঙ্ কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, ততঃ অঃ, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। হৃণীয়া, নিন্দা, তিরস্কার। (রায়মুকুট)

হৃণীয়া (স্ত্রী) হৃ-ণীঙ্ কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, অঃ, টাপ্। নিন্দা। (অমর)

হৃৎ (ক্লী) হরতি হ্রিয়তে ইতি হৃ (বৃহ্রোঃ যুক্হুক্ চেতি। উণ্ ৪।১০০) ইতি বাহুলকাৎ কেবলাদপি হুক্। ১ হৃদয়, বক্ষঃস্থল।

'চিত্তস্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ।' (অমর)

(ত্রি) হরতীতি হৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। ২ হরণকারী, যিনি হরণ করেন।

হৃত (ত্রি) হৃ-ক্ত। যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, কৃতহরণ, যাহা অপহৃত হইয়াছে, অপহৃত বস্তু।

হৃতি (স্ত্রী) হৃ-ক্তিন্। হরণ।

হৃৎকম্প (পুং) হৃদয়স্য কম্পঃ হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়-কম্পন। বুক কাঁপা।

হৃত্তাপ (পুং) হৃদয়স্য তাপঃ। হৃদয়ের উত্তাপ।

হৃৎপঙ্কজ (ক্লী) হৃদয়স্থিতং পঙ্কজং। হৃদয়স্থিত পদ্ম। হৃদয়-দেশে ষড়্দল একটী পদ্ম আছে। হৃদয় রূপ পদ্ম।

হৃৎপীড়ন (ক্লী) হৃদয়স্য পীড়নং হৃদাদেশঃ। হৃদয়দেশের পীড়ন, বক্ষঃস্থলে পীড়ন।

হৃৎপীড়া (স্ত্রী) হৃদয়স্য পীড়া। হৃদ্রোগ, হৃদয়ের রোগ, বক্ষঃ-স্থলের পীড়া।

হৃৎপুণ্ডরীক (ক্লী) হৃৎপদ্ম, হৃদয়রূপ পদ্ম।

হৃৎপুষ্কর (ক্লী) হৃদয়রূপ পদ্ম।

হৃৎপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) হৃদি প্রতিষ্ঠা স্থিতির্যস্য। হৃদয়স্থিত, হৃদয়ে যাহার অবস্থান, মন হৃৎপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ মন হৃদয়ে অবস্থিত আছে। "হৃৎ প্রতিষ্ঠং যদজিরং" (শুক্লযজু° ৩৪।৬) 'হৃৎপ্রতিষ্ঠং হৃদি প্রতিষ্ঠা স্থিতির্যস্য তৎ হৃদ্যেব মন উপলভ্যতে' (মহীধর)

হৃৎপ্রিয় (ত্রি) হৃদয়স্য প্রিয়ঃ হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের প্রিয়, অন্তরের সহিত প্রিয়, হৃদয়ের বন্ধু।

হৃৎস্তম্ভ (পুং) হৃদয়স্তম্ভন।

হৃদ্ (ক্লী) হৃ বাহুলকাৎ দ্বাক্। ১ হৃদয়। ২ মনঃ। (অমর)

হৃদংসনি (ত্রি) হৃদয়ের সংভক্তা। "য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ" (ঋক্ ৬।৬১।১৪) 'হৃদংসনিঃ হৃদয়স্য সংভক্তা' (সায়ণ)

হৃদয় (ক্লী) হ্রিয়তে বিষয়ৈরিতি হৃ (বৃহ্রোঃ যুগ্ দুকৌ চ। উণ্ ৪।১০০) ইতি কয়ন্ দুক্ চ। বক্ষঃস্থল, বুক, মনঃ, চেতনাস্থান।

'উরস্যাপি চ বুক্কায়াং হৃদয়ং মানসেঽপি চ।' (ত্রিকা°)

অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন,—বুক্ক, অগ্রমাংস, হৃদয় ও হৃদ্ এই চারিটীই হৃদয়পর্য্যায়ক, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, বুক্ক, হইতে পৃথক্ হৃদয়ের অন্তর্গত পদ্মাকার মাংসবিশেষ আছে, তাহাকেই হৃদয় কহে।

"বুক্কাগ্রমাংসহৃদয়ং হৃদিতি, চত্বারি হৃদয়ে। কেচিত্তু বুক্কাৎ পৃথগেব হৃদয়ান্তর্গতে মাংসবিশেষে হৃদয়াদিদ্বয়মাহুঃ।" (ভরত)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, হৃদয় অধোমুখ পদ্মের ন্যায় অবস্থিত, এই পদ্ম যখন বিকশিত হয়, জীব তখন জাগ্রত হয় এবং ইহার নিমীলিত অবস্থায় জীবের নিদ্রা হইয়া থাকে। হৃদয়ই চেতনাস্থান। প্রাণবহা ধমনীসকল ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

"পুণ্ডরীকেন সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং।

জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতশ্চ নিমীলতি॥" (শারীরস্থা° ৪ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, হৃদয় অর্থাৎ বক্ষঃ চতুর্থ অঙ্গ। এই অঙ্গে পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই দুইটী করিয়া স্তন থাকে। কিন্তু নারীগণের স্তনদ্বয় যৌবনে স্থূলতর হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতা নারীগণের স্তনদ্বয় স্তন্যপূর্ণ হইয়া থাকে। এই বক্ষঃস্থলে হৃদয় অবস্থিত। সুতরাং ইহা বক্ষের একটী উপাঙ্গ। এই উপাঙ্গ অধোমুখে থাকিয়া জাগ্রত অবস্থায় পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত থাকে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুদ্রিত হয়। ইহা জীবগণের উৎকৃষ্ট চেতনাস্থান, একারণ ইহা তমোগুণ দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইলে প্রাণিসমূহ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে, হৃদয়কে উৎকৃষ্টচেতনার স্থান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত শরীর চেতনাস্থান হইলেও হৃদয়ই সর্ব্বপ্রধান; কারণ ইহার উপঘাতে জীবের মৃত্যুসঙ্ঘটিত হয়।

হৃদয়, মহৎ ও অর্থ এই তিনটী হৃদয়ের পর্য্যায়।

এই হৃদয়ে দশটী ধমনী আছে। ধমনীসকল মহামূলা ও মহাফলা। ছয় অঙ্গ, অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও মধ্যদেহ, বিজ্ঞান, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও রসনা এই পঞ্চেন্দ্রিয়, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ ও রস এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, সহন, আত্মা, মনঃ ও মনোবিষয় এই সকলই হৃদয়সংস্থিত। গৃহের আড়া যেমন গৃহাচ্ছাদনসাধ্য কাষ্ঠসমূহের আশ্রয়, সেইরূপ হৃদয়ও ষড়ঙ্গাদি পদার্থসমূহের অবলম্বন। হৃদয় আহত হইলে মূর্চ্ছা হয়, হৃদয় ভিন্ন হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কারণ জীবাত্মা স্পর্শ-জ্ঞান, অর্থাৎ যিনি স্পর্শন দ্বারা সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু অবগত হন, এবং শরীর ধারণ হেতু ধারি নামে অভিহিত, সেই জীবাত্মাই হৃদয়ে অবস্থিত। এই জন্যই হৃদয় আহত হইলে মূর্চ্ছা এবং হৃদয় ভিন্ন হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

জীবাত্মা শরীরের অন্যান্য স্থানেও আছে। কিন্তু তাহা

শরীর ধারণে বা জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে প্রধান নহে। যে হেতু তত্তৎস্থানের উপঘাতেও শরীর-ধারণ ও জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায়। কিন্তু হৃদয়ের উপঘাতে শরীররক্ষা ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হৃদয়ই জীবাত্মার প্রধান আশ্রয়।

আবার শ্রেষ্ঠ ওজঃ পদার্থও হৃদয়াশ্রিত, এবং চৈতন্য ও হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয় এইরূপ মহৎগুণবিশিষ্ট বলিয়া ইহা মহৎ ও অর্থ নামে অভিহিত। হৃদয়দেশে যে দশটী ধমনীসংলগ্ন আছে, তাহাদের নাম মহামূলা ও মহাফলা। হৃদয়ই এই ধমনী সকলের মূল বলিয়া মহামূল, এবং হৃদয়স্থিত ধমনী সকল ওজোবহনপূর্ব্বক শরীরের সর্ব্বস্থানে বিসর্পিত হয়। ওজঃপদার্থ দ্বারা প্রাণিগণ সন্তর্পিত হইয়া জীবিত থাকে ও ওজঃপদার্থের অভাবে জীবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইত্যাদি রূপে ওজোবহন করে বলিয়া ইহার মহাফলা নাম হইয়াছে।

(চরকসূত্রস্থা° ৩ অ°)

তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌চক্রভেদ-স্থলে লিখিত আছে যে, হৃদয়দেশে অনাহত নামে দ্বাদশদল একটী পদ্ম এবং এই পদ্মের দ্বাদশ দলে ব, ভ, ম, য, র, ল, ড, ফ, ক, ট, হ, ক্ষ এই ১২টী অক্ষর আছে—

"আধারে লিঙ্গনাভৌ দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে
দ্বে পত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।
বাসান্তে বাদিলান্তে ডফকটসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হক্ষৌ কোদণ্ডমধ্যে সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥"(ষট্‌চক্রভে°)

হৃদয়ের শুভাশুভ লক্ষণ—সমোন্নত, মাংসল ও পৃথু হৃদয়ই শুভজনক এবং খরলোম ও শিরাল হৃদয় অশুভ।

"সমোন্নতঞ্চ হৃদয়মকম্প্যং মাংসলং পৃথু।
নৃপাণামধমানাঞ্চ খরলোমশিরালকং॥" (গরুড়পু° ৬৬° অ°)

হৃদয়ক্লম (পুং) হৃদয়ের ক্লান্তি।

হৃদয়গ্রন্থি (পুং) হৃদয়স্থ গ্রন্থিরিব অবিদ্যাসম্বন্ধেন দুর্ম্মোচ্যত্বাৎ। হৃদ্বন্ধ, হৃদয়ের বন্ধন। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥" (ভাগবত ১।২।২১)

হৃদয়গ্রাহ (পুং) মনোহর।

হৃদয়গ্রাহিন্ (ত্রি) হৃদয়ং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণিনি। মনোহারী।

হৃদয়ঙ্গম (ক্লী) হৃদয়ং গচ্ছতীতি গম-খচ-মুম্‌চ। ১ যুক্তিযুক্ত বাক্য, পর্য্যায়—সঙ্গত। (অমর) (ত্রি) ২ হৃদয়গত, হৃদ্য, মনোগত। ৩ উপযুক্ত। ৪ মনোহর। "ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ।" (কুমার ২।১৬) 'হৃদয়ঙ্গমাঃ মনোহরাঃ' (মল্লিনাথ)

হৃদয়চ্ছিদ্ (ত্রি) হৃদয়ং ছেত্তি ছিদ্-ক্বিপ্। হৃদয়চ্ছেদকারী, হৃদয়বিদারক, হৃদয়নাশক।

হৃদয়জ (ত্রি) হৃদয়াজ্জায়তে ইতি জন-ড। হৃদয় হইতে জাত, যাহা অন্তঃকরণ হইতে জন্মে।

হৃদয়জ্ঞ (ত্রি) হৃদয়ং জানাতীতি জ্ঞা-ক। যিনি হৃদয় জ্ঞাত আছেন, হৃদ্‌গত ভাব যিনি জ্ঞাত আছেন।

হৃদয়চর (পুং) কফজ কৃমিভেদ। (চরক বি° ৭ অ°)

হৃদয়দাহিন্ (ত্রি) হৃদয়ং দহতীতি দহ-ণিনি। হৃদয়ের দাহজনক, হৃদয়পীড়ক।

হৃদয়নগর, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলাজেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। প্রায় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হৃদয় শাহ এই নগর স্থাপন করেন। এখানে বঞ্জারনদীর তীরে প্রতিবর্ষে একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহাতে নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হইয়া থাকে।

হৃদয়নাথ শর্ম্মন্, মিথিলাবাসী একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত।

হৃদয়নারায়ণদেব, জটাদুর্গবাসী একজন সামন্তরাজ। ইনি 'হৃদয়প্রকাশ' নামে একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন।

হৃদয়পীড়া (স্ত্রী) হৃদয়স্য পীড়া। হৃদয়ের পীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদয়পুণ্ডরীক (ক্লী) হৃদয়স্থং পুণ্ডরীকং। হৃৎপদ্ম।

হৃদয়প্রিয় (ত্রি) হৃদয়স্য প্রিয়ঃ। অতিশয় প্রিয়, যিনি অন্তঃকরণের সহিত প্রিয়।

হৃদয়রাম, ঈশাবাস্যোপনিষচ্চন্দ্রিকা নামে ঈশোপনিষদের ভাষ্যরচয়িতা।

হৃদয়রাম মিশ্র, রসরত্নাকরভাষ্যরচয়িতা।

হৃদয়রোগ (পুং) হৃদয়স্য রোগঃ। হৃদ্রোগ। হৃদয়ের পীড়া। [হৃদ্রোগ শব্দ দেখ]

হৃদয়বৎ (ত্রি) হৃদয়মস্যাস্তীতি মতুপ্ মস্য বঃ। হৃদয়ালু, প্রশস্ত হৃদয়।

হৃদয়বৃত্তি (স্ত্রী) হৃদয়স্য বৃত্তিঃ। হৃদয়ের বৃত্তি, অন্তঃকরণের বৃত্তি।

হৃদয়ব্যাধি (পুং) হৃদয়স্য ব্যাধিঃ। হৃদয়পীড়া, হৃদয়ের রোগ।

হৃদয়শাহ বা হৃদয়সিংহ, বুন্দেলা-অধিপতি ছত্রশালের পুত্র। ইনি নিজ নামানুসারে প্রায় ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হৃদয়নগর পত্তন করেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি গড়াকোট অধিকার করেন। [গড়াকোট ও ছত্রশাল দেখ।] ইনি বহু হিন্দীকবির প্রতিপালক ছিলেন।

হৃদয়শূল (ক্লী) হৃদয়স্য শূলং। হৃচ্ছূল, হৃদয়জাত শূলরোগ। [শূলরোগ দেখ।]

হৃদয়শোক (পুং) হৃদয়স্য শোকঃ। হৃচ্ছোক, হৃদয়ের শোক।

হৃদয়সন্ধি (পুং) হৃদয়গত সন্ধি।

হৃদয়স্থ (ত্রি) হৃদয়ে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। হৃদয়স্থিত, যাহা হৃদয়ে থাকে।

হৃদয়স্থান (ক্লী) হৃদয়স্য স্থানং। বক্ষঃস্থল। পর্য্যায়—ক্রোড়, উরঃ, বক্ষঃ, বৎস। ভুজান্তর। (হেম)

হৃদয়স্পৃশ্ (ত্রি) হৃদয়ং স্পৃশতি স্পৃশ্-ক্বিপ্। হৃদয়স্পর্শকারী, যাহা হৃদয়স্পর্শ করে।

হৃদয়হারিন্ (ত্রি) হৃদয়ং হরতীতি হৃ-ণিনি। মনোহারী, মনোজ্ঞ।

হৃদয়াকাশ (পুং) হৃদয় রূপ আকাশ।

হৃদয়াত্মন্ (পুং) হৃদয়মেব আত্মা প্রধানদেহভাগো যস্য। কঙ্কপক্ষী।

হৃদয়াদক (পুং) কফজ কৃমি। (নিদান)

হৃদয়ানুগ (ত্রি) হৃদয়মনুগচ্ছতীতি গম-ড। মর্ম্মজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যালঙ্কার, জ্যোতিঃসাগরসংগ্রহরচয়িতা।

হৃদয়াভরণ, একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। কালিদাসের পুত্র, দেবদাস ও শঙ্করের ভ্রাতা। ইনি গীতগোবিন্দ-তিলকোত্তম নামে গীতগোবিন্দটীকা রচনা করেন।

হৃদয়ারাম, শ্রৌতসিদ্ধান্তরচয়িতা।

হৃদয়াময় (পুং) হৃদয়স্য আময়ঃ। হৃদয়পীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদয়ালু (ত্রি) প্রশস্তহৃদয়মস্যাস্তীতি হৃদয় (হৃদয়াচ্চালুরন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১২২) ইতি কাশিকোক্তেরালুঃ। প্রশস্তমনাঃ, পর্য্যায়—সুহৃদয়, সহৃদয়, হৃদয়ী, হৃদয়িক, হৃদয়বান্, চিদ্রূপ। (জটাধর) যাহাদের হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ অতি প্রশস্ত।

হৃদয়িক (ত্রি) প্রশস্তহৃদয়মস্যাস্তীতি হৃদয়-ঠন্। হৃদয়ালু, প্রশস্তমনাঃ।

হৃদয়িন্ (ত্রি) প্রশস্তং হৃদয়মস্যাস্তীতি ইনি। প্রশস্তমনাঃ, হৃদয়বান্।

হৃদয়েশ (পুং) হৃদয়স্য ঈশঃ। ভর্ত্তা, স্বামী। পর্য্যায়—সেক্তা, পতি, বর, বিবোঢ়া, রমণ, ভোক্তা, রুচ্য, বরয়িতা, ধব। (হেম)

হৃদয়েশ্বর (পুং) হৃদয়স্য ঈশ্বরঃ। পতি, স্বামী।

হৃদয়েশা (স্ত্রী) হৃদয়স্য ঈশা। ভার্য্যা, পত্নী।

> 'প্রেয়সী দয়িতা কান্তা প্রাণেশা বল্লভা প্রিয়া।
> হৃদয়েশা প্রাণসমা প্রেষ্ঠা প্রণয়িনী চ সা॥' (হেম)

হৃদয়ৌপশ (পুং) হৃদয়স্থিত মাংস "ভসজ্জীভূতান্ হৃদয়ৌপশেনান্তরীক্ষং" (শুক্লযজু° ২৫।৮) 'হৃদয়ৌপশেন হৃদয়ে উপশেতে হৃদয়ৌপশং হৃদয়স্থং মাংসং তেন' (মহীধর)

হৃদয্য (ত্রি) হৃদয় ভবার্থে যৎ। হৃদয়ভব, যাহা হৃদয়ে হয়। "শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়া কূত্যা" (ঋক্ ১০।১৫১।৪) 'হৃদয্যয়া হৃদয়ে ভবা হৃদয্যা' (সায়ণ)

হৃদাময় (পুং) হৃদয়স্য আময়ঃ, হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের আময়, হৃৎপীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদাবর্ত্ত (পুং) হৃদয়স্থিত আবর্ত্ত। অশ্বহৃদয়াবর্ত্ত। পর্য্যায়—শ্রীবৃক্ষক। (ত্রিকা°)

হৃদি (ক্লী) হৃদ্, হৃদয়। (ঋক্ ৬।৫৩।৬) হৃদয় শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'হৃদি' এইরূপ পদ হয়, কিন্তু ইহার অর্থ হৃদয়েতে।

হৃদিক (পুং) কৃতবর্ম্মার পিতা। (ভারত)

হৃদিকা (স্ত্রী) কৃপাচার্য্যের মাতা।

হৃদিকাসুত (পুং) হৃদিকায়াঃ সুতঃ। হৃদিকার পুত্র কৃপাচার্য্য।

হৃদিনী (স্ত্রী) হ্রদিনী, নদী।

হৃদিশয় (ত্রি) হৃদি হৃদয়ে শেতে শী-অচ্, সপ্তম্যা অলুক্। হৃদয়ে শয়নকারী।

হৃদিস্থ (ত্রি) হৃদি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। হৃদয়স্থিত।

হৃদিস্পৃশ (ত্রি) হৃদি হৃদয়ে স্পৃশতীতি স্পৃশ-কিন্ (হৃদ্দ্যুভ্যাং ঙেঃ। পা ৬।৩।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকাৎ অলুক্সমাসঃ। হৃদ্য, মনোহর, মনোরম।

> "যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
> জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥"
>
> (ভাগবত ৫।১৪।৪৩)

হৃদিস্পৃশ (ত্রি) হৃদি স্পৃশতীতি স্পৃশ-অচ্। হৃদ্য, মনোহর।

হৃদীক (পুং) কৃতবর্ম্মার পিতা। যাদবভেদ। (ভাগবত ১।১৪।২৮)

হৃদুৎক্লেদ (পুং) হৃদয়স্য উৎক্লেদঃ। হৃদয়ের উৎক্লেদ। (সুশ্রুত)

হৃদ্গ (ত্রি) হৃদয়ং গচ্ছতীতি গম-ড। হৃদ্গত, যাহা হৃদয়ে গমন করে।

> "হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।" (মনু ২।৬২)

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বা দেবপূজাদিতে যে আচমন করেন, এই আচমনের জল হৃদ্গা অর্থাৎ হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে পবিত্র হইয়া থাকেন।

হৃদ্গত (ত্রি) হৃদয়ং গতঃ প্রাপ্তঃ দ্বিতীয়াতৎ, হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়গত, হৃদয়গামী, যাহা হৃদয়ে গমন করিয়াছে।

হৃদ্গদ (পুং) হৃদয়স্য গদঃ। হৃৎপীড়া, হৃদ্রোগ, হৃদয়ের ব্যামোহ।

হৃদ্গোল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (পা° ৪।৩।৯১)

হৃদ্গোলীয় (পুং) হৃদ্গোলঃ সোঽভিজনোঽস্যাস্তীতি। পিত্রাদিক্রমে হৃদ্গোলপর্ব্বতনিবাসী।

হৃদ্গ্রন্থ (পুং) হৃদ্ব্রণ, বিদ্রধিরোগ, হৃদয়েরব্রণ।

হৃদ্গ্রন্থি (পুং) বিদ্রধিরোগ।

হৃদ্গ্রহ (পুং) হৃৎপীড়া।

হৃদ্দাহ (পুং) হৃদয়স্য দাহঃ হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের দাহ, হৃদয়ের জ্বালা, অন্তঃকরণের জ্বালা।

হৃদ্দার (ক্লী) হৃদেব হৃদয়মেব দ্বারং। হৃদয়রূপ দ্বার।

হৃদ্ধাত্রী (স্ত্রী) হিতাবল্লী লতা। (বৈদ্যকনি°)

হৃদ্ধিত (ত্রি) হৃদয়স্য হিতঃ। হৃদয়ের হিতকর।

হৃদ্ভেদ (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

হৃদ্য (ক্লী) হৃদয়স্য প্রিয়ং মনোজ্ঞত্বাৎ হৃদয় (হৃদয়স্য হৃল্লেখ যদণ্লাসেষু। পা ৬।৩।৫০) ইতি যৎ হৃদাদেশশ্চ। ১ গুড়ত্বক্।

(শব্দারত্না°) (পু) ২ জীরক। ২ বশকৃদ্ বেদমন্ত্র। (ত্রি) ৩ মনোজ্ঞ, মনোহর। ৪ হৃজ্জ। ৫ হৃদ্বিত। ৬ হৃৎপ্রিয়।

"ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।

হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীণি চ॥" (মনু ৩।২২৭)

হৃদ্যগন্ধ (ক্লী) হৃদ্যো গন্ধোঽস্য। ১ ক্ষুদ্র জীরক, সূক্ষ্ম জীরক। ২ সৌবর্চ্চল লবণ। ৩ কাচলবণ। (পুং) ৪ বিল্ববৃক্ষ।

হৃদ্যগন্ধা (স্ত্রী) হৃদ্যগন্ধ-টাপ্। ১ জাতীপুষ্পলতা। ২ অজমোদা।

হৃদ্যগন্ধি (ক্লী) হৃদ্যো গন্ধোঽস্য ইৎ সমাসান্তঃ। ক্ষুদ্রজীরক, ক্ষুদ্র জীরে। (রত্নমালা)

হৃদ্যবর্গ (পুং) হৃদয়-হিতকর মহাকষায়বর্গ। এই বর্গ যথা—আম্র, আমড়া, শেয়াকুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গ লেবু এই দশটী কষায় হৃদয়ের হিতকর, এই জন্য ইহা হৃদ্যবর্গ। (চরকসূত্রস্থা° ৪অ°)

হৃদ্যতা (স্ত্রী) হৃদ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রণয়, প্রেম, সদ্ভাব, সখ্যতা।

হৃদ্যা (স্ত্রী) হৃদ্-যৎ-টাপ্। ১ বৃদ্ধি নামক ঔষধি। ২ সল্লকী-বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ নাগবল্লী, চলিত পাণ। ৪ জীরকবৃক্ষ। ৫ শতপত্রীপুষ্প। চলিত সেউতী ফুল। ৬ মুরামাংসী।

হৃদ্রুজ (স্ত্রী) হৃদয়স্য রুক্ হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়ের পীড়া, হৃদ্রোগ।

হৃদ্রোগ (পুং) হৃদয়স্য রোগঃ, হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। হৃদয়-পীড়া, হৃদয়ের রোগ। ইহার লক্ষণ—

"অত্যুষ্ণগুর্ব্বম্লকষায়তিক্তৈঃ শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ।

সঞ্চিন্তনৈর্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ॥

দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ঙ্গতাঃ।

হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগন্তং প্রচক্ষতে॥" (মাধবনিদান)

অতিশয় উষ্ণ দ্রব্যসেবন, অতি গুরুপাক, এবং কষায় ও অতিশয় তিক্তরসভোজন, অত্যন্ত পরিশ্রম, বক্ষঃস্থলে আঘাত-প্রাপ্তি, পূর্ব্বের আহার উত্তমরূপে জীর্ণ না হইলে পুনর্ব্বার ভোজন, অধ্যশন, মলমূত্রের বেগধারণ এবং অতিশয় চিন্তা এই সকল কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল সময়ে হৃদয়বেদনা এবং বুক্ ধক্ ধক্ করা এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত কারণে দোষ সকল দূষিত হইয়া হৃদয়দেশে গমন করে এবং তাহাতে রস দূষিত হয়, এই রস দূষিত হইয়া হৃদয়দেশে বিবিধ বেদনা উৎপাদন করে, এই জন্য ইহাকে হৃদ্রোগ কহে। এই হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ এবং ক্রমিজ।

বাতজ লক্ষণ—যে স্থলে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদ্রোগ উৎপাদন করে, তথায় হৃদয়ে আকর্ষণবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, দণ্ড-দ্বারা মন্থনবৎ বেদনা, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধাকরণ বা স্ফুটিতের ন্যায় বেদনা, অথবা কুঠার দ্বারা পাটিত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা ইহা বাতজ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বায়ু কুপিত হইয়া এই রোগ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজ—যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে তথায় হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা. কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমনের ন্যায় অনুভব, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মুখশোষ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ লক্ষণ—শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া এই রোগ হইলে শরীর ভারবোধ অর্থাৎ হৃদয় দুষ্ট কফ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত থাকায় হৃদয়ের গুরুত্ব, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ত্রিদোষজ লক্ষণ—ত্রৈদোষিক হৃদ্রোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ কুপিত হইয়াই উক্ত রোগ উৎপাদন করে, সুতরাং ঐ তিন দোষের লক্ষণসমূহ মিলিত হইয়া বা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পায়।

ক্রমিজ লক্ষণ—উক্ত ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইবার পর যদি তিল, দুগ্ধ ও গুড় প্রভৃতি ক্রিমিজনক দ্রব্য সেবন করে, তাহার হৃদয়ের এক দেশে কোন এক স্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, এজন্য ভুক্ত দ্রব্যের সারভূত রস উত্তর ধাতুতে পরিণত হইতে পারে না এবং তাহা হইতে ক্লেদ ও রস নির্গত হইতে থাকে, এবং সেই ক্লেদাদি হইতে ক্রমি উৎপন্ন হয়, এই সকল ক্রমি হৃদ্রোগ উৎপাদন করে এবং ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। এই রোগে হৃদয়ে তীব্র বেদনা, সূচীবেধবৎ যাতনা, কণ্ডু, বমনবেগ, মুখ দিয়া কফস্রাব, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গীরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষুদ্বয়ের শ্যাববর্ণতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃদ্রোগে ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম ও শোষ এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে বিশেষ সাব-ধানতার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক। নচেৎ ইহাতে রোগী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ত্রিদোষজ ও ক্রমিজ হৃদ্রোগই বিশেষ কষ্টসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ, অথবা গুড়ের পানার সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, শঠী ও পুষ্করমূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা বিনষ্ট হয়। হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দগ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, পরে গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে অতি কষ্টকর হৃদ্বেদনা ও পৃষ্ঠ-বেদনা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গোধূম ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ত্বকচূর্ণ, তৈল, ঘৃত ও গুড়ের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে সর্ব্ব প্রকার হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। গোধূম এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ

ছাগদুগ্ধ ও গব্য ঘৃতের সহিত পাক করিয়া মধু ও চিনি-সংযোগে পান করিলে সকল প্রকার হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ঘৃত ৪ সের, অর্জ্জুনবৃক্ষের কল্ক এক সের, এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের রস ১৬ সের, ইহা দ্বারা ঘৃতপাকের বিধানে ঘৃত পাক করিয়া এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে এই রোগ বিনষ্ট হয়। গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু এক সের এবং ক্বাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে ও অর্জ্জুনছাল মিলিত সার বারসের, জল একমণ ২৪ সের, ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে হৃদ্রোগাধিকারে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ঔষধাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, কতিপয় মুষ্টিযোগ লিখিত হইল—

বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগীকে তৈল ও সৈন্ধব লবণাদির সহিত দশ-মূলের ক্বাথে মদনফলাদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বমন করাইবে। অচিরজাত হৃদ্রোগে লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বায়ুর অধিক প্রবলতা থাকিলে লঙ্ঘন অবিধেয়। এই রোগে বিরেচনের বিধিও আছে।

অগ্রে বমনাদি দ্বারা রোগীর দেহশুদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ পিপুল, এলাচি, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঁঠ ও বন-যমানী, এই সকল চূর্ণ করিয়া লেবুর রস, কাঁজি, কুলথ যূষ, দধি, মস্তু, আসব বা উপযুক্ত স্নেহ পদার্থের সহিত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। উষ্ণ শুণ্ঠীক্বাথ পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া এই রোগ নাশ হয়।

পৈত্তিক হৃদ্রোগে গাম্ভারীফল, ও যষ্টিমধু অৰ্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধু, চিনি ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া এবং তাহার সহিত মদনফলের চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া রোগীকে বমন করাইবে। তৎপরে মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধঘৃত কষায় ও পিত্তজ্বরোক্ত ঔষধ সকল ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত। এই রোগে শীতল প্রলেপ ও বিরেচন ব্যবস্থেয়। বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন করিয়া দ্রাক্ষা, চিনি, মধু, পরুষফলের সহিত পিত্তনাশক অন্ন-পানীয় প্রদান করিতে হয়। চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু বা কটকী পেষণ করিয়া সেবন করিবে। অর্জ্জুনছাল, চিনি, স্বল্প পুষ্করমূল বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমছালের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং ইহাতে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘনব্যবস্থেয়। ইহাতে দোষত্রয়ের শান্তিকর অন্নপানাদিপ্রদান এবং দোষবিশেষে প্রবলতা, হীনতা বা মধ্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক। কুড়চূর্ণ মধুরসহিত অবলেহন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। গোধূমচূর্ণ একভাগ, অর্জ্জুন-ছালচূর্ণ ১ ভাগ, গুড় ২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া অল্পমাত্রায় তিলতৈল ও ঘৃতসংযুক্ত এবং উহার সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

গোধূমচূর্ণ এক ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ ভাগ, ছাগী-দুগ্ধ ৪ ভাগ, ঘৃত ও চিনি কিয়ৎপরিমাণে দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে প্রবল হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। হিঙ্গু, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচল লবণ, পুষ্করমূল, প্রত্যেকের চূর্ণ সম-ভাগে মিশ্রিত করিয়া যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। দশমূলের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ২ মাষা ও যবক্ষার ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান; আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতামূল, ত্রিকটু ত্রিফলা, শটী, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িমছাল ও টাবালেবুর মূল, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া সুখোষ্ণ জল বা মস্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে প্রথমে তিন দিন দধি ও তিলপিষ্টক-সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসান্ন ভোজন করাইয়া চাতুর্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত সৈন্ধব, জিরা, চিনি ও অধিক বিড়ঙ্গবিশিষ্ট বিরেচক পান করাইবে। পরে ধান্যাম্ল অনুপান করা কর্ত্তব্য। বিড়ঙ্গ কুড়চূর্ণের সহিত গোমূত্র পান করিলে ক্রিমি সকল অধঃপতিত হয়। তৎপরে বিড়ঙ্গযুক্ত যবান্ন সেবন বিধেয়। হরীতকী ৫০টী সচললবণ ২ পল, এই উভয়ের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত, বলাদ্যঘৃত, অর্জ্জুনঘৃত, ককুভাদিচূর্ণ, কল্যাণসুন্দর-রস, চিন্তামণিরস, হৃদয়ার্ণবরস, বিশ্বেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে হিতকর। (ভৈষজ্যরত্না° হৃদ্রোগাধি°)
বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতিও এই রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই রোগে পথ্যাপথ্য—কোন উপসর্গ না থাকিলে বাত-ব্যাধির ন্যায় পথ্যসমূহ ভক্ষণ করা উচিত। বক্ষোবেদনায় রক্তপিত্ত ও কাসরোগের ন্যায় পথ্য সেবন করিতে হয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—রূক্ষ বা অন্যান্য বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যভোজন, উপবাস, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অগ্নি বা আতপসেবন ও মৈথুন এই রোগে বিশেষ অনিষ্টজনক। (গরুড়পুরাণ ১৫৮ অঃ)

হৃদ্রোগবৈরিন্ (পুং) হৃদ্রোগস্য বৈরী। অর্জ্জুনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

হৃদ্রোগিন্ (ত্রি) হৃদ্রোগোঽস্যাস্তীতি ইনি। হৃদ্রোগবিশিষ্ট।

হৃদ্বণ্টক (পুং) হৃদো বণ্টকঃ। জঠর। আমাশয়।

হৃদ্বোধ (পুং) হৃদি বোধঃ। হৃদয়ে বোধ, জ্ঞান, বিশেষরূপ অবগত হওয়া।

হৃদ্ব্রণ (পুং) হৃদি ব্রণঃ। বিদ্রধিরোগ, হৃদয়ে ব্রণ।

হৃন্মন্ত্র (পুং) মন্ত্রভেদ।

হৃন্মোহ (পুং) হৃদয়স্য মোহঃ। হৃদয়ের মোহ। হৃদয়ে আঘাত বা হৃদয় তমোদ্বারা আক্রান্ত হইলে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

হৃল্লক্ষ্মী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রতুলসী। (বৈদ্যকনি°)

হৃল্লাস (পুং) হৃদয়স্য লাসোঽত্র। উপস্থিত বমনের ন্যায় উৎক্লেশ। (ভাবপ্র°) ২ হিক্কারোগ। 'হিক্কা হেক্কা চ হৃল্লাস প্রতিস্যায়স্তু-পীনসঃ।' (হেম) [হিক্কা দেখ]

হৃল্লাসক (পুং) হৃল্লাস।

হৃল্লেখ (পুং) হৃদয়ং লিখতীতি অণ্ (হৃদয়স্য হৃল্লেখেতি। পা ৬।৩।৫০) ইতি হৃদাদেশঃ। ১ জ্ঞান। (রাজনি°) ২ তর্ক। (ত্রিকা°) ৩ বাহ্যসুখ। ৪ বাসনা। (নীলকণ্ঠ)

হৃল্লেখা (স্ত্রী) হৃল্লেখ অজাদিত্বাৎ টাপ্। ঔৎসুক্য। (হলায়ুধ)

হৃষ, হৃষ্টি, পরিতোষ। দিবাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হৃষ্যতি। লোট্ হৃষ্যতু। লিট্ জহর্ষ, জহৃষতুঃ। লুট্ হর্ষিতা, লৃট্ হর্ষিষ্যতি। লুঙ্ অহর্ষীৎ। হৃষ। ২ অলীক, মিথ্যাব্যবহার। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্ ক্তাবেট্, ক্তাচ্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হইয়া থাকে। লট্ হর্ষতি। লিট্ জহর্ষ। লুঙ্ অহর্ষীৎ। সন্ জিহীর্ষতি।

হৃষিত (ত্রি) হৃষ ক্ত বা ইট্। ১ বিস্মৃত। ২ প্রীত। ৩ প্রহত। ৪ হৃষ্টরোম। পুলকিত। (মেদিনী) ৫ প্রণত। ৬ বর্ম্মিত।

হৃষী (পুং) অগ্নি ও সোম। (ভারত)

হৃষীক (ক্লী) হৃষ্যতেঽনেনেতি হৃষ (অনিহৃষিভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪।১৭) ইতি ঈকন্। স চ কিৎ। বিষয়গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়।

> "ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
> যস্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ।" (ভাগবত ২।৬।৩২)

হৃষীকনাথ (পুং) বিষ্ণু।

হৃষীকেশ (পুং) হৃষীকাণামীশঃ। ১ বিষ্ণু। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমাত্মরূপে তিনি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশে আছে, এই জন্য তাহার নাম হৃষীকেশ। পুরাণশাস্ত্রমতে প্রীতিকর কিরণসমূহ যাহার আছে, তাহাকে হৃষীকেশ কহে। ইনি চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রমাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশো হৃষীকেশঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপকত্বাৎ পরমাত্মত্বাদ্বা, ইন্দ্রিয়াণি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা। ইতি শঙ্করাচার্য্যাঃ। পৌরাণিকাস্ত্বাহুঃ। হৃষ্টাঃ জগৎপ্রীতিকরাঃ কেশা রশ্ময়োঽস্য, হৃষীকেশঃ পৃষোদরাদিঃ। অয়ং হি সূর্য্যরূপশ্চন্দ্ররূপশ্চ। তথা চ মোক্ষধর্ম্মে সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ শশ্বৎ অংশুভিঃ কেশসংজ্ঞিতৈঃ। বোধয়ৎ স্বাপয়ংশ্চৈব জগদুৎক্তিষ্ঠতে পৃথক্। বোধনাৎ স্বাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ॥ অগ্নীসোমকৃতৈরেব কর্ম্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন। হৃষীকেশোঽহমীশানো বরদো লোকভাবনঃ॥"(ভরত)

চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণসমূহ কেশ নামে অভিহিত। এই কিরণসমূহ দ্বারা জাগরণ ও নিদ্রা হইয়া থাকে। এইরূপ জাগরণ ও নিদ্রা দ্বারা জগতের হর্ষণ হয়, বলিয়া আমি (বিষ্ণু) হৃষীকেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকি।

২ তীর্থবিশেষ। হিমালয়ের একটী উচ্চশৃঙ্গে অবস্থিত। বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান পুণ্যতীর্থ।

হৃষীকেশ্বর (পুং, হৃষীকাণামীশ্বরঃ। কৃষ্ণ, বিষ্ণু। (ভাগ°)

হৃষীবৎ (ত্রি) হর্ষযুক্ত, হৃষ্ট। হৃষীবতো বিশ্বেজুষন্তঃ। (ঋক্ ১।১২৩।৬) 'হৃষীবত আজ্যস্বীকারেণ হর্ষযুক্তস্য।' (সায়ণ)

হৃষ্ট (ত্রি) হৃষ-ক্ত। ১ প্রীত, সন্তুষ্ট, জাতহর্ষ, আনন্দিত, আহ্লাদিত। (অমর) ২ রোমাঞ্চিত, পুলকিত। ৩ প্রহসিত। ৪ বিস্মিত। (মেদিনী) ৫ প্রতিহত। (হেম) হৃষধাতু ক্ত প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়। ইহাতে হৃষ্ট ও হৃষিত এই দুইটী পদ হয়।

হৃষ্টমানস (ত্রি) হৃষ্টং মানসং যস্য। হৃষ্টচিত্ত। পর্য্যায়—হর্ষমাণ, বিকুর্ব্বাণ, প্রমনাঃ প্রীতিমানস। (শব্দরত্না°)

হৃষ্টরোমন্ (ত্রি) হৃষ্টানি রোমাণি যস্য। রোমাঞ্চিত, সঞ্জাতপুলক।

> "যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সঞ্জাতশূলবান্।
> বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছ্বসিতি তং জরো হন্তি মানবং॥" (নিদান)

হৃষ্টি (স্ত্রী) হৃষি-ক্তিন্। ১ আনন্দ, হর্ষ। ২ মান। (ধরণি°)

হে (অব্য°) হিনোতীতি হি বাহুলকাৎ ডে। ১ সম্বোধন। আহ্বান, পর্য্যায়—প্যাট, পাট্, অঙ্গ, হে, ভোঃ, হংহো, হংহো অরে, অয়ে, অয়ি। (ভরত) ২ অসূয়া।

হেঁচ্কী (দেশজ) হিক্কা, এই শব্দ হিক্কাশব্দের অপভ্রংশ।

হেঁট (দেশজ) ১ অধঃ। ২ নম্র।

হেঁটমুণ্ড (দেশজ) অধোমুখ।

হেঁড়ে (দেশজ) বড়, বৃহৎ।

হেঁড়েতাল (দেশজ) বড়তাল, ছোট ছোট যে তাল হয়, গোতাল, এই তাল পক্ক হইলে ইহার বর্ণ হরিদ্রার ন্যায় হয়। হেঁড়েতালের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহা তালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হেঁতাল (দেশজ) হিন্তাল, এই শব্দ হিন্তাল শব্দের অপভ্রংশ।

হেঁদলা (দেশজ) হিন্দোল, দোলন, দোলনা। শিশুদিগকে হেদ-

লায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ান হয়। শণের দড়ি বা পাটের দড়ি দিয়া সাধারণতঃ হেঁদলা প্রস্তুত হয়।

হেঁয়ালি (দেশজ) অস্পষ্টার্থ প্রশ্ন। কূটপ্রশ্ন।

হেকটৈয়স্, (Hekataios) সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক। ইনিই আপনার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ভারতের উল্লেখ করেন।

হেক্কা (স্ত্রী) হেক ইতি অব্যক্তশব্দং কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। হিক্কা।

হেকমৎ (আরবী) ১ জ্ঞান। ২ নৈপুণ্য। ৩ তৎপরতা।

হেকমতী (আরবী) ১ চতুর, কুশলী। ২ জ্ঞানী।

হেচ্‌কা (দেশজ) হিক্কা, হিক্কাশব্দের অপভ্রংশ।

হেট, বাধা, পীড়া। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হেটতি। লোট্ হেটতু। লিট্ জিহেট। লুট্ হেটিতা। লুঙ্ অহেটীৎ।

হেটমুখ (দেশজ) অধোমুখ।

হেঠ, ১ বাধা, পীড়া। ২ শাঠ্য। ভ্বাদি°, আত্মনে°, মতান্তরে উভয়প°, সক°, সেট্। লট্ হেঠতি তে। লিট্ জিহেঠ, জিহেঠে। লুট্ হেঠিতা। লুঙ্ অহেঠীৎ অহেঠিষ্ট। ণিচ হেঠয়তি। লুঙ্ অজিহেঠৎ।

হেঠ (পুং) হেঠ-ঘঞ্। ১ বাধা, পীড়া।

হেঠ (দেশজ Head শব্দের অপভ্রংশ) মস্তক, মাথা।

হেড়, অনাদর। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হেড়তে। লিট্ জিহেড়ে। লুঙ্ অহেড়িষ্ট।

হেড়জ (পুং) হেড়াদনাদরাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ক্রোধ।

হেড়ম্ব, বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত একটী দেশ, এখন কাছাড় নামে প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ও দেশাবলিবিবৃতির মতে, এই স্থান শ্রীহট্টের উত্তরে অবস্থিত। রণচণ্ডী দেবীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

হেড়স্ (স্ত্রী) ক্রোধ। "অবতে হেড়ো বরুণ নমোভিঃ" (ঋক্ ১।২৪।১৪) 'হেড়ঃ ক্রোধং' (সায়ণ)

হেড়াবুক্ক (পুং) অশ্ববিক্রয়কারী। (ত্রিকা°)

হেড্ডেশহরিহর, শিবাদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রকাশিকারচয়িতা।

হেতি (স্ত্রী) হন্তেহনয়েতি হন (উতিযূতিজূতিসাতিহেতি-কীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩।৩।৯৭) ইতি ক্তিন্ নিপাতিতশ্চ। ১ অস্ত্র। হিনোতি ইতি হি-ক্তিন্ নিপাতিতশ্চ। ২ সূর্য্যকিরণ। ৩ অগ্নিশিখা। ৪ শিখা। ৫ তেজোমাত্র। ৬ সাধন।

"সন্ধুঙ্‌নিযম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ।" (ভাগবত ২।৭।৪৭)

'কর্ত্তো ভেদঃ তন্নিরাসোঽকর্ত্তঃ তত্র হেতিং সাধনং' (স্বামী)

(পুং) ৭ অসুরবিশেষ। (ভাগবত ৬।১০।২০)

হেতিক (পুং) হেতি স্বার্থে কন্। হেতিশব্দার্থ।

হেতিমৎ (ত্রি) হেতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। হেতিযুক্ত। অস্ত্রবিশিষ্ট।

হেতু (পুং) হিনোতি ব্যাপ্নোতি কার্য্যমিতি হি (কমিমনিজনি-গাভাযাহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৩) ইতি তু। ১ কারণ, বীজ, মূল। ২ প্রয়োজন। ৩ ন্যায়মতে ব্যাপকজ্ঞাপক, যাহা দ্বারা ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞান হয়। নব্য ন্যায়ে হেতু, সাধ্য ও পক্ষেরই বিশেষ আলোচনা আছে। কোন বিষয়ের অনুমান করিতে হইলে হেতুর প্রয়োজন, হেতু ভিন্ন কোন বিষয়ই প্রমাণিত হয় না। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিমান্, পর্ব্বতে ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হয়, অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইহা প্রমাণ করিতে হইলে ধূম এই হেতু দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। যে কোন বিষয়েরই অনুমান করিতে হয়, তাহাতে হেতুর আবশ্যক। এই হেতু আবার সৎ ও অসদ্ভেদে দুই প্রকার। সদ্ধেতুর দ্বারাই অনুমান হয়, যে হেতু দ্বারা অনুমান সাধিত হয় না, তাহাকে অসদ্ধেতু কহে।

হেতুর অপর নাম লিঙ্গ। কারণ তদ্দ্বারা সাধ্য লিঙ্গিত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়। পক্ষে হেতু থাকে, ঐ হেতু দ্বারা সাধ্যের অনুমান হয়। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় বলিয়া পর্ব্বত পক্ষ। সিদ্ধির অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব পক্ষতা। অনুমিতির পূর্ব্বে পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় হয় নাই। অতএব পর্ব্বতে পক্ষতা আছে। সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্য নিশ্চয় থাকিলেও সাধনের ইচ্ছা বা অনুমিতির ইচ্ছা হইলে অনুমিতি হইতে পারে।

অনুমানের প্রণালী এইরূপ। প্রথমে পর্ব্বতে হেতু ধূম দৃষ্ট হয়, ইহাকে প্রথমে লিঙ্গপরামর্শ কহে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু, পরামর্শ শব্দে তাহার জ্ঞান, অর্থাৎ অনুমান করিতে হইলে হেতু জ্ঞান হওয়া চাই। ইহার পরে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্য' অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। ইহাই অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির করণ। ইহাকে দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ কহে। তৎপরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বতঃ' বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়, ইহার নাম তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। এই তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের অপর নাম পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান। তৎপরক্ষণে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতির করণ। পরামর্শ তাহার ব্যাপার।

প্রথম লিঙ্গপরামর্শ অর্থাৎ হেতুজ্ঞান অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। কারণ কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিষ্কারণ কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞান মাত্রই প্রায় ত্রিক্ষণস্থায়ী।

প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে তাহার বিনাশ হয়। প্রথম লিঙ্গপরামর্শের অর্থাৎ ধূমদর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণে ব্যাপ্তিস্মরণ, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ ও চতুর্থ ক্ষণে অনুমিতি হইয়া থাকে।

প্রথম লিঙ্গপরামর্শ কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শক্ষণে অর্থাৎ অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষণে যে বস্তু বিনষ্ট হয়, সে ক্ষণে সে বস্তুর সত্তা থাকে না। কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের সত্তা না থাকিয়া তৎপূর্ব্বে সত্তা থাকা দিনান্তরে সত্তা থাকার তুল্য। তাদৃশ সত্তা কার্য্যোৎপত্তির কোনও উপকার করিতে পারে না। প্রাথমিক ধূমজ্ঞান অনুমিতির করণ বা সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও পরম্পরা হেতু বা প্রযোজক বটে। কারণ প্রথম হেতুজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের, ব্যাপ্তিজ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির হেতু বা কারণ।

যে হেতু-বলে অনুমিতি অর্থাৎ অনুমান জ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ হেতুর পক্ষ সত্ত্ব, সপক্ষ সত্ত্ব এবং বিপক্ষ সত্ত্ব এই তিনটী রূপ থাকা আবশ্যক। যে অধিকরণে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম সপক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম বিপক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিস্থলে পর্ব্বত পক্ষ, মহানস সপক্ষ এবং জলহ্রদ বিপক্ষ। হেতু ধূম, পক্ষ পর্ব্বত ও সপক্ষ মহানসে আছে এবং বিপক্ষ জলহ্রদে নাই। পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ এই তিনটীর নাম গমকতৌপায়িক রূপ। গমকতা অর্থে অনুমাপকতা তাহার ঔপয়িক কিনা উপায়স্বরূপ। ধূম যে পরম্পরা সম্বন্ধে বহ্নির অনুমিতির করণ হয়, তাহার উপায়ভূত হইতেছে, ঐরূপ ত্রয়। কারণ হেতু পক্ষে না থাকিলে যে অনুমিতি হইতে পারে না, তাহা বলাই অনাবশ্যক।

হেতু সপক্ষে না থাকিলেও ঐ হেতু-বলে অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, সে অধিকরণে হেতু না থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিই থাকিতে পারে না। অতএব হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে ঐ হেতু-বলে সাধ্যের অনুমিতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলে ঐ হেতু সপক্ষে অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহাতে না থাকিয়াই পারে না। বিপক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহাতে হেতু থাকিলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। কারণ যেখানে সাধ্যের অভাব আছে, সেখানে হেতু থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। কেন না, যেস্থানে সাধ্যের অভাব আছে, সেস্থানে হেতু না থাকাই হইল ব্যাপ্তি, সুতরাং পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ এই তিনটী রূপ গমকতার উপায়ভূত, সন্দেহ নাই। উক্ত তিনটী রূপের কোনও একটী রূপ হেতুতে না থাকিলে ঐ হেতু গমকতৌপায়িক রূপ শূন্য হইবে। সুতরাং তাহা আপাততঃ হেতু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে হেতু হয় না। এই জন্য এই রূপ হেতুকে হেত্বাভাস কহে। যাহা হেতুর ন্যায় ভাসমান হয়, প্রকৃত পক্ষে হেতু হইতে পারে না, তাহাই হেত্বাভাস। [হেত্বাভাস শব্দে দেখ]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেতু ব্যাপকজ্ঞাপক, অর্থাৎ হেতু দ্বারাই ব্যাপকের জ্ঞান হয়। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমদর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির জ্ঞান হয়, কিন্তু বহ্নিদর্শনে ধূমের জ্ঞান হয় না। ইহার কারণ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব নাই। যে স্থলে অনুমান করিতে হইবে, তথায় ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান এবং তদ্দ্বারা যে অপর বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানেরই নাম অনুমান। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমান কহে। উত্তর কালে ধূম-দর্শনে বহ্নিবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানই অনুমিতি। অব্যভিচরিত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি কহে। বহ্নি ধূমের ব্যাপক, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয়। কারণ ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা হইয়া থাকে। উত্তপ্ত লৌহগোলকে বহ্নির সত্তা আছে, কিন্তু ইহাতে ধূমের সত্তা নাই। বহ্নি সর্ব্বকালে ধূম উৎপাদন করে না, কালবিশেষে অবস্থাবিশেষ করিয়া থাকে। সুতরাং বহ্নির সত্তাতে ধূম অবশ্যই থাকিবে, ইহা হইতে পারে না, কিন্তু ধূমের সত্তাতে বহ্নি না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহ্নির অনুমিতির কারণ। কিন্তু ব্যাপক বহ্নি ব্যাপ্য ধূমের অনুমিতির কারণ নহে। অয়োগোলকে দৃষ্ট হইয়াছে যে, বহ্নি আছে, অথচ ধূম নাই, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেও হেতুসাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি হয়, তাহার নাম সাধ্য। যদ্দর্শনে অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে সাধ্য বহ্নি, ধূম হেতু। বহ্নির অভাব জল হ্রদাদিতে আছে, তথায় ধূম থাকে না, সুতরাং ধূমবহ্নি ব্যাপ্য। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই স্থলে সাধ্য ধূম। অয়োগোলকে ধূমের অভাব আছে, অথচ তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নহে। বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এই স্থলে উহা হেতু হইতে পারে না। এই ব্যাপ্তির লক্ষণ লইয়া নব্যন্যায়ে বিশেষ বিচার আছে, ব্যাপ্তিপঞ্চকে এক একটী করিয়া ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল লক্ষণেও দোষ পড়ে বলিয়া সিদ্ধান্ত লক্ষণে ব্যাপ্তির চূড়ান্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দর্শনশাস্ত্রের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে হেতু, সাধ্য, পক্ষ, পক্ষতা, প্রভৃতি লইয়াই বিচার করা হইয়াছে। [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ]

কোন বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে তাহার হেতু প্রদর্শন করা আবশ্যক। হেতু-প্রদর্শন ব্যতীত কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে যাহা হেতু হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ রূপ সাধ্য প্রমাণ হইতে কুজ্ঝটিকা ধূমের ন্যায় দৃষ্ট হয়, অতএব ইহা দর্শনে কি সমুদ্রে বহ্নির অনুমান হইবে. তাহা হইবে না, কারণ কুজ্ঝটিকা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা হেতু নহে। দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস, অতএব এইরূপ হেতু স্থলে সাধ্যের প্রমাণ হইবে না। (বৈশেষিক ও ন্যায়দ°) [প্রমাণ শব্দ দেখ]

চরকের বিমানস্থানে লিখিত আছে যে, প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি কারণই হেতু অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই হেতু কহে। সাধ্যনির্দ্দেশের নাম প্রতিজ্ঞা। এই হেতু চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান। এই হেতু-চতুষ্টয় দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়,তাহার নাম তত্ত্ব। (চরকবি° ৮অ°)

১ ব্যাকরণশাস্ত্রে লিখিত আছে 'ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে' হেতু শব্দের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। "অন্নস্য হেতোর্ব্বহ হাতুমিচ্ছন্" এই স্থলে হেতু শব্দের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইল।

৩ তৈজস ধাতুবিশেষ।

"যসদং রঙ্গসদৃশং রীতি হেতুশ্চ তন্মতং।" (ভাবপ্র°)

হেতুক (পুং) হেতু স্বার্থে ক। ১ কারণ। (ত্রি) ২ তৎসম্বন্ধীয়, কারণসম্বন্ধী। "হেতু বহুব্রীহ্যর্থে কপ্রত্যয়ঃ। যথা প্রকৃত-সাধ্যহেতুকানুমিতিপরত্বমাবশ্যকং" (সামান্যনি°)

হেতুতা (স্ত্রী) হেতোর্ভাবঃ। হেতুত্ব, হেতুর ভাব বা ধর্ম্ম।

"সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।

নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে ॥" (অনুমিতি জাগ°)

হেতুমৎ (ত্রি) হেতুরস্যাস্তীতি হেতু-মতুপ্। হেতুবিশিষ্ট, কারণযুক্ত। সাংখ্যদর্শনমতে হেতু ও হেতুমানের কোন ভেদ নাই. "হেতুহেতুমতোরভেদঃ". (তত্ত্বকৌ°)

হেতুমাত্র (পুং) হেতুরেব হেতু-মাত্রট্। কারণমাত্র।

হেতুরূপক (ক্লী) রূপকালঙ্কারবিশেষ। যে স্থানে প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ে গাম্ভীর্য্যাদি হেতু দ্বারা আরোপ হয়, তথায় হেতুরূপক হয়।

"গাম্ভীর্য্যেণ সমুদ্রোঽসি গৌরবেণাসি পর্ব্বতঃ।

কামদত্বাচ্চ লোকানামসিত্বং কল্পপাদপঃ ॥

গাম্ভীর্য্যপ্রমুখৈরত্র হেতুভিঃ সাগরো গিরিঃ।

কল্পদ্রুমশ্চ ক্রিয়তে তদিদং হেতুরূপকং ॥" (কাব্যাদর্শ ২।৮৫-৮৬)

তুমি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, গৌরবে পর্ব্বত, লোকের সকল অভিলাষ প্রদানহেতু তুমি কল্পবৃক্ষ, এই স্থানে গাম্ভীর্য্য, গৌরব প্রভৃতি হেতুদ্বারা আরোপ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

হেতুবচন (ক্লী) হেতুযুক্তং বচনং। ১ হেতুযুক্ত বাক্য, কারণযুক্ত বাক্য। ২ হেতুবাক্য।

হেতুবাদ (পুং) হেতোর্ব্বাদঃ। হেতুকথন।

হেতুবাদিক (ত্রি) হেতুবাদী।

হেতুবাদিন্ (ত্রি) হেতুং বদতি বদ-ণিনি। কারণবাদী।

হেতুবিদ্যা (স্ত্রী) তর্কবিদ্যা, হেতুশাস্ত্র।

হেতুবিপরীত (ত্রি) হেতুর বিপরীত, কারণের বিপরীত।

হেতুশাস্ত্র (ক্লী) তর্কশাস্ত্র।

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।

স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" (মনু ২।১১)

যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ কুতর্ক আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মমূল-শাস্ত্রকে অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিক সমাজবাহ্য।

হেতুশূন্য (ত্রি) কারণশূন্য, যাহার কারণ নাই।

হেতূৎপ্রেক্ষা (স্ত্রী) উৎপ্রেক্ষালঙ্কারভেদ, যে স্থানে হেতু দ্বারা উৎপ্রেক্ষা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। [উৎপ্রেক্ষা দেখ]

হেতূপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারবিশেষ। যে স্থানে হেতুদ্বারা উপমা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

"কান্ত্যা চন্দ্রমসং ধাম্না সূর্য্যং ধৈর্য্যেণ চার্ণবং।

রাজন্নণুকরোষীতি সৈষা হেতূপমা মতা॥" কাব্যাদর্শ ২।৫০)

হেত্বন্তর (ক্লী) প্রকৃতি হেতুতে বাচ্যবিকার, হেতুকথন, প্রকৃত হেতু বক্তব্য স্থলে যে বিকৃত হেতু বলা যায়, তাহাই হেত্বন্তর। (চরক বি° ৮ অ°)

হেত্বাভাস (পুং) হেতুরিব আভাসতে ইতি আভাস-ঘঞ্, হেতোরাভাসো বেতি। হেতুদোষ, বাস্তবিক হেতু নহে, অথচ হেতুর ন্যায় আভাসমান তাহাকে হেত্বাভাস কহে। হেতুর দোষ. ন্যায়দর্শনে হেতু ও হেত্বাভাসের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।

কালাত্যয়োপাদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্তু পঞ্চধা ॥

আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাদসাধারণোঽপরঃ।

তথৈবানুপসংহারী ত্রিধা নৈকান্তিকো ভবেৎ ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার, অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতি-পক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট। সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসং-হারীভেদে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও তিন প্রকার। যাহা আপাততঃ হেতুর মত আভাসমান, অর্থাৎ প্রথমে হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হেতু নহে, তাহাকেই হেত্বা-

ভাস কহে। গোতম ন্যায়দর্শনে এই হেত্বাভাসের পাঁচটী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ, সম, সাধ্যসম, অতীতকাল বা কালাতীত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈকান্তিক।

যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান, তাহাকে সব্যভিচার কহে। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানে বিশেষরূপে অবস্থিত না থাকাই ব্যভিচার। সাধ্যের অধিকরণ মাত্রে হেতুর অবস্থান নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ ঐরূপ হইলেই সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হেতুর গতি বা সম্বন্ধ উক্ত রূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সর্ব্বতোমুখী, যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে তুল্যরূপে থাকে। সেই হেতুবলে সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে না, তাদৃশ দুষ্ট হেতুকে সব্যভিচার বলা যায়।

যে হেতু বিশেষরূপে সাধ্যের রোধ করে, অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণে না থাকিয়া সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে, তাহার নাম বিরুদ্ধ। কণাদ এই বিরুদ্ধ হেত্বাভাসকেই অসন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রকরণসম হেত্বাভাস—সাধ্য এবং সাধ্যাভাব এ উভয় প্রকরণ সম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ সাধ্যনির্ণয়ের জন্যই হেতু প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধ্য আছে কি না, এইরূপ চিন্তা সাধ্যনির্ণয়ের পূর্ব্বেই করিতে হয়। যে হেতু দ্বারা প্রকরণবিষয়ে চিন্তা হইতে পারে, অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাবের সন্দেহ মাত্র হইতে পারে, সেই হেতু একতর পক্ষনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রকরণসম হেতু কহে। তাৎপর্য্য এই যে, হেতু দ্বারা সাধ্য ও সাধ্যাভাব এ উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষের অর্থাৎ যদ্দ্বারা উহার একতর নিশ্চয় হইতে পারে, তাদৃশ বিশেষের উপলব্ধি হইতে পারে না, তাহাই প্রকরণসম। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ এইরূপ দিয়াছেন—

"অনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ"

শব্দ অনিত্য, যে হেতু শব্দে নিত্য বস্তুর কোনও ধর্ম্মের উপলব্ধি হইতেছে না। এই স্থলে 'নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ' এই হেতু প্রকরণসম। শব্দে নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি, শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সন্দেহের কারণ মাত্র হইতে পারে। নিত্য ধর্ম্মের বা অনিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া যায়। নিত্য ধর্ম্মের বা অনিত্য ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই শব্দ নিত্য কি অনিত্য এইরূপ সন্দেহ হয়। সুতরাং নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি সন্দেহের কারণ। অথচ তাহাই নিশ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই হেতুই প্রকরণসম।

বৃত্তিকার বলেন যে, বাদী সাধ্যের এবং প্রতিবাদী সাধ্যাভাবের সাধক রূপে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রকরণ (প্রকৃষ্ট করণ) বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ এই দুই হেতুর মধ্যে কোন হেতু প্রকৃষ্ট বা নির্দ্দোষ এই বিষয়ে চিন্তা হয়, এই জন্য ঐ উভয় হেতুই প্রকরণসম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ফলতঃ বৃত্তিকারের মতে পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থাৎ একটী হেতু সাধ্যের সাধকরূপে প্রযুক্ত হইলে ঐ উভয় হেতুই প্রকরণসম দোষে দূষিত হয়। কারণ প্রযুক্ত হেতুদ্বয়ের মধ্যে কোন্ হেতু উৎকৃষ্ট এই চিন্তা থাকিয়া যায়। এক পক্ষ নিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি হেতুতে শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে অপর পক্ষ অনিত্য ধর্ম্মের অনুপলব্ধি হেতুতে শব্দের নিত্যত্বসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে উভয় হেতুই প্রকরণসম দোষে দুষ্ট হইবে। এই প্রকরণসম হেতুর অপর নাম সৎপ্রতিপক্ষ।

সাধ্যসম হেতু—যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধন করিতে হয়, তাহাকে সাধ্যসম কহে। কারণ ইহা সাধ্যেরই তুল্য। এই হেতু বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়েরই মতসিদ্ধ হওয়া চাই। বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার করিলে বাদীকে সাধ্যের ন্যায় সেই হেতুর সিদ্ধি করিতে হয়, এই হেতু সাধ্যের ন্যায় সিদ্ধি করিয়া লইতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সাধ্যসম।
একটী প্রবাদ আছে যে, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" নিজে যে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অপরাপরকে সিদ্ধ করিবে। এইরূপ সাধনীয় হেতু সাধ্যসম।

ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, এই উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার স্বরূপ বোধ হইবে। মীমাংসাদর্শনে ছায়া বা অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, ইহা দ্রব্য পদার্থ নহে। আলোক বা তেজের অভাব মাত্র। মীমাংসকগণ বলেন যে, ক্রিয়া দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, ইহা নৈয়ায়িকদিগেরও সম্মত, ছায়ারও গতি-ক্রিয়া আছে, কারণ কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়াও গমন করে। সুতরাং গমিত্ব হেতুর বলে মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকদিগের প্রতি ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন করিতে চাহেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ছায়ার গতি স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহার গতিমত্ত্ব রূপ হেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া উহা সাধ্যসম।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পুরুষের ন্যায় স্বাভাবিক ছায়ায় গতি আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। বাস্তবিক পক্ষে ছায়ার গতি নাই, পুরুষ গমন করিতে থাকিলে আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়িয়া থাকে। ঐ স্থানে আলোকের অভাব

থাকে, এই জন্য ছায়া হয়। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আলোকের অসন্নিধি বা অভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়। এই জন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর হইতেছে এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই। সুতরাং ছায়া দ্রব্য পদার্থ নহে, ছায়া আলোকের অসন্নিধি মাত্র। এই সাধ্যসমের অপর নাম অসিদ্ধ।

কালাতীত হেতু—কালের অতিক্রমযুক্ত হেতুর নাম অতীত কাল বা কালাতীত। মীমাংসকগণ বলেন যে, উপলব্ধির পূর্ব্বে এবং পরেও রূপের অবস্থিতি থাকে, অথচ রূপের অধিকরণ দ্রব্যের সহিত আলোকের সংযোগ হইলে রূপের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়। সেইরূপ ভেরী ও দণ্ডসংযোগেও অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব সংযোগব্যঙ্গ্য বলিয়া শব্দের শব্দ ও রূপের ন্যায় উপলব্ধির পূর্ব্বে ও পরে অবস্থিতি থাকে। এস্থলে সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতু দ্বারা প্রকারান্তরে শব্দের নিত্যত্ব সাধন করা হইয়াছে।

এই হেতু কালাতীত। কারণ আলোক-সংযোগ সমকালেই রূপের অভিব্যক্তি হয় এবং আলোক-সংযোগের নিবৃত্তি হইয়া গেলে রূপের অভিব্যক্তি হয় না, সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি কিন্তু সংযোগ-জন্য হইতে পারে না, কারণ ভেরী দণ্ডসংযোগের সম কালেই শব্দের অভিব্যক্তি হয় না, তৎপরে হইয়া থাকে। আর একটী উদাহরণ দিলে ইহা আরও স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যাইবে। দূরে কোন কাষ্ঠে কুঠারের আঘাত করিলে দূরস্থ ব্যক্তি ঐ আঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকালে দূরস্থ ব্যক্তির শব্দজ্ঞান হয় না, অনেক পরে তাহার ঐ শব্দ জ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ দূরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করে না, শ্রোতার শ্রবণ-প্রদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই সে শ্রবণ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রোতার এই শব্দজ্ঞান কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকাল অতিক্রম করে, অতএব সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতু কালাতীত। এই কালাতীতের অপর নাম কালাত্যয়োপদিষ্ট।

এই সকল হেতু সদ্ধেতু নহে, এই জন্য ইহাদিগের নাম হেত্বাভাস। এই সকল হেতু দ্বারা সাধ্য নিশ্চয় হয় না।

(ন্যায়দ° ২ অ°)

কণাদ বৈশেষিকদর্শনে হেত্বাভাস তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপ্রসিদ্ধ, অসন্ ও সন্দিগ্ধ। যে হেতুর প্রসিদ্ধি নাই, তাহার নাম অপ্রসিদ্ধি। প্রসিদ্ধি শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে ব্যাপ্তি। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অথবা ব্যাপ্তি থাকিলেও কোন কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, সে হেতু অপ্রসিদ্ধ। অপ্রসিদ্ধের অপর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ।

অসন্—যে হেতু পক্ষে বা সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম অসন্। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। সাধ্যের সহিত যে হেতুর ব্যাপ্তি নাই, সাধ্যাভাবের সহিত ব্যাপ্তি আছে, সেই হেতুই বিরুদ্ধ। সুতরাং অপ্রসিদ্ধের অন্তর্গত। যে হেতু পক্ষে বিদ্যমান থাকে না, তাহা অসন্। 'হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ' এখানে ধূম রূপ হেতু হ্রদরূপ পক্ষে বিদ্যমান আছে, সুতরাং উহা অসন্। যে হেতুতে সাধ্য ব্যাপ্তির সন্দেহ হয় বা যে হেতু সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ মাত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম সন্দিগ্ধ। এই সন্দিগ্ধের অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু কেবল সাধ্যের সহিত বা কেবল সাধ্যাভাবের সহিত সম্বন্ধ, সে হেতু ঐকান্তিক, যে হেতু ঐকান্তিক নহে, সাধ্য ও সাধ্যাভাব এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ তাহা অনৈকান্তিক।

বিষাণিত্ব হেতু করিয়া গোত্বসাধন করিতে গেলে বিষাণিত্ব হেতু সন্দিগ্ধ বা অনৈকান্তিক। কারণ গোত্বসাধ্য, বিষাণিত্ব হেতু। গোপশুর যেমন বিষাণ আছে, মহিষাদিরও সেইরূপ শৃঙ্গ আছে, সুতরাং বিষাণিত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো পশুতে আছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত সম্বন্ধ, সাধ্য গোত্বের অভাবের অধিকরণ মহিষাদিতে আছে বলিয়া সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বন্ধ, সুতরাং বিষাণিত্ব হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব এই হেতু দ্বারা গোত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না, গোত্বে সন্দেহ মাত্র হইতে পারে, এই জন্য ঐ হেতু সন্দিগ্ধ। এই সকল হেত্বাভাস বৈশেষিক মত সিদ্ধ। এই সকল হেতু দ্বারা সাধ্যের নিশ্চয় হয় না, এই জন্য এই সকল হেতু দুষ্ট হেতু। (বৈশেষিকদ°)

চরক বিমানস্থানে ৮ অধ্যায়েও হেত্বাভাসের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

হেথা (দেশজ) এতৎস্থান, এই স্থান।

হেদো (দেশজ) যে পুকুরে নলখাগড়া প্রভৃতি থাকে, পানাপুকুর।

হেন (দেশজ) তৎসদৃশ ব্যক্তি, তৎসদৃশ।

হেন্‌জাদা, ব্রহ্মদেশে ইরাবতী বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। অক্ষা° ১৭°১৮´ হইতে ১৮° ৬৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৮° ৫৩´ হইতে ৯৫° ৪৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে প্রোমজেলা, পূর্ব্বে ইরাবতী নদী, দক্ষিণে থরাবদী ও বেসিন্ জেলা এবং পশ্চিমে আরাকান-যোমা শৈলমালা। এই জেলাটী পশ্চিমে ইরাবতী হইতে আরম্ভ করিয়া একটী বিস্তৃত সমভূমি, মধ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ছাড়া সমগ্র জেলা বৃহৎ বাঁধ দিয়া ঘেরা। আরাকান-পর্ব্বতমালাই এই জেলার প্রধান শৈল। ম্যায়ানঙ্গের নিকট এই শৈলমালার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০৩ ফিট। ইহার ঢালুগুলি গভীর এবং গহনবনে সমাচ্ছাদিত। ইরাবতী নদী উত্তর হইতে দক্ষিণমুখে এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

এই নদী দিয়া সকল সময়েই নৌকা চলে। এই স্থানের নদীগুলির নাম পালাশিন্, ওৎপো, নঙ্গথু, সন্দু, অনুন্ এবং পদব। এই নদীগুলি আরাকান হইতে বাহির হইয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া পাতাশিন নদী হইয়া ক্যান্কিউর নিকট ইরাবতী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ক্যান্কিউর নদী একটা উর্ব্বর কৃষিভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বেসিনজেলার মধ্য দিয়া এই নদীটা সমুদ্রে পড়িয়াছে।

এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। এই জেলা দুইটি মহকুমায় বিভক্ত—হেন্জাদা এবং ম্যনৌঙ্গ।

২ উক্ত হেন্জাদা জেলার সদর ও একটা মিউনিসিপাল সহর। ইরাবতীর দক্ষিণতটে অক্ষা° ১৭° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৩২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হেন্তাল (দেশজ) হিন্তালবৃক্ষ, হিন্তাল শব্দের অপভ্রংশ।

হেন্দুস্থান (দেশজ) হিন্দুস্থান, ভারতবর্ষ।

[হিন্দু ও হিন্দুস্থান দেখ।]

হেম (ক্লী) হি-মন্। ১ সুবর্ণ। (পুং) ২ মাষক পরিমাণ। চলিত এক মাষা। (বৈদ্যক পরি°) ৩ কৃষ্ণবর্ণাশ্ব। ৪ বুধ। ৫ যযাতিবংশজ রুষদ্রথপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৮।১)

হেমক (ক্লী) হেম স্বার্থে কন্। ১ স্বর্ণ। (ত্রি) ২ সুবর্ণযুক্ত। ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত।

হেমকক্ষা (ত্রি) স্বর্ণযুক্ত কক্ষ।

হেমকন্দল (পুং) হেমবর্ণং কন্দলং নবাঙ্কুরোঽস্য, যদ্বা হেমবর্ণং কন্দং লাতীতি লা-ক। প্রবাল। (হেম)

হেমকমল (ক্লী) হেমনির্ম্মিতং কমলং। সুবর্ণকমল, স্বর্ণপদ্ম।

হেমকর (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৬৩) ২ সূর্য্য।

হেমকর্ত্তৃ (পুং) সুবর্ণকার, সেকরা।

"মণিমুক্তাপ্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্ত্তৃষু॥" (মনু ১২।৬১)

মানব লোভবশতঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল, এবং বিবিধ রত্ন হরণ করিলে সুবর্ণকার যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

হেমকান্তি (ত্রি) হেমবৎ কান্তিরস্যাঃ। ১ দারুহরিদ্রা। ২ স্বর্ণদ্যুতি, স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ৩ সুবর্ণের কান্তি।

হেমকার (পুং) হেমময়ং ভূষণং করোতীতি কৃ-অণ্। হেমকর্ত্তা, স্বর্ণকার।

"সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবঃ।
প্রবর্ত্তমানমন্যায়ে ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ॥" (মনু ৯।২৯২)

যত প্রকার কণ্টকপাপী আছে, তন্মধ্যে সুবর্ণকার পাপিষ্ঠতম। রাজা ইহাদিগকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবেন।

হেমকিঞ্জল্ক (ক্লী) হেমবর্ণং কিঞ্জল্কমস্য। নাগকেশর। নাগকেশরপুষ্প। (রাজনি°)

হেমকূট (পুং) হেম্নঃ কূটো যস্য। পর্ব্বতবিশেষ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে, এই পর্ব্বত কিংপুরুষবর্ষের সীমা পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে নবতিসহস্র-যোজন, প্রস্থে দ্বিসহস্রযোজন ও বিস্তার দ্বিসহস্রযোজন। হিমালয়ের উত্তর দিকে অবস্থিত। (ভাগবত ৫।১৬ অ°) মহাভারত ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতিতে এই পর্ব্বতের বর্ণনা আছে।

হেমকূট্য (পুং) জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগস্থলে লিখিত আছে যে, অগ্নিকোণে কোশল, কলিঙ্গ, শ্মশ্রুধর ও হেমকূট্য প্রভৃতি দেশ অশ্লেষাদি তিনটী নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪ অ°) এই শব্দের পাঠান্তর হেমকুড্য এই রূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

হেমকৃষ্টি (স্ত্রী) স্বর্ণকর্ষণযোগ্য। (রস° চি° ৩ অ°)

হেমকেতকী (স্ত্রী) হেমবর্ণা কেতকী। স্বর্ণকেতকী।

হেমকেলী (পুং) হেববর্ণঃ কেলিঃ কম্পনাদির্যস্য। ১ অগ্নি।

হেমকেশ (পুং) হেমবর্ণঃ কেশোঽস্য জটায়াঃ পীতত্বাৎ তথাত্বং। শিব।

হেমক্ষীরী (স্ত্রী) হেমেব পীতবর্ণং ক্ষীরং নির্য্যাসো যস্যাঃ ঙীষ্, স্বর্ণক্ষীরী, চলিত সোনাখিরুই, শেঁয়ালকাটা। পর্য্যায়—পীতা, গৌরী, কালদুগ্ধিকা, কটুপর্ণী, হৈমবতী, হিমাবতী, হেমাহ্বা, পীতদুগ্ধা। (গরুড়পু° ২০৮ অ°) ইহার মূলকে ওক কহে।

হেমগন্ধিনী (স্ত্রী) হেম্নঃ নাগকেশরস্যেব গন্ধোঽস্তি অস্যাঃ ইনি, ঙীষ্। রেণুকা নামক গন্ধ দ্রব্য। (রত্নমালা)

হেমগর্ভ (ত্রি) হেম গর্ভে যস্য। যাহার মধ্যে সুবর্ণ থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধে তিলদানস্থলে হেমগর্ভ তিল দান করিতে হয়।

হেমগর্ভপোট্টলী (স্ত্রী) যক্ষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রসসিন্দূর তিন ভাগ, স্বর্ণ, তাম্র, ও গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, চিতার রসে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখ বদ্ধ ও মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে এই ঔষধ গ্রহণ করিয়া চারি রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে যক্ষ্মা আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° যক্ষ্মরোগাধি°)

হেমগিরি (পুং) হেমময়ো গিরিঃ। ১ সুমেরুপর্ব্বত। ২ নৈঋ্ত কোণস্থিত দেশভেদ। (বৃহস° ১৪।১৯)

হেমগুহ (পুং) অসুরভেদ। (ভারত)

হেমগৌর (পুং) হেমবৎ গৌরঃ। ১ কিঙ্কিরাতবৃক্ষ।

'কিঙ্কিরাতো হেমগৌরঃ পীতকঃ পীতভদ্রকঃ।' (ভাবপ্র°)

(ত্রি) স্বর্ণবৎ গৌরবর্ণযুক্ত।

হেমগৌরাঙ্গ (ত্রি) হেমানীব গৌরাণি অঙ্গানি যস্য। স্বর্ণ তুল্য গৌরবর্ণাঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হেমগৌরাঙ্গী।

হেমঘ্নী (স্ত্রী) হরিদ্রা। (রত্নমালা)

হেমচন্দ্র (পুং) ১ দাক্ষিণাত্যবাসী সুপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত। ইনি হেমচন্দ্রাচার্য্য বা হেমাচার্য্য নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন। গুজরাতের সুবিখ্যাত চৌলুক্যরাজ সিদ্ধরাজ ও কুমারপালের মন্ত্রিত্ব এবং রাজনৈতিক বিষয়েও বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের জীবনীতে নানারূপ অলৌকিক ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাবলী সমাবিষ্ট দেখা যায়। ঐ সকল বিষয় সাধারণে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া গৃহীত হইলেও আমরা তাঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্তে যে সকল অমানুষিক কীর্ত্তির ও তৎসমাশ্রিত ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা যে স্বতঃই বিস্ময়াবহ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যের অর্দ্ধাষ্টম (আহ্মদাবাদ) প্রদেশের ধন্দুক নগরে চাচিগ নামে এক মেষবণিয়া বাস করিতেন। তাঁহার চামুণ্ডগোত্রীয়া পাহিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ১০৮৯ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় চাঙ্গোদেব নামে এক পুত্র জন্মে। ইহার কিছু কাল পরে সুপ্রসিদ্ধ জৈনসূরি দেবচন্দ্রাচার্য্য (১০৭৮-১১৭০ খৃঃ) দেশভ্রমণ করিতে করিতে একদিন পাটন হইতে ধন্দুক নগরে আসিয়া উপনীত হন, এখানে অবস্থানকালে তিনি জৈনদেবতা-দিগকে পূজা করিবার জন্য মোধবসাহিকা সঙ্ঘারামে আসিয়া-ছিলেন। তিনি সঙ্ঘারামে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে সাধারণ জনগণ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঐ স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত হন। বালক চাঙ্গোদেব তখন সঙ্ঘারামের সমীপদেশে অন্যান্য বালকগণের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছিলেন। চাঙ্গো আচার্য্যপ্রবরের মর্য্যাদা না বুঝিয়া স্বয়ং সেই স্থানে যাইয়া আচার্য্যের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। বালকগণের এবম্বিধ ধৃষ্টতা ও অদ্ভুত সাহস সন্দর্শনে উপস্থিত জন-সাধারণ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেবপ্রভাব দেবচন্দ্রাচার্য্য তাহার সর্ব্বসুলক্ষণ সুন্দরমূর্ত্তি সন্দর্শনে বড়ই প্রীত হইলেন এবং স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বালকের হৃদয়ভাব অবগত হইয়া তাঁহার মহত্বপূর্ণ ভাবী জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সমবেত গ্রাম্যমণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া চাচিগের ভবনে উপনীত হইলেন। চাচিগ তখন কার্য্যান্তরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তদীয় জৈনমতা-বলম্বিনী পত্নী আচার্য্যকে সসম্ভ্রমে ও সমাদরে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন। তখন গ্রাম্যমহামণ্ডলী অগ্র-বর্ত্তী হইয়া পাহিনীকে জৈনগুরুর আগমনাভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিল। দেবচন্দ্র তাঁহার পুত্র চাঙ্গোকে সঙ্গে লইয়া শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন জানিতে পারিয়া মাতা ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে চাচিগের অভিমত লইবার জন্য কিছুমাত্র বিলম্বের অপেক্ষায় রহিলেন না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়াই বালক চাঙ্গোকে স্বহস্তে ধরিয়া আচার্য্যসমীপে আনিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে স্বীয় পুত্রকে আচার্য্যকরে সমর্পণ করিয়া যেন অলঙ্ঘনীয় গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

আচার্য্য তখন সেই বালককে লইয়া কর্ণাবতী রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং তথায় মহামন্ত্রী উদয়নের পুত্রগণের সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে চাচিগ গৃহে সমাগত হইয়া পত্নীসমক্ষে যথাযথ পুত্রের গৃহত্যাগবার্ত্তা অবগত হই-লেন। নয়নানন্দ পুত্রবিরহে তাঁহার গৃহ অন্ধকার ও কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল। দারুণ উৎকণ্ঠায় কিছুদিন কালযাপন করিয়া তিনি পুত্রান্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবশেষে পুত্রকে না দেখা পর্য্যন্ত আর আহার করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কর্ণাবতীতে আসিয়া তিনি পুত্রকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং আচার্য্যসমক্ষে সমুপাগত হইয়া রোষপরুষবচনে পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। জৈনগুরু চাচিগের বাক্যে মর্ম্মপীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম ও ধীরবুদ্ধি চাঙ্গোকে স্থূলবুদ্ধি পিতার নিকট ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন না। বালকের উদীয়মান প্রতিভা তাহার ভবিষ্যৎজীবনে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছিল, তিনি বালকের সদ্‌গুণে আকৃষ্ট ও তাহার ভাবী উন্নতিতে মুগ্ধ; সুতরাং বালককে প্রত্যর্পণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি রূঢ়প্রকৃতি পিতার কর্কশ প্রার্থনায় ম্রিয়মাণ হইয়া সচিবশ্রেষ্ঠ উদয়নকে ডাকাইলেন। প্রিয় সেবক উদয়ন গুরুর আদেশে তদভিপ্রায় চাচিগকে যথাযথ বুঝাইয়া দিয়া গুরুর বাসনা পূর্ণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। ঐ সঙ্গে আচার্য্যের শিক্ষা, অলৌকিক প্রভাব ও মাহাত্ম্যকথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি চাচিগের কঠোর হৃদয়ে কোমলতা আনয়নে সমর্থ হইলেন। চাচিগও ইতিমধ্যে জৈনগুরুর প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি সন্দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইতে ছিলেন, আচার্য্যের শিক্ষা ও শক্তি-প্রভাবে স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের উন্নতি হইবে আশা করিয়া তিনি মন্ত্রিবরের প্রার্থনানুসারে পুত্রকে জৈনাচার্য্য দেবচন্দ্রসূরির নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বালক চাঙ্গোদেব অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলে চাচিগ কুলপ্রথানুসারে স্বীয়পুত্রের দীক্ষাকার্য্য সমাধা করিলেন। দীক্ষিত পুত্রের নাম সোমচন্দ্র রাখা হইল। শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার প্রখরবুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে এবং জ্ঞানজ্যোতিঃ

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া দেবচন্দ্র তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হেমচন্দ্র রাখিয়াছিলেন। তদবধি চাঙ্গোদেব হেমচন্দ্র নামেই প্রথিত হইয়াছিলেন। ১১১০ খৃঃ অব্দে হেমচন্দ্র একবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তখন তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে ও সিদ্ধান্তে সুপণ্ডিত। দেবপ্রতিম দেবচন্দ্র তাঁহাকে সূরি উপাধি প্রদান করিয়া জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

এই সময়ে একদিন হেমচন্দ্রের সহিত দৈবযোগে চৌলুক্যরাজ সিদ্ধরাজের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে পণ্ডিত বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মাননাও করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে স্থির বিশ্বাসী রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জৈন ধর্ম্মাচারগুলি অতি বিশ্বাসের সহিত পরিপালন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত জৈন-মত-বিরোধী মহারাজ সিদ্ধরাজের বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে রাজা জৈনাচার ও ক্রিয়া-কাণ্ডকে নিন্দা করিয়া পণ্ডিতবর হেমচন্দ্রকে দুর্ব্বাক্যও প্রয়োগ করিতেন। এক দিনের কলহে হেমচন্দ্রের দারুণ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তিনি তদবধি দিবসত্রয় আর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাজা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, হেমচন্দ্র রাজানুগ্রহের ভিখারী নহে, তিনি নিজ ধর্ম্মে স্থির বিশ্বাসী; সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মমতে অনাস্থাপ্রদর্শন ও তজ্জন্য তাঁহাকে অবজ্ঞাসূচক বাক্যবর্ষণ তাঁহার পক্ষে একান্ত অন্যায়। এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়াতে রাজা মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর একদা রাজা সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রকে লইয়া সোমনাথ পাটনে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি এক অভিনব উপায়ে লিঙ্গপূজা সমাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজের রাজ্যকালে হেমচন্দ্র রাজার নাম যোজনা করিয়া "সিদ্ধ হেমচন্দ্র" নামে একখানি ব্যাকরণ এবং তাহার সূত্র ও বৃত্তি প্রণয়ন করেন। ঐ ব্যাকরণে রাজার কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকায় সভাস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনুযোগ উপস্থিত করিলে হেমচন্দ্র প্রতি-পরিচ্ছেদের শেষে রাজার গুণগরিমা-জ্ঞাপক এক একটী শ্লোক রচনা করিয়া দেন। এই সময়েই তিনি "হৈমী নামমালা বা অভিধানচিন্তামণি অনেকার্থ-নাম-মালা" রচনা করিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহারই অব্যবহিত পরে, তিনি ব্যাকরণমধ্যে সোলাঙ্কিবংশের ইতিহাস শিক্ষা দিবার জন্য "দ্ব্যাশ্রয়কোষ" নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।•

রাজা কুমারপাল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথিতযশাঃ পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরিকে বহু সম্মানেই রাজসভায় আসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মান শীর্ষস্থান অধিকার করে নাই। তখনও তিনি রাজসভাস্থ বহু পণ্ডিতের নিম্নাসনে ছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের জ্ঞানপ্রতিভার সুবিমল দীপ্তিতে দিন দিন দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ উদ্ভাসিত হইতেছিল। রাজা কুমারপালের রাজ্যকালেই তিনি বহুসংখ্যক জ্ঞানগম্ভীর গ্রন্থ রচনা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিত-মণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। স্বয়ং রাজা কুমারপাল তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তদবধি রাজধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বাড়িয়া যায় এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে সমধিক প্রাধান্য লাভ করেন।

যখন হেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে রাজা কুমারপাল আকৃষ্ট হইতেছিলেন, তখন একদিন রাজা পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'আমি একটী সুমহান্ ধর্ম্মকীর্ত্তি-সম্পাদনে সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি অনুমতি করুন্, কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিলে আমার পুণ্যকীর্ত্তি অক্ষয় হইবে?' হেমচন্দ্র তখন সোৎসাহে বলিলেন, "মহারাজ! সোমনাথ-মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার অতীব মহৎ কর্ম্ম; আপনি উহা সম্পাদন করিয়া পুণ্য ও যশোভাগী হউন।" এইরূপে ধীরে ধীরে হেমচন্দ্র রাজার চিত্ত অধিকার করিতে লাগিলেন। মন্দিরের সংস্কারকার্য্য সমাধা হইলে তিনি রাজাকে "অহিংসা" ব্রতে দীক্ষিত করেন। তখন সভাস্থ অপরাপর ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও রাজপুরোহিত হিংসা-প্রণোদিত হইয়া হেমাচার্য্যের অধঃপতন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। সোমনাথ-মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইবার পর, রাজা তাহা পরিদর্শন ও দেবমূর্ত্তির অভিষেক-ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে স্বয়ং সোমনাথ-গমনে উদ্যোগী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা রাজার রোষ-উদ্দীপনার্থ গোপনে রাজাকে জানাইলেন যে, হেমাচার্য্য সোমনাথ গমন করিতে চাহেন না। রাজা ব্রাহ্মণগণের এরূপ প্ররোচনা-বাক্যে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে সোমনাথ-গমনের কথা জানাইলেন। হেমচন্দ্র রাজার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি সন্ন্যাসী, পদব্রজে গমন করিবেন, পথিমধ্যে গির্ণার সন্দর্শন করিয়া তিনি অচিরে সোমনাথে রাজার সহিত সম্মিলিত হইবেন। রাজা সোমনাথ-মন্দিরে উপনীত হইয়া হেমাচার্য্যের সংবাদ জানিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। তখন উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, কেহ বা জৈন পুরোহিতের শিবপূজা অসম্ভব, তিনি শিবমন্দিরে আসিবেন না বলিয়াই কৌশলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই প্রকার বিতণ্ডা ও কোলাহলের মধ্যে হেমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন—

"ভবজীবাঙ্কুরজননা রাগাদ্যাঃ ক্ষয়মুপাগতা যস্য ।
ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা হরো জিনো বা নমস্তস্মৈ ॥
যত্র তত্র সময়ে যথা তথা যোসি সোঽস্যভিধয়া যয়া তয়া ।
বীতদোষকলুষঃ স চেদ্ভবানেক এব ভগবন্নমোহস্তু তে ॥"

রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্রকে এই প্রকারে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে রাজা রাজপ্রাসাদস্থ হিন্দু দেবমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে শান্তিনাথ তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজার চিত্ত ক্রমেই হেমচন্দ্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশেষে তাঁহারই উপদেশ ও প্রার্থনানুসারে রাজা সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তিনি জৈন সন্ন্যাসীদিগকে বহু ধনরত্নদানে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই কুমারপাল জৈনধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ পশু বা জীবমাত্রের হিংসা করিতে পারিবে না। যাহারা ঐরূপ অবৈধ ভাবে পশুহিংসা করিবে তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অনহিল্‌বাড়ের এক বেণিয়া একটী যুকা নিহত করায় তাহার অতুল ধনসম্পত্তি লইয়া রাজা যুকা-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ হেমচন্দ্রের প্রতি দ্বেষ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজকর্ত্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত এবং কঠোর ভাবে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন। রাজাদেশে প্রাসাদস্থ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই সময়ে গুর্জ্জরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিলোপ হইয়া জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমচন্দ্র সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে অধ্যাত্মোপনিষদ্ বা যোগসূত্র, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র, পরিশিষ্টপর্ব্বন্, প্রাকৃত-শব্দানুশাসন, দ্ব্যাশ্রয় (দৈঅাশরায়), ছন্দোনুশাসন, লিঙ্গানুশাসন, দেশী নামমালা ও অলঙ্কারচূড়ামণি প্রধান। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্রের তিরোভাব হয়। তাঁহার দেহ সৎকৃত হইলে কুমারপাল গুরুদেবের প্রতি অত্যধিক ভক্তিবশতঃ সেই চিতাভস্ম লইয়া কপালে লেপন করেন এবং তৎপরে রাজার অনুচর ও অন্যান্য জনসাধারণ তথায় আসিয়া চিতাভস্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত হইয়া পড়িল। ঐ গর্ত্ত 'হৈম-খদ' নামে খ্যাত।

ইনি যে অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও হেমচন্দ্র নামে অভিহিত।

"সানেকার্থনামমালাত্মকঃ কোষবরঃ শুভঃ।
হেমচন্দ্রপ্রণীতাভিধানচিন্তামণির্ম্মণিঃ॥" (হেম)

২ স্বর্ণময় শশী, সোণার চাদ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। সন ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ৯ম বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি গুলিটার পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সময় তাঁহার মাতুলই তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কোনরূপ যত্ন করেন নাই।

৯ম বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে কলিকাতার খিদিরপুরে লইয়া আসেন এবং হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হেমচন্দ্র হিন্দুকলেজে জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ঐ সময়ে সবে মাত্র কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র ও এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ পরীক্ষার্থ প্রবেশ করেন। এই সময়ে দুর্ভাগ্য ও অস্বচ্ছলতা-নিবন্ধন তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া মিলিটারী অডিটার জেনারল অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করিতে হয়।

কেরাণীগিরি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে করিতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। এখানে তিন বৎসর থাকিয়া তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় পাস হন। অতঃপর তিনি হাবড়া ও শ্রীরামপুরে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে বিবাহ করিয়া খিদিরপুরে চিরস্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

মুনসেফের কার্য্য আরম্ভ করার একমাস পরে গবর্মেন্টের নির্দেশানুসারে তাঁহাকে দেশান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, কিন্তু স্নেহাধিক্যনিবন্ধন তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে দূরদেশে পাঠাইতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন, কাজেই তাঁহাকে মুনসেফী-কার্য্যে ইস্তাফা দিতে হইয়াছিল। তখন হইতেই স্বাধীনচেতা হেমচন্দ্র ওকালতী গ্রহণ করেন। ইহার পর সদর দেওয়ানী আদালত বা তৎকালের হাইকোর্ট তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল।

হেমচন্দ্রের প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ওকালতী-ব্যবসায়েও তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিল। সকলেই গুণের জন্য তাঁহাকে আদর করিতে লাগিল। এই সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ৺অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর

গ্রহণ করিলে, হেমচন্দ্র 'গবমের্ণ্ট সিনিয়ার প্লীডার' পদে মনোনীত হন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার কবিত্বের বিকাশ আরম্ভ হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে হেমচন্দ্রের কবিতা-লেখার প্রবৃত্তি জন্মে। সেই প্রতিভা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ-মাত্রায় পরিস্ফুট হইতেছিল। ইহার অনতি পরেই তাঁহার "চিন্তা-তরঙ্গিণী" প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং ইহা শান্তিরসপূর্ণ। এই পুস্তিকাখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার দীপ্তিরেখা "ভারতসঙ্গীতে" প্রকাশ পাইয়াছিল। ১২৭২ বঙ্গাব্দের ৩১এ বৈশাখ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "বীরবাহু-কাব্য" প্রকাশিত হয়, ইহার অব্যবহিত পরেই কবিতাবলীর বিকাশ। এই কবিতাবলীতে তাঁহার ভারতসঙ্গীতগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। ঐ গুলি তৎকালে এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাবলীর পাঠকমাত্রের হৃদয়েই তাঁহার 'নিরাশ প্রেমের চিত্র' অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানে তাঁহার নিরাশপ্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ কএক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।
কেন হেন বারে বারে, কাঁদাইতে অভাগারে,
গগনমাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি অপূর্ব্ব ও মধুর ভাব, পাঠমাত্রেই যেন মনকে বিভোর ও আত্মহারা করিয়া তুলে।

অতঃপর তাঁহার "আশাকানন", "ছায়াময়ী" "দশমহাবিদ্যা" প্রভৃতি প্রচারিত হয়। ইহার পরেই তাঁহার কাব্যকলার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলরত্ন "বৃত্রসংহার" মুদ্রিত হয়। স্থলবিশেষে বৃত্রসংহারের কবিত্ববিকাশ প্রথিতযশা কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধের উক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। "চিত্তবিকাশ" কবিবরের শেষকীর্ত্তি, ইহা তাঁহার অন্ধাবস্থায় ৺কাশীধামে বাসকালে লিখিত হয়।

ওকালতী-ব্যবসায়ে ও পুস্তকবিক্রয়ে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরদুঃখে পীড়িত হইতেন বলিয়া তিনি উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ইহার উপর তিনি আদৌ মিতব্যয়ী ছিলেন না। উপার্জ্জিত অর্থের যথেচ্ছ-ব্যবহার করিয়া বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে অর্থকষ্টে প্রপীড়িত হইতে হইয়াছিল, এই সময়ে দৈববিড়ম্বনায় অন্ধ হইয়া পড়ায় কবির শেষজীবন বড়ই কষ্টময় হইয়া উঠে। কলিকাতাবাসী অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি কবিবরের এই দুর্দ্দশার বার্ত্তা বৃটীশ গবমের্ণ্টকে জানাইয়া ছিলেন। তাহার ফলে গবমের্ণ্ট তাঁহার মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। যে হেমচন্দ্র এক সময়ে উপার্জ্জিত অজস্র টাকা স্বহস্তে ব্যয় করিতেন, আজ এই অন্নকষ্টের সময়ে গবর্মেণ্টের ২৫৲ টাকা বৃত্তিও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র পার্থিব জ্বালা এড়াইয়া অনন্তধামে গমন করেন।

হেমচূর্ণ (ক্লী) সোণার গুঁড়া।

হেমজীবন্তী (স্ত্রী) পীতজীবন্তী, স্বর্ণজীবন্তী।

হেমজ্বাল (পুং) হেমবর্ণা জ্বালা যস্য। অগ্নি। (শব্দমালা)

হেমজ্বালালঙ্কৃত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (ললিতবি°)

হেমতার (ক্লী) হেম তারয়তি উৎকর্ষং নয়তি তৃ-ণিচ্-অচ্। তুথ, তুঁতে। (হেম)

হেমতারক (ক্লী) হেমতার স্বার্থে কন্। তুচ্ছ।

হেমতাল (পুং) জনপদবিশেষ, দেশভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দেশ উত্তরদিকে ২৪, ২৫ ও ২৭ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৮)

হেমদত্তা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (হরিবংশ)

হেমদীনার (পুং) স্বর্ণমুদ্রা, মোহর।

হেমদুগ্ধ (পুং) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্য। উডুম্বরবৃক্ষ। যজ্ঞ ডুমুর। (শব্দরত্না°)

হেমদুগ্ধক (পুং) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্য কপ্। ১ উডুম্বর-বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ পীতবর্ণ ক্ষীরযুক্ত।

হেমদুগ্ধা (স্ত্রী) হেমবর্ণং নির্য্যাসোঽস্যাঃ। স্বর্ণক্ষীরী। (জটাধর)

হেমদুগ্ধিন্ (পুং) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্যাস্তীতি ইনি। যজ্ঞোডুম্বরবৃক্ষ।

হেমদুগ্ধী (স্ত্রী) হেমবর্ণং দুগ্ধং নির্য্যাসোঽস্যাঃ। স্বর্ণক্ষীরী।

হেমধন্বন্ (পুং) ১১শ মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডপু° ৯৪।২১)

হেমধান্যক (পুং) ১ তিন রতি পরিমাণ। ২ তিলগাছ।

হেমন্ (ক্লী) হিনোতি বর্দ্ধতে স্ফুটতি বেতি, হি-মনিন্। ১ স্বর্ণ।
"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।" (রঘু ১।১০)
২ ধুস্তূর। (অমর) ৩ কেশর। ৪ হিম। (পুং) ৫ বুধগ্রহ।

হেমনাথরস (ত্রি) সোমরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তত-প্রণালী—রসগন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, অহিফেনের ক্বাথে, মোচার রসে এবং যজ্ঞডুম্বুরের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া দুই রতি-পরিমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। রোগ ও অবস্থাবিশেষে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া আশু প্রশমিত হয়। প্রমেহ ও বহুমূত্র-রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° সোমরোগাধি°)

হেমনাভি (পুং) স্বর্ণনাভি, যে রথের নাভি স্বর্ণময়।

হেমনেত্র (পুং) যক্ষ। (ভারত সভাপ°)

হেমন্ত (পুং ক্লী) হন্তি লোকান্ শৈত্যেনেতি হন (হন্তের্মুট্ হি চ। উণ্ ৩।১২৯) ইতি ঝচ্, হন্তের্হি চেতি হিরাদেশঃ, মুড়াগমো গুণশ্চ। ঋতুবিশেষ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস এই ঋতু। পর্য্যায়—হৈমন, উষ্মাসহ, শরদন্ত, হিমাগম।
"হেমন্তঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুজঠরবহ্নিকৃৎ।" (ভাবপ্র°)

হেমন্ত ঋতু স্নিগ্ধ ও শীতল, এই ঋতুতে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই মধুর ভাবাপন্ন হয় এবং প্রাণিসমূহের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে পিত্তের উপশম এবং বায়ু ও কফ কুপিত হয়। অতএব এই ঋতুতে বায়ু ও কফ প্রশমন করে, এইরূপ আহারাদি করা কর্ত্তব্য।

হেমন্ত কালের প্রাতঃসময়ে অর্থাৎ বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অম্ল দ্রব্য, মধুর দ্রব্য,লবণ রসযুক্ত দ্রব্য-ভোজন, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, রৌদ্র-সেবন, ব্যায়াম, গোধুম, ইক্ষুবিকৃতি, শালিতণ্ডুল, মাষকলায়, মাংস, পিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মৃগনাভি, গুগ্গুলু, কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি-ক্রিয়াতে উষ্ণ জল, স্নিগ্ধ দ্রব্য, স্ত্রীসংসর্গ এবং গুরু ও উষ্ণ অর্থাৎ পশমাদি নির্ম্মিত বস্ত্র এই সকল দ্রব্য হিতকর। (ভাবপ্র°) হেমন্ত কালে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি দান করিলে তাহার শ্রেষ্ঠ গতি হয়।

"হেমন্তে শিশিরে চৈব পুণ্যাগ্নিং যঃ প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বলোক-প্রতাপার্থং স পুণ্যাং গতিমাপ্নুয়াৎ।" (অগ্নিপু°)

এই ঋতুতে ভগবৎ-সমীপেও অগ্নি প্রজ্বালন করিতে হয়, ইহাতে বিশেষ শুভ ফল হইয়া থাকে। কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, হেমন্ত কালে দিনলঘুতা, শীত, যবস্তম্ব, মরুবক ও হিম এই সকল বর্ণন করিতে হয়।
"হেমন্তে দিনলঘুতা শীতযবস্তম্বমরুবকহিমানি।" (কবিকল্পলতা)

হেমন্তনাথ (পুং) হেমন্তে নাথ্যতে যাচ্যতে ইতি নাথ কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ কপিত্থ, কদ্‌বেল। (শব্দচ°)

হেমপর্ব্বত (পুং) হেমময়ঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু পর্ব্বত। (হলায়ুধ)

হেমপিঙ্গল (ত্রি) স্বর্ণাভপিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

হেমপুষ্কর (ক্লী) হেমপদ্ম, হেমকমল। (হরিবংশ)

হেমপুষ্প (ক্লী) হেমবর্ণং পুষ্পং। ১ অশোকপুষ্প। ২ জবা-পুষ্প। (মেদিনী) (পুং) হেমবর্ণং পুষ্পং যস্য। ৩ অশোকবৃক্ষ।

হেমপুষ্পক (পুং) হেমবর্ণং পুষ্পং যস্য কপ্। ১ চম্পকবৃক্ষ। (অমর) ২ লোধ্র। (রাজনি°)

হেমপুষ্পিকা (স্ত্রী) হেমবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ কন্-টাপ্ অত ইত্বং। স্বর্ণযূথিকা।
"যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।" (ভাবপ্র°)

হেমপুষ্পী (স্ত্রী) হেমবৎ পুষ্পমস্যাঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ স্বর্ণজীবন্তী। ৩ ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। ৪ স্বর্ণুলী, চলিত সোণালু। ৫ মুষলী, চলিত তালমূলী। ৬ কন্টকারী।

হেমপ্রভ (পুং) হেম্ন ইব প্রভা যস্য। ১ বিদ্যাধরভেদ। (কথা-সরিৎসা°) (ত্রি) ২ সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। হেমপ্রভা বিদ্যাধরী। স্বরণের প্রভা, সুবর্ণকান্তি।

হেমপ্রভ সূরি, একজন বিখ্যাত জৈন জ্যোতির্বিদ্। দেবেন্দ্র সূরির শিষ্য। ইনি ত্রৈলোক্যপ্রকাশ ও লগ্নশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

হেমফলা (স্ত্রী) হেমবর্ণানি ফলানি যস্যাঃ। স্বর্ণকদলী, চলিত চাঁপা কলা। (রাজনি°)

হেমময় (ত্রি) হেম স্বরূপে ময়ট্। ১ হেমস্বরূপ। ২ সুবর্ণময়। ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত।

হেমমালা (স্ত্রী) ১ যমপত্নী। ২ হেমনির্ম্মিতা মালা। ৩ স্বর্ণস্রজ্, সোণার হার।

হেমমালিন্ (পুং) হেমেব কিরণানাং মালাস্ত্যস্য ইনি। ১ সূর্য্য।
"স যাতি পুরুষো বীর লোকান্ বৈ হেমমালিনঃ।"
'হেমমালিনঃ সূর্য্যস্য।' (তিথিতত্ত্ব) ২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩।৪০।২০) (ত্রি) ২ স্বর্ণমালাবিশিষ্ট, সুবর্ণহারযুক্ত।

হেমমিত্র (ক্লী) হেম্নঃ মিত্রং। স্ফটিকারী, চলিত ফট্‌কিরি।

হেমযূথিকা (স্ত্রী) হেমবর্ণা যূথিকা। স্বর্ণযূথিকা। স্বর্ণযূই।

হেমরত্নময় (ত্রি) সুবর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত (বস্তু), হেম ও রত্নস্বরূপ।

হেমরত্নবৎ (ত্রি) হেমরত্ন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হেম ও রত্নবিশিষ্ট, হেমরত্নযুক্ত।

হেমরাগিণী (স্ত্রী) হেম ইব রাগোঽস্ত্যস্তীতি ইনি-ঙীষ্। হরিদ্রা।

হেমরাজ (পুং) রাজভেদ।

হেমরেণু (পুং স্ত্রী) স্বর্ণরেণু।

হেমল (পুং) হেমতদংশং লাতি গৃহ্লাতীতি লা-ক। ১ স্বর্ণকার। ২ কৃকলাস। ৩ প্রস্তরভেদ। কষ্টিপাথর, ইহাতে সোণাকষা হয়। (মেদিনী) ৪ মধুনিষ্পাব, মুকুটসিম। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হেমলতা (স্ত্রী) হেমবর্ণা লতা। ১ স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°) ২ সোমলতা। ৩ ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

হেমলম্ব (পুং) ষষ্টিসম্বৎসরবিশেষ। বৃহস্পতির গতিবশে সপ্তম পিতৃযুগের প্রথমবর্ষের নাম হেমলম্ব। এই বর্ষ অশুভ, এই বর্ষে ঈতিভয় ও অত্যন্ত বারিবর্ষণ হয়।

"হেমলম্ব ইতি সপ্তমে যুগে স্যাদ্বিলম্বি পরতো বিকারি চ।
ঈতিপ্রায়ঃ প্রচুরপ্রবণা বৃষ্টিরঙ্গে তু পূর্ব্বে।" (বৃহৎস° ৮।৩৯-৪০)

হেমবৎ (ত্রি) হেম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হেমবিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

হেমবতী (স্ত্রী) হেমবৎ-ঙীষ্। ১ স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°) ২ বচা। ৩ স্বর্ণক্ষীরিণী। (রাজনি°)

হেমবর্ণ (পুং) ১ গরুড়ের পুত্র। (ভারত উদ্যোগপ°) ২ বুদ্ধভেদ। (ললিতবি°) (ত্রি) ৩ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

হেমবর্ণবতী (স্ত্রী) দারুহরিদ্রা। (বৈদ্যকনি°)

হেমবল (ক্লী) হেম্না বলতে শোভতে ইতি বল্-অচ্। মৌক্তিক। ইহার হিমবল এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাঠই সাধু।

হেমবল্লী (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

হেমব্যাকরণ (ক্লী) জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্ররচিত একখানি ব্যাকরণ। [হেমচন্দ্র দেখ।]

হেমশঙ্খ (পুং) হেমবর্ণঃ শঙ্খোঽস্য। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

হেমশিখা (স্ত্রী) হেমবর্ণা শিখাঽস্যাঃ। স্বর্ণক্ষীরী। (শব্দরত্না°)

হেমশীত (ক্লী) স্বর্ণক্ষীরী।

হেমশৃঙ্গ (পুং) বিষ্ণু।

হেমসার (ক্লী) হেম সারয়তি নির্ম্মলীকরোতীতি সৃ-ণিচ্-অণ্। তুথ, তুতে।

"তুত্থকে তু শিখিগ্রীবং হেমসারং ময়ূরকং।" (রসচন্দ্রিকা)

হেমসাবর্ণি (পুং) মনুভেদ।

হেমসিংহ (পুং) স্বর্ণসিংহাসন। (ভাগ° ১২।১৩।১৩)

হেমসিংহ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত বর্দ্ধমানের একজন রাজা।

হেমসূত্রক (ক্লী) হেম্নঃ সূত্রমত্র, কপ্। হারবিশেষ। (ধরণি°)

হেমসূরি (পুং) হেমচন্দ্র, অভিধানচিন্তামণিপ্রণেতা।

হেমহংসগণি, একজন জৈন পণ্ডিত, রত্নশেখরের শিষ্য, ইনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে উদয়প্রভরচিত আরম্ভসিদ্ধির উপর সুধীশৃঙ্গার-বার্ত্তিক নামে টীকা রচনা করেন।

হেমহস্তিরথ (পুং) হেমনির্ম্মিতহস্তিবিশিষ্টো রথো যত্র। মহাদানবিশেষ। সুবর্ণের হস্তী ও রথ নির্ম্মাণ করিয়া সেই হস্তী রথে যোজনা করিয়া দান করিতে হয়। এই দান মহাপুণ্যজনক।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি হেমহস্তিরথং শুভং।
যস্য প্রদানাৎ ভবনং বৈষ্ণবং যাতি মানবঃ॥
পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য তুলাপুরুষদানবৎ।
বিপ্রবাচনকং কুর্য্যাৎ লোকেশাবাহনং বুধঃ॥" (মৎস্যপু° ২৮২অ°)

এই দান তুলাপুরুষের বিধানানুসারে করিতে হয়। বিধি-বিধানে যিনি এই দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। হেমাদ্রির দানখণ্ডে এবং মৎস্যপুরাণের ২৮২ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হেমা (স্ত্রী) হেমবর্ণমস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। ১ অপ্সরোভেদ। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৫১ অধ্যায়ে এই অপ্সরার বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ স্বর্ণজীবন্তী।

হেমাঙ্গ (পুং) হেমেব পীতবর্ণমঙ্গং যস্য। ১ গরুড়। ২ সিংহ। ৩ সুমেরু। ৪ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৫ চম্পকবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৬ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ক্লী) ৭ সুবর্ণময়শরীর। (ত্রি) ৮ সুবর্ণময় শরীরযুক্ত।

হেমাঙ্গদ (পুং) বসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।৪।৪৮)

হেমাচল (পুং) সুমেরুপর্ব্বত।

হেমাড়পন্ত, দাক্ষিণাত্যের এক জন খ্যাতনামা মহাপুরুষ। কবে কোন্ সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহার ঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু আজিও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে বিধ্বস্ত অবস্থায় নিপতিত দেখা যায়। তাঁহার যত্নে বহু ব্যয়ে যে সকল প্রস্তরমন্দির ও প্রস্তরসোপান-শোভিত বাপী-(কূপ) সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐ সকল মন্দির-গাত্রস্থ শিলালিপিতে অনুমান ১২৫০ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী অঙ্কসমূহ উৎকীর্ণ থাকায় মনে হয় যে, উক্ত মহাপুরুষ ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, দ্বাপরযুগে হেমাড়পন্ত নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিৎ ছিলেন। উক্ত ভিষক্প্রবর লঙ্কাপতি রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে রোগমুক্ত করিয়া বিশেষ

প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই উক্ত রাক্ষসরাজের নিকট কএক জন ময়শিল্পবিৎ স্থপতি প্রার্থনা করেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলে, তিনি তাহাদিগের দ্বারা দক্ষিণ ভারতে বহুসংখ্যক মন্দির ও সোপান-বিলম্বিত কূপ নির্ম্মাণ করেন। ঐ সকল মন্দির বা কূপের গাথনিতে কোনরূপ মসলা ব্যবহৃত হয় নাই। ইতিহাসে এবং কিংবদন্তীতে ঐ সকল ধ্বস্ত নিদর্শন হেমাড়পন্তের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিকযুগে অপর একজন হেমাড়পন্তের অভ্যুদয় হয়। ইনি একজন সুবিখ্যাত লেখক ও মন্দিরনির্ম্মাতা, ইনি দেবগিরির যাদববংশীয় নরপতি রামচন্দ্র দেবের (১২৭১—১৩০৮খৃঃ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। অনেকে এই হেমাড়পন্তকে রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির নামান্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। হেমাদ্রি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ও ধর্ম্মশীল ছিলেন, তাঁহার দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে বাপী-প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মার্থ মন্দিরনির্ম্মাণ কিছু অসম্ভব নহে। যাহা হউক, হেমাড়পন্তের কীর্ত্তিসমূহে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সে সকল অব্দ খোদিত দেখা যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ঐ সকলই মহামনস্বী ও প্রভূত শক্তিশালী মহামন্ত্রী হেমাদ্রিরই সময় হইতে আরব্ধ। তিনি রামচন্দ্রের পরবর্ত্তী যাদবরাজের রাজত্বকালেও (১২৬০—১৩১৮ খৃঃ) রাজামাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং শিলালিপি-প্রমাণে হেমাদ্রি ও হেমাড়পন্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনরূপ আপত্তি হয় না। দাক্ষিণাত্যভূমের উত্তরাংশে বিনা মসলায় কাটা পাথরে যে সকল অট্টালিকা ও মন্দিরাদি প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্যের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সমুদায়ও হেমাড়পন্তের কীর্ত্তি বলিয়া তথায় পরিচিত। কণাড়ী-ভাষা-প্রচলিত দেশভাগে হেমাড়পন্ত জখনাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। তদ্দেশে মুসলমানগণের পূর্ব্বে যে সকল হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহাই জখনাচার্য্যের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হেমাণ্ড (ক্লী) সুবর্ণাণ্ড, হেমময় অণ্ড।

হেমাদ্রি (পুং) হেমময়োঽদ্রিঃ। ১ সুমেরুপর্ব্বত। (অমর)

২ এক জন অসাধারণ পণ্ডিত। দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা জৈত্রপালের পুত্র মহাদেবের (১২৬০-১২৭১ খৃঃ) আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং নিজ-শিক্ষাগুণে ও রাজ্যেশ্বর মহাদেবের অনুকম্পায় তিনি শ্রীকরণাধিপ (Chief secretary) পদ লাভ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত রাজার প্রধান অমাত্য-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে কামদেবের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম বাসুদেব এবং প্রপিতামহের নাম বামন।

১২৭১ খৃষ্টাব্দে মহাদেব লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র আমণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা কৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্র দেবগিরির সিংহাসন অধিকার করেন। রামচন্দ্রের রাজ্যকালেও (১২৭১-১৩০৯ খৃঃ) হেমাদ্রি পূর্ব্ববৎ স্বীয় পদ-মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি দেশের ও সমাজের হিতার্থে কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রত্যেক হিন্দুর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং স্মৃতিসাগরের সারোদ্ধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ বিরাট স্মৃতিসার সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। উক্ত গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডই ব্যবস্থাশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। ঐ অংশ হইতে কালনির্ণয়, কালনির্ণয়-সংক্ষেপ, তিথিনির্ণয়, দানবাক্যাবলী, পর্জ্জন্যপ্রয়োগ, প্রতিষ্ঠা ও লক্ষণসমুচ্চয় নামে কয়খানি খণ্ড পুস্তিকাও পাওয়া যায়। তাঁহার ব্রতখণ্ডের অন্তর্গত শান্তি, পৌষ্টিক ও হেমাদ্রি-নিবন্ধ (হেমাদ্রীয়) নামক দীধিতিও সাধারণে বিশেষ পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুমাত্রেই ঐ সকল গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ববাক্যানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

হেমাদ্রি-রচিত "আয়ুর্ব্বেদ-রসায়ন" বাগ্‌ভট মহাত্মা কৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের একখানি টীকা এবং তাঁহার কৈবল্যদীপিকা বোপদেব-বিরচিত মুক্তাফলের টীকা। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সারসত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্তাফলকার বোপদেবই সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের রচয়িতা। হেমাদ্রি এই বোপদেবেরও প্রতিপালক ছিলেন।

উপরি বর্ণিত গ্রন্থনিচয় ব্যতীত হেমাদ্রি-বিরচিত দুই খানি রাজ-প্রশস্তি পাওয়া যায়। এই প্রশস্তিতে তিনি স্বীয় কবিত্বের ও ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ঐ প্রশস্তি হইতে দেবগিরির যাদবরাজবংশের আরও কএকজন রাজার নাম পাই। উহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই আলোচনার বিষয়। উক্ত রাজপ্রশস্তির শেষে হেমাদ্রি তাঁহার এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"যস্ত শ্রীকরণাধিপঃ স্বয়ময়ং হেমাদ্রিসূরিঃ পুরঃ
প্রৌঢ়প্রাতিভবর্ণ্যমানবিলসদ্বংশো ভৃশং শোভতে ॥"

চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিতে লিখিত আছে, ইনি চিন্তামণি, কামধেনু ও কল্পদ্রুম নামক স্মৃতিসংগ্রহকার। কলিপ্রভাবে জীবসকলকে ধর্ম্মহীন হইতে দেখিয়া তিনি অতি সুচারুচিন্তামণি নামক স্মৃতি-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"তস্যাস্তি নাম হেমাদ্রিঃ সর্ব্বশ্রীকরণঃ প্রভুঃ।
নিজোদারতয়া যশ্চ সর্ব্বশ্রীকরণঃ প্রভুঃ ॥
অনেন চিন্তামণিকামধেনুঃ কল্পদ্রুমানর্থিজনায় দত্তান্।
বিলোক্য সঙ্কে কিমমুষ্যসর্ব্বগীর্ব্বাণনাথোঽপি করপ্রদোঽভূৎ ॥

অথামুনা ধর্ম্মকথাদরিদ্রং ত্রৈলোক্যমালোক্য কলের্বলেন।
তস্থোপকারে দধতাস্থচিন্তাং চিন্তামণিঃ প্রাত্নরকারি চারুঃ ॥"
(চতুর্ব্বর্গচিন্তা°)

হেমাদ্রিকা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী। (রত্নমালা)

হেমাদ্রজরণ (পুং) হেমাদ্রৌ জীর্য্যতীতি জৄ-লু। স্বর্ণ-ক্ষীরী। [স্বর্ণক্ষীরী দেখ।]

হেমাভ (ত্রি) হেম্ন আভেব আভা যস্ত। স্নবর্ণের স্থায় আভা-বিশিষ্ট, স্নবর্ণের আভাযুক্ত।

হেমাম্বুজ (ক্লী) হেমপদ্ম, স্নবর্ণপদ্ম।

হেমাম্ভোজ (ক্লী) স্নবর্ণপদ্ম।

হেমাবতী, কাবেরী নদীর একটী উপনদী ; কদূর জেলায় জাবলি হইতে এই নদীটী উত্থিত হইয়া হস্সন জেলায় প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রায় ১২০ মাইল হস্সন জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তিপ্পুরের নিকট কাবেরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ছয়টি স্থানে হেমাবতী নদী হইতে খাল কাটিয়া দেশের কৃষিকার্য্যের স্নবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সকলেশপুরে হেমাবতীর উপরে একটী লোহ-নির্ম্মিত সেতু আছে।

হেমাহ্ব (পুং) হেম হেমবর্ণমাহ্বয়তে স্ববর্ণেন স্পর্দ্ধতে ইতি আ হ্বে-ক। ১ বনচম্পক। হেম্ন আহ্বা যস্ত। ২ ধুস্তূর।

হেমাহ্বা (স্ত্রী) হেমাহ্ব-টাপ্। ১ স্বর্ণজীবন্তী। ২ স্বর্ণ-ক্ষীরী, চলিত শেয়ালকাঁটা। ৩ স্বর্ণচম্পক। (বৈদ্যকনি°)

হেম্নন্ (পুং) বুধগ্রহ। "হেলিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমাঃ শীতরশ্মির্হেম্না বিজ্ঞো বোধনশ্চেন্দুপুত্রঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হেম্যাবৎ (ত্রি) স্নবর্ণনির্ম্মিত কক্ষ্যাযুক্ত।
"অশ্বো ন স্বে দম আ হেম্যাবান্" (ঋক্ ৪।২।৮)
'হেম্যাবান্ স্নবর্ণনির্ম্মিতকক্ষ্যাবান্' (সায়ণ)

হেয় (ত্রি) হা (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি আত ঈৎ। ত্যাজ্য, তুচ্ছ। ত্যাগযোগ্য। সাংখ্যদর্শনে হেয়, হান, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই মতে আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য। জীব নিরন্তর এই সকল দুঃখে পীড়িত হইতেছে, অতএব যাহাতে ঐই দুঃখের পরিহার হয়, তাহা করা জীবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ দ্বারা অবিবেকই হেয়হেতু। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবিবেক থাকে, ততক্ষণ দুঃখ থাকিবে। [সাংখ্যদর্শন শব্দে দেখ।]

হেয়ত্ব (স্ত্রী) হেয়স্ত ভাবঃ ত্ব। হেয়তা, হেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

হেয়ার (ডেভিড), একজন উদার-হৃদয় ইংরাজ। ইনি বাঙ্গালায় আসিয়া অশিক্ষিত বঙ্গবাসীকে ইংরাজীশিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় এবং তাহা হইতে বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলন হয়। আজিও প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে ডেভিড হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। উক্ত কলেজ-সংলগ্ন হেয়ারস্কুল তাঁহারই সম্মানার্থ স্থাপিত হয়। [বঙ্গদেশ দেখ]

হের (ত্রি) হি-রন্। ১ মুকুটভেদ। ২ হরিদ্রা। ৩ আসুরীমায়া।

হেরক (পুং) ১ চর। ২ শিবানুচরভেদ।

হেরম্ব (পুং) হে রণে শিবসমীপে বা রম্বতে ইতি রবি শব্দে পচাদ্যচ্। ১ গণেশ। ২ মহিষ। ৩ সৌর্য্যগর্ব্বিত। ৪ বুদ্ধ-বিশেষ। পর্য্যায় —হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, বজ্রকপালী, নিশুম্ভী, শশিশেখর, বজ্রটীক। তন্ত্রসারে হেরম্বগণেশের পূজাযন্ত্র ও মন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে ইহা লিখিত হইল। 'ওঁ গৃং নমঃ' এই চতুরক্ষর মন্ত্রে হেরম্বগণেশের আরাধনা করিলে সাধক চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়।

"পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণবিভূষিতঃ।
তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমন্ত্রীরিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এইরূপ—সামান্ত পূজাপদ্ধতির প্রণালী অনুসারে প্রাতঃকৃত্যান্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া গণেশপূজা-পদ্ধতিক্রমে গাং, গীং, গূং, গৈং, গৌং, গঃ ইত্যাদি-ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ-
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং।
দৃপ্তং দানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাং।
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজার বিধানানুসারে আবরণপূজা ও মূলপূজা করিবে। তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। ইহার দশাংশ হোম এবং তাহার দশাংশ তর্পণ করিবে। উক্ত মন্ত্রে হেরম্বগণেশের সাধনা করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। 'গং ক্ষিপ্রপ্রসাদনায় নমঃ' এই দশাক্ষরও হেরম্বগণেশের মন্ত্রান্তর। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। (তন্ত্রসার)

হেরম্বক (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত সভাপ°)

হেরম্বজননী (স্ত্রী) হেরম্বস্ত জননী। দুর্গা। (শব্দরত্না°)

হেরম্বসেন (পুং) গূঢ়বোধনামক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

হেরম্বহট্ট (পুং) নগরবিশেষ। এই স্থান দক্ষিণদেশে অবস্থিত।

হেরিক (পুং) হি-ইক রুট্চ। চর। (হেম)

হেরুক (পুং) হি-উক-রুট্চ। ১ বুদ্ধভেদ। ২ মহাকালগণ। (মেদিনী) ৩ শিবলিঙ্গবিশেষ।

"শিবলিঙ্গঞ্চ তত্রাস্তি শিলায়াং হেরুকাহ্বয়ং।
নদীদক্ষিণপূর্ব্বস্থাং নায়কং তন্ত পূজয়েৎ ॥" (কালিকাপু° ৮১অ°)

৪ গণেশ। (কালিকাপু° ৮১ অ°)

হেরুফৎ (আরবী) ১ নৈপুণ্য, দক্ষতা। ২ চতুর, কর্ম্মঠ। ৩ শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা।

হের্‌ফতী (আরবী) নিপুণ, দক্ষ।

হেলঞ্চী (স্ত্রী) হেলং চিনোতীতি চি-ড, ঙীষ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হিলমোচিকা, চলিত হেলেঞ্চা। (শব্দচ°)

হেলন (ক্লী) হেড়-ল্যুট্, ডলয়োরৈক্যং। অবহেলা। (শব্দরত্না°) অবজ্ঞা, অসম্মান, অনাদর।

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ্যং হেলনমেব চ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥" (ভাগবত ৬।২।১৪)

২ অবনতি, নমন।

হেলা (স্ত্রী) হিল-ঘঞ্-টাপ্। স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া-বিশেষ।

"প্রৌঢ়েচ্ছা যাতি রূঢ়াণাং নারীণাং সুরতোৎসবে।
শৃঙ্গারশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্হেলা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥" (ভরত)

নারীদিগের সুরতবিষয়ে যে চেষ্টা, তাহার নাম হেলা। বিলাসাদি স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক দশটী অলঙ্কার আছে, ইহার মধ্যে হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ, আর শোভাদি ৭টী প্রযত্নসাধ্য। সত্ত্ব দেহে অবস্থিত আছে, এই সত্ত্ব হইতে ভাব এবং হাব হইয়া থাকে। পরে হাব হইতে হেলা হয়।

"দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং সত্ত্বাদ্ভাবঃ সমুত্থিতঃ।
ভাবাৎ সমুত্থিতো হাবো হাবাদ্ধেলা সমুত্থিতা ॥" (ভরত)

ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদারতা প্রগলভতা ক্লান্তি ॥
চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশিতে হাব ॥
বক্ষঃ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা।
প্রিয়কৃত কর্ম্মচেষ্টা তারে বলি লীলা ॥ (ভারতচন্দ্র রসম°)

২ অবজ্ঞা, অবহেলা, অনাদর, অসম্মান। (মেদিনী)

"স্বল্পং পুণ্যং শুভং গন্ধং হেলয়া সম্প্রযচ্ছতি।" (মার্ক°পু° ১৪।২৯)

৩ জ্যোৎস্না।

হেলারাজ (পুং) ১ একজন প্রাচীন কাশ্মীর ঐতিহাসিক। ইহার রচিত গ্রন্থ দৃষ্টে কলহণ রাজতরঙ্গিণীর আদি অংশ রচনা করেন। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ভূতিরাজের পুত্র। ইনি 'বাক্যপদীয়প্রকীর্ণপ্রকাশ' রচনা করেন।

হেলাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলাবাসী নিম্ন জাতিবিশেষ। ইহারা বলে যে, ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ খঞ্জ ছিল। লিঙ্গায়ত-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বসব তাহাকে দেখিয়া অনুকম্পা-পুরঃসর সঙ্গে করিয়া আনেন এবং স্বীয় শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট এই আশ্রিতকে ভিক্ষা দিবার জন্য আদেশ দেন। ঐ খঞ্জ আতুর ব্যক্তি বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভিক্ষার্থ আগমন করিলে বসবের অনুগৃহীত বলিয়া সকলেই তাহাকে সমাদর করিত। খঞ্জের বংশধর বলিয়া সাধারণে ইহাদিগকে পাঙ্গাল নামে অভিহিত করে।

ইহারা মরাঠী ও কণাড়ী-ভাষায় কথা কয়। সকলেই গো, মহিষ ও বৃষাদি রাখে। ইহাদের অনেকেই মদ্যপায়ী ; তামাকু, গাঞ্জা, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবনেও ইহাদের অভ্যাস আছে। ইহারা ছাগ, শশক, মুর্গীমাংস ও মৎস্য খাইতে ভাল বাসে এবং মদ্য ও মাংস ভক্ষণ করিলেও গলায় লিঙ্গধারণ করে। ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রকৃত লিঙ্গায়তদিগের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ইহারা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না।

রাবণেশ্বর ও যল্লমা ইহাদের কুলদেবতা। ইহারা বিশ্বাস করে যে, মৃত পিতৃপুরুষদিগকে প্রেতপিণ্ড না দিলে তাহারা কুপিত হন এবং পীড়াদি নানা ক্লেশ উৎপাদন করিয়া ইহাদিগকে কষ্টভোগ করান। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদের যথেষ্ট ভক্তি আছে, কিন্তু ইহারা যজনাদি-কার্য্যে কখনই ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না ; এমন কি সমগ্র জাতির গুরু নাই। হিন্দু পর্ব্বদিন মাত্রেই ইহারা ভিক্ষা করে না। শ্রাবণমাসের প্রতি সোমবারে ইহারা একাহারী থাকে এবং শিবরাত্রে পূর্ণোপবাসী থাকিয়া দেবারাধনা করে।

দরিদ্র হেলাব-রমণীরাই সূতিকাগৃহে ধাত্রীর কার্য্য করে। প্রসূতিকে অবস্থানুরূপ খাদ্য এবং তাপসেকাদি দেওয়া হয়। সূতিকাগৃহের কোণে একটী গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে প্রসূতিকে চারিদিন স্নান করান হয়। পঞ্চম দিনে ধাত্রী আসিয়া ঐ গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করে এবং তাহার চারি ধারে চন্দন ও চাউল দিয়া প্রলেপ দিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ষট্‌বাই দেবীর পূজা ও আরতি হয়।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অনেকেই অবস্থানুসারে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। বিবাহকালে বরের পিতা কন্যার কপালে সিন্দুর দেয় ও কন্যার পিতা তাঁহাকে ভোজন করাইলে বিবাহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে যখন কথাবার্ত্তা পাকা হয়, তখন বরের পিতাকে কন্যার জন্য একখানি সাটী বা ঘাঘরা ও অঙ্গরাখা এবং নগদ ৫৲ টাকা দিতে হয়। তদনন্তর বরের পিতা কর্ত্তৃক বিবাহের দিন ধার্য্য হইলে কন্যার পিতাকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং

কন্যার পিতা শকট পাঠাইয়া বর ও বরযাত্রীদিগকে নিজ গ্রামে আনান। এখানে আসিয়াই বরের পিতাকে কন্যার জ্ঞাতি-দিগের জন্য ২০ হইতে ৩০ টাকা এবং কন্যার মাতার জন্য ৮ খানি অঙ্গ-বস্ত্র ও ৬ টাকা পাঠাইতে হয়। গাত্রহরিদ্রার দিন বরকে কন্যার আলয়ে আনা হয় এবং বিবাহার্থ নির্ম্মিত "বহুলে" (বেদীতে) বর ও কন্যাকে বসাইয়া প্রথমে কন্যার মাতুল পাঁচ অঙ্গুলী দিয়া বর ও কন্যার কপালে ভস্ম রেখা টানিয়া দেয়। তৎপরে উপস্থিত সধবা স্ত্রীলোকগণ উক্ত দম্পতীকে হরিদ্রা মাখাইয়া থাকে। বিবাহ-দিনে বর ও কন্যাকে দুইখানি স্বতন্ত্র পীঁড়িতে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া বসান হয় এবং তাহাদের ব্যবধানে হরিদ্রাবর্ণে ত্রিশূলাঙ্কিত এক খণ্ড বস্ত্র ঝুলান থাকে। ঐ সময়ে বিবাহসভায় উপস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ কোন ব্যক্তি আসিয়া বর ও কন্যার মস্তকে হরিদ্রারঞ্জিত তণ্ডুল ছড়াইয়া দেয় এবং বরপক্ষের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কোন সধবা রমণী আসিয়া কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেয়।

সন্ধ্যাকালে বর ও বরযাত্রী লইয়া বরকর্ত্তা স্বীয় গ্রামাভিমুখে গমন করে এবং পথি-মধ্যে নবদম্পতীর মঙ্গল-কামনায় মারুতীর পূজা দিয়া থাকে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বরকর্ত্তার নিকট হইতে একটী নারিকেল লইয়া তাহা দেবমূর্ত্তির সমক্ষে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও তাহার অর্দ্ধভাগ হোমকুণ্ডস্থ ভস্ম দ্বারা পূর্ণ করিয়া কন্যার ক্রোড়ে বসাইয়া দেয়। পুষ্পোৎসবে ইহাদের কন্যার চারি দিন অশৌচ হয়, পঞ্চম দিনে সে স্নানান্তে শুদ্ধ হয় এবং স্বামীর সহিত একত্র অবস্থান করে।

ইহারা শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। তৃতীয় দিনে মৃতের নিকটাত্মীয় একটী ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রে অন্ন রাঁধিয়া দুগ্ধ ও গুড়-যোগে পিণ্ড করিয়া মৃতের সমাধির উপর স্থাপন করে। পঞ্চম দিনে ইহারা গোময় দিয়া গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণ ধৌত করিয়া রাত্রিকালে জ্ঞাতিভোজ দেয়। ইহাদের কোন দলপতি নাই। আপনাপনি পঞ্চায়ত করিয়া সামাজিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। ইহাদের সামাজিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। দুএক ঘর কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই দুঃস্থ ও অন্ন-কষ্টে প্রপীড়িত। ইহারা বালকদিগের শিক্ষার পক্ষপাতী নহে।

হেলাবৎ (ত্রি) হেলাযুক্ত, অবহেলাবিশিষ্ট।

হেলাবুক (পুং) অশ্ববিক্রয়ী।

হেলি (পুং) হিলতি হিল (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ সূর্য্য। ২ আলিঙ্গন। হিল হাবকৃতৌ ইন্। ৩ হেলা।

হেলিওপোলিস্ (বা সূর্য্যপুর) বাইবেলে ওবালিথ নামে প্রথিত। বর্ত্তমান নাম বালবেক। এখানে অতিপ্রাচীন সূর্য্যমন্দির থাকায় গ্রীক ঐতিহাসিকগণ হেলিওপোলিস্ (Heliopolis) বা সূর্য্যের মন্দির নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষা° ৩৪°১´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৩৬°১১´ পূঃ। দামাস্কস্ হইতে ৪৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অন্তি-লিবানাস্ পর্ব্বতের ঢালুদেশে অবস্থিত। কোন্ সময়ে এই প্রাচীন নগরী নির্ম্মিত হয়, তাহা জানা যায় না। ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর এখানকার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যান, তদবধি এই এই প্রাচীন স্থানের সমৃদ্ধি এক কালে গিয়াছে। এখন এখানে চাষী আরবজাতির বাস। বর্ত্তমান সহরের পশ্চিম প্রান্তে সুপ্রাচীন সূর্য্যমন্দির ও অপরাপর প্রাচীন অট্টালিকার সুবিস্তৃত ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

হেলিক (পুং) হেলি স্বার্থে কন্। হেলি।

হেলিতব্য (ক্লী) অবহেলার যোগ্য।

হেলেঞ্চা (দেশজ) শাকবিশেষ, হিলমোচিকা।

হেল্মন্দ, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত একটী পার্ব্বত্য নদী। পঘ্মান্ পর্ব্বতের পশ্চিম ঢালুদেশে ফজিন্দাজ নামক স্থান হইতে অক্ষা° ৩৪° ৪০´ উঃ ও দ্রাঘি ৬৮°২´ পূঃ মধ্যে বাহির হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ৭০০ মাইল বহিয়া গিয়া সিস্তানের হ্রদে মিলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৪টী মাত্র স্থানে পারাপার হওয়া যায়। এই নদীর মধ্য দিয়া ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। ইহার উভয় তীর উর্ব্বরা ও সুন্দর বনরাজিশোভিত। এক সময়ে ইহার তীরে বহুলোকের বাস ছিল। পারসিকদিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বন্দীদাদে এই স্থান 'হেতুমৎ' ও পাশ্চাত্যগ্রীক ঐতিহাসিকদিগের নিকট Etymander নামে প্রথিত। ইহার তীরবর্ত্তী স্থান নিরাপদ নহে ভাবিয়া এখন নানা স্থান জনশূন্য ও অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

হেবজ্র (পুং) বৌদ্ধদেবভেদ।

হেব্লি, বোম্বাই-বিভাগের ধারবার জেলার অধীন একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ২৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১০´ পূঃ। এই সহর একটী উচ্চভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে সপ্তাহে একবার করিয়া বাজার বসে।

হেষ, অশ্বের শব্দ। ভ্বাদি°, আত্মনে°, অক°, সেট্। লট্ হেষতে। লোট্ হেষতাং। লিট্ জিহেষে। লুট্ হেষিতা। লুঙ্ অহেষিষ্ট। ণিচ্ হেষয়তি। লুঙ্ অজিহেষৎ।

হেষক্রতু (ত্রি) কৃতহেষারব। "সিংহানহেষক্রতবঃসুদানবঃ" (ঋক্ ৩।২৬।৫) 'হেষক্রতবঃ হেষারবস্য ক্রতুঃ করণং যেষাং তে কৃতহেষারবাঃ' (সায়ণ)

হেষস্ (ক্লী) শব্দকারিণী হেতি। "আ-সৃজানস্তপিষ্ঠেন হেষসা" (ঋক্ ১০।৮৭।১২) 'হেষসা শব্দকারিণ্যা হেত্যা' (সায়ণ)

হেষস্বৎ (ত্রি) শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট। "হেষস্বতঃ শুরুধো নায়ং" (ঋক্ ৬।৬।৩) 'হেষস্বতঃ শব্দযুক্তাঃ' (সায়ণ)

হেষা (স্ত্রী) হেষ ভাবে অ টাপ্। অশ্বের নিস্বন, অশ্বধ্বনি; পর্য্যায়—হ্রেষা, হেলষা। (ভরত)

"কৃতার্ত্তহেষাশব্দো বৈ ত্রস্তসাশ্রুবিলোচনঃ।
নীতঃ সোঽশ্বশ্চ তেনৈব দানবেন দুরাত্মনা।" (মার্ক°পু° ২২।২০)

হেষিন্ (পুং) হেষা ইতি শব্দোঽস্ত্যস্য ইতি ইনি। অশ্ব।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন্), ভারতের প্রথম প্রথিতনামা গবর্ণর-জেনারেল। উরষ্টারসায়ারের অন্তর্গত ডেলিস্‌ফোর্ডের হেষ্টিংস্‌বংশ ইংলণ্ডের রাজা ১ম চার্লসের সময় রাজভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। চার্লসের সঙ্গে প্রজাদের যুদ্ধ বাঁধিলে ইহারা চার্লসের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিস্তর ক্ষতি-স্বীকার করেন, অবশেষে যখন যুদ্ধে চার্লস্ পরাজিত হইয়া প্রজার বিচারে তাঁহার মস্তক হারাইলেন, তখন জীবন-রক্ষার জন্য ইহারা স্ব স্ব অবশিষ্ট সম্পত্তি বিজেতা Commonwealthকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। হেষ্টিংস্ এই বংশে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের তিন বৎসর পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পিতা শীঘ্রই অপর একটী পত্নী গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গেলেন; অল্পদিন পরে তথায় তাঁহারও মৃত্যু হইল। অল্প বয়সে হেষ্টিংস পিতৃ-মাতৃ-হীন হইলেন এবং তাঁহার পালনের ভার তাঁহার পিতামহের হস্তে ন্যস্ত হইল। অল্প বয়সে লেখা পড়ায় তাঁহার অনন্যসাধারণ মনোনিবেশ ছিল। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে লইয়া লণ্ডনে গেলেন এবং তথায় ঈটন স্কুলে তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তথায় শীঘ্র তিনি প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুতে তাঁহাকে পাঠত্যাগ করিতে হইল। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একটী কেরাণীর পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ১৭৫০খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দুই বৎসর এই কর্ম্মের পর তিনি ক্লাইবের অধীনে পলাশী-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। হেষ্টিংসের সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এই প্রথম পরীক্ষা হইল। এই সময়ে তিনি কাপ্তেন কাম্বেলের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে হেষ্টিংসের দুইটি সন্তান হয়, দুইটিই অল্প বয়সে মারা যায়। তাঁহার এই পত্নীও অল্পদিন মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তিনি কিয়ৎকাল কোম্পানীর এজেণ্ট স্বরূপ মুর্শিদাবাদে ছিলেন, তৎপরে তিনি Bengal Councilএর সদস্যপদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারী সকলেই ঘুষ লইতেন ও এখানকার প্রজাসাধারণকে নানা প্রকার অত্যাচারে উৎপীড়িত করিতেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ এই সকল অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের বিরুদ্ধ ছিলেন। তিনি এবং গবর্ণর ভান্সিটার্ট প্রথমে কর্ম্মচারিগণের অসদাচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তিনি ১৩ বৎসর কাল ভারতে কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ফিরিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে ছিলেন। লর্ড-ক্লাইবের সাহায্যে তিনি মান্দ্রাজ কাউন্সিলে দ্বিতীয় সদস্যের পদলাভ করিয়া ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

পথে তিনি বারণ ইমহোফের পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর অনুমত্যনুসারে বিবাহ করিলেন। অবশ্য বারণ ইমহোফ পত্নীর পরিবর্ত্তে হেষ্টিংসের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণীর আদালতে বিবাহভঙ্গের আদেশ পাইয়া Baron Imhoff স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার পত্নী প্রফুল্ল হৃদয়ের হেষ্টিংসের হৃদয়বিনোদিনী হইলেন। হেষ্টিংসের জীবনে ইহা একটা মহা কলঙ্ক।

এই সময়ে বঙ্গের রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিলেন। কিন্তু দেশের শাসনের ও শান্তিরক্ষার ভার দেশীয়-দিগের হস্তেই ছিল। দুই ভিন্ন দেশীয় লোকের হস্তে এইরূপ দুই প্রকার শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন স্বার্থাবলম্বীদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল বলিয়া বাঙ্গালা অরাজকতায় এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইতেছিল। সমস্ত দেশ অত্যাচারে এবং উৎপীড়নে হাহাকার করিতেছিল। ইংলণ্ডে ডিরেক্টরগণ ওয়ারেণহেষ্টিংস্‌কে বাঙ্গলার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া এই প্রকার অরাজকতানিবারণে অভিলাষী হইলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ সভাপতি-পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায়কে সরাইলেন।

এই সময়ে কোম্পানীর ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ ছিল। এই বিস্তর অর্থ-পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য হেষ্টিংস্ কতকগুলি অসদুপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমে কোরা এবং আলাহাবাদ এই দুইটী জেলা দিল্লীর সম্রাট্ কোম্পানীকে জমীদারী-সূত্রে দান করিয়াছিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে কোম্পানী প্রতিবৎসর ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইটী জেলা সম্রাট্ আবার মহারাষ্ট্রদিগকে দান করেন, এই জন্য ওয়ারেনহেষ্টিংস্ অযোধ্যার উজীরের সম্মতি অনুসারে ঐ বিপুল খাজনা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরিবর্ত্তে ঐ দুইটী জেলা উজীরকে প্রদান করিয়া ৫০ লক্ষ পাউণ্ড নগদ পাইলেন। এইরূপে কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের জন্য হেষ্টিংসকে নানা প্রকার অন্যায় কাজ

করিতে হইয়াছিল। অযোধ্যার উজীর ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া হেষ্টিংসের সাহায্য ক্রয় করিলেন। হাফিজ রহমৎ খাঁ যুদ্ধ-ব্যয়ের খরচ ছাড়া ঐ টাকা অযোধ্যার নবাবকে দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত এই সর্ত্ত ছিল যে, তিনি যেন তাঁহার সাহায্যে রোহিলখণ্ডের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। হেষ্টিংস্ অযোধ্যার উজীরের সাহায্যে কোম্পানীর সেনাদল পাঠাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার জীবনে এটিও মহাকলঙ্ক। কারণ রোহিলাগণ ইংরাজদিগের মহাবন্ধু ও বিশ্বাসী মিত্র ছিলেন। এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতায়, ইংরাজ-চরিত্রের সত্যনিষ্ঠায় এবং সততায় এতদ্দেশ-বাসিগণ সন্দিহান্ হইল। [হাফিজ রহমৎ খান্ দেখ]

বাঙ্গালায় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণের আগমনের পূর্ব্বেই হেষ্টিংস্ এই সকল অন্যায় কার্য্য করিলেন। তিনি এই প্রকার অসদুপায়ে কোম্পানীর বিপুল ঋণ শোধ করিয়া প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করিলেন। এজন্য যখন সদস্যগণ কলিকাতায় আসিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। তবে সদস্যদিগের মধ্যে কেহই পশ্চাৎপদ ও উৎসাহহীন ছিলেন না। সদস্য চারিজনের মধ্যে ক্লেভারিং, ফ্রান্সিস্ এবং মন্‌সন্ এই তিন জনই তাঁহার প্রতিপক্ষ এবং তাঁহার রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। প্রথমে আসিয়াই তাঁহারা সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফ্উদ্দৌলার সহিত হেষ্টিংসের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার সহিত একটী নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আলাহাবাদ এবং কোরা জেলা বিক্রয় বহাল রহিয়া গেল; উজীরকে কোম্পানীর সৈন্যদিগের মাহিনা এবং বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার কথা হইল। হেষ্টিংসের অমতে এই সমস্ত স্থিরীকৃত হইল। হেষ্টিংস্ অযোধ্যার বেগমদিগের বিপক্ষে উজীরকে সাহায্য করিবেন পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল। অযোধ্যার বেগমদিগের প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল, এই সম্পত্তি অধিকার করিলে অযোধ্যার উজীর অনায়াসে কোম্পানীর বিপুল দাবী শেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু হেষ্টিংসের বিপক্ষ সদস্যগণ উজীরকে এরূপ অন্যায় কার্য্যে সহায়তা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। নবাবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাঁহার সৈন্যদিগের এক বৎসরের মাহিনা বাকী পড়িয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজ্যে উপদ্রব এবং অত্যাচারের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিল। নবাবের এইরূপ অবস্থায় কোম্পানীকে অর্থশোধ করা একপ্রকার অসম্ভব হইল।

এদিকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের গোলযোগ আরম্ভ হইল। মধুরাওর মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবা হইলেন, কিন্তু ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইলেন। [মহারাষ্ট্র দেখ] সম্ভবতঃ এই ষড়যন্ত্রে রঘুনাথ রাও লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু পেশবার মৃত্যুর পর নানা ফড়নবীশ রাজ্যরক্ষণের বন্দোবস্ত করিলেন, কারণ এই সময়ে নারায়ণ রাওয়ের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, সন্তান হইবার পূর্ব্বে পেশবার পদ ন্যায়তঃ রঘুনাথের উপর ন্যস্ত হইতে পারে না। রঘুনাথ এইরূপে ব্যর্থমনোরথ হইয়া বোম্বাই গবর্মেণ্টের সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। বোম্বাই গবর্মেণ্ট সালসেট এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী কতকগুলি স্থানের পরিবর্ত্তে রঘুনাথ রাওকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সিন্দে এবং হোলকর এই উভয় মহারাষ্ট্ররাজই ফড়নবীশের পক্ষাবলম্বন করিলেন। রঘুনাথ বোম্বাইয়ে পলাইয়া গিয়া ইংরাজদিগের সহিত সুরাটের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধির সর্ত্তে তিনি নগদ টাকা এবং রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে তিন সহস্র সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিতে বাধ্য রহিলেন। যদিও বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই সন্ধি করিয়া তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তথাপি হেষ্টিংস্কে বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; কারণ যুদ্ধ জয়ের পূর্ব্বে পশ্চাৎপদ হইলে কোন লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে পুণা গবর্মেণ্টের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্ট পুরন্দরের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধিতে বোম্বাই গবর্মেণ্ট এবং হেষ্টিংস্ উভয়েই কাউনসিলের সদস্যগণের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন, অবশেষে ডিরেক্টারগণ সুরাটের সন্ধি মঞ্জুর করিলে হেষ্টিংসের সম্ভ্রম রক্ষা হইল।

হেষ্টিংসের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লেভারিং ও মন্‌সন্ মারা গেলেন, ইঁহাদের মৃত্যুতে হেষ্টিংস্ অপ্রতিহত ভাবে ক্ষমতা চালাইতে লাগিলেন। আমেরিকায় বৃটীশ উপনিবেশসমূহ যখন গ্রেট বৃটনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-ঘোষণা করিলেন, তাহার অনতিবিলম্বে ফরাসীগণও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিল। এদিকে পুণার মহারাষ্ট্রপতি ফরাসী-সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস-প্রেরিত সেনাপতি গডার্ড মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিলেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রীয় গোলযোগের সুবিধা পাইয়া হায়দরআলী তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিলেন। ফরাসী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবার সময় তিনি মরিসাসে ফরাসীগবর্মেণ্টের সহিত চিঠি পত্র চালাইতে ছিলেন। হেষ্টিংস্ তখন ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি দখল করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ইংরাজগণ মহী দখল করিয়া বসিলেন, তখন হায়দার আলী

ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজন্যবর্গ হায়দার আলীর অনুকূল ছিলেন। হায়দর আলী সৈন্যগণকে য়ুরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, এজন্য দাক্ষিণাত্যের এই ভীষণ বিদ্রোহ ইংরাজ গবর্মেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত বিপদ্ ও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংরাজ-সেনাপতি গডার্ড, পোপহাম, ক্রস এবং আয়ার কুট্ প্রভৃতির সাহসে ও রণনৈপুণ্যে ভারতে পুনরায় ইংরাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত হায়দরের পুত্রের সন্ধি হইল। তাহাতে উভয় পক্ষ স্ব স্ব অধিকার ফিরিয়া পাইলেন।

হেষ্টিংস্ যে কেবল সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সাম্রাজ্যকে দৃঢ় শাসনে বাঁধিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কেবল মাত্র বারাণসী জেলায় বৃটীশ গবমেণ্টকে যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল, যুদ্ধে জয় লাভ হইলেও তিনি রাজ্য বিস্তারের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার শাসন অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু লর্ড নর্থের Regulating act যখন বিধিবদ্ধ হইল, এবং যে মুহূর্ত্তে ঐ নিয়মানুসারে ৪ জন কাউন্সিলের সদস্য বাঙ্গলাদেশে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতেই তিনি তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধা পাইতে লাগিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ মনসনের মৃত্যু পর্য্যন্ত হেষ্টিংস সমস্ত শাসনকার্য্যে পদে পদে বাধা পাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন।

নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদকাহিনী সকলেই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। [নন্দকুমার শব্দ দেখ।]

কাশীর মহারাজ চৈৎসিংহ হেষ্টিংসের অর্থগৃধ্নুতার জন্য কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত নহে। যখন অযোধ্যার উজীর কাশী জেলা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে দান করিলেন, তখন ইহা মহারাজ চৈৎসিংহের অধীন ছিল। মহারাজ পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যার নবাবকে কর দিতেন, এখনও সেইরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে রাজস্ব দিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় গোলমালে যখন ইংরাজের অর্থের অভাব হইতে লাগিল, তখন হেষ্টিংস কাশীর মহারাজের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, মহারাজও তাঁহার দাবী পূরণ করেন, কিন্তু পর বৎসরে হেষ্টিংস তাঁহার নিকট পুনরায় ঐরূপ দাবী করিলেন, এবারও কাশীরাজ তাহা পূরণ করেন। পর বৎসর হেষ্টিংস্ পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের দাবী করিয়া বসিলেন। মহারাজের পক্ষে তাহা পূরণ করা সাধ্যাতীত হইল, কাজেই তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তখন হেষ্টিংস তাঁহার নিকট দণ্ডস্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। চৈৎসিংহ ২০ লক্ষ টাকা দিয়া হেষ্টিংসকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি পুরাপুরি দাবী আদায় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কাশীতে পৌছিয়া তিনি মহারাজকে বন্দী করিবার জন্য একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। গোলমালে কতকগুলি লোকের প্রাণ গেল, কাশীরাজ গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন।

মহারাজ চৈৎসিং উপর্য্যুপরি ক্ষমাপ্রার্থনার পর হেষ্টিংস তাঁহাকে ক্ষমা করিলেও তিনি তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লইয়া বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কর্ণেল পোপ্হাম তাঁহাকে একটা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয়গড় অধিকার ও ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করিলেন। গবর্ণর জেনারেলের একটী অসাবধান পত্রের ফলে এই ৫০ লক্ষ টাকা পোপ্হামের সৈন্যদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল, অতি লোভ করিতে গিয়া গবর্ণর জেনারলের সকল আশা নষ্ট হইল। চৈৎসিং আজীবন গোয়ালিয়ারে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতিবৎসরে ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া কাশীর রাজা হইলেন। [কাশী দেখ।]

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মাক্‌ফার্সন সাহেবের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন, বিলাতে প্রত্যাগত হইলে বিলাতের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ বার্ক, ফ্রান্সিস এবং প্রথিতনামা লেখক সেরিডান কর্ত্তৃক পার্লামেণ্ট মহাসভায় অভিযুক্ত হইলেন। রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নন্দকুমারের ফাঁসী, কাশীর রাজাকে অর্থের জন্য উৎপীড়ন এবং অর্থগৃধ্নু দেবীসিংহ প্রমুখ অত্যাচারীদিগকে নিয়োগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজ নামে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন, এই সকল অভিযোগ মহানুভব মনীষিগণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনয়ন করিলেন। যদিও তিনি বহুবর্ষব্যাপী বিচারের পর অভিযোগ হইতে মুক্ত হইলেন, তথাপি ইংরাজসমাজের শ্রদ্ধা এবং সম্মান তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। সত্যই কি ওয়ারেণ হেষ্টিংস দোষী ছিলেন? যে সকল ইংরাজ ভারতে বৃটীশশাসনের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, অল্প বিস্তর সকলকেই অসদুপায় ও নিষ্ঠুরতার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও তাহাতে যে হেষ্টিংস্-চরিত্রে যে সম্পূর্ণ কলঙ্ক পরিস্ফুট হয় তাহা নহে। কোম্পানীর ঋণ শোধ করিয়া দিবার জন্যই তিনি কেবল এই সকল প্রবঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি নিজে যে বিশেষ লাভবান্ হইয়া ছিলেন, তাহা নহে।

তিনি কোম্পানীর জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটী মহাদোষ ছিল যে, তিনি ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন। নন্দকুমারের ফাঁসী উপলক্ষে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। [নন্দকুমার দেখ।] তিনি মুসলমান-দিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুপণ্ডিতগণের উৎসাহের জন্য টোলেও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুগণের সুবিচার হইবার জন্য তৎকালীন প্রধান প্রধান স্মার্ত্তগণের সাহায্যে তিনি বিবাদার্ণবসেতুনামে একখানি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। [স্মৃতি দেখ।] ভারতীয় বিস্তারও তিনি যথেষ্ট গৌরব করিতেন, উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের গীতার অনুবাদের উপর তিনি যে গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভারতীয় আর্য্য-শাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিযোগ হইতে মুক্ত হইতে হেষ্টিংসের প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছিল; ইহাতে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে কোম্পানী তাঁহাকে বৎসরে ৪০০০ পাউণ্ড বৃত্তি এবং ঋণ-পরিশোধের জন্য ৫০০০০ পাউণ্ড বিনা সুদে ধার দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। হেষ্টিংস এই সাহায্য পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান ডেলিস্‌ফোর্ডে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২২ আগষ্ট, ৮৬ বর্ষ বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন্)

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালেই প্রথম বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তার হইতে থাকে। শ্রীরামপুরে খৃষ্টান মিশনারীগণ দেশীয় সংবাদপত্র ছাপাইতে আরম্ভ করেন। নানা যুদ্ধসত্ত্বেও হেষ্টিংস সুকৌশলবলে কোম্পানীর প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

[নন্দকুমার ও ভারতবর্ষ শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হেষ্টিংস, মার্কুইস অব হেষ্টিংস, অথবা লর্ড ময়রা নামে পরিচিত, (G. A. Francis, Lord Rawdon and Earl of Moira, K. G.) ভারতের এক জন গবর্ণর জেনারল। আইরিস্ ব্যারোণ (Baron) বংশে জন্ম। ইনি আমেরিকার স্বাধীনতা লইয়া যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্কট্‌লণ্ডে প্রধান সেনাপতিরূপে অবস্থান-কালে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে লাউডনের কাউণ্টেসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই কন্যা সুকবি ফ্লোরা হেষ্টিংস্। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতে রাজনীতি-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেন; বেশী বয়সে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতায় আসিয়া লর্ড মিণ্টোর নিকট ইনি ভারতের গবর্ণর জেনারল পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এদেশে আসিয়া এদেশের ব্যাপার সম্যগ্ অবধারণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বৃটীশ সাম্রাজ্য ভারতে অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে নিরপেক্ষ ভাবাবলম্বন করিলে চলিবে না। লর্ড মিণ্টোর নিরপেক্ষ-নীতি (Non-interference policy) ভারতীয় রাজগণ কাপুরুষতা এবং অক্ষমতার নামান্তর বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই জন্য মধ্যপ্রদেশের রাজগণ উদ্ধত ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ সিন্দেরাজ সৈন্য-সংগ্রহ করিতেছিলেন।

এদিকে উত্তরে গুর্খাগণ ভারত-আক্রমণ করিতে লাগিল। লর্ড মিণ্টোর আমলে তাঁহারা বুৎবাল এবং শিওরাজ অধিকার করিয়াছিল। লর্ডমিণ্টো সৈন্য প্রেরণ করিয়া বুৎবাল উদ্ধার করেন। লর্ড ময়রা ঐ সময়ে অযোধ্যাপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। অযোধ্যার নবাব তাঁহার ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে দশলক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিলেন।

গুর্খা যুদ্ধে একাধিকবার ইংরাজগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল নিকোল এবং জেনারল অক্টরলোনির বীরত্বে এবং যুদ্ধ-কৌশলে অবশেষে গুর্খাগণ পরাজিত এবং সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এদিকে পেশবা ২য় বাজীরাও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সৈন্য-সংগ্রহ প্রভৃতির দ্বারাও তিনি ইংরাজ-দিগের সন্দেহ জন্মাইতে লাগিলেন। এই সময়ে সুযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ভারত-ইতিহাস লেখক মনষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন বোম্বাইএর গবর্ণর। তিনি গবর্ণর জেনারলের নিকট পেশবার বিরুদ্ধে অভি-যোগ উত্থাপিত করিলেন। অনতি বিলম্বে একটি নূতন সন্ধিতে গবর্ণর জেনারল পেশবাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে পিন্ধারীগণের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে মধ্য প্রদেশে অরাজকতা উপস্থিত হইল, নাগপুরের স্কোন্‌সেলে ইংরাজদিগের সাহায্য-ভিক্ষা করিলেন এবং গবর্ণর জেনারেল অস্থায়ী সন্ধি-সূত্রে নাগপুরের রাজাদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। জয়পুরের রাজাও আমীর খাঁর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়া দিল্লীর রেসিডেণ্ট মেটকাফের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া লিখিলে গবর্ণর জেনারেল দুই দল সৈন্য পাঠাইয়া আমীর খাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন।

এই সময়ে লর্ড ক্যানিং কোম্পানীর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ভারতে কোম্পানীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইংরাজগণকে নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসকে বৃটীশ নাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধায়োজনের আদেশ দিলেন, এই সময়ে পিন্ধারীদিগের অত্যাচারে সমস্ত দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। যখন ইংরাজদিগের মিত্র নাগপুরের রাজা পিন্ধারীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন বড়লাট হেষ্টিংস স্বয়ং যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিলেন। পিন্ধারী-দলপতি আমীর খাঁ পরাজিত হইল এবং হেষ্টিংস্ তাঁহাকে একটী রাজ্য দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। সন্ধির সর্ত্ত হইল যে আমীর খাঁর সমস্ত সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যভুক্ত হইবে। আমীর খাঁ এরূপ সন্ধি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে পেশবা ভিতরে ভিতরে নূতন সন্ধি লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া সমস্ত সিপাহী এবং ইংরাজ-সৈন্যকে ঘুষ দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন এবং এলফিন্‌ষ্টোনকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। অবশেষে দশহরা উপলক্ষে তিনি তাঁহার সৈন্যসমূহ একত্র করিয়া ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলেন, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া মনষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন জেনারেল বারকে পেশবার বিপুল বাহিনী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কির্কীর যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-সৈন্য পরাজিত এবং বিতাড়িত হইল। পেশবা সাতারায় পলায়ন করিলেন এবং জেনারেল স্মিথ পেশবার অনুসরণ করিবার ভার লইলেন। সাতারা হইতে পেশবা নাগপুরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এদিকে নাগপুররাজকে হত্যা করিয়া অপ্‌পা সাহেব নিজেই রাজা হইলেন। তিনি বরাবর পেশবার সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতে ছিলেন, পেশবার সহিত যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি বৃটীশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সীতাবলদি দুর্গ অধিকার করিতে রাজসৈন্য কৃতকার্য্য হইল না। নাগপুরের যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইলেন এবং ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এদিকে মহারাষ্ট্র-সমরে পরাজয়ের পর পেশবার সমস্ত রাজ্য বোম্বাই গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইল।

হোলকরের সহিত যুদ্ধ হেষ্টিংসের শাসনকালের অন্যতম ঘটনা। হোলকর-সৈন্য পরাজিত হইল এবং পরাজয়ের পর তাহারা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। হেষ্টিংসের শাসনগুণে পিন্ধারীগণ বশ্যতাস্বীকার করিল; আমীর খাঁও হেষ্টিংসের প্রস্তাবিত সন্ধি স্বীকার করিয়া লইলেন। হেষ্টিংসের শাসননীতিগুণে মধ্যপ্রদেশের গোলযোগ মিটিল। পেশবা ইংরাজদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহার একটী বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। অপ্‌পা সাহেব পেশবার সহিত যোগ দান করেন। তিনি পিন্ধারী-দলপতি চিতুর সহিতও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সুফলের কোন আশা নাই, তখন তিনি ইংরাজদিগের অনুমত্যনুসারে যোধপুররাজের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। [মহারাষ্ট্র ও নাগপুর দেখ।]

হেষ্টিংসের শাসনকৌশলে কোম্পানীর রাজস্ব ৬ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও সামরিক এই কয় বিভাগেই সাধারণ উন্নতিজনক অনেক ব্যবস্থা চালাইয়া গিয়াছেন। মাউণ্টষ্টুয়ার্ট্ এলফিন্‌ষ্টোন্, সর্ টমাস্ মন্‌রো, সর্ জন্ মাল্‌কোম্, সর্ ডেভিড্ অক্টারলোনী প্রভৃতি ইংরাজপুঙ্গবগণের মন্ত্রণাও অনেক সময় তাঁহার ব্যবস্থাদানের সহায় হইয়াছিল। নেপালের যুদ্ধাবসানে তিনি আর্ল্ (Earl) উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং পিন্ধারি দস্যুদলনের পর কোম্পানীর নিকট ৬০ হাজার পাউণ্ড পারিতোষিক পাইলেন। পামার কোং সহ মনোমালিন্য সূত্রে পাছে তাঁহার মত লোক ডিরেক্টারগণের তীব্র সমালোচনার পাত্র হন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনার সমুচ্চ বড়লাট পদ ত্যাগ করেন। অবশ্য, তজ্জন্য পরে ডিরেক্টরগণও দুঃখ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে পদত্যাগ পত্র পাঠাইলেও, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভারতে থাকিতে হইয়াছিল। বিলাতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আরল্ হইতে মার্কুইস্ উপাধিতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টার তাঁহার পুত্র আর্‌ল্ অফ্ রডনকে সম্মানসূচক ২০ হাজার পাউণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অফ্ হেষ্টিংস্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হেষ্‌তো, (হস্‌দো) ছোটনাগপুরের কারেয়া নামক করদ-রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। সোনাহাটের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণে করেয়া রাজ্য ভেদ করিয়া মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিরবাহির নিকটে এই নদীর একটী সুন্দর প্রপাত আছে।

হেহে (অব্য°) হে ইত্যস্য দ্বিত্বং। সম্বোধনসূচক শব্দ।

হেহৈ (অব্য°) হে চ হৈ চ। ১ সম্বোধন। ২ হূতি। (মেদিনী)

হৈ (অব্য°) হিনোতীতি হি গতৌ বাহুলকাৎ ডৈ। ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। (মেদিনী)

হৈগ, কর্ণাটকবাসী ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভেদ।

হৈড়ম্ব, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত একটী জনপদ। [হেড়ম্ব দেখ।] দেশাবলিবিবৃতিমতে ইহা অঙ্গদেশের অন্তর্গত চম্পার নিকটবর্ত্তী 'হেড়ম্ববিষয়'নামে অভিহিত। এখানে ঘটোৎকচ রাজত্ব করিতেন।

হৈড়িম্ব (ত্রি) হিড়িম্বা-অণ্। ১ হিড়িম্বাসম্বন্ধীয়। ২ হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ।

হৈড়িম্বি (পুং) হিড়িম্বা অপত্যার্থে ইঞ্। হিড়িম্বার অপত্য, ঘটোৎকচ।

হৈতনাম (পুং) হিতনামের গোত্রাপত্য। (পা ৬।৪।১৭০)

হৈতুক (ত্রি) হেতুনা চরতীতি হেতু-ঠক্। সদ্‌যুক্তিব্যবহারী, যাহারা সদ্যুক্তি ব্যবহার করেন।

"ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥"
'হৈতুকঃ সদ্‌যুক্তিব্যবহারবাদী' (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ হেতুদ্বারা সৎকর্ম্মে সন্দেহকর্ত্তা। মনুটীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন যে, যাহারা বেদবিরোধী তর্ক করে, তাহাদিগকে হৈতুক কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, তর্কদ্বারা ধর্ম্মনিশ্চয় করিতে হয়, কিন্তু বেদবিরোধী তর্ক করিতে নাই। যাঁহারা এইরূপ বেদবিরোধী তর্ক করেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে নাই।

"পাষণ্ডিনো বৈকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"(মনু ৪।৩০)
'হৈতুকাঃ বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ' (কুল্লূক)

বিষ্ণুপুরাণটীকায় স্বামী ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন— যিনি হেতু প্রদর্শন করিয়া সৎকর্ম্মে সন্দেহ উৎপাদন করেন, তাঁহাকে হৈতুক কহে। "সন্দেহকৃৎ হেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু স হৈতুকঃ।" (বিষ্ণুপু° ৩।১৮।৯৯ টীকা)

(ত্রি) ২ ফলাভিসন্ধানযুক্ত।

হৈনাড়্, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একটী জনপদ। (২।৮।৪৩)

হৈম (ক্লী) হিমে ভবং অণ্। ১ প্রাতর্হিমোদ্ভবজল, প্রাতঃকালে হিমভব জল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হিমভব। (ত্রি) ৩ হেমজাত, স্বর্ণনির্ম্মিত। "পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠং" (রঘু ৬।১৫)

(পুং) ৪ ভূনিম্ব। হেম্নো বিকারঃ অণ্। ৫ সুবর্ণের বিকার। ৬ শিব। "হৈমো হেমকরো যজ্ঞো সর্ব্বধারী ধরোত্তমঃ।" (ভারত) ৭ পর্ব্বতবিশেষ, হিমালয়।

হৈমকূট (পুং) হেমকূট পর্ব্বতের অদূরভব দেশ।

হৈমগিরিক (পুং) হিমগিরির অদূরভব দেশ।

হৈমচন্দ্রি (পুং) হেমচন্দ্র অপত্যার্থে ইঞ্। হেমচন্দ্রের গোত্রাপত্য।

হৈমন (পুং ক্লী) হেমন্ত এব ইতি (সর্ব্বত্রাণ্ চ তলোপশ্চ। পা ৪।৩।২২) ইতি স্বার্থে অণ্ তলোপশ্চ। ১ হেমন্তঋতু। (শব্দরত্না°) হেম্ন ইদমিত্যণ্, ন টিলোপঃ। (ত্রি) ২ স্বর্ণজাত। ৩ হিমজাত। ৪ হেমন্তভব, হেমন্ত ঋতুভব।

"অভ্যুত্থিতস্যাদ্রিপতের্নিতম্বমর্কস্য পাদা ইব হৈমনস্য।"
(কিরাত ১৭।১৮)

(পুং) হেমন্ত এব অণ্ তলোপশ্চ। ৫ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। (রাজনি°) হেমন্তাজ্জাতঃ অণ্, তলোপশ্চ। ৬ হিমকালোদ্ভব ষষ্টিক ধান্য।

'হৈমনাস্ত হিমা বৃষ্যা মধুরা বদ্ধবর্চ্চসঃ।' (রাজবল্লভ)

হৈমন্ত (পুং ক্লী) হেমন্ত (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। ১ হেমন্ত ঋতু। (ত্রি) ২ হেমন্তসম্বন্ধী।

হৈমন্তিক (ক্লী) হেমন্তে ভবঃ ঠঞ্। শালিধান্য, আমনধান।

"হৈমন্তিকঃ সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

হৈমমুদ্রিক (ত্রি) হৈমী মুদ্রিকা যস্য। স্বর্ণমুদ্রিকাবিশিষ্ট।

হৈমল (পুং ক্লী) হিমল অণ্। হেমন্তঋতু। (শব্দরত্না°) হেমল এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, এই পাঠই সাধু।

হৈমবত (ক্লী) হিমবতো দূরভবো দেশঃ হিমবত ইদং বা অণ্। ১ ভারতবর্ষ। (ত্রিকা°) (পুং) ২ বিষভেদ। ৩ দেশবিশেষ। "নিষাদান্ পারসীকাংশ্চ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা।"(ভারত ২।৫০।২০)

(ত্রি) ৪ হিমালয়সম্বন্ধী। ৫ হিমালয়জাত, হিমালয়োৎপন্ন। (ক্লী) ৬ মুক্তা। (বৈদ্যকনি°)

হৈমবতবর্ষ (ক্লী) ভারতবর্ষ।

"এতদ্ধৈমবতং বর্ষং ভারতী যত্র সন্ততিঃ।
হেমকূটং পরং যত্র নাম্না কিংপুরুষোত্তমঃ॥" (বরাহপু°)

হৈমবতী (স্ত্রী) হিমবতোঽপত্যং স্ত্রী অণ্ ঙীপ্। ১ হিমবতের কন্যা, পার্ব্বতী, উমা। ২ হরীতকী। (অমর) ৩ স্বর্ণক্ষীরী। ৪ শ্বেতবচা। (মেদিনী) হিমবতঃ প্রভবতি প্রকাশতে প্রথমং দৃশ্যতে ইতি (প্রভবতি। পা ৪।৩।৮৩) ইত্যণ্। ৫ গঙ্গা। ৬ রেণুকা। ৭ কপিলদ্রাক্ষা। ৮ অতসী, চলিত মশিনা। ৮ হরিদ্রা। ৯ পীতদুগ্ধ সেহুণ্ড, চলিত মনসা গাছ। ১০ ক্ষীরিণী।

হৈমবর্চ্চি (পুং) হেমবর্চ্চসের গোত্রাপত্য।

হৈমা (স্ত্রী) হেম তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি অণ্। পীতযূথিকা।

হৈমাচল (পুং) হিমালয় পর্ব্বত।

হৈমী (স্ত্রী) হেম তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি অণ্ বা ঙীষ্। পীতযূথিকা।

হৈয়ঙ্গব (ক্লী) হৈয়ঙ্গবীন। "ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুদৃ্ যদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ।" (ভাগ° ১০।৯।৬)

হৈয়ঙ্গবীন (ক্লী) হ্যো গোদোহস্থ বিকার ইতি (হৈয়ঙ্গবীনং সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।২৩) ইতি ঘঞ্, হিয়ঙ্গাদয়শ্চ। সন্থো গোদোহোদ্ভব ঘৃত, সন্থোদুগ্ধ দোহন করিয়া সেই দিনই উক্ত দুগ্ধে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাকে হৈয়ঙ্গবীন কহে। এই সন্থোঘৃত সকল ঘৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অত্যুৎকৃষ্ট গুণযুক্ত। [ঘৃত শব্দ দেখ]

হৈরণ্য (ত্রি) হিরণ্য-অণ্। হিরণ্যসম্বন্ধীয়।

হৈরণ্যক (পুং) ১ হিরণ্ময়। ২ স্বর্ণকার।

"হৈরণ্যককারুকয়ো প্রধ্বংসঃ শস্ত্রকোপনঃ।" (বৃহৎস° ৮৭।৩২)

হৈরণ্যগর্ভ (পুং) হিরণ্যগর্ভ-অণ্। ১ মনুভেদ।

"মনো হৈরণ্যগর্ভস্থ যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।" (মনু ৬।১৯৫)

২ হিরণ্যগর্ভ মনুর অপত্য।

হৈরণ্যনাভ (পুং) হিরণ্যনাভের গোত্রাপত্য।

হৈরণ্যবাহেয় (পুং) হিরণ্য-বাহু-অণ্। হিরণ্যবাহুর গোত্রাপত্য।

হৈরণ্যবাসস্ (ত্রি) স্বর্ণবস্ত্রযুক্ত।

হৈরণ্যস্তূপ (ত্রি) হিরণ্যস্তূপের গোত্রাপত্য, বৈদিক ঋষিবিশেষ।

হৈরণ্যিক (ত্রি) ১ সুবর্ণসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ সুবর্ণকার।

হৈরণ্বতী (স্ত্রী) নদীভেদ। গণ্ডকী। হিরণনদী।

হৈরম্ব (ত্রি) হেরম্ব-অণ্। হেরম্বসম্বন্ধীয়, হেরম্বগণেশসম্বন্ধীয়।

হৈরিক (পুং) হিনোতীতি রক্, হেরঃ আসুরীমায়াং জানাতীতি ঠক্। চোর।

হৈরান্ (আরবী) পরিশ্রান্তি। বৃথা শ্রম, পণ্ডশ্রম।

হৈরাণী (আরবী) হয়রাণী।

হৈহয় (পুং) হয্যা অপত্যং (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যদ্বা হেশব্দেন নাম্নৈকদেশগ্রহণেন নামগ্রহণাৎ হেষাশব্দেন হেষাশব্দং কুর্ব্বন্ হয়তি গচ্ছতীতি হেহয়োঽশ্বঃ তস্থায়ং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইত্যণ্। ১ কার্ত্তবীর্য্য, কার্ত্তবীর্য্যরাজ। ২ দেশভেদ।

"পশ্চিমে হৈহয়স্বাদ্রি-ম্লেচ্ছবাস-শকাদয়ঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হৈহয়রাজবংশ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একটী রাজবংশ। হৈহয় হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরাণপাঠে জানা যায় যে, রাজা হৈহয় যদুর পুত্র এবং মহারাজ নহুষের পৌত্র।

হৈহয়গণ পরবর্ত্তীকালে কোন্ সময়ে কিরূপে দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহার ঠিক ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ইতিহাসে নাই। শিলালিপি প্রভৃতির আনুষঙ্গিক প্রমাণে হৈহয়বংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে, তদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ক্ষত্রপশক্তি-বিলোপকারী মহাক্ষত্রপ ঈশ্বরদত্ত ত্রৈকূটে রাজধানী স্থাপন করেন। অনুমান ২৫০ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক কতকপরিমাণে ক্ষত্রপগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে তাঁহার নামাঙ্কিত ১ম ও ২য় বর্ষের মুদ্রা প্রচারিত ছিল। সুতরাং কোঙ্কণবিজয়ের পর তিনি যে ত্রৈকূটক অব্দ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ২৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই আরব্ধ হয়। ইহাই পরে কলচুরি বা চেদীসম্বৎনামে খ্যাত হইয়াছে।

বীরদামের পুত্র রুদ্রদামের রাজ্যকালে ক্ষত্রপগণ পুনরায় পূর্ব্বহৃত রাজ্য অধিকার করিয়া ত্রৈকূটকদিগকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপায়ান্তরবিহীন হইয়া মধ্যভারতে পলায়ন করেন এবং তথায় হৈহয় বা কলচুড়িনামে পরিচিত হন। অতঃপর ক্ষত্রপপ্রভাবের সম্পূর্ণ পতন ঘটিলে ত্রৈকূটকগণ পুনরায় ত্রিকূট রাজধানী অধিকার করেন। আমরা ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে ত্রৈকূটকরাজ দহ্রসেনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

অতঃপর ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় ১ম পুলকেশীর পুত্র মঙ্গলীশের বিজয়প্রসঙ্গে কলচুরিরাজ বুদ্ধরাজের পরাভব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। শিলালিপি হইতে আরও জানা যায় যে, পশ্চিমচালুক্যবংশীয় ১ম বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় তাঁহার রাজত্বের ১১শ হইতে ১৪শ বৎসর মধ্যে পল্লব, হৈহয় প্রভৃতি জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয় রাজা ২য় বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয় চেদিরাজকন্যা লোকমহাদেবী ও ত্রৈলোক্যমহাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (৭৩৩ খৃঃ)। পরবর্ত্তী রাষ্ট্রকূটরাজগণও হৈহয়রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

হৈহয়গণ পরবর্ত্তীকালে কলচুড়ি বা কুলচুরি নামে আখ্যাত হন। তাঁহারা চেদীনামক জনপদে রাজত্ব করিতেন। ঐ চেদীরাজ্য বর্ত্তমান জব্বলপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান লইয়া গঠিত ছিল। তখন হৈহয়রাজ চেদী বা কলচুড়িরাজ বলিয়া পরিচিত হইতেন। পরে যখন এই বংশের একটী শাখা কল্যাণ জনপদে গমন করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তখন হইতেই "কল্যাণের কলচুরিরাজ" নামের আরম্ভ হয়।

কল্যাণপতি বিজ্জল "কালঞ্জরপুরবরাধীশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন। কালঞ্জর পূর্ব্বতন চেদীরাজগণের একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। অনুমান হয়, কালঞ্জর ঐ সময়ে তাঁহাদের রাজধানী বলিয়া গ্রাহ্য হইত। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুর (বর্ত্তমান তেবুর) নামক স্থানেই তাঁহাদের প্রাসাদাদি বিদ্যমান। কল্যাণপতির এবম্বিধ উপাধিধারণপ্রয়াস হইতেই মনে হয় যে, তিনি পূর্ব্বতন হৈহয় বা কলচুড়িবংশের মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্ত "কালঞ্জরপুরাধীশ্বর" উপাধি গৌরবের সহিত ধারণ করিয়া আপনার বংশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণই কল্যাণের কলচুরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বেলগামের শিলালিপিতে প্রকাশ চেদীকুলের কৃষ্ণ ও যদুকুলের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তুল্য ব্যক্তি এবং বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সাধারণে গৃহীত।

কৃষ্ণের পুত্র জোগম, তৎপুত্র 'পরমর্দ্দী এবং এই পরমর্দ্দীই বিজ্জলের পিতা। ৩য় সোমেশ্বরের পুত্র রাজা জগদেকমল্লের রাজ্যকালে বিজ্জল 'মহামণ্ডলেশ্বর' ছিলেন। তিনি কল্যাণের নরপতি ৩য় তৈলকে সুকৌশলে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধীরে ধীরে উপাধিসহ কল্যাণের চালুক্যসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু অনতিকালপরেই রাজ্যমধ্যে এক ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে সপরিবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল।

লিঙ্গায়ত-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বসব এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা। বসবের মাতুল ও শ্বশুর বলদেব মহারাজ বিজ্জলের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বলদেবের মৃত্যুর পর বিজ্জল বসবকেই মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করেন। বসব লিঙ্গায়তমতপ্রচারকল্পে রাজ-কোষের অর্থ অযথা ব্যয় করিতেছেন শুনিয়া রাজা তাঁহাকে দণ্ড দিতে সমুদ্যত হইলেন। বসব পলায়ন করিলেন, রাজা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলে বসব-শিষ্যগণ তাঁহাকে পথিমধ্যে পরাস্ত করে। রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরে আর মনের মিল হয় নাই। ইহার পর ষড়যন্ত্র করিয়া বসব রাজার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা বসবপুরাণে ভক্তলিঙ্গায়তের লেখনীতে যে ভাবে বিবৃত, বিজ্জলরায়চরিত-রচয়িতা জৈনকবির রচনায় তাহা অন্যরূপ চিত্রে প্রতিফলিত দেখা যায়। বসবপুরাণে লিখিত আছে, রাজা বিজ্জল হল্লেয়গ ও মধুবেয্য নামক দুইজন লিঙ্গায়ত সাধুকে বুজরুক জানিয়া তাহাদের উভয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেন। তাহাতে বসবের আদেশে তাঁহার প্রিয়শিষ্য জগদ্দেব সানুচর রাজসভায় গমন করিয়া রাজাকে নিহত করেন। তদনন্তর বসবের শাপে কল্যাণনগরীতে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব হয় এবং অধিবাসীমাত্রেই আপনাপনি কাটাকাটি ও মারামারি করিয়া মরে।

জৈনলেখকের উপাখ্যান অন্যরূপ। রাজা বিজ্জল শিলাহার-বংশীয় সামন্তরাজ ২য় ভোজকে বশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কোল্হা-পুরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমানদীতটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া শ্রম দূর করিতেছিলেন। রাজা স্বয়ং জৈনধর্ম্মানুরক্ত, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী বসব লিঙ্গায়ত ছিলেন। বসব স্বীয় প্রভুকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভীমাতীরে অবস্থিত রাজার নিকটে তাঁহার এক বিশ্বস্ত জঙ্গম অনুচরকে জৈনপুরোহিত সাজাইয়া পাঠান। ছদ্মবেশী জৈনপুরোহিত রাজাকে কয়েকটী বিষাক্ত ফল উপহার দিলেন। জৈনধর্ম্মে বিশ্বাসী রাজা পুরোহিতের প্রদত্ত উপহারে সন্দিহান্ না হইয়াই সেই ফল গ্রহণ করেন, কিন্তু যেমন তিনি সেই সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ লইবার জন্য ফলটী নাসিকাগ্রে আনয়ন করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

এই সংবাদ শিবির-মধ্যে রাষ্ট্র হইলে রাজপুত্র ইম্মড়ি বিজ্জল ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রাজার শুশ্রূষার জন্য সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অনেক চেষ্টার পর ক্ষণেকের জন্য রাজার মূর্চ্ছা অপগত হইল। তিনি তখন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দুরাত্মা বসব আমাকে বিষাক্ত ফল প্রেরণ করিয়া কৌশলে আমার প্রাণসংহার করিল। পুত্র, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিও।' ইহার পর রাজার পুনরায় মূর্চ্ছা হইল—সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। পিতার সৎকার সমাপন করিয়া যুবরাজ বসবকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। বসব মলবার উপকূলস্থ উলবি নামক স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অচিরে রাজসৈন্য যাইয়া উলবিনগর বেষ্টন করিল। তখন বসব কূপমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া মান রক্ষা করিলেন এবং বসবপত্নী নীলম্বা বিষপানে সংসারজ্বালা এড়াই-লেন। ছেন্নবসব স্বীয় মাতুলের সমুদায় সম্পত্তিসহ রাজদ্বারে আসিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল ও পরিত্রাণ পাইল।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্জলের মৃত্যু ঘটে। অনন্তর তাহার পুত্র সোম (নামান্তর সোবিদেব বা সোমেশ্বর) রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। রাজা সোম স্বীয় পত্নী বাবলদেবীর নিমিত্ত ১০৯৬ শকের জয় সম্বৎসরে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণদিগকে এবং সোমেশ্বর-দেবের পূজোপলক্ষে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১১০০ শকে রাজা সোমেশ্বরের রাজ্যকাল শেষ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা সঙ্কম কিছুকাল স্বাধীনভাবে ও কিছুকাল স্বীয় ভ্রাতা আহবমল্লের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন। ১১০৩ ও ১১০৪ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার শাসনকাল বর্ণিত হই-য়াছে। এই শেষোক্ত শকেই চালুক্যরাজ ৪র্থ সোমেশ্বর কলচুড়ি-রাজবংশের অধিকার হইতে আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের অপহৃত রাজ্যাংশের কতকাংশ হস্তগত করিয়া লন এবং উত্তরের যাদব-রাজগণও অবশিষ্টাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময়ে সিঙ্ঘণ নামে মাত্র রাজা এবং তাঁহার সময় হইতে কলচুড়ি-বংশের বিলোপ সাধিত হয়।

আমরা শিলালিপি হইতে তিনটী বিভিন্ন হৈহয় বা কল-চুরিবংশের শাসনপ্রভাব নানাস্থানে বিস্তৃত দেখিতে পাই। ঐ তিনটীর মধ্যে চেদীর রাজবংশই আদি মূল ও অতিশয় প্রভাবান্বিত ছিলেন। কল্যাণ ও রতনপুরের রাজবংশ তাহার শাখামাত্র। সাধারণের সুবিধার জন্য পরে উক্ত রাজগণের তালিকা লিপিবদ্ধ হইল :—

চেদীর কলচুরিরাজগণ

১ কাকবর্ণ
২ শঙ্করগণ
৩ বুদ্ধরাজ — ২য়ের পুত্র—৫৮০ খৃঃ
* * * *
৪ কোক্কল ১ম — ৮৭৫ খৃঃ
৫ মুগ্ধতুঙ্গ প্রসিদ্ধধবল — ৪র পুত্র—৯০০
৬ বালহর্ষ — ৫র পুত্র
৭ কেয়ূরবর্ষ যুবরাজদেব — ৫র পুত্র—৯২৫
৮ লক্ষ্মণরাজ — ৭র পুত্র—৯৫০
৯ শঙ্করগণদেব — ৮র পুত্র—৯৭০
১০ যুবরাজদেব ২য় — ৮র পুত্র—৯৭৫
১১ কোক্কল্লদেব ২য় — ১০র পুত্র—১০০০
১২ গাঙ্গেয়দেব বিক্রমাদিত্য — ১১র পুত্র—১০৩৮
১৩ কর্ণদেব — ১২র পুত্র—১০৪২
১৪ যশঃকর্ণদেব — ১৩র পুত্র—১১৫২
১৫ গয়কর্ণ দেব — ১৪র পুত্র—১১৫১
১৬ নরসিংহদেব — ১৫র পুত্র—১১৫৫
১৭ জয়সিংহদেব — ১৫র পুত্র—১১৭৭
১৮ বিজয়সিংহদেব — ১৭র পুত্র—১১৮০।

কল্যাণের কলচুরিরাজগণ

১ জোগম
২ পের্মাড়ী (পরমর্দ্দী) — ১র পুত্র—১১২৮ খৃঃ।
৩ ত্রিভুবনমল্ল-বিজ্জল — ২র পুত্র—১১৫৫
৪ সোমেশ্বর বা সোবিদেব — ৩র পুত্র—১১৬৮
৫ নিঃশঙ্কমল্ল সঙ্কম — ঐ ১১৭৮
৬ বীরনারায়ণ আহবমল্ল — ঐ ১১৮০
৭ সিজ্জণ — ঐ ১১৮৩।

রত্নপুরের কলচুরিরাজগণ

১ কলিঙ্গরাজ—চেদীশ্বর কোক্কল্লের বংশধর। কোন কোন শিলালিপিতে ইনি পুত্র, কোথাও বা পুত্রের বংশাবতংশরূপে বর্ণিত। ইনি দক্ষিণ-কোশলের অন্তর্গত তুম্মাননগরে রাজধানী স্থাপন করেন।
২ কমল — ১র পুত্র
৩ রত্নরাজ রত্নদেব ১ম বা রত্নেশ—২র পুত্র, রত্নপুর-প্রতিষ্ঠাতা।
৪ পৃথ্বীদেব ১ম বা পৃথ্বীশ — ৩র পুত্র
৫ জাজল্লদেব — ৪র পুত্র—১১১৪ খৃঃ।
৬ রত্নদেব ২য়—৫র পুত্র, কলিঙ্গরাজ-চোড়গঙ্গবিজেতা।
৭ পৃথ্বীদেব ২য় — ৬র পুত্র—১১৪৫
৮ জাজল্লদেব ২য় — ৭র পুত্র—১১৬৮
৯ রত্নদেব ৩য় — ৮র পুত্র—১১৮১
১০ পৃথ্বীদেব ৩য় — ৯র পুত্র—১১৯০ (?)

[কলচুরি, কল্যাণ, চেদী ও রত্নপুর শব্দ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৮৮ অব্দ মধ্যবর্ত্তী সময়ে চালুক্য ও কলচুরিরাজগণের যত্নে দক্ষিণ-ভারতবাসীর পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রভাব ও সামাজিক অবস্থার বিলয় সাধিত হইয়া নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল। রাজা ত্রিভুবনমল্ল ও ২য় বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে ১০১৭ শকে ১৪ জন বৈশ্যবণিক্ একটী বৌদ্ধবিহার এবং ধারবাড় জেলাস্থ ধর্ম্মবোলল (বর্ত্তমান দম্বোল) নগরে একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১০১২ শকে কোল্হাপুরের শিলাহারপতি একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার তীরে শিব, বুদ্ধ ও অর্হৎমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এই সময়ে নবোদ্যমে লিঙ্গায়তধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়ায় জৈনধর্ম্ম লোপ পাইতে থাকে। অনেক জৈনমন্দিরের জিনমূর্ত্তি এই সময়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হৈহয়বংশী, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলাবাসী একটী রাজপুত-শাখা। ইহারা হয়বংশ নামেও পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস, এই রাজপুতশাখা চন্দ্রবংশসমুদ্ভূত এবং সমগ্র জেলায় ইহারা বিশেষ সম্মানের সহিত সমাদৃত।

কিংবদন্তী এই যে, নর্ম্মদা উপত্যকায় মাহেষ্মতীপুরীতে চন্দ্রবংশের এক রাজধানী ছিল। হৈহয়বংশীয় রাজা সহস্রার্জ্জুন ঐ পুরী ও তদধিষ্ঠিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এই বংশীয় দ্বিপঞ্চাশৎ পুরুষ বংশপরম্পরায় মধ্যপ্রদেশের রতনপুর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। একদিন দাক্ষিণাত্যভুবনে হৈহয়বংশের যশোভাতি ও পূর্ণপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বালিয়ার হয়বংশী রাজপুতগণ আপনাদিগকে রতনপুর রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। অনুমান ৮৫০ খৃষ্টাব্দে রত্নপুর-রাজবংশের চন্দ্রগোত নামক কোন কনিষ্ঠ রাজকুমার উত্তর ভারতে তীর্থ পর্য্যটনে আসিয়া সারণ জেলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাঁঝা নগরে বাস করেন। অনন্তর তিনি স্থানীয় চেরো নামক অসভ্য জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ দ্বিশতাব্দ কাল মাঁঝায় বাস করিয়া গঙ্গার দক্ষিণকূলস্থ বিহিয়া নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখানেও তাঁহারা পাঁচ শতাব্দ কাল বাস ও চেরোদিগকে পুনঃ পরাজিত করিয়া বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহাদের বলবীর্য্য অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৫২৮ অব্দের সমকালে হৈহয়রাজ ভোপৎ (ভূপতি) দেব, অথবা তাঁহার একতম পুত্র, মোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-

কামিনীর সতীত্ব নাশ করেন। ঐ রমণী হৈহয়-বংশের পুরোহিত-কুলসম্ভূতা। তাঁহার মোহন-রূপমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া রাজকুমার বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অপহরণ করিয়া স্বীয় পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন।

ব্রাহ্মণকুমারী এই অপমানে ও আত্মগ্লানিতে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া তুষানলে স্বীয় দেহ দগ্ধ করেন এবং মৃত্যুকালে এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, অচিরে হৈহয়বংশের কীর্ত্তি ও প্রভাব বিলুপ্ত হইবে এবং তদ্বংশীয়েরা দারুণ মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিবে। ব্রাহ্মণকন্যার বাক্য নিষ্ফল হইল না। অনতিকাল মধ্যেই হৈহয়বংশের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন আরব্ধ হইল। শাপভয়ভীত হৈহয়গণ পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা হইতেছে জানিতে পারিলেন। তাঁহারা অচিরে সেই অভিশপ্ত বিহিয়া নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া বালিয়া পরগণায় উপনীত হইলেন। এখানে কিছুদিন 'গাত্রঘাট' নামক স্থানে বাস করিয়া অবশেষে তাঁহারা হলদী নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় স্থায়িভাবে বসতি করিতে লাগিলেন। এখনও হৈহয়বংশীয় রাজারা এই হলদীতে আসিয়াই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বিহিয়া রেলষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী সুবৃহৎ পিপ্পলবৃক্ষের সন্নিকটে মোহিনী ব্রাহ্মণীর সমাধি অবস্থিত। স্থানীয় রমণীগণ ঐ সমাধি-স্থলে আসিয়া মোহিনীকে সতী ও দেবীর অংশসম্ভূতা জ্ঞানে পূজা দিয়া থাকে। মোহিনীর অভিসম্পাতের পর, আর কোন হৈহয়বংশীয় বিহিয়ায় গমন করিতে সাহস করেন না। বিহিয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষও তাঁহারা কখন দেখিতে যান না। তাঁহাদের গাত্রবর্ণ ও আকৃতির গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্ তাঁহাদিগকে তামিল জাতীয় বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু পুরাণবর্ণিত হৈহয় জাতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কোনরূপ ক্ষতি দেখা যায় না।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, হৈহয়গণ যদুবংশীয় তালজঙ্ঘদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাহুরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে সগর রাজকর্ত্তৃক পরাস্ত হন। মহামতি কর্ণেল টডের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত সহজপুরের উপত্যকায় হৈহয়বংশের একটী শাখা বিদ্যমান আছে। তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধারা অবগত আছেন এবং যুদ্ধবিগ্রহে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠাশালী হৈহয়বংশের উত্তর ভারতে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভব নহে। উপরিবর্ণিত কিংবদন্তী বা বংশাখ্যায়িকার মূলে অন্য কোনরূপ সত্য না থাকিলেও স্বীকার করা যায় যে, এই হৈহয়বংশ দক্ষিণ-ভারত হইতে উত্তরে আসিয়া বাস করিয়াছেন এবং কালসহকারে তাঁহারা দক্ষিণভারতে সুপরিচিত স্বজাতি ও জ্ঞাতিবর্গের গৌরবকাহিনী বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। রাজস্থানবর্ণিত হৈহয়বংশের পরিচয় হইতে উত্তর ভারতে অপর হৈহয় শাখার বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয়।

হিয়া, হোই, হি এইকে, হৈ এইহা ও হুন প্রভৃতি চীন-তাতারবাসী দুর্দ্ধর্ষ জাতির নামের সহিত হৈহয়শব্দের শব্দসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, হৈহয়গণ সম্ভবতঃ রাজপুতদিগের ন্যায় মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে সমাগত হইয়াছেন এবং তাঁহারা উপরিউক্ত তুর্কজাতির একতম। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই মত আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। নামসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া জাতীয় একতা নিরূপিত হইতে পারে না। তাঁহারা যে উত্তর সীমান্ত দিয়া ভারতে আগমনকালে তদ্দেশে আপনাদের বীর্য্য ও বীরত্বপ্রভাব প্রদর্শন না করিয়া সুদূর দক্ষিণভারতে আপনাদের অক্ষয় কীর্ত্তিস্থাপন করিতে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং হয় শব্দ দ্বারা তাহাদের প্রতি শকজাতিত্ব আরোপ করা অসম্ভব নহে।

হৈহয়সংবৎ বা কলচুরি সংবৎ, হৈহয় বা চেদিরাজবংশ-প্রতিষ্ঠিত সম্বৎভেদ। ডাক্তার কীলহোর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন, ২৪৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই অব্দ আরম্ভ। (Transaction of the 9th International Congress of the Orientalist, Vol. I. p. 429.)

হো (অব্য°) হূয়তে অনেনেতি হ্বে-ডো, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। (মেদিনী)

"নমু ভো মথনারাধো ঘোরানাথ মহোমু ন।
তদয়া তবদা ভীমা মাভীদাবত দায়ত ॥" (কিরাত ১৫।২০)

৩ বিস্ময়। (অমর)

হো, (লড়্‌কা কোল) সিংহভূম-জেলাবাসী কোলজাতির একটী শাখা। হো সম্ভবতঃ সাঁওতাল এবং মুণ্ডাভাষায় হোরো শব্দের অপভ্রংশ, এই শব্দে মানুষ বোঝায়। সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং হো এই তিন জাতিই এক প্রধান অনার্য্যবর্গের শাখা। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। হো জাতি কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত, সগোত্রের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না, তাহা ছাড়া মাতৃসম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় বিবাহ করিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

হোদিগের মধ্যে কোন প্রাচীন প্রবাদ নাই। ইহারা

মুণ্ডা বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং ছোটনাগপুর ইহাদিগের আদিম বাসস্থান। সম্ভবতঃ ইহারা কোলদিগেরই একটী শাখা। যখন আধুনিক মুণ্ডাগণ সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে, তখন হইতে তাহাদিগের মধ্যে একটী শাখা ছোটনাগপুর হইতে সিংহভূমে আসিয়া থাকিবে। সিংহভূমে যখন ইহারা প্রথম আগমন করে, তখন এই প্রদেশের কিয়দংশ ভূঁইয়াদিগের অধীন ছিল। অপরাংশে আদিম আর্য্যগণ বাস করিত। ভূঁইয়াগণ কোল্হান হইতে বিতাড়িত হইয়া পোড়াহাটে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সম্ভবতঃ হোগণের সঙ্গে ভূঁইয়াদিগের কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, এ জন্য হোগণ সাধারণ কোল হইতে সুশ্রী এবং তাহাদিগের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ চলিত দেখা যায়।

সামাজিক হিসাবে হোগণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। ইহারা অন্য কোন জাতির সহিত মিশিতে চায় না, এমন কি তাহারা নিকটে কোন বিদেশীয়দিগের বসতি সহ্য করিতে পারে না।

ইহারা এক অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে। অনেকে মনে করে ওংবোরাম্ এবং সিংবোঙ্গাকে কেহই সৃষ্টি করে নাই, তাহারা আপনা হইতে আপনি উৎপন্ন হইয়াছে। সিংবোঙ্গাই আদি মানব ও মাটী পাহাড় জল সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে ঘাস এবং বৃক্ষ দিয়া পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিলেন। যখন সমুদায় মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ হইল, তখন সিঙ্গবোঙ্গা একটী বালক এবং বালিকা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে একটী গহ্বরে স্থাপিত করিলেন।

ইহারা উভয়ে এত সরল ও অনভিজ্ঞ ছিল যে, ইহাদের মধ্যে সঙ্গমলিপ্সা ছিল না। ইহাতে সিংবোঙ্গার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় দেখিয়া তিনি ইহাদিগকে ধেনোমদ ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিলেন, তাহা পান করিয়া ইহাদের প্রথম কামের উদয় হইল। এই আদি জনক জননী হইতে ১২টী কন্যা এবং ১২টী পুত্র জন্মিল। সিংবোঙ্গা অতঃপর একটা ভোজের আয়োজন করিলেন, তাহাতে তিনি ১২টী ভ্রাতার প্রত্যেকটীকে এক একটী করিয়া ভগিনী দিয়া যখন তাহারা ১২টী জোড় হইল, তখন তিনি ভোজের মধ্যে যে সকল আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে বলিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দম্পতীযুগল মহিষী এবং ষণ্ডের মাংস লইল এবং দম্পতীযুগল হইতে হো এবং ভূমিজের উৎপত্তি হইল। যাহারা শাকসবজী লইল, তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের আদি জনক জননী। ভূঁইয়াগণের আদি পিতা শামুক লইয়াছিল ও সাঁওতালগণের পূর্ব্ব পুরুষ শূকরমাংস পছন্দ করিয়াছিল। এইরূপে ইহারা মানবসাধারণের সমস্ত জাতির উৎপত্তির হেতু নির্দ্দেশ করে। তীব্র মদ্যপানে ভগবানের আদেশ আছে বলিয়া হোগণের সকলেই মদ খাইতে ভাল বাসে।

ইহারা অপরাপর অনার্য্যজাতি অপেক্ষা দেখিতে অনেকটা সুশ্রী। আর্য্যদিগের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ইহারা অপরাপর শ্রেণি অপেক্ষা সুন্দর। কাহারও কাহারও মুখের গড়ন এবং লাবণ্য আর্য্যদিগের ন্যায়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুন্দরীর সংখ্যা বিরল নহে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই বেশভূষার পক্ষপাতী নয়। পুরুষগণ অনেক সময়ে উলঙ্গ থাকে। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ কটিদেশে একখানি কাপড় জড়াইয়া চলাফেরা করে। কেবল চাঁইবাসা প্রভৃতি সহরে ইহারা সুসভ্যের মত পোষাকাদি পরিধান করে।

যখন ইহাদিগের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার জনকজননীর বিসি অর্থাৎ অশৌচ হয়। এই সময়ে স্বামী স্ত্রীকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়ায়। সেই সময়ে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ চলিয়া যায়, আটদিন পরে তাহারা ফিরিয়া আসে এবং তখন নানারূপ উৎসব করিয়া জাত পুত্র কিংবা কন্যার নামকরণ করে।

প্রত্যেক গ্রামেই অনেক অবিবাহিতা বৃদ্ধা স্ত্রী আছে, তাহার কারণ কন্যার পিতা বরের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিতে চাহে বলিয়া বরপক্ষীয়গণ বিবাহে স্বীকৃত হয় না, ইহার ফলে বিবাহসংখ্যা কমিয়া গিয়া স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিয়াছে। এইরূপ অন্যায় প্রথা দলন করিবার জন্য একটী সভা করিয়া কন্যার পিতার উপঢৌকন কমাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাদের বিবাহবিধির মধ্যে কোন মন্ত্রপাঠ নাই। বর নিজের পাত্র হইতে মদ্য ঢালিয়া কন্যাকে দেয়, কন্যা তাহা হইতে খানিকটা পান করিয়া বরকে প্রত্যর্পণ করে। ইহাই হইল ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি।

ইহারা ধনুর্ব্বাণ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং নানারূপ শারীরিক ব্যায়ামে পটু, সাধারণতঃ কৃষিকর্ম্মোপজীবী। ইহাদিগের মধ্যে যে সকল উৎসব হইয়া থাকে তাহা কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ইহাদের মাঘপরব প্রধান উৎসব। মাঘমাসে যখন তাহাদের গৃহ শস্যে পরিপূর্ণ থাকে, তখন ইহারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আমোদে ব্যাপৃত হয়। ইহারা মনে করে যে ইহাদিগের পশুদিগের মধ্যে এবং আপনাদের মধ্যে যে সকল রোগ দেখা যায়, তাহা দুষ্ট প্রেতাত্মার কোপে হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ইহারা নানাউপায়ে সন্তুষ্ট রাখে। ইহারা মৃতদেহের যথেষ্ট সম্মান করিতে জানে। ইহাদের মৃতদেহসৎকারপ্রথা অনেকটা খাসিয়া এবং গারোদিগের মত। শবদাহপ্রথাই প্রচলিত।

অধুনা হোদিগের ধর্ম্মমতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, তাহারা এখন যেরূপ ধর্ম্মমত বিশ্বাস করে, তাহা হয় হিন্দুপুরাণ হইতে, নয় খৃষ্টান পাদ্রীগণের মুখনিঃসৃত বাইবেল হইতে গৃহীত।

[কোল দেখ।]

হোই-হোই, চীন-সাম্রাজ্যে ঔপনিবেশিক এক মুসলমান জাতি। য়ুন্নন প্রদেশে মোগল-রাজবংশের অধিকারকালে মুসলমানগণ উইগুর-হোই-হোই আখ্যা প্রাপ্ত হন। কালে তাহা সংক্ষেপ "হোই-হোই" শব্দ চীন দেশস্থ সমগ্র মুসলমান জাতির উপর আরোপিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বাস্তবিক ইহা স্বতন্ত্র জাতিবাচক নহে। চীনেরা এবং মাঞ্চুগণ বর্ত্তমানে বাণিজ্যার্থ চীনরাজ্যে অধিষ্ঠিত মুসলমান মাত্রকেই এই নামে অভিহিত করে। ইহাদের ভাষা পারসী ও তুর্কী।

হোই-কিং, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী একজন চীন-পরিব্রাজক। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের সমভিব্যাহারী অপরাপর চীন-বাসীর সহিত ৩৯৯-৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খোতান (য়ু-হন্) নগরে উপনীত হন। অতঃপর ফা-হিয়ান্ ৎসু-বো, য়ু-হোই ও ৎসু-লিঙ্গ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কিএ-চ্ছ (বর্ত্তমান লাদক) প্রদেশে আসিলে হোই-কিং ভিন্ন পথাবলম্বনে তাতার রাজ্য ও কাবুলের মধ্য দিয়া তাঁহার নিকট সম্মিলিত হন। কিএ-চ্ছ হইতে পরিব্রাজকদ্বয় একমাস পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া খো-লি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে এবং সিংহলদ্বীপের বহুতর বৌদ্ধ তীর্থ, মঠ ও সঙ্ঘারামাদি সন্দর্শন করিয়া পোত-যোগে যবদ্বীপে গমন করেন। পুনরায় তথা হইতে স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সন্দর্শন করিয়া স্বীয় ফো-কিউ-কি নামক ভ্রমণ বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

[ফা-হিয়ান্ দেখ।]

হোঁকা (দেশজ) হাঁকার, হুঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ।

হোগল (পুং) তৃণবিশেষ, হোগলাতৃণ। (চরক সূত্র° ৩ অ°)

হোগ্‌লা (দেশজ) তৃণবিশেষ। এই তৃণ জলাভূমিতে জন্মে। এই তৃণ দ্বারা গৃহাদি ছাওয়া হয়, ইহাতে আতপ ও বৃষ্টি নিবারিত হইয়া থাকে। খড় ও গোলপাতা প্রভৃতি যেরূপ স্থায়ী, ইহা তদ্রূপ স্থায়ী নহে। রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। তবে অস্থায়িভাবে ইহা ব্যবহার করিলে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারিত হইতে পারে। বর্ষার প্রথম অর্থাৎ আষাঢ় মাস হইতে এই তৃণ জন্মে এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে; আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাসে ইহা কাটা হয়। এই সময় না কাটিলে শীতকালে ইহা শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহাদি ক্রিয়ায় বাটীতে প্রাঙ্গণে ঘরের ছাতে হোগলার চালা বাধা হয়, ইহাতে বৃষ্টি বা রৌদ্রে কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না।

২ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা।

হোড়, অনাদর। ভ্বাদি°, আত্মনে°; সক°, সেট্। লট্ হোড়তে। লোট্ হোড়তাং। লিট্ জুহোড়ে। লুট্ হোড়িতা। লুঙ্ অহোড়িষ্ট। ণিচ্ হোড়য়তি। লুঙ্ অজুহোড়ৎ। যঙ্ জোহো-ডাতে। যঙ্-লুক্ জোহোড়ীতি।

হোড় (পুং) হোড়তে গচ্ছতীতি হোড় গতৌ অচ্। ১ নৌকা-বিশেষ, হুড়ী। পর্য্যায়—তরান্ধু, বহন, বহিত্র, বার্ব্বট। (ত্রিকা°) হোড্যতে ইতি হোড় কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থদিগের দ্বিসপ্ততি পদ্ধতির অন্তর্গত পদ্ধতিবিশেষ। ৩ গৌড়দেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবিশেষের উপাধি।

হোড়্ (পুং) চৌর।

হোতৃ (পুং) জুহোতীতি হু-(নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোত্রিতি। উণ্ ২।৯৬) ইতি তৃণ্ নিপাতিতশ্চ। ১ ঋগ্‌বেদবেত্তা। ২ হোমকর্ত্তা, যিনি হোম করেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, স্বয়ং হোম করিতে হয়। যে স্থানে নিজে হোম করিতে না পারা যায়, তথায় একজন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে হোতৃত্বে বরণ করিতে হয়, সেই ব্রাহ্মণ হোতৃত্বে বৃত হইয়া মস্তকে উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক হোম করিবেন। যজ্ঞস্থলে হোতা, আচার্য্য, সদস্য, উদ্গাতা প্রভৃতি উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া জ্ঞানানুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যজ্ঞস্থলে হোতার কার্য্যই প্রধান। হোতৃত্বে বরণ করিবার সময় নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে বরণ করিতে হয়। মাস তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া 'মৎসঙ্কল্পিত-অমুককর্ম্মণি অমুক-গোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য হোতৃত্বেন ভবন্ত-মহং বৃণে' এইরূপে তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বরণ করিয়া দিলে তিনি 'বৃতোঽস্মি' বলিয়া উহা স্বীকার করিয়া লইবেন। পরে যজমান তাঁহাকে বলিবেন, 'যথাবিহিতং হোত্রাদি কর্ম্ম কুরু' এই বাক্যের উত্তরে হোতা বলিবেন 'যথাজ্ঞানতঃ করবাণি' এই কথা বলিয়া তিনি প্রকৃতকর্ম্ম আরম্ভ করিবেন।

৩ পুরোহিত, যজ্ঞাদিস্থলে ঋকপ্রযোক্তা। ৪ যষ্টা, যজমান। (ত্রি) ৫ যজ্ঞকর্ত্তা।

হোতৃক (পুং) হোতা।

হোতৃকর্ম্মন্ (ক্লী) হোতুঃ কর্ম্ম। হোতার কার্য্য, হোম। হোতা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

হোতৃচমস (পুং) হোতার চমস, হোমের উপযুক্ত চমস।

হোতৃজপ (পুং) হোতার জপ।

হোতৃত্ব (ক্লী) হোতুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা ত্ব। হোতার ভাব বা কর্ম্ম, হোতার কার্য্য।

হোতৃমৎ (ত্রি) হোতৃ-মতুপ্। ঋষিযুক্ত। "যজ্ঞং হোতৃমন্ত-মশ্বিনা" (ঋক্ ১০।৪১।২) 'হোতৃমন্তং ঋষিযুক্তং' (সায়ণ)

হোতৃবূর্য্য (ক্লী) হোতৃবরণযোগ্য কর্ম্ম, যজ্ঞ।

"অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্য্যে" (ঋক্ ১।৩১।৩)

'হোতৃবূর্য্যে হোতৃবরণ-যুক্তে কর্ম্মণি হোত্রা ব্রিয়তে ইতি হোতৃ-বূর্য্যো যজ্ঞঃ, বৃঞ্ বরণে বহুলগ্রহণাৎ ঔণাদিকঃ ক্যপ্।' (সায়ণ)

হোতৃবেদ (পুং) যজ্ঞ। (ঐত° ব্রা° ৬।১)

হোতৃসদন (ক্লী) যজ্ঞবেদী, হোতা যে স্থলে উপবেশন করিয়া হোম করেন। 'নি হোতা হোতৃষদনে বিদানং" (ঋক্ ২।৯।১) 'হোতৃষদনে হোতা অত্র সীদতীতি হোতৃসদনং উত্তরাবেদী'(সায়ণ)

হোতৃকার (পুং) হোতৃ ঌকারঃ। হোতার মাতা। ব্যাকরণে সন্ধিসূত্রে লিখিত আছে যে, হোতৃ ঌকারঃ স্থলে ঋকার এবং ঌকারে সন্ধি হইয়া দীর্ঘ ঋকার হইয়া 'হোতৄকার' এই পদ হইল। ঋকার এবং ঌকারে দীর্ঘ না হইয়া দীর্ঘ ঌকার হইবার কারণ এই, ঌকার এবং ঌকার এই দুই বর্ণে পরস্পর সবর্ণ থাকায় ঌকার না হইয়া ঋকার হইল।

হোত্র (ক্লী) হূয়তে ইতি (হু যামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্। ১ হবিঃ। (ত্রিকা°) ২ হোম। (হেম)

হোত্রক (পুং) ১ হোতা। (ক্লী) ২ হোম।

হোত্রগ (পুং) হোত্র-গম-ড। হোমগামী।

"বভূবুর্হোত্রগাঃ সর্ব্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।" (ভারত সভাপ°)

হোত্রবহ (ত্রি) যজ্ঞবোঢ়া। "অগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং" (ঋক্ ৫।২৬।৭) 'হোত্রবাহং হোত্রস্য যজ্ঞস্য বোঢ়ারং' (সায়ণ)

হোত্রবাহন (পুং) হব্যবাহন, অগ্নি।

হোত্রা (স্ত্রী) হু-ত্রন্-টাপ্। ১ স্তুতি। ২ আহূয়মানা দেবতা। "হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি" (ঋক্ ২।১৮।৮) 'হোত্রা হূয়মানা দেবতা' (সায়ণ)

হোত্রাবিদ্ (ত্রি) হোম বা সপ্তহোত্রকবেত্তা। "বিশো হোত্রাবিদং বিবিচং" (ঋক্ ৫।৮।৩) 'হোত্রাবিদং হোমানাং সপ্তহোত্রকাণাং বা বেত্তারং' (সায়ণ)

হোত্রাশংসিন্ (পুং) হোমসূচক, হোতা যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাহার নাম হোত্র, ইহার সূচক। 'হোতৃত্বে সমুৎপন্নাঃ ক্রিয়া হোত্রা স্তা শংসন্তি' (ঐত° ব্রা° ৬।২১ সায়ণ)

হোত্রিন্ (পুং) হোত্রং বিদ্যতেঽস্য ইতি ইন্। হোতা।

হোত্রিয় (ত্রি) হোতৃসম্বন্ধীয়, হোতার স্বভৃতচমস। "ষস্তি হোত্রি-য়রঃ পশ্যন্তি"(ঋক্ ১।৮৩।২)'হোত্রিয়ং হোতুঃ স্বভৃতং চমসং'(সায়ণ)

হোত্রী (স্ত্রী) হু-তৃচ্-ঙীষ্। যজমানরূপা শিবের মূর্ত্তিবিশেষ।

"যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী, যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং।" (শকুন্তলা)

হোত্রীয় (ক্লী) হোত্রায় হিতং হোতুরিদং বেতি ছ। ১ হবি-র্গেহ। (হেম) (ত্রি) ২ হোত্রসম্বন্ধী। "একবিংশতিং হোত্রীয়ং উপদধাতি" (শত° ব্রা° ৯।৪।৩।৭)

হোদাল, পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার অধীন একটী বাণিজ্য-প্রধান সহর। দিল্লী এবং আগ্রা যাইবার রাজপথে ইহা অবস্থিত। ভরতপুরের জাটরাজ সুরজমল হোদালের জাট-গণের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে এস্থানে অনেক বৃহৎ প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেখানে লোকসমাগমের পরিবর্ত্তে বানরসমাগম হইয়া থাকে এবং এখন সকলগুলি সৌধই ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। একটী চতুষ্কোণ সোপানসংযুক্ত পুষ্করিণীর সৌন্দর্য্যই এখন কেবল এইস্থানে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে হোদাল ফরাসী দু বয়েনের জাইগীর ছিল, তদনন্তর লর্ড লেক যখন তাঁহাকে পরাজিত করিলেন, তখন তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা মহম্মদ খাঁকে জায়গীরসূত্রে প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বৃটীশরাজের শাসনাধীন হইল। এই স্থানে সরাই, স্কুল, ডাকঘর এবং থানা আছে।

হোনাবর, ১ বোম্বাই প্রদেশে দক্ষিণ কণাড়া জেলার একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৪৪৬ বর্গ মাইল। এই তালুকে ২টী নগর ও ১২৮ খানি গ্রাম আছে। গার্সোপ্পা নদী এই তালুক ভেদ করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গার্সোপ্পা নামক প্রপাত এখানে হোনাবর সহরের ৩৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর, বন্দর ও মিউনিসিপালিটী। অক্ষা° ১৪° ১৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৯´ পূঃ। কারবার হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে গার্সোপ্পা বা শিরাবতী নদী আসিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই স্থান সমুদ্রবন্দর ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবুল ফেদা, তৎপরে ইবন্ বতুতা এই স্থানের বিশেষভাগে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে এখানে বহু ধনী লোকের বাস এবং বালকদিগের ২৩টী ও বালিকাদিগের জন্য ১৩টী বিদ্যালয় ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে চাউলের ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এজন্য বহুদূর দেশ হইতে এখানে অর্ণবযান আসিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। [পর্ত্তুগীজ দেখ।] পর্ত্তুগীজ প্রভাব বিলুপ্ত হইলে এই স্থান বেদনূরের রাজার অধিকারে আসিয়াছিল। তৎপরে হায়দার-আলী এই নগর দখল করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর এই স্থান বৃটীশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

হোম (পুং) হবনমিতি (অর্ত্তিস্তুসুহুস্রিতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ১ দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাদি ত্যাগরূপ হবন। যজ্ঞাদিতে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যে ঘৃতাদি আহুতি দেওয়া হয়, তাহাকে হোম কহে। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত যজ্ঞবিশেষ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতিদিগের প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।।" (মনু ২।১৮)

বেদত্রয়ের অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, সায়ংপ্রাতর্হোম, ইত্যাদি দ্বারা এই মানবদেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া থাকে। প্রতিদিন যথানিয়মে স্বাধ্যায়াদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

বৈদিক মন্ত্রদ্বারা হোম করিতে হয়, কিন্তু তিথ্যাদিবিশেষে অনধ্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেইদিনে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে নাই। অতএব এই নিয়মানুসারে প্রতিদিন হোম হইতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অনধ্যায়দিনেও বেদ-পাঠ করিয়া হোম করা যাইতে পারে।

"বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নিত্যকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি।।" (মনু ২।১০৫)

শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গে, নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়ে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায়দিনেও অধ্যয়নের বাধা নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল দিনেই হোম করা যাইতে পারে এবং ইহা প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে দেবতোদ্দেশে হোমানুষ্ঠানের নাম দৈবযজ্ঞ।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।।" (মনু ৩।৭০)

বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ এবং হোমের নাম দৈবযজ্ঞ। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং একদিনও ইহা পরিত্যাগ না করেন, তিনি পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে দারিদ্র্যহেতু যদি কেহ অতিথিসেবা করিতে না পারেন, তিনি স্বাধ্যায় এবং হোম কখনও ত্যাগ করিবেন না। কারণ যিনি এই হোমরূপ দৈবকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই এই চরাচর জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন। হোমকালে অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহা আদিত্যে উপস্থিত হয়, পরে উহা সূর্য্যদেব হইতে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, অন্ন হইতে প্রজাসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে।

"স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্ম্মণি।
দৈবে কর্ম্মণি যুক্তো হি বিভর্ত্তীদং চরাচরং।।
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।।" (মনু ৩।৭৫-৬)

এই হোমই এই জগৎ রক্ষা এবং স্থিতির মূল। হোমের সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি না হইলে শস্য জন্মে না, শস্যের অভাবে প্রজা উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ক্রমে জগৎ ধ্বংস হইয়া থাকে। তাই হোমই চরাচর জগৎস্থিতির মূল।

প্রতিদিন হোমজন্য সংস্কৃত অগ্নিতে পক্ব অন্ন দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রণালী অনুসারে নিম্নোক্ত দেবগণের হোম করিবে।

'অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অগ্নিষোমাভ্যাং স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবভ্যঃ স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, কুহ্বৈ স্বাহা, অনুমত্যৈ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' ইত্যাদিরূপে হোম করিবে। ইহাদিগের হোম অন্ন দ্বারা করিতে হয়। তৎপরে প্রতি দেবতাকে হবির্দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে প্রদক্ষিণাবর্ত্তে সকল দিকে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে হয়।

"বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকং।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহং।।
অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ।।
কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ।।
এবং সম্যগ্ হবির্হুত্বা সর্ব্বদিক্ষু প্রদক্ষিণং।
ইন্দ্রান্তকাপ্পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ।।"(মনু৩।৮৪।৭)

প্রতিদিন হোম করিতে হইলে পদ্ধতি অনুসারে করা আবশ্যক। সুতরাং হোমের সমস্ত প্রণালী এই স্থানে লিখিত হইল না। পদ্ধতিতে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। সাগ্নিক ব্রাহ্মণই সায়ংপ্রাতর্হোম করিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ নিরগ্নিক তাঁহাদের এই হোমে অধিকার নাই।

এই নিত্যহোম ব্যতীত বিবাহাদিসংস্কার, দুর্গোৎসবাদিপূজা, ব্রতপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্ম এবং বৃষোৎসর্গ প্রভৃতিতে যে হোম হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক হোম কহে। নিমিত্তবশতঃ হোমানুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহার নাম নৈমিত্তিক। এই নৈমিত্তিক হোম তান্ত্রিক ও বৈদিকভেদে দুই প্রকার। কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, দীক্ষাকর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম আছে তাহাতে তন্ত্রোক্ত হোম করিতে হয়; এইজন্য উহাকে তান্ত্রিক হোম কহে। তন্ত্রোক্ত কার্য্য ভিন্ন সংস্কারাদি-কার্য্যে বৈদিক হোম হইয়া থাকে। বৈদিকহোমে সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদের

সামান্য কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিতে হয়। সকল কার্য্যেই প্রথমে বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা করিয়া তৎপরে যে কার্য্যের জন্য হোম হইবে, সেই কার্য্যের পদ্ধতি-অনুসারে হোম করা বিধেয়।

সকল কার্য্যের হোমের জন্যই কুশণ্ডিকা করিতে হয় বলিয়া উহার নাম সামান্য কুশণ্ডিকা। ইহা বেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সামবেদিগণ সামবেদোক্ত পদ্ধতিঅনুসারে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিবেন, অন্য বেদিগণ তাঁহাদের স্ববেদোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। গোময়দ্বারা উপলিপ্ত ভূমিতে বালি বিছাইয়া যথাবিধানে তাহার উপর কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিতে হয়। হোমকুণ্ডে যে স্থলে হোম হয়, তাহাতে ও হোমকুণ্ডের মধ্যে বালু ছড়াইয়া হোম করা আবশ্যক। [সামান্য কুশণ্ডিকার বিশেষ বিবরণ কুশণ্ডিকা শব্দে দেখ।]

এই বৈদিক হোমে যথাবিধানে অগ্নি স্থাপন করিয়া করিতে হয়। কার্য্যবিশেষে হোমে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ হোমে অগ্নির কি কি নাম হয়, তাহার বিষয় রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"লৌকিকে পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকল্পিতঃ।
অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে ॥
পুংসবনে চন্দ্রমাশ্চ শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্‌ভো জাতকর্ম্মণি ॥
নাম্নি স্যাৎ পার্থিবো হ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথা।
সত্যনামা চ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ ॥
গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ ॥
চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে।
প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ ॥
লক্ষহোমে তু বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা।
পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে ॥
কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদোঽমৃতভক্ষণে।
আহূয় চৈব হোতব্যং যো যত্র বিহিতোঽনলঃ ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

লৌকিককার্য্যে অগ্নির নাম পাবক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্রমা, শুঙ্গাকর্ম্মে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রগল্‌ভ, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকর্ম্মে সত্য, উপনয়নে সমুদ্ভব, গোদানসংস্কারে সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, বিসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থীহোমে শিখী, ধৃতিহোমে অগ্নি, প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিধু, পাকযজ্ঞে সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তিকর্ম্মে বরদ, পৌষ্টিককর্ম্মে অর্থাৎ দুর্গোৎসবাদিকর্ম্মে বলদ, অভিচারকর্ম্মে ক্রোধ, কোষ্ঠে জঠর এবং অমৃতভক্ষণে ক্রব্যাদ ঐ সকল নাম হইবে। হোমকালে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া হোম করিতে হয়। যথা—'অগ্নে ত্বমমুকনামাসি' এইরূপে অগ্নির নামকরণ করিয়া পদ্ধতি অনুসারে ধ্যানাদি করিয়া পূজা করিবে। প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করা বিধেয়। অপ্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিলে হোমের ফল হয় না। হোমকালে ঘৃতের সহিত যব তিল প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে হোমের সমিধ্ ও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্য কুশণ্ডিকাস্থলে যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ্ দ্বারা হোম করা হয়। হোমের শেষে হোমবৈগুণ্যনাশের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তহোম করা বিধেয়। মহাব্যাহৃতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করা আবশ্যক। চরুহোমস্থলে সামান্য কুশণ্ডিকা করিতে করিতে উদূখলমুষলে ধান ভানিয়া এবং সূর্পে তাহা ঝাড়িয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধে উক্ত তণ্ডুল হোমাগ্নিতে পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল উপযুক্ত রূপে সিদ্ধ হইলে উহা নামাইয়া ঐ চরু দ্বারা বিধিপূর্ব্বক হোম করিতে হয়। চরু দ্বারা হোম এবং ঐ চরুপাকপ্রণালী পদ্ধতিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না। হোমের শেষ পূর্ণাহুতি দিয়া হোম শেষ করিতে হয়। বেদীতে উপবেশন করিয়া হোম করিতে হয়। কিন্তু পূর্ণাহুতি প্রদানকালে উত্থিত হইয়া আহুতি দেওয়া আবশ্যক। এই সময় যজমান স্বয়ং হোম না করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা হোম করাইলে প্রতিনিধির স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন।

"দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাং বৈ নোপবিশ্য কদাচন।" (সংস্কারতত্ত্ব)

হোমের শেষে পূর্ণপাত্র হোতৃদক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণপাত্র শব্দে একটী পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া ভোজ্য দেওয়া বিধেয়। এই পূর্ণপাত্রের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—অষ্টমুষ্টি অর্থাৎ আটমুটা চাউলে এক কুঞ্চি, ৮ কুঞ্চিতে এক পুষ্কল ও চারি পুষ্কলে এক পূর্ণপাত্র হয়, এই পরিমাণ তণ্ডুল এবং তদুপযোগী উপকরণ দিতে হয়। অথবা বহুভোক্তার যাহাতে পরিপূর্ণরূপ তৃপ্তি হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্য দ্বারাই পূর্ণপাত্র করিবে।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ তু পুষ্কলং।
পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে।
যাবতা বহুভোক্তুশ্চ তৃপ্তিঃ পূর্ণেন জায়তে ॥
নাবরার্দ্ধ্যং ততঃকুর্য্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ ॥"
(সংস্কারতত্ত্ব)

পরে 'অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ' এই বলিয়া দধি দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জ্জন এবং 'পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' এই বলিয়া জল দ্বারা

পৃথিবীকে শীতল করিবে। হোমের শেষে হুতশেষ ভস্ম দ্বারা তিলকবিধান আছে।

তান্ত্রিক হোমস্থলে নিত্য ও নৈমিত্তিক এই দুই প্রকার হোম আছে। তাহার মধ্যে প্রতিদিন যে হোম করা হয়, তাহাকে নিত্যহোম এবং দীক্ষাকর্ম্ম ও পূজাদি নিমিত্তবশতঃ যে হোম করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক হোম কহে। তন্ত্রসারে এই হোমের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল—

নিত্যহোমবিধি—মন্ত্র জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, এবং হোম না করিলে সেই মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না, এই জন্য যত্নের সহিত হোম করা বিধেয়।

"না জপ্তঃ সিদ্ধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
না নিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাত্ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ ॥
নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বার্থং যেন বিন্দতি।" (তন্ত্রসার)

সাধক প্রতিদিন নিত্যহোমের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বার্থলাভ করিয়া থাকেন। সাধক যে দেবতার উপাসক সেই দেবতার উদ্দেশেই হোম করিবেন। পূজা, তর্পণ ও হোম এই তিনটীই সাধকের অভীষ্ট ফলপ্রদ। প্রথমে দেবতার পূজা, তৎপরে তর্পণ এবং হোম বিধেয়। এই নিত্যহোম করিতে হইলে প্রথমে বালুকা দ্বারা চতুরস্র মণ্ডল করিয়া ঐ মণ্ডলে তিনটী রেখা করিবেন। ঐ তিনটী রেখা অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক অগ্নি আনয়ন করিয়া 'ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ' এই বলিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। তৎপরে যে দেবতার হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড, স্থণ্ডিল বা ভূমিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি দ্বারা অগ্নি জ্বালিতে হয় এবং 'ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা' এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে। তৎপরে ষড়ঙ্গ দ্বারা আহুতি দিয়া যে যে দেবতার হোম হইবে, সেই সেই দেবতার পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে ১৬ বার আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে ইন্দুমণ্ডলে হোম বিসর্জ্জন করিবে।

"অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ।
বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা।
ভূমৌ বা স্থাপয়েদ্বহ্নিং ব্যাহৃতিত্রিতয়েন চ ॥
স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনঞ্চরেৎ।
ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিং।
হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্বা বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে ॥" (তন্ত্রসার)

উক্ত প্রণালী-অনুসারে নিত্যহোম করিতে হয়।

সংক্ষেপহোম—সাধক নৈমিত্তিক পূজাদিস্থলে বৃহদ্ধোম করিতে না পারিলে সংক্ষেপে হোম করিবে। এই হোমের বিধান এইরূপ। সাধক কার্য্যানুসারে হোম করিবে। বালুকামণ্ডলে দেবতা-ভেদে সেই দেবতার চক্র অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর-দিকে তিনটী করিয়া রেখা করিবে। তৎপরে যে দেবতার হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিল অবলোকন, 'ফট্' মন্ত্রে তারণ এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া হুং এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। এইরূপে স্থণ্ডিল সংস্কৃত হয়। এইরূপে স্থণ্ডিল সংস্কার করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'কুণ্ডায় নমঃ' বলিয়া কুণ্ডপূজা করিবে। পূর্ব্বে যে উত্তর ও পূর্ব্ব তিন তিনটী রেখা করা হইয়াছিল, সেই রেখার পূর্ব্বদিকে তিনটী রেখায় 'ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে উত্তর দিকের তিনটী রেখায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। হোমের সাধারণ বিধি জানিতে হইবে। সুন্দরীপক্ষে একটু বিশেষ আছে। তাহারা ষট্-তারী মন্ত্রে অর্থাৎ 'ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

এই হোমবেদীতে প্রথমে ষট্কোণ, তন্মধ্যে বৃত্ত, তাহার বাহ্যদেশে চতুর্দ্বারসংযুক্ত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া ইহাতে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা দেবতার পূজা করিবে। প্রথমে প্রণব দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। হোমবেদীর অগ্নি প্রভৃতি কোণসমূহে নিম্নোক্ত দেবগণের পূজা করা বিধেয়। 'ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূর্ব্বাদি দিকে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈ-রাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ' এইরূপে হোমবেদীর কোণ ও দিক্‌সমূহে পূজা করিয়া বেদীর মধ্য পূজা করিবে। ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, বং বহ্নিমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এইরূপ পূজা করিয়া বেদী-মধ্যে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার কেশরের পূর্ব্বাদিদিকেও মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকারে পূজা করা বিধেয়। ওঁ পীতায় নমঃ, শ্বেতায়ৈ নমঃ, ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, বং বহ্ন্যাসনায় নমঃ। এই রূপে পূজা করিয়া অগ্নির ধ্যান করিবে। ধ্যান—

"বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্।"

এই ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বাগী-শ্বর্য্যৈঃ নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এই

রূপে পূজা করিয়া সূর্য্যকান্তাদি মণিসম্ভূত বা শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত অগ্নি আনয়ন করিবে। হোমাগ্নি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, কোন অগ্নি আনিয়া তাহাতে হোম করিবে না, তাহাতে হোমের ফল হয় না। পাষাণজাত, অরণিজাত, অরণ্যস্থ বা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগৃহস্থিত অগ্নি বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ অগ্নি গ্রহণ করিয়া তাহাতে হোম করা বিধেয়। আরও বিশেষ এই যে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণ করিয়া সেই অগ্নিতে হোম করিলে বিশেষ ফল এবং নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণ করিয়া হোম করিলে অর্দ্ধ ফল হয়। ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া হোম করিলে চতুর্থাংশ ফল এবং বৈশ্য ও শূদ্রের গৃহ হইতে আনীত অগ্নিতে হোম করিলে হোম নিষ্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বিশেষ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া হোমাগ্নি আহরণ করিবে।

"পাষাণভবমগ্নিঞ্চ যদি বাহরণিসম্ভবং।
শ্রোত্রিয়াণাং গেহজঞ্চ বনস্থং বা ন বা হরেৎ॥
নিরগ্নিব্রাহ্মণাল্লব্ধো হ্যর্দ্ধভাগকরো ভবেৎ।
ক্ষত্রবধ্বোশ্চতুর্থাংশং ফলং দদ্যাদ্ধুতাশনঃ॥
বৈশ্যাচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিযুক্তং সমাহরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

বহ্নি আনয়নকালে সুন্দরী পক্ষে একটু বিশেষ আছে, তাহারা "কামেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নি আনয়ন করিয়া ঐ অগ্নিকে বৌষট্-অন্ত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও পরে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বহ্নি আবাহন এবং 'হুং ফট্' মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়, অর্থাৎ যে অগ্নি প্রথমে আনয়ন করা হয়, ঐ অগ্নির উক্ত রূপ অভিমন্ত্রণাদি করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করার নাম ক্রব্যাদাংশত্যাগ।

তৎপরে 'ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ' এবং চারিদিকে 'ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্রৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ,' এইরূপে পূজা করিয়া মধ্যে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুকদেবতাকুণ্ডয়ে নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া বালুকার উপরে কাষ্ঠ সাজাইয়া দিবে। এই কাষ্ঠ যজ্ঞডুমুর বা বিল্বাদি পুণ্য বৃক্ষের কাষ্ঠ হইবে। যে কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা হোম বিধেয় নহে। এই রূপে কাষ্ঠ সাজাইয়া 'বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতামিত্যাদি' মন্ত্রে ধ্যান করিয়া পুনরায় অগ্নি আনয়ন করিবে। এই অগ্নি পূর্ব্বোক্তরূপে বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া হ্রং এই মন্ত্রে সেই অগ্নি হইতে অগ্নি তুলিয়া লইয়া ওঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ, স্বাহা অগ্নি ফট্ এই মন্ত্রে অগ্নি সংরক্ষণ এবং হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অমৃতীকরণ করিবে। তৎপরে দুই হস্তে ঐ বহ্নি ধারণ করিয়া ঐ কুণ্ডের চারিদিকে উক্ত অগ্নি পরিভ্রমণ করিয়া জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে আপনার অভিমুখে দেবীর যোনিস্থানে সেই অগ্নি প্রদান করিবে। হোমকুণ্ডের মধ্যে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করা হইয়াছে, ঐ পদ্মের মধ্যে অগ্নি যোগ করিয়া কাষ্ঠসকল উত্তমরূপে জ্বালিয়া দিবে। কারণ অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত না থাকিলে তাহাতে হোম করিতে নাই। তাহার পর হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে অগ্নির অর্চ্চনা, এং বং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ, ওঁ চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বাজ্ঞাজ্ঞাপয়স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালন করিবে। এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নির যথাশক্ত্যুপচারে পূজা এবং এইরূপ পূজার পর প্রজ্বলিত অগ্নি উক্ত মন্ত্রে বন্দনা করা বিধেয়।

"অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখং॥"

এই মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পূজা করা আবশ্যক। 'ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যোনমঃ, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যোনমঃ, ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, তদ্বাহে ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যোনমঃ, তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, তদ্বাহে ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, তদ্বাহে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ' এইরূপ পূজা করিয়া যে পাত্রে ঘৃত থাকিবে, সেই পাত্রমধ্যে প্রাদেশ পরিমাণ কুশপত্র দ্বয় স্থাপন করিয়া ঘৃত তিন ভাগ করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না রূপে চিন্তা করিবে। পরে শ্রুব দ্বারা দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে আহুতি এবং উহার বাম ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা, এই মন্ত্রে বামনেত্রে আহুতি এবং মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নিষোমাভ্যাং স্বাহা, এই মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে আহুতি দিবে। পুনর্ব্বার ঐ পাত্রের দক্ষিণদিক্ হইতে ওঁ নমঃ এই মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নিমুখে হোম করিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। 'ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবে।

উক্তরূপে আহুতি সকল দিয়া অগ্নিতে যে দেবতার উদ্দেশে হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র দ্বারা পীঠপূর্ব্বক দেবতার পূজা ও হোম করিবে। অর্থাৎ মূল পূজায় যে সকল পীঠদেবতার পূজা ও তাহাদের উদ্দেশে আহুতি

প্রদান করিবে। তৎপরে মূলদেবতার পূজা করিয়া কেবল ঘৃতদ্বারা মূলদেবতার উদ্দেশে মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে আহুতি দেওয়া হইলে আপনার সহিত বহ্নি ও দেবতার একতা চিন্তা করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবে। এই আহুতি দিবার পর হোমের সঙ্কল্প করিতে হয়। যে দেবতার যে সমিধ্ বিহিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা সাধারণতঃ সেই দেবতার হোম করা বিধেয়। তান্ত্রিক কার্য্যে বিল্বপত্র দ্বারা হোম হইয়া থাকে। যত সংখ্যক বিল্বপত্র দ্বারা হোম হইবে সেই বিল্বপত্রের সংখ্যানুসারে সঙ্কল্প করিয়া লইতে হয়। ঘৃতের সহিত তিল মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। যে দেবতার হোম হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র এবং শেষে স্বাহা যোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে। উহার সংখ্যা ৮, ১৮, ১০৮, ১০০৮ প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি সেই শক্তি অনুসারে হোম করা বিধেয়। যে বিল্বপত্র দ্বারা হোম করা হয়, তাহা যেন ফুটিত, ছিন্ন এবং কীটদষ্ট না হয়, উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেকটী ত্রিপত্রযুক্ত হইবে।

সংকল্পবাক্যে 'সতিলাজ্য এত সংখ্যক বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিব' এইরূপ উল্লেখ করিয়া বাক্য করিয়া লইতে হয়। তৎপরে প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে মূল মন্ত্রে এবং শেষে স্বাহা উল্লেখ করিয়া আহুতি দিবে। এই রূপে সংকল্পিত হোম হইলে তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবে। এই পূর্ণাহুতিদানকালে ফল তাম্বূলযুক্ত করিয়া দিতে হয়। ইহার পর সংহারমুদ্রাদ্বারা নিজের ইষ্টদেবতাকে অগ্নি হইতে হৃদয়ে আনিয়া 'ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে হোম শেষ করিয়া হোমের দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করা বিধেয়। তন্ত্রমতে ইহাই সংক্ষিপ্ত হোম। ইহা ভিন্ন বৃহদ্ধোম আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তন্ত্রসারে বৃহদ্ধোমপদ্ধতি বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। সাধারণতঃ সংক্ষেপহোম দ্বারাই হইয়া থাকে।

হোমের অগ্নির বর্ণ, এবং দ্রব্যবিশেষের পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহার বিষয় তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে— যে স্থানে ঘৃতদ্বারা হোম হয়, তথায় প্রত্যেক আহুতিতে দুইতোলা করিয়া ঘৃত দেওয়া আবশ্যক। দুগ্ধহোমে, পঞ্চগব্যহোমে, মধুহোমে, এবং দুগ্ধান্নহোমে এইসকল দ্রব্য প্রতি আহুতিতে দুই তোলা করিয়া দিতে হয়। দধিহোমে হস্তকোষ পরিমাণ দধি লইয়া হোম করা বিধেয়। লাজ, পৃথুক ও শক্তুহোমে একমুষ্টি, গুড় ও শর্করা হোমে চারিতোলা, ইক্ষুহোমে একপর্ব্ব; পত্র পুষ্প ও পিষ্টকহোমে এক একটী দ্বারা আহুতি দিতে হয়। কদলীফল ও নাগরঙ্গহোমেও এক একটী আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। মাতুলুঙ্গহোমে একটীর চারিভাগের এক ভাগ, পনসহোমে দশভাগের একভাগ, নারিকেলহোমে আট ভাগের এক ভাগ, বিল্বহোমে তিনভাগের এক ভাগ, কদবেল হোমে দুইভাগের একভাগ, কাকুড়হোমে তিনভাগের এক ভাগ এবং অন্যান্য ফলহোমে এক একটী আহুতি দিতে হয়।

সমিধ্হোমে দশাঙ্গুল পরিমাণ সমিধ্, দূর্ব্বাহোমে তিনটী দূর্ব্বাদ্বারা, গুড়ূচীহোমে চতুরঙ্গুল পরিমাণ গুড়ূচী খণ্ড দ্বারা এবং ধান্য, মুগ, মাষ ও যবহোমে এক এক মুষ্টি দ্বারা প্রত্যেক বার আহুতি দিতে হয়। তণ্ডুলহোমে এক মুষ্টির দশাংশ, কোদ্রব, গোধূম ও রক্তশালি হোমে এক মুষ্টি, তিল ও সর্ষপ হোমে গণ্ডূষপ্রমাণ, লবণহোমে দুইতোলা, মরিচহোমে ২০টী মরিচ দ্বারা, গুগ্গুলু ও বদরী হোমে বদরী প্রমাণ; চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমহোমে তিন্তিড়ী বীজ পরিমাণ লইয়া হোম করিবে। হোমীয় দ্রব্য উক্ত পরিমাণ লইয়া হোম করিতে হয়। ইহার ন্যূনাধিক করা বিধিবোধিত নহে।

"কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃস্মৃতং।
উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ॥
তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতং।
দধিপ্রসৃতিমাত্রং স্যাল্লাজঃ স্যুর্মুষ্টিসম্মিতাঃ॥
পৃথুকাস্তৎপ্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তবোপি তথোদিতাঃ।
গুড়ং পলার্দ্ধমানং স্যাৎ শর্করাপি তথা স্মৃতা॥" (তন্ত্রসার)

দ্রব্যবিশেষ দ্বারা হোমকালে অগ্নিকে বিভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হয়। সমিধ্ দ্বারা হোমকালে অগ্নিদেবকে অবস্থিত, আজ্যহোমে শয়ান, এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হইলে উপবিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হয়। সকল হোমেই অগ্নির মুখমধ্যে আহুতি দেওয়া আবশ্যক। হোমকালে অগ্নির কর্ণপ্রদেশে আহুতি দিলে হোমকর্ত্তার ব্যাধি, নেত্রহোমে অন্ধতা, নাসিকাহোমে মনঃকষ্ট, এবং মস্তকে আহুতি দিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। অগ্নির যে ভাগ কাষ্ঠময় সেই ভাগকে অগ্নির কর্ণ, এই রূপে ধূমময় ভাগ নাসিকা; যে ভাগে অল্পজ্বলন সেইভাগ চক্ষু, যে ভাগে অঙ্গার সেই ভাগ মস্তক এবং যে ভাগে সমুজ্জ্বল শিখা সেই ভাগই অগ্নির জিহ্বা। হোমকালে প্রজ্বলিত শিখাভাগে হোম করা বিধেয়।

"বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ।
শয়ানমাজ্যহোমেষু নিষণ্ণং শেষবস্তুষু॥
আত্মাভ্যুদয়মাকাঙ্ক্ষন্ বিপশ্চিৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেহন্ধত্বং সমীরিতং॥

নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ।
যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা ॥
যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ।
যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ ॥" (তন্ত্রসার)

হোমকালে অগ্নির বর্ণ এবং গন্ধাদি দ্বারা নিম্নোক্ত রূপে শুভাশুভ নির্ণীত হয়। হোমকালে অগ্নির বর্ণ সুবর্ণ, সিন্দূর, বালার্ক কিংবা মধুর ন্যায় হইলে, নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটল, যূথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, ঘৃত অথবা গুগ্‌গুলের ন্যায় গন্ধ হইলে এবং শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, কম্পবিহীন ও ছত্রাকৃতি হইলে যজমানের শুভ হইয়া থাকে। হোমাগ্নির ধূম কুন্দপুষ্প ও ইন্দুবৎ ধবল হইলে শুভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ হইলে যজমানের অশুভ, অগ্নির বর্ণ শুভ্র হইলে রাজ্যবিনাশ ও হোমকালে অগ্নি হইতে কাক বা গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ হইলে সেই হোমে সমস্ত বিনষ্ট হয়। অগ্নি হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে যজমানের দুঃখ হয়। অগ্নির শিখা ছিন্ন বা বৃত্তাকার হইলে যজমানের ধনক্ষয় ও মৃত্যু, অগ্নির ধূম শুকপক্ষীর পক্ষ বা পারাবতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে যজমানের অশ্ব ও গো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হোমকালে এই সকল দোষ দৃষ্ট হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। ইহার প্রতিবিধানের জন্য মূলমন্ত্রে ২৫ বার আহুতি প্রদান করিবে।

"স্বর্ণসিন্দূরবালার্ককুঙ্কুমক্ষৌদ্রসন্নিভঃ।
সুবর্ণরেতসো বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ভেরী বারিদহস্তীন্দ্রনিনাদোঽগ্নিঃ শুভাবহঃ।
নাগচম্পকপুন্নাগপাটলাযূথিকানিভঃ ॥
পদ্মেন্দীবরকহ্লারসর্পির্গুগ্‌গুলুসন্নিভঃ।
পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥
প্রদক্ষিণাস্ত্যক্তকম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ।
সুখদা যজমানস্য রাজ্যস্যাপি বিশেষতঃ ॥
কুন্দেন্দুধবলো ধূমো বহ্নেঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্ব্বর্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ ॥
শ্বেতো রাজ্যং নিহন্ত্যাশু বায়সস্বরসন্নিভঃ।
খরস্বরসমো বহ্নের্ধ্বনিঃ সর্ব্ববিনাশকৃৎ ॥" (তন্ত্রসার)

এই প্রকার লক্ষণ দ্বারা হোমের শুভাশুভ জানা যায়।

২ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণহস্তে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগের মন্ত্রপূর্ব্বক দান। শ্রাদ্ধকালে অন্নদানের পূর্ব্বে এই হোম করিতে হয়। তণ্ডুলে ঘৃত মাখাইয়া সেই তণ্ডুল দ্বারা শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করা হয় বা কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তদগ্রে যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে মন্ত্রপূর্ব্বক ঐ তণ্ডুল দানকে হোম কহে।

[শ্রাদ্ধ শব্দ দেখ]

হোমক (পুং) হোম স্বার্থে কন্। হোমশব্দার্থ।

হোমকাল (পুং) হোমস্য কালঃ। হোমের কাল, হোমবেলা, হোমসময়।

হোমকুণ্ড (ক্লী) হোমস্য কুণ্ডং। হোমার্থ কুণ্ড। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হোমকালে কুণ্ডনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হোম করিতে হয়।

"কৌ পৃথিব্যাং বিলং দেবি দৃশ্যতে সুমনোহরং।
তস্মাৎ কুণ্ডং সমাখ্যাতং সাধকানাং হিতায় বৈ ॥"

'বিলং গর্ত্তং, সুমনোহরং মেখলাযোন্যাদিবিশিষ্টং' (তন্ত্রসার)

ভূমিতে মেখলা যোন্যাদিবিশিষ্ট মনোহর যে গর্ত্ত তাহাকে কুণ্ড কহে। এইরূপ কুণ্ডে হোম করা বিধেয়। যাগ, যজ্ঞ ও দেবপূজাদি স্থলে প্রথমে বেদী করিতে হয়, এই বেদীর উপর কুণ্ড করিয়া হোম করিবে। মণ্ডপ করিতে হইলে প্রথমে ভূমি পরীক্ষা করা আবশ্যক। [মণ্ডপ শব্দ দেখ।] যথাবিধানে মণ্ডপ করিয়া তন্মধ্যগত বেদিকার বহির্ভাগের ভূমিকে তিনভাগে বিভাগ করিবে। মধ্যভাগে সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল করিয়া ইহার আটদিকে ৮ প্রকার কুণ্ড করিতে হয়। এই কুণ্ড চতুরস্রকুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড, ত্র্যস্রকুণ্ড, বর্ত্তুলকুণ্ড, ষড়স্রকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড ও অষ্টাস্রকুণ্ড, এই আট প্রকার কুণ্ড হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ঈশানকোণ ও পূর্ব্বদিকের মধ্যে আচার্য্যকুণ্ড করিতে হয়।

এই সকল কুণ্ডের মধ্যে চতুরস্রকুণ্ড সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধিপ্রদ, যোনিকুণ্ড পুত্রপ্রদ, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড শুভকর, এবং ত্র্যস্রকুণ্ড শত্রুনাশক। শান্তিকর্ম্ম করিতে হইলে বর্ত্তুলকুণ্ড, ছেদনকার্য্যে ষড়স্র এবং মারণকার্য্যে পদ্মকুণ্ড প্রশস্ত। অষ্টাস্রকুণ্ড বৃষ্টিপ্রদ ও রোগনাশক। কাম্য কর্ম্মে নিম্নোক্ত কুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করা আবশ্যক। শান্তি, পুষ্টি ও আরোগ্যসাধন কর্ম্মে চতুরস্রকুণ্ড, আকর্ষণকর্ম্মে ত্রিকোণকুণ্ড, উচ্চাটনে এবং মারণ কর্ম্মে বর্ত্তুলকুণ্ড প্রশস্ত। পুষ্টিকর্ম্ম করিতে হইলে উত্তর দিকে, শান্তিকর্ম্মে পশ্চিম দিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণকার্য্যে পদ্মকুণ্ড প্রশস্ত। কোন কোন মতে ব্রাহ্মণ চতুরস্রকুণ্ড, ক্ষত্রিয় বর্ত্তুল, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্র ত্রিকোণকুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন যে চতুরস্রকুণ্ড সকল বর্ণের সকল কার্য্যে শুভ। অতএব হোমকালে অন্য সকল বিচার না করিয়া চারিবর্ণই চতুরস্রকুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করিবে।

"সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং চতুরস্রমুদাহৃতং।
পুত্রপ্রদং যোনিকুণ্ডমর্দ্ধেন্দ্বাভং শুভপ্রদং ॥
শত্রুক্ষয়করং ত্র্যস্রং বর্ত্তুলং শান্তিকর্ম্মণি।
ছেদমারণয়োঃ কুণ্ডং ষড়স্রং পদ্মসন্নিভং।
বৃষ্টিদং রোগশমনং কুণ্ডমষ্টাস্রমীরিতং ॥

শান্তৌ পুষ্টৌ তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকং।
আকর্ষণে ত্রিকোণং স্যাদুচ্চাটে বর্ত্তুলং তথা ॥
মারণে চ তথা যোজ্যং বর্ত্তুলং মন্ত্রিভিঃ সদা।
উদীচ্যাং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণে শান্তিকাদিষু ॥
উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণং ভবেৎ।
বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্যাদ্রাজ্ঞাং বর্ত্তুলমিষ্যতে।
বৈশ্যানামর্দ্ধচন্দ্রাভং শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতং।
চতুরস্রস্তু সর্ব্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ ॥" (তন্ত্রসার)

এই সকল কুণ্ড করিয়া তাহাতে হোম করা বিধেয়। অনেক স্থলে তাম্রনির্ম্মিত কুণ্ডে হোম করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাম্রকুণ্ডে হোম করিবার কোন বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। হোমীয় তাম্রকুণ্ড প্রায়ই চতুরস্র হইয়া থাকে।

হস্তপরিমাণ ভূমিতে সূত্রপাত করিয়া সমচতুরস্রকুণ্ড খনন করিবে, এইরূপ কুণ্ডকে চতুরস্রকুণ্ড কহে। অন্যান্য কুণ্ডের লক্ষণ ও বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না।

হোমকুণ্ড করিয়া প্রায়ই হোমকার্য্য হয় না। সাধারণতঃ বেদী বা ভূমির উপর বালুকা আস্তরণ করিয়া তদুপরি চতুরস্র, ত্র্যস্র প্রভৃতি অঙ্কন করিয়া তদুপরি হোম হইয়া থাকে।

হোমতুরঙ্গ (পুং) হোমস্য তুরঙ্গঃ। যজ্ঞীয়াশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব দ্বারা হোম করা হয়, এই জন্য ইহাকে হোমতুরঙ্গ কহে।

হোমদুহ (ত্রি) ১ হোমার্থ দুগ্ধদোহনকারী। ২ হোমে দিবার উপযুক্ত দুগ্ধবিশিষ্ট (গো)।

হোমধান্য (ক্লী) হোমোপযুক্তং ধান্যং। তিল, হোম করিতে হইলে ঘৃতের সহিত তিল মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়, এইজন্য উহাকে হোমধান্য কহে।

হোমধূম (পুং) হোমজাতঃ ধূমঃ। হোমীয়াগ্নি-ধূম, হোমীয় অগ্নি হইতে যে ধূম নির্গত হয়। পর্য্যায়—নিগণ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই ধূম অতি পবিত্র। শরীরে এই ধূম লাগিলে শরীর পবিত্র হয়।

হোমধেনু (স্ত্রী) হোমসাধনী ধেনুঃ। হোমসাধন ধেনু, যে ধেনুর ঘৃত দ্বারা হোম হয়, তাহাকে হোমধেনু কহে।

হোমন্ (ক্লী) হোম, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাদি ত্যাগ। (ঋক্ ১৮৪।১৮)

হোমভস্মন্ (ক্লী) হোমজাতং ভস্ম। হুত দ্রব্যজাত ভস্ম, হোমে যে সকল আহুতি দেওয়া হয়, তাহা ভস্ম হইলে উহাকে হোমভস্ম কহে। এই হোমভস্ম অতি পবিত্র। পর্য্যায়—বৈষ্টুত। (হেম) এই হোমভস্ম দ্বারা তিলক করিতে হয়। পার্থিব শিবলিঙ্গপূজাদিস্থলে লিখিত আছে যে, ভস্মত্রিপুণ্ড্রকাদি না করিয়া শিবপূজা করিবে না। এই ত্রিপুণ্ড্রকাদি স্থলে হোমভস্ম দ্বারাই করিতে হয়। যে কোন ভস্ম দ্বারা করিবে না। এই হোমভস্মকে বিভূতিও বলে।

হোমবৎ (ত্রি) হোমো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। হোমবিশিষ্ট, হোমযুক্ত, যিনি হোম করেন, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।

হোমবিধান (ক্লী) হোমস্য বিধানং। হোমের বিধি। হোমের নিয়ম, যে নিয়মানুসারে হোম করা হয়।

হোমবেলা (স্ত্রী) হোমস্য বেলা। হোমকাল, হোমের সময়।

হোমাগ্নি (পুং) হোমস্য অগ্নিঃ। যজ্ঞবহ্নি, চলিত হোমের আগুন। পর্য্যায়—মহাজ্বাল, মহাবীর, প্রবর্গ। (হেম) অগ্নি মাত্রই পবিত্র, হোমাগ্নি বিশেষ পবিত্র। সুতরাং এই অগ্নিতে কোন অপবিত্র বস্তু দগ্ধ করিতে নাই। হোমাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেও নিষেধ আছে। হোম শেষ হইলে ঐ অগ্নি আপনিই নিবিয়া যাইবে।

হোমার, পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত গ্রীক মহাকবি। কাব্য-রচনায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইলেও এই প্রাচীন কবির জীবনবৃত্ত, জন্ম-স্থান ও অন্যান্য প্রকৃত ঘটনাবলী লইয়া নানা লোকের নানা মত দৃষ্ট হয়। গ্রীস রাজ্যের ৭টী নগর মহাকবির জন্মভূমি বলিয়া সাধারণে বিদিত ও সম্মানিত। এতদ্ভিন্ন অনেক কিংবদন্তী হইতেও তাঁহার জীবনীসংক্রান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐরূপ একটী কিংবদন্তীতে উক্ত হইয়া থাকে যে, মহাকবি হোমার স্মির্ণা-নগরনিবাসিনী একপিতৃমাতৃহীনা কুমারীর গর্ভ-জাত সন্তান। মেলিস্ নদীতীরে তাহাদের বাস ছিল। এই জন্য মাতা পুত্রের নাম মেলিসিগেনিস্ রাখিয়া ছিলেন। ফিমিয়াস্ নামে এক ব্যক্তি ঐ নগরে সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কাব্য ও সাহিত্য অধ্যাপনা করাইতেন। তিনি মেলিসিগেনিসের মাতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় বিবাহ করেন এবং মহাকবি হোমরকে দত্তক লইয়া স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

ফিমিয়াস্ পরলোকগমন করিলে, হোমার সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে "ইলিয়ড" রচনার বাসনা জাগিয়া উঠে। গ্রন্থমধ্যে লোকচরিত্রের পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত করিবার মানসে তিনি নানাদেশ পর্য্যটনার্থ বহির্গত হন। পরে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলে স্মির্ণাবাসী তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। প্রতিবাসী কর্ত্তৃক এই রূপে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক কিওস নগরে গিয়া বাস করেন। এখানেও তিনি একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্গীত ও কাব্যরচনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে উপ-নীত হইয়াই তিনি অন্ধ হন এবং সেই হেতুই তাঁহাকে বিশেষ

ভাবে দারিদ্রদুঃখে পীড়িত হইতে হয়। উক্ত আখ্যায়িকায় বিবৃত হইয়াছে যে, মহাকবি শেষজীবনে স্বরচিত কীর্ত্তিগাথা গান করিয়া নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। সাইক্লেডিশের অন্তর্গত আইওস নামক একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ইলিয়ড গ্রন্থে আগামেম্‌ননের প্রতি আকিলিসের প্রতিহিংসাগ্রহণ, ট্রয়নগর অবরোধে গ্রীকদিগের দুর্গতি, আকিলিস কর্ত্তৃক হেক্টরবধ প্রভৃতি বিবরণ চতুর্বিংশ সর্গে উজ্জলভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "ওডেসী"। এই মহাকাব্যে গ্রীকবীর ইউলিসিসের ট্রয় হইতে স্বদেশাভিমুখে ইথাকাযাত্রা বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে অনেক অভিনব, বিচিত্র ও অনৈসর্গিক ঘটনাবলীও চিত্রিত হইয়াছে। ইলিয়ড-বর্ণিত তদীয় হেলনাহরণবৃত্তান্ত ভারতীয় মহাকবি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণের সীতাহরণ প্রসঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন "বাক্ট্রাকোর্ণিও মাকিয়া" বা ভেকমুষিকযুদ্ধ নামক অপর একখানি কাব্যও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার বিরচিত অনেক স্তোত্রগীতিও পাওয়া যায়। এক্ষণে ঐ গুলি পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

হোমারের আদি কাব্য আইওনিয় ভাষায় রচিত হয়। পরে উহা প্রায় সমস্ত সভ্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎবাসী ইহাকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদি কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হোমি (পুং) হূয়তে হব্যিমিতি হু-ইন্-মুট্‌চ। ১ অগ্নি। হূয়তে হনেনেতি। ২ ঘৃত, যাহা দ্বারা হোম করা হয়। (মেদিনী) ৩ জল। (শব্দরত্না°)

হোমিন্ (পুং) হোমোঽস্যাস্তীতি ইনি। হোমকর্ত্তা, যিনি হোম করেন।

"তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্ তিলী নাবসীদতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

জুহোতীতি হু (উন্ন্ কর্দবিহোমিনঃ। উণ্ ৩।৮৪) ইতি মিনি নিপাতিতশ্চ। ২ যজমান। (উজ্জ্বল)

হোমীয় (ত্রি) হোম সম্বন্ধীয়। মনুতে লিখিত আছে যে হোমীয় অগ্নি রক্ষার জন্য কাষ্ঠ অপহরণ করিলে তাহা স্তেয় হইবে না, অর্থাৎ তাহাতে চৌর্য্যের পাতক হইবে না। (মনু ৮।৩৩৯)

হোম্য (ক্লী) হোমায় হিতং যৎ। ১ ঘৃত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হোমীয় দ্রব্য মাত্র, যে সকল দ্রব্য দ্বারা হোম হয়।

হোরা (স্ত্রী) হোলতি হলাতে বেতি হুল হিংসাসম্বরণয়োঃ অচ্ ঘঞ্ বা রলয়োরৈক্যং টাপ্। ১ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন। ২ রাশ্যর্দ্ধ, জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,রাশিকে দুই ভাগ করিলে তাহার এক ভাগের নাম হোরা। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয়টি বিষম রাশি, এই ৬টী বিষম রাশির প্রথমার্দ্ধের পতি রবি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের পতি চন্দ্র। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ৬টী সমরাশি, এই সমরাশির প্রথমার্দ্ধের অধিপতি চন্দ্র এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের অধিপতি রবি। ষড়্‌বর্গগণনা স্থলে রাশি, হোরা, দ্রেক্কাণ, ত্রিংশাংশ প্রভৃতি স্থির করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, মেষ রাশি বা লগ্নের পরিমাণ ৪।৮।১৬ (চারিদণ্ড, আটপল ও ষোল বিপল) এই রাশিকে অর্দ্ধেক বিভাগ করিলে ২।৪।৮ (দুইদণ্ড, চারি পল এবং আট বিপল) হয়। সুতরাং দুইদণ্ড ৪ পল, ৮ বিপলে এক হোরা হইল। মেষ বিষমরাশি, সুতরাং বিষম রাশির প্রথমাধিপতির অধিপতি সূর্য্য ; জাতক যদি উহার প্রথমার্দ্ধে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের হোরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং শেষের হোরায় হইলে চন্দ্রের হোরা হইয়া থাকে। এইরূপে সম ও বিষম রাশির হোরা এবং তাহার অধিপতি স্থির করিতে হয়।

২ হোরাজ্ঞাপক শাস্ত্রভেদ, হোরা শাস্ত্র, ইহা জ্যোতিষগ্রন্থ।

"বিষমর্ক্ষেষু প্রথম হোরাঃ স্যাশ্চণ্ডরোচিষঃ।
দ্বিতীয়াঃ শশিনো যুক্তু ব্যত্যয়াদ্গণয়েৎ সদা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ সার্দ্ধ দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল, আড়াই দণ্ড কাল। এই শব্দ হইতে ইংরাজ আওয়ার (Hour) হইয়াছে, আড়াই দণ্ডেই এক ঘণ্টা হয়। ২৪ হোরায় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। ৪ পিপীলিকা। (ত্রিকা°)

হোরিল মিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি পরমেশ্বরীদাসাব্ধি বা স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন।

হোল (দেশজ) অণ্ডকোষ।

হোলক (পুং) হু-বিচ্ লকাতে আস্বাদ্যতে ইতি লক অপ্। তৃণাগ্নিতে দগ্ধ অর্দ্ধপক্ক শমীধান্য। চলিত হরাপোড়া, হিন্দী হোররা। লক্ষণ—

"অর্দ্ধপক্কৈঃ শমীধান্যৈস্তৃণভ্রষ্টৈশ্চ হোলকঃ।
হোলকো হল্পানিলো মেদঃ কফদোষত্রয়াপহঃ।
ভবেদ্যো হোলকো যস্য সচ তত্তদ্‌গুণো ভবেৎ॥"(ভাবপ্রকাশ)

ছোলা প্রভৃতি শমীধান্য অর্দ্ধপক্ক করিয়া তৈল দ্বারা ভাজিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে হোলক কহে। ইহা ঈষৎ বায়ুজনক এবং মেদ, কফ ও মিলিত ত্রিদোষের শান্তিকারক। এই হোলক যে দাইল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, সেই দাইলের গুণাস্বরূপ হইয়া থাকে।

হোলকর, (হোলকার) ইন্দোর-রাজধানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত একটী মরাঠা রাজবংশ। এই রাজবংশের আদিপুরুষগণ দক্ষিণ-ভারতে প্রবাহিতা নীরানদীতটবর্ত্তী হল নামক গ্রামে বাস করিতেন।

তথায় গোচারণ ও কৃষিকর্ম্মই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল। হলগ্রামবাসী বলিয়া তাঁহারা পরবর্ত্তিকালে হলকর বা হোলকর নামে আখ্যাত হন।

এই কৃষকবংশের কুণ্ডজী হোলকরের পুত্ররূপে হোলকার-কুলোজ্জ্বল মল্হর রাও জন্মগ্রহণ করেন। (অনুমান ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ)। কিছুকাল পরে, হিংসাপরতন্ত্র জ্ঞাতিগণ মল্হরের মাতার সহিত সাংসারিক নানা বিষয়ে বিবাদ ঘটাইলে, তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামি-ভবন পরিত্যাগ করিয়া পুত্রসহ খান্দেশে আসিয়া স্বীয় ভ্রাতা নারায়ণজীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে মাতুলাশ্রমে বালক মল্হর মাতুল নারায়ণজীর পালিত ছাগাদি মাঠে চরাইয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহার মাতা গৃহের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

মল্হর বাল্যকাল হইতেই দৃঢ়কায় এবং বলশালী। সেই সময় হইতেই তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসিকতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ঘৃণিত গোচারণবৃত্তি ত্যাগ করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার কদম বন্দের অধীনে সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এখানে সেনাবিভাগে বিশেষ পারদর্শিতা ও সুখ্যাতি লাভ করিয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশবে বাজী রাওর অধীনে ৫ শত সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁহার প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশ পাইতে থাকে এবং তিনি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এইখানে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মল্হর রাও বিখ্যাত পাণিপথযুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃপতন সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া উক্ত রণক্ষেত্র হইতে স্বীয় সেনাদল নিরাপদ স্থানে পরিচালিত করিয়া আনেন এবং ঐ যুদ্ধে মাধোজী সিন্দের সেনাদল সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। [মল্হররাও দেখ]

মল্হর রাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র মালী রাও মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণের নয় মাস পরে মালী রাও উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহধাম হইতে অপসৃত হন। রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায় মালীরাওর জননী প্রথিতযশাঃ অহল্যাবাই স্বীয় শ্বশুরের অধিকৃত রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি মল্হর রাওর অধীনস্থ তুকোজি হোলকর নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপরে স্বীয় সেনাদলের পরিচালনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

তুকোজি মলহররাওর স্বজাতিমাত্র, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু তুকোজি সর্দ্দার অতীব বিশ্বস্ততার সহিত অহল্যাবাইর অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে ন্যস্ত কার্য্যাবলী যথাযথভাবে নিষ্পাদিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে অহল্যাবাইর মৃত্যু হয় এবং তুকোজি হোলকর শাসনভার গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়; তাঁহাকেও অধিকদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, অন্তর্বিপ্লবে হোলকরশক্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয় এবং ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে আরব্ধ সেই গৃহবিপ্লব সমগ্র মহারাষ্ট্রসমাজে সংক্রমিত হইয়া মহারাষ্ট্রশক্তিকে একবারে সামর্থ্যহীন করিয়া তুলে। [অহল্যাবাই ও তুকোজি হোলকর দেখ।]

কিছুকাল এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং দেশমধ্যে দিন দিন অরাজকতার পূর্ণপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তুকোজীর অন্যতর পুত্র যশোবন্ত রাও স্বীয় ভুজবলে রাজ্যমধ্যে সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া সিন্দে ও পেশবার পরিচালিত মরাঠাসেনাদিগকে পুণার সন্নিকটে আক্রমণ করেন এবং মিলিত সেনাদল তাঁহার ভীম আক্রমণে পরাজিত হয়। অনন্তর জয়োদ্দৃপ্ত যশোবন্ত রাও পেশবাকে স্বীয় করতলগত করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রশক্তিকে একক শাসনাধীন করিবার আশা পোষণ করিতেছিলেন; কিন্তু এই সময়ে পেশবার সহিত ইংরাজ গবমেণ্টের 'বসই সন্ধি' সংস্থাপিত হয়। তাহার ফলে, যশোবন্ত রাও আর পেশবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। মহারাষ্ট্রদলের একেশ্বর অধিনায়ক হইয়া তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্রবাহিনী স্বীয় ইঙ্গিতে পরিচালিত করিবেন বলিয়া যে আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, ঐ দিন হইতেই তাহা অতলস্পর্শী নিরাশা-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ ও বেরারের নরপতি একত্র ইংরাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। যশোবন্ত রাও হোলকর যুদ্ধকালে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন প্রকৃত যুদ্ধ বাঁধিল, তখন তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কূটরাজনৈতিক বুদ্ধিবশে চালিত হইয়া রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন না। বরং দুরভিসন্ধিবশতঃ স্বয়ং সেনাদলসহ অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ইংরাজের যুদ্ধে সিন্দেরাজের বলক্ষয় এবং ঐ সঙ্গে একটী উদীয়মান্ মহারাষ্ট্রশক্তিরও প্রভাব বিলুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত হইলে তাঁহার অক্ষুণ্ণ রাজশক্তি মহারাষ্ট্র-সমাজের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাঁহার এই উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি ফলবতী হইল না। সূর্য্য-অঞ্জনগামের সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজ ও সিন্দেরাজের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ও শক্তিসীমা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। হোলকর যখন দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সন্ধির বলে তাঁহার

প্রভাবও সীমাবদ্ধ হইয়াছে; তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ইংরাজের নিকট নূতনভাবে ও নিজের ইচ্ছানুরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া এবং অন্যের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া একাই সৈন্যসহ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। হোলকর ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সদলে পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

বলবান্ শত্রুর সমক্ষে অধিকক্ষণ রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ না হইয়া হোলকর শতদ্রু প্রবাহিত প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ইংরাজসেনাপতি লর্ড লেক্ তাঁহাকে ধৃতকরণার্থ পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখানে আসিয়া যশোবন্ত রাও শিখদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪এ ডিসেম্বর তারিখে তিনি বাধ্য হইয়া ইংরাজের অনুকূলে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। ঐ ঘটনা আলোচনা করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠে এবং তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

যশোবন্তের মল্‌হর রাও হোলকর নামে এক অবৈধপত্নী-গর্ভজাত সন্তান ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে, ঐ বালক নাবালক থাকায় তাঁহার মাতা তুলসীবাই স্বয়ং রাজকার্য্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। রাজা বালক এবং রাজ্যকর্ত্রী রমণী, সুতরাং রাজ্যে বিশৃঙ্খলাই সম্ভব। ঐ সময়ে রাজ্যের নানাস্থানেও সামন্তবৃন্দের রাষ্ট্রবিপ্লব আরব্ধ হয় এবং তাহাতে হোলকরের অধিকৃত বহু প্রদেশ হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ গোপনে আসিয়া তুলসীবাইকে নিষ্ঠুররূপে নিহত করে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকর সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। ঐ সঙ্গে মন্দশোরের প্রস্তাবিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজপুত রাজন্যবর্গকে হোলকরের শাসনমুক্ত করিয়া ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা হয় এবং কোটার নরপতি জালিমসিংহ হোলকরের অধিকৃত চারিটী জেলা খাজানা বন্দোবস্ত করিয়া লন। এইরূপে সাতপুরা শৈলমালার দক্ষিণে ও উক্ত শৈলের মধ্যবর্ত্তি-ভূভাগে হোলকরের অধিকৃত স্থানসমূহ অপরের হস্তগত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টাংশ যাহা হোলকরের উপভোগ্য রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাও ইংরাজ-গবর্মেণ্টের পরিদর্শনে রক্ষিত ও শাসিত থাকিবে বলিয়া ধার্য্য হইল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ২৮ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় মল্‌হর রাও হোলকরের মৃত্যু ঘটে। মলহরের বিধবা পত্নী ও মাতা মার্ত্তণ্ড রাও নামক একটী ৩।৪ বৎসরের স্বজাতীয় শিশুকে দত্তক গ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। মল্‌হর রাওর মাতা স্বহস্তে দীর্ঘকাল রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারিবেন ভাবিয়াই এইরূপ একটী অল্পবয়স্ক শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য সাধারণের অভিমত হয় নাই। তখন রাজ্যের পদস্থ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিমাত্রেই মৃত রাজার জ্ঞাতিভ্রাতা হরি রাও হোলকরকে সিংহাসন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বেই রাজনৈতিক সুব্যবস্থার জন্য ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে হরিরাও হোলকরকে কারাগারে অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার অনুগত ও হিতাকাঙ্ক্ষীমাত্র একত্র দলবদ্ধ হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে বলপূর্ব্বক হরিরাওকে কারামুক্ত করিল এবং ঐ সময়ে সাধারণ প্রজামণ্ডলী ও সেনাদল সাগ্রহে তাঁহাকে রাজা বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল।

ইংরাজ প্রতিনিধি মার্ত্তণ্ড রাওর রাজ্যাভিষেক সময়ে তাঁহাকে হোলকরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে সাধারণ প্রজামণ্ডলী কর্ত্তৃক হরি রাওকে সিংহাসন অর্পিত হইতেছে দেখিয়াও তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কারণ তৎকালে কোন দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরাজ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াই প্রতিশ্রুত ছিলেন।

কে রাজপদ পাইবে? এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইলেন না। কাজেই প্রতিপক্ষ দুই দলে আপনাপন সাধ্যানুসারে রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিতে অবসর পাইলেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজ্যমধ্যে ঘোর অরাজকতা ও অত্যাচারের সূচনা হইল। ধনশালী বণিক্‌গণ ইন্দোর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ব্যবসাবাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইল এবং দুর্দ্ধর্ষ ভীলজাতি পথে ঘাটে লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম সমূহ উৎসন্ন করিল।

অবশেষে মার্ত্তণ্ড রাওর পক্ষীয় লোকদেরই পরাভব হইল। মার্ত্তণ্ড রাও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। তিনি সিংহাসন-প্রাপ্তির দাবী ত্যাগ করিলে অপরপক্ষ তাঁহাকে মাসিক ৫ শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর বিপক্ষদল পুনরায় নবীন মহারাজ ও তাহার মন্ত্রীকে নিহত করিবার মানসে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। তাহাদের এই ষড়যন্ত্র পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়া রাজপক্ষীয়গণ আক্রমণকারী আততায়ীদিগকে সদলে সংহার করিতে সমর্থ হইল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পুণাসহরে অপুত্রক মার্ত্তণ্ড রাও হোলকর দেহান্তর প্রাপ্ত হন। তাহার পক্ষীয়গণ এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হরি রাও হোলকর ও তাঁহার বংশধরের রাজ্যকালে মধ্যে মধ্যে নানারূপ অন্তর্বিপ্লবদ্বারা হোলকর-রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। মার্ত্তণ্ড রাওর মৃত্যুর পর হইতেই বাস্তবিক এই বিপ্লবের অবসান হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন হরিরাওকে নিহত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা অগ্রসর হয়, তখন তাঁহার পক্ষ হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু ইংরাজ-গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব বন্দোবস্তানুসারে আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইলেন না।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরিরাও খণ্ডেরাও নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালককে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৮৪৩ খৃঃ ২৪এ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। এবার ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে জানিয়া খণ্ডেরাওকে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার অভিষেককার্য্য সমাধা করিলেন এবং তাঁহারা সেই মর্ম্মে ঘোষণা দিয়া জানাইয়াছিলেন যে অতঃপর অপর কাহাকেও আর রাজা বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বালকরাজ খণ্ডেরাওর মৃত্যু ঘটে। তিনি অবিবাহিত ও অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে, রাজপ্রতিনিধি সার রবার্ট হামিলটন ভাও হোলকরের কনিষ্ঠপুত্রকে তুকোজীরাও হোলকর নাম দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ঐ সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্ট N. LXX O. ii সংখ্যক পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, তুকোজি রাও এই পত্রের মর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন এবং ঐ পত্রখানি সনদের তুল্য বহাল থাকিবে।

নবীন রাজা তুকোজি রাও হোলকর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা তুকোজি বয়ঃপ্রাপ্ত হন। রাজ্যশাসনকার্য্যে তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা এবং প্রজার হিতসাধনে তাঁহার ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজরাজ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। ঐ সময়ে তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি এক সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার রাজ্যকালে হোলকররাজের অধিকার ৮০৭৫ বর্গমাইল স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজরাজ তাঁহাকে দত্তকগ্রহণের অধিকার দিয়া এক সনদ দিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হোলকরের অধিকৃত পাটন জেলা বুন্দী রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট খেসারতস্বরূপ হোলকরকে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন। মহারাজ প্রতাপগড় হইতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্তৃক আদায়ী ৭২৭০০৲ সেলিমশাহী মুদ্রা খাজনা পান। ঐ টাকা তিনি মালব-সেনাদলের (Malwa Contingent) ব্যয়স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় ভারতগবর্মেণ্টের নিকট সম্মানভাজন হইয়াছেন।

হোলকর-কুলকেতু যশোবন্ত রাও এক সময়ে সমগ্র মহারাষ্ট্র শক্তির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়াসে স্বীয় সেনাবল বৃদ্ধি করেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক বেতনভোগী পদাতিক ও ৬০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ১৩০টী সুবৃহৎ কামান রণক্ষেত্রে তাঁহার সহায়তা করিত। এতদ্ভিন্ন চান্দোর ও গলিন-গড় নামক দুর্ভেদ্য দুর্গ দুইটী তাঁহার অধিকারে থাকায় তাঁহার রাজশক্তি আরও বৰ্দ্ধিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কারণ তৎকালে হোলকরের প্রতিপক্ষতা করিতে কেহই সমর্থ ছিলেন না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজ-সেনাপতিগণ এবং দেশীয় অন্যান্য রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে বহুবার দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহার এই বিপুল বলশালী সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ইন্দোর নগরে হোলকারপতির ৫২৫০ পদাতিক, ৩৩০০ অশ্বারোহী, ৩৪০ কামানবাহী সেনা ও ২৪টী কামান আছে। [মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ]

হোলা (দেশজ) পুং বিড়াল।

হোলাক (পুং) স্বেদ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"ধীতীকাস্তু করীষাণাং যথোক্তানাং প্রদীপয়েৎ।
শয়নান্তঃপ্রমাণেন শয্যামুপরি তত্র চ॥
সুদগ্ধায়াং বিধূমায়াং যথোক্তামুপকল্পয়েৎ।
স্ববচ্ছিন্নঃ সুখং তত্রাভ্যক্তঃ স্বিদ্যতি নাশ্নুথং॥
হোলাকস্বেদ ইত্যেষ সুখপ্রোক্তো মহর্ষিণা॥"

(চরক সূত্রস্থা ১৪ অ°)

এই স্বেদ নিম্নোক্ত প্রকারে দিতে হয়। যে পুরুষকে স্বেদ দিতে হইবে, সেই পুরুষের শয্যাপ্রমাণ গো বা গর্দ্দভাদি পুরীষের একটা ধীতিকা (শুষ্কাশুষ্ক গোময়াদি কৃত দীর্ঘ গোলাকার অগ্ন্যাশ্রয়) নির্ম্মাণ করিবে। পরে ইহা শুষ্ক করিয়া অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত করিবে। যখন ইহা সুদগ্ধ ও ধূমরহিত হইবে, তখন তাহার উপর খট্টাদি শয্যা স্থাপন করিয়া স্বেদ্য পুরুষ তৈল প্রভৃতি দ্বারা অভ্যক্ত ও বস্ত্রাদিদ্বারা সুসংবৃত হইয়া খট্টাদি শয্যায় শয়ন থাকিয়া এই স্বেদ গ্রহণ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে স্বেদ গ্রহণ করাকে হোলাকস্বেদ কহে। ইহা উত্তম সুখজনক স্বেদ। [স্বেদ দেখ।]

হোলাকা (স্ত্রী) হু-বিচ্, তং লাতি লা সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্। ১

বসন্তোৎসব। চলিত হোলি, ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে অর্থাৎ দোল-পূর্ণিমাতে যে উৎসব হয়, তাহাকে হোলাকা কহে। চলিত হোলি বা হোরি। •

২ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী, এই তিথিতে হোলিকা আচরণ করিতে হয়, বলিয়া এই তিথির নাম হোলিকা হইয়াছে। এই পূর্ণিমা তিথি সায়াহ্নব্যাপিনী হইলে সেই দিনে ইহার অনুষ্ঠান বিধেয়। এইদিন সায়ংকালে পূজাদি এবং পূর্ব্বাহ্ণে গবাদির ক্রীড়া করিবে।

"ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী হোলিকা সা চ সায়াহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা।

সায়াহ্নে হোলিকাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাহ্ণে ক্রীড়নং গবাং, ইতি-বচনাৎ নির্ণয়ামৃতে উক্তং—

প্রতিপদ্‌ভূতভদ্রাসু যাচ্চিতা হোলিকা দিবা।
সংবৎসরঞ্চ তদ্রাষ্ট্রং পুরং বহতি সাদ্ভুতং॥
প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা পূর্ণিমা ফাল্গুনী সদা।
তস্যাং ভদ্রামুখং ত্যক্ত্বা পূজ্যা হোলা নিশামুখে॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

যদি দিবার অর্দ্ধভাগের পর ফাল্গুনী পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলে রাত্রিতে ভদ্রাবসানে হোলিকা হইবে। যে সময় চতুর্দ্দশী পূর্ব্বদিন প্রদোষব্যাপিনী ও পরদিন পূর্ণিমার ক্ষয় বশতঃ সায়ংকালের পূর্ব্বেই পূর্ণিমার শেষ হয়, এবং পূর্ব্বদিন সমস্ত রাত্রিতে পূর্ণিমা থাকিলেও পূর্ব্ব দিনে হোলিকা হইবে না, পরদিন পূর্ণিমা না থাকিলেও প্রতিপদ্‌যুক্তা এই তিথিতে হোলিকানুষ্ঠান করিবে।

"দিবার্দ্ধাৎ পরতোঽপি স্যাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা যদি।
রাত্রৌ ভদ্রাবসানে তু হোলিকা দীপ্যতে তদা॥

যদা তু পূর্ব্বদিনে প্রদোষব্যাপিনী পরদিনে চ ক্ষয়বশাৎ সায়াহ্নাৎ প্রাগেব পূর্ণিমা সমাপ্যতে তদা পূর্ব্বদিনে সম্পূর্ণরাত্রৌ ভদ্রাসত্ত্বাৎ তত্র চ তন্নিষেধাৎ পরেঽহনি প্রতিপদ্যেব কুর্য্যাৎ।" (নির্ণয়সি°)

নির্ণয়সিন্ধুতে ইহার ব্যবস্থা প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না।

উত্তরপশ্চিমদেশে এই উৎসব বিশেষরূপে চলিত। তথায় এই পূর্ণিমার দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দোলযাত্রা হইয়া থাকে। [দোলযাত্রা শব্দ দেখ]

হোলাকাধিকরণ (ক্লী) জৈমিন্যুক্ত অধিকরণভেদ। জৈমিনির প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে এই অধিকরণন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

হোলিকা (স্ত্রী) হোলকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হোলাকা, হোলি।

হোশিয়ারপুর (হুশিয়ারপুর), পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীন জালন্ধর বিভাগের মধ্যস্থিত একটী জেলা। ইহার উত্তর-পূর্ব্বে কাঙড়া জেলা এবং বিলাসপুর, উত্তর-পশ্চিমে বিতস্তানদী ও গুরুদাসপুর জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জালন্ধর জেলা ও কর্পূরথালা রাজ্য এবং দক্ষিণে শতদ্রু নদী ও অম্বালা জেলা। জেলার সদর হোশিয়ারপুর।

এই জেলাটী পার্ব্বত্য ভূমি এবং সমভূমিতে সমবিভাগে বিভক্ত জেলার পূর্ব্বদিক্ কাঙাড়া পাহাড়ের পশ্চিম ঢালু ভূমি। ইহার সহিত সমসূত্রে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা এই দেশটীর মধ্য দিয়া পরিক্রমণ করিয়া গিয়াছে। এই দুইটী শৈলমালার মধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমি যশ্‌বান্-দূন নামে পরিচিত। শিবালিক পর্ব্বত এই জেলার প্রধান শৈলমালা। দক্ষিণাংশে এই শৈল ক্রমশঃ বালুপাহাড়ের ছোট ছোট পাহাড় হইতে ক্রমোচ্চনীচ মাল-ভূমিতে অবসান হইয়াছে। এই উচ্চ ভূমিটা কৃষিকর্ম্মে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। উত্তরে মালভূমিটী ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পাহাড় শেষ হইয়াছে। শতদ্রুর নিকট এই পর্ব্বত মালার মধ্যবর্ত্তী স্থান উর্ব্বর এবং এখানে প্রচুর চাষবাস হইয়া থাকে।

যশ্‌বান্-দূণ শিবালিকশৈলের পূর্ব্বে অবস্থিত। এই উপত্যকাটীর উত্তরদিক্‌টী সোহান্ নদীর দ্বারা অববাহিত। শতদ্রু নদী ইহার নিম্ন ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই জেলার দুইটী প্রধান নদী শতদ্রু ও বিতস্তা। এই দুইটীই আবার ইহার সীমান্ত নদী।

মুসলমানাগমনের পূর্ব্বে এই জেলা কতোচ বংশীয় জালন্ধর-রাজের অধীন ছিল। যখন এই রাজপুতবংশ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল, তখন হোশিয়ারপুর কতোচ-বংশী যশ-বানের এবং দিতারপুর এই রাজবংশের অপর শাখা দ্বারা শাসিত হইত। মুসলমানদিগের আগমনের পরও এই স্থানে তাঁহাদিগের শাসন অব্যাহত ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে শিখগণ হোশিয়ারপুর জেলা অধিকার করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিতে লাগিল। অবশেষে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এই জেলা অধিকার করিলেন। এই জেলার অধিকাংশ স্থানই তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীরদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের অবসান হইলে এই জেলাটী বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইল। দিতারপুর এবং যশবানের রাজাচ্যুত রাজগণ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট না হইয়া গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারা অনায়াসে পরাজিত হইলেন। দিতারপুরের রাজা জগৎসিংহ ৩০ বৎসর গবর্মেণ্টের বৃত্তি ভোগ করিয়া বারাণসীতে দেহত্যাগ করেন। যশবানের রাজা উমেদসিংহও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন উমেদসিংহের প্রপৌত্র পূর্ব্ব-জাইগীর লাভ করেন।

এই স্থানে অধিবাসিদিগের অধিকাংশই জাট। ইহারা সমভূমিতে বাস করে এবং ভাল চাষী বলিয়া গণ্য।

এই দেশের জলহাওয়া শীতপ্রধান, ম্যালেরিয়ার এবং কলেরার প্রকোপ মাঝে মাঝে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উদরের রোগেই এখানকার লোক অধিক মারা যায়।

২ হোশিয়ারপুর জেলার মধ্যস্থিত একটী তহশীল। এই তহশীলে ৯টী দেওয়ানি ও ৬টী ফৌজদারী আদালত এবং ৩টী থানা আছে।

৩ হোশিয়ারপুর জেলার সদর ও শাসনকেন্দ্র। অক্ষাং ৩১°৩২´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৫° ৫৭´ ১৭´´ পূঃ। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে এই সহরটী প্রতিষ্ঠিত হয়; এখানে রণজিৎ সিংহ একটী সেনানিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন। বৃটীশ গবমের্ণ্ট যখন এই জেলা বৃটীশ রাজ্যভুক্ত করেন, তখন ঐ সেনানিবাসে তাঁহারা কিছুকাল সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সহরটী তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্রোতস্বিনীর জল-প্লাবনে ডুবিবার আশঙ্কা আছে।

হোসকোট, ১ বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। এই তালুকে একটী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ বঙ্গলুর জেলার অন্তঃপাতী একটী সহর এবং হোসকোট তালুকের সদর। পিনাকিনী নদীর বামতটে বঙ্গলুর সহরের ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অক্ষাং ১৩° ৪´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৭° ৪৯´ ৪০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের উর্ব্বরতা এবং নালার দ্বারা জল লইবার সুবিধা হেতু একটী স্থানীয় সর্দ্দার ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে এই সহরটীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। বৎসরে দুই বার মেলা হইয়া থাকে, প্রত্যেক মেলায় প্রায় ৫০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হোসকোট হায়দরআলীর চেষ্টায় মহিস্থর রাজ্যভুক্ত হয়।

হোসগদী, (অথবা হায়দরগড়) মান্দ্রাজ বিভাগের দক্ষিণ-কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গিরিবর্ত্ম। অক্ষাং ১৩° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৫° ১´ পূঃ মধ্যে, বেদনুর এবং মলবার উপকূল-পথে অবস্থিত। টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধের সময়ে এই গিরিসঙ্কট বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছিল।

হোসঙ্গাবাদ, ভারতের মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত নর্ম্মদা-বিভাগের একটী জেলা। অক্ষাং ২১° ৪০´ হইতে ২২° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৬° ৩৮´ ৩০´´ হইতে ৭৮° ৪৫´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে। হোসঙ্গাবাদের উত্তরসীমায় নর্ম্মদানদী। এই নদীটী ভোপাল, সিন্দেরাজ্য এবং হোলকর রাজ্য হইতে এই জেলাটীকে পৃথক করিয়াছে। পূর্ব্বে দুধি নদী, দক্ষিণে পশ্চিমবেরার, বেতুল ও ছিন্দবাড়া প্রদেশ এবং পশ্চিমে নিমার জেলা। ভূ-পরিমাণ ৪৩৩৭ বর্গমাইল। সদর—হোসঙ্গাবাদ।

হোসঙ্গাবাদ জেলা সাতপুরা গিরিমালা এবং নর্ম্মদা নদীর মধ্যস্থিত একটী বিস্তৃত উপত্যকা। এই বিস্তৃত স্থানে সেরূপ সুন্দর ও বিচিত্র দৃশ্যাবলী নাই। নর্ম্মদা নদীর উপকূলস্থ ভূমি অতীব উর্ব্বর এবং তাহা অনেক স্থানে শাল ও সেগুণবনে পরিব্যাপ্ত। পশ্চিমে হণ্ডিয়াপর্য্যন্ত বিস্তৃত লতাগুল্মহীন একটী অনুচ্চ শৈল, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। পর্ব্বতসানুর উচ্চ-নীচ-প্রদেশ নানা প্রকার শস্য ও তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ। হণ্ডিয়া পাহাড়ের পর হইতে নিম্ন পাহাড় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ সমস্ত দেশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জেলার পশ্চিম বনপ্রদেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উপত্যকা-বেষ্টিত করিয়া যে সকল উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাদের দৃশ্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত তুলনা হইতে পারে না। প্রত্যেক স্থানেই মহাকায় বালুপ্রস্তর সকল পর্ব্বতগাত্রে জাগিয়া আছে।

এই সকল পর্ব্বতগাত্র হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহির্গত হইয়া জঙ্গলাবৃত বালুতট এবং জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পরে তাহারা প্রধান নদী নর্ম্মদার সহিত মিলিত হইয়া তাহার জলকে স্ফীত করিয়াছে। নদীগুলির নাম—নর্ম্মদা, দুধি, অঞ্জন, দেনুবা, গঞ্জাল এবং মোরাণ। মোরাণ-নদীতট এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচনার বিষয়; কারণ ভূপৃষ্ঠ অনুসন্ধান করিলে ঐ স্থানে অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। এই জেলার দুইটী সীমান্ত নদী—নর্ম্মদা এবং তাপ্তী। এ দুই নদীই এখানকার প্রধান।

মহারাষ্ট্র-আক্রমণের পূর্ব্বে হোসঙ্গাবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। মণ্ডলার রাজবংশ হইতে এখানকার চারিটী গোঁড় রাজা তাঁহাদের উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল। হোসঙ্গাবাদের পূর্ব্বাংশ ইহাদের অধীন। জেলার মধ্যভাগ দেওগড়ের গোঁড়রাজদিগের শাসনাধীন ও মোগলসম্রাট অকবরের সময়ে হণ্ডিয়া হোসাঙ্গাবাদের একটী সরকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু জেলার পূর্ব্বাংশটী অকবরের সময়ে দেশীয় স্বাধীন গোঁড়রাজাদিগের অধীন ছিল। ১৭২০খৃষ্টাব্দে ভোপাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হোসঙ্গাবাদ সহরটী অধিকার করিয়া সিওনী হইতে তারা পর্য্যন্ত ভূভাগ ইহার সামিল করেন। ১৭৪২খৃঃ অব্দে বালাজী বাজী রাও এই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া মণ্ডলা আক্রমণ করিবার পথে হণ্ডিয়া পরগণাকে স্ববশে এবং স্বাধিকারে আনয়ন করেন। আট বৎসর পরে নাগপুরের মহারাষ্ট্ররাজ রঘুজী ভোন্‌সলে ভোপালের রাজ্য ব্যতীত সমস্ত জেলা জয় করেন। এই সময় হইতে তিনটী

রাজপরিবার নির্ব্বিবাদে এই জেলার বিভিন্ন স্থান শাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৯৫ ভোন্‌সলেগণের সহিত ভোপালের রাজদিগের বিরোধ আরম্ভ হয়। ভোন্‌সলেগণ হোসঙ্গাবাদ জয় করেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা যে রাজ্য বহুকষ্টে লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভোপালরাজার ষড়যন্ত্রে হারাইলেন। ভোপালের রাজা মহম্মদ এবং ভোন্‌সলের মধ্যে বিরোধ জন্য এই জেলায় নানা প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রজাগণ কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, ও পেণ্ডারিদস্যুগণ আসিয়া জেলার সমগ্র সমৃদ্ধি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বৃটীশ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই জেলাতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত্তানুসারে হোসঙ্গাবাদ বৃটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়; সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এই জেলাতে কোনরূপ অরাজকতা লক্ষিত হয় নাই।

এই জেলার প্রধান শস্য যব। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলাও উৎপন্ন হয়।

হোসঙ্গাবাদে শীতের সময়ে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানে কখনও জলের অভাববশতঃ দুর্ভিক্ষ হয় না। বেশী বৃষ্টির জন্য অনেক সময় শস্য নষ্ট হয়। যদি কখনও এখানে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ অত্যধিক বৃষ্টিপাত। এই জেলা গিরি-বেষ্টিত উপত্যকা বলিয়া এখানে মধ্যে মধ্যে শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি বায়বিক উৎপাত ঘটিয়া থাকে। জ্বর ও উদরের পীড়া এখানকার সাধারণ রোগ।

২ উক্ত হোসঙ্গাবাদ জেলার উত্তর-পূর্ব্বস্থিত তহশীল। অক্ষা° ২১° ৪১´ হইতে ২২° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮´ হইতে ৭৮° ৪৪´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৮৯০ মাইল। একটী সহর ও ৩৫৩টী গ্রাম-সমষ্টি লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত, ৪টী দেওয়ানী, ও ৮টী ফৌজদারি আদালত এবং ৩টী থানা আছে।

৩ উক্ত হোসঙ্গাবাদ জেলার সদর। অক্ষা° ২০° ৪৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৬ পূঃ। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ-দিকে ভূপাল হইতে বেতুল এবং নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। প্রবাদ যে মালবের ঘোরী-রাজবংশীয় হোসঙ্গশাহ কর্ত্তৃক এই সহরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি এখানে মারা যান এবং তাঁহার দেহ এখানে গোর দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার অস্থি অবশেষে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে হাঁসপাতাল, স্কুল এবং জেলখানা আছে।

হোসদুর্গ, ১ মহিসুর রাজ্যের চিত্তলদুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫১০ বর্গমাইল। এখানে লোহ এবং তামার কাজ হয়।

২ চিত্তলদুর্গ জেলার অন্তর্গত হোসদুর্গের সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২০´ পূঃ। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নামানুসারে এই সহরের নামকরণ হইয়াছে।

হোস্‌পেট, অর্থাৎ নব সহর। মান্দ্রাজপ্রদেশে বেল্লারিজেলাস্থ একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ১৫´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ২৮´ পূঃ। বেল্লারি হইতে ৩৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ফৌজদারী আদালত, স্কুল, ডাকঘর ও দুইটী সুন্দর মন্দির আছে।

হোসিটকভট্ট, কর্ণাবতংসকাব্যপ্রণেতা।

হোসূর, ১ মান্দ্রাজের সালেম্ জেলাস্থ একটী তালুক। বালাঘাট নামে খ্যাত। দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল ও প্রস্থে ৪৩ মাইল। ভূপরিমাণ ১২১৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত হোসুর তালুকের প্রধান নগর। এখানে প্রায় ৭ হাজার লোকের বাস। এখানে স্কুল, পুলিস ষ্টেসন, তহসীলদার ও মুনসেফের কাছারী এবং সবকলেক্টরের সদর আছে। ইহার ৪ মাইল দক্ষিণে মত্তকেরি নামক স্থান হইতেই মান্দ্রাজের অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়।

হোহো (অব্য) হতি, সম্বোধন, আহ্বান।

হৌ (অব্যয়) হুয়তেহ্‌নেনেতি হে-ডৌ। ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। (মেদিনী)

হৌজ (আরবী) জলাধার।

হৌজখানা (পারসী) যে ঘরে হৌজ থাকে।

হৌড়, ১ গতি। ২ অনাদর। ভ্বাদি°,আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হৌড়তে। লোট্ হৌড়তাম্। লিট্ জুহৌড়ে। লুঙ্ অহৌড়িষ্ট। ণিচ্ হৌড়য়তি। লুঙ্ অজুহৌড়ৎ।

হৌতভুজ (ত্রি) হুতভুজ-অণ্। ১ নক্ষত্রবর্গ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—পুষ্যা, আগ্নেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্যসংখ্যক নক্ষত্রে হৌতভুজবর্গ হয়।

"পুষ্যাগ্নেয়বিশাখাভরণীপিত্র্যাজভাগ্যসংজ্ঞানি।
বর্গো হৌতভুজোঽয়ং করোতি রূপাণ্যথৈতানি॥"

(বৃহৎসংহিতা ৩২।১২)

অগ্নি ইহাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, এই জন্য ইহাদিগকে হৌতভুজ কহে। ২ অগ্নিসম্বন্ধীয়।

হৌতাশন (ত্রি) হুতাশন-অণ্, আগ্নচোবৃদ্ধিঃ। হুতাশন সম্বন্ধীয়। (বৃহৎস° ৫৩।৪৮)

হৌতৃক (ত্রি) হোতুরাগতং (ঋতষ্ঠঞ্। পা ১।৩।৭৮) ইতি ঠঞ্। হোতৃসম্বন্ধীয়।

হৌত্র (পুং) যজমান। (উণ্ ১।১০৫ উজ্জ্বল)

হৌত্র (ক্লী) হোতুরিদং উদ্‌গাথাদিত্যাদণ্। ১ হোতার ভাব বা কর্ম্ম। হোতার কার্য্য, হোম।

হৌত্রিক (ত্রি) হোতার উচ্চারণসম্বন্ধীয়।

হৌম্য (ক্লী) হোমায় অর্হং যৎ। ১ ঘৃত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হোমীয় দ্রব্যযুক্ত, হোমদ্রব্য সম্বন্ধীয়।

হৌম্যধান্য (ক্লী) হোম্যং তৎধান্যঞ্চ। হোমধান্য, তিল। ইহা দ্বারা হোম করা হয় এবং ইহা ভিন্ন হোম হয় না, এইজন্য ইহার হোমধান্য নাম হইয়াছে।

হৌবীরপতি (H'havira-pati) সিন্ধুনদপ্রবাহিত পঞ্জাবের একজন সুপ্রাচীন নৃপতি। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরুসের মতে রাণী সেমিরামিস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৩৫ হইতে ১২২৫ অব্দ মধ্যে বহু-বাহিনী সহ সিন্ধুনদ পার হইয়া হৌবীরপতিকে আক্রমণ করেন। সরস্বতী ও গঙ্গাপ্রবাহিত জনপদ পর্য্যন্ত এই রাজার অধিকার-ভুক্ত ছিল। এই নৃপতিকে আমরা ভাগবতবর্ণিত সিন্ধুসৌবীরের পণিপতি বা তদ্বংশীয় কোন অধিপতি বলিয়া মনে করি। (৫ম স্কন্ধ ৯ অঃ)

হ্নু, অপনয়ন, অপহ্নব, চৌর্য্য। অদাদি°, সক°, অনিট্। লট্ হ্নুতে, হ্নুবতে হ্নুবস্তে। লোট্ হ্নুবীত। লিট্ জুহ্নুবে। লোট্ হ্নোতা। লৃট্ হ্নোষ্যতে। লুঙ্ অহ্নোষ্ট, অহ্নোষাতাং, অহ্নোষত। সন্ জুহ্নূষতে। যঙ্ জোহ্নূয়তে। যঙ্-লুক্ জোহ্নোতি। ণিচ্ হ্নাবয়তি।

হ্মল, চলন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হ্মলয়তি। লিট্ জহ্মল। লুঙ্ অহ্মালীৎ। ণিচ্ হ্মলয়তি।

হ্যস্ (অব্য°) গতমহঃ হ্যো নিপাতিতঃ। গতদিন।

"ত্বয়ি রাজনি নিশ্চৌরৈরধ্বভির্বিশতঃ সুখং।
হ্যোহভবল্লবণোৎসে মে দিনান্তে শ্রাম্যতঃ স্থিতঃ॥"
(রাজতর° ৬।৪৭)

হ্যস্তন (ত্রি) হ্যোভবং হ্যস্ (এষামোহ্যশ্বসোহন্যতরস্যাং। পা ৪।২।১০৫) ইতি পক্ষে টুট্যুলৌ। হ্যোভব, গতদিবসীয়, গত দিনে যাহা হয়।

"হ্যস্তনেন চ কোপেন শক্তিং বৈ প্রাহিণোন্ময়ি।" (ভা° ৫।১৮৬।৪)

হ্যস্ত্য (ত্রি) হ্যোভব ইতি হ্যস্-ত্যপ্। হ্যস্তন, পরদিবসীয়।

হ্যোগোদোহ (পুং) গোদোহন করিবার পূর্ব্বদিন।

হ্রগ, সম্বরণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্রগতি। লিট্ জহ্রাগ। লুট্ হ্রগিতা। লুঙ্ অহ্রগীৎ। ণিচ্ হ্রগয়তি। লুঙ্ অজহ্রগৎ।

হ্রণিয়া (স্ত্রী) হ্রিণীয়া পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুঃ। হ্রিণীয়া, লজ্জা।

হ্রদ (পুং) হ্রাদতে ইতি হ্রাদ অব্যক্তশব্দ অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অগাধ জলাশয়, অতিগভীর ও বিস্তৃত জলাশয়। চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত সুবৃহৎ জলভাগকে হ্রদ বলা হয়। স্বভাবতঃ হ্রদের উৎপত্তি হয়, কৃত্রিম উপায়ে হ্রদ প্রস্তুত করা যায় না। ইংরাজীতে হ্রদকে লেক (Lake) বলে। ইহা একটী স্বাভাবিক জলাধার (Natural resorvoir of water) ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে যে সকল বিস্তীর্ণ জলবাঁধ দৃষ্ট হয়, তাহাকে হ্রদ বলা যায় না।

সাধারণতঃ নদী হইতেই হ্রদের উৎপত্তি। নদীর স্রোত পর্ব্বত-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন গতিতে নামিয়া ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থলে গভীর খাত প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানেই আসিয়া প্রবহমাণ জলরাশি সঞ্চিত হয় ও খাতটীকে পূর্ণ করে। পরে ঐ জলরাশি অন্য এক পথে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে। এই রূপে আগত ও নির্গত হইয়াও যদি জলরাশি খাতগর্ভে নিরন্তর সঞ্চিত থাকে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাষ্পীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পার্ব্বতা-স্রোতঃ-সঞ্চালিত জলরাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়া জলপৃষ্ঠের সমতা-সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই জলখণ্ডকে হ্রদ বলা যায়। অনেক স্থলেই ভূমির উচ্চতা-নিবন্ধন এবং স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাব হেতু খাতগর্ভে সঞ্চিত জলরাশি ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় এবং সময়ান্তরে পুনরায় স্রোতস্বিনীগণের সঞ্চালিত অতিরিক্ত জলরাশি দ্বারা তাহা ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর হ্রদগুলি সাধারণতঃ স্থির-জল, অর্থাৎ ইহাতে অনেক সময়েই কোনরূপ স্রোতোবেগ থাকে না, এই কারণেই এই সকল হ্রদস্থ জল লবণাক্ত হইয়া থাকে।

হ্রদসমূহের এইরূপ পরিণতি দেখিয়া মনে হয় যে, কোন একটী নদীর আকস্মিক জল-বিস্তৃতি অথবা নদী-নালার সমষ্টি বা সংযোগস্থল বহু বিস্তৃত হইয়া হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে ও পরে তাহা হইতে পুনরায় নদীরও উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

লেক ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা ও আলবার্ট নায়েঞ্জা হইতে নীলনদ, লেক টাঙ্গানিকা হইতে কঙ্গোনদী ও নায়েসা হ্রদ হইতে জাম্বেজী নদীর একটী শাখার উদ্ভব হইয়াছে। আবার য়েনেসি নদীর জল বিস্তৃত রূপে মিষ্ট জলপূর্ণ বৈকাল হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐরূপে বোলগা ও অক্ষু নদীর জলবিস্তারে লবণজলময় কাস্পীয় ও আরল সাগরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

আগ্নেয়গিরি-প্রভব প্রদেশেও বহুসংখ্যক হ্রদ বিদ্যমান দেখা যায়। ঐ গুলি সাধারণতঃ গোলাকার হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির বিস্তৃত মুখবিবরে (Crater) জলরাশি সঞ্চিত হইয়া হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে অগ্ন্যুদ্গীরণের পর ভূগর্ভে একটী বিস্তৃত গহ্বর উৎপন্ন হয় এবং তাহার উপরে ভূপৃষ্ঠাচ্ছাদন স্খলিত হইয়াও হ্রদে পরিণত হয়। ইতালী, আজোর্স ও জর্ম্মণিতে ঐ শ্রেণীর অনেক হ্রদ পরিদৃষ্ট হয়।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকীর্ণ নিম্ন প্রদেশেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ

দেখা যায়, ঐ গুলিকে ইংরাজীতে Lagoons বলে। সমুদ্রতীরে প্রবল বায়ু-সঞ্চালনে বালুকারাশি সাধারণতঃ উৎক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ অধঃক্ষিপ্ত অর্থাৎ গর্ভকৃতাংশে জোয়ারের (Tide) জল আসিয়া সঞ্চিত হওয়ায় উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বল্টিক সাগবতীরে বল্টিক নদীর মোহানায় এবং গারোণ নদীর মোহানায় ঐরূপ বহু হ্রদমালা দৃষ্ট হয়। কখন কখন সমুদ্রগর্ভের কতকাংশ বালুচর বা স্থলভাগ দ্বারা ধীরে ধীরে সমাক্রান্ত হইয়া এবং কালে উহাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া হ্রদোৎপত্তি করে। বঙ্গোপ-সাগরকূলের চিল্কাহ্রদ উহার অন্যতম।

সময় সময় প্রবল ভূকম্পে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অংশ কোন অভাবনীয় কারণে অধোগত হয় এবং তাহা হইতে অনেক সময়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। আগ্নেয়গিরির প্রভাব অথবা ভূগর্ভস্থ তরল গন্ধকাদি ধাতব পদার্থের আগ্নেয় প্রবাহই যে উহার অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূকম্পে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন শিলং নগর ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তথায় একটী ক্ষুদ্র হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তুঙ্গ গিরিপৃষ্ঠও ঐরূপ ভূকম্পে সময় সময় অধোগত এবং তাহাতে জলরাশি সঞ্চিত হইয়া তাহা হ্রদে পরিণত হয়। মানসসরোবর, রাবণহ্রদ প্রভৃতি হ্রদগুলি হিমালয়শৈলের অত্যুচ্চ শিখরদেশে সংস্থাপিত। কোকনোর হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৫০০ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত। দক্ষিণ আমেরিকার লেক টিটিকাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৫০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বৈকাল হ্রদের গভীরতা ৪০৮০ ফিট্ এবং কাস্পীয় সাগর ৩৬০০ ফিট্। এরূপ গভীর হ্রদ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বৈকালের জলরাশি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৬০ ফিট্ উচ্চ এবং উহার তলদেশ সমুদ্র হইতে ২৭২০ ফিট্ নিম্ন।

কাস্পীয়সাগরের জলরেখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৫ ফিট নিম্ন, সুতরাং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার গভীরতা গণনা করিলে ৩৬৮৫ ফিট্ ধার্য্য হয়। ডেড্ সি বা মৃতসাগর ১৩০০ ফিট্ গভীর। উহার জলরেখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৭২ ফিট্ নিম্ন, সুতরাং ইহার গভীর তলভূমি ভূমধ্য-সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৫৮০ ফিট্ নিম্ন। এই গভীরতা লক্ষ্য করিয়া কোন কোন পণ্ডিত ডেড্সিকে লোহিত সাগরগর্ভের একদেশ বলিয়া অনুমান করেন। তাহাদের মতে মধ্যবর্ত্তী দেশভাগ পূর্ণ হইয়া উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পাস্কেল প্রভৃতি মনিষীগণ এ মতের পক্ষপাতী নহেন।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে, হ্রদজলগুণ—বহ্নিজনন, মধুর, কফ ও বায়ুনাশক। (রাজনি°) ২ কিরণ। (অমরটীকারামাশ্রম)

হ্রদক (ত্রি) হ্রদ আকর্ষণাদিত্বাৎ কন্ (পা ৫।২।৬৪) হ্রদে কুশল।

হ্রদগ্রহ (পুং) হ্রদস্থ গ্রহঃ। কুম্ভীর। (ত্রিকা°)

হ্রদিন্ (ত্রি) হ্রদযুক্ত, জলীয়।

হ্রদিনী (স্ত্রী) হ্রদোঽস্ত্যামস্তীতি ইনি ঙীপ্। ১ নদী।

"তচ্ছ্রুত্বেতি বিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাং।" (ভাগবত ২।৭।২৮)

২ বিদ্যুৎ।

হ্রদোদর (পুং) দৈত্যভেদ। (ভারত)

হ্রদ্য (ত্রি) হ্রদ যৎ। হ্রদভব, যাহা হ্রদে হয়।

হ্রপ, ভাষণ, কথন। চুরাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্রাপ-য়তি, লিট্ হ্রাপয়াঞ্চকার, লিটে কৃ, অস ও ভূ ধাতুর অনু-প্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অজহ্রপৎ।

হ্রস, রব, শব্দ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। হ্রসতি। লোট্ হ্রসতু। লিট্ জহ্রাস। লুট্ হ্রসিতা। লুঙ্ অহ্রসীৎ। হ্রস অল্পীভাব, হ্রাস। "আয়ুর্হ্রসতি পাদশঃ" (মনু ১।৮৩)

এই অর্থেও উক্ত ধাতুর রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার হইবে। সন্ জিহ্রসিষতি। যঙ্ জাহ্রস্যতে।

হ্রসিমন্ (পুং) হ্রস্বস্য ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্ (স্থূলদূরযুবহ্রস্বেতি। পা ৬।৪।১৫৬) ইতি হ্রসাদেশঃ। হ্রস্বতা, লঘুতা, ক্ষুদ্রতা।

হ্রসিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন হ্রস্বঃ, ইষ্ঠন্ স্থূলযুবেত্যাদি হ্রসাদেশঃ। অতিশয় হ্রস্ব, অতিশয় লঘু।

হ্রসীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন হ্রস্বঃ ঈয়সুন্ হ্রসাদেশঃ। অতিশয় হ্রস্ব।

হ্রস্ব (ক্লী) (সর্ব্বনিঘৃষরিষ্বেতি। উণ্ ১।১৫) ইত্যত্র হ্রসশব্দে বাহুলকাৎ বন্। ১ পরিমাণবিশেষ।

"অনুদীর্ঘং মহদ্ধ্রস্বমিতি তদ্ভেদ ঈরিতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

অনু, দীর্ঘ, মহৎ ও হ্রস্ব ইহা পরিমাণের ভেদ। ২ গৌরসুবর্ণ শাক। ৩ পুষ্পকাসীস, হিরেকসবিশেষ। (রাজনি°) (পুং স্ত্রী) ৪ প্রকৃত পুরুষপ্রমাণের ন্যূনমনুষ্য। পর্য্যায়—খর্ব্ব, বামন, বামনী, নীচক, নীচ, অকর্ক্তন। (জটাধর) ৫ একমাত্রা-বিশিষ্ট বর্ণ, যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতে একমাত্রা সময় লাগে, তাহাকে হ্রস্ব কহে।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘউচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং॥" (ছন্দোম°)

একমাত্র বর্ণের নাম হ্রস্ব, দ্বিমাত্র দীর্ঘ এ ত্রিমাত্র প্লুত এবং ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্র। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এই পাঁচটী স্বর হ্রস্ব। এই স্বরবর্ণ উচ্চারণে একমাত্রা সময় লাগে। ব্যাকরণমতে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হইবে বা হ্রস্ব স্বরের গুণ হইবে বলিলে বুঝিতে হইবে

যে আকার স্থানে অ, ঈকার স্থানে ই, গুণ বলিলে ইকার স্থানে একার, উকার স্থানে ওকার ইত্যাদি রূপ জানিতে হইবে। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-মতে হ্রস্ব শব্দের ঘুসংজ্ঞা হইয়াছে অর্থাৎ ঘু বলিলে হ্রস্ব বুঝিতে হইবে। ৬ জ্যোতিষমতে মেষ, বৃষ, কুম্ভ ও মীন এই চারিটী রাশিকে হ্রস্বরাশি কহে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) (ত্রি) ৭ ক্ষুদ্রবস্তুমাত্র। পর্য্যায়—বামন, ন্যঙ্, নীচ, খর্ব্ব, নীচৈস্, অনুচ্চ। (জটাধর) বৈদিক—পর্য্যায়—হ্রহন্, নিম্বৃষ, মায়ুক, প্রতিষ্ঠা, কৃধু, বভ্রক, দভ্র, অর্ভক, ক্ষুল্লক ও অল্প। (বেদনি° ৬ অ°)

হ্রস্বক (পুং) হ্রস্ব স্বার্থে কন্। ১ হ্রস্বশব্দার্থ। ২ পূগবৃক্ষ, সুপারিগাছ।

হ্রস্বকন্দ (পুং) তৈলসাক্ নামে খ্যাত কন্দবিশেষ।

হ্রস্বকর্কন্ধু (স্ত্রী) বনবদর, বুনোকুল। (বৈদ্যকনি°)

হ্রস্বকর্ণ (পুং) ১ রাক্ষস। (রামা° ৫।১২।১৩) ২ স্বর্ণকর্ণবিশিষ্ট। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, হ্রস্বকর্ণ হইলে কৃপণ হয়।

হ্রস্বকুশ (পুং) হ্রস্বশ্চাসৌ কুশশ্চেতি নিত্যকর্ম্মধা°। শ্বেত-কুশ, শাদাকুশা। (রাজনি°)

হ্রস্বগর্ভ (পুং) হ্রস্বো গর্ভো যস্য। কুশ। (রত্নমা°)

হ্রস্বগবেধুকা (স্ত্রী) হ্রস্বা গবেধুকা। গাঙ্গেরুকী, গোরক্ষতণ্ডুলা।

হ্রস্বজম্বু [ম্বূ] (পুং) হ্রস্বো জম্বুঃ। ক্ষুদ্রজম্বু, ছোটজাম।

হ্রস্বজাত্য (পুং) নেত্রের দৃষ্টিগত রোগবিশেষ। লক্ষণ—

"যো বাসরে পশ্যতি কষ্টতোঽথ রূপং মহচ্চাপি নিরীক্ষ্যতেঽল্পং।
রাত্রৌ পুনর্যঃ প্রকৃতিং সুপশ্যেৎ স হ্রস্বজাত্যো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ॥"
(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

যে দৃষ্টিগত রোগে দিবাভাগে বৃহৎবস্তুও অতি কষ্টে হ্রস্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রবৎ দেখা যায় এবং রাত্রিকালে বস্তুর প্রকৃত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে হ্রস্বজাত্য কহে। ইহাকে হ্রস্বদৃষ্টিও কহে। এই রোগ হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করা বিধেয়। [নেত্ররোগ শব্দ দেখ]

হ্রস্বতণ্ডুল (পুং) ক্ষুদ্রতণ্ডুল, রাজান্ন, রাজভোগ ধান। (রাজনি°)

হ্রস্বতা (স্ত্রী) হ্রস্বস্য ভাবঃ তল্-টাপ। ১ হ্রস্বত্ব, হ্রস্বের ভাব বা ধর্ম্ম, অল্পতা। ২ লঘুতা। ৩ নীচতা।

হ্রস্বত্রিফলা (ত্রি) বৈদ্যকোক্ত গাম্ভারীফল, খর্জ্জূর ও পরূষক ফল। বৈদ্যকে এই তিনটী দ্রব্যকে হ্রস্বত্রিফলা কহে।

হ্রস্বদর্ভ (পুং) শ্বেতকুশ। (রাজনি°)

হ্রস্বদা (স্ত্রী) হ্রস্বৈরপি দীয়তে ছিদ্যতে ইতি দা-ক। শল্লকী-বৃক্ষ।

হ্রস্বপঞ্চমূল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত বৃহতী, কণ্টিকারী, পৃশ্নিপর্ণি, শালপাণি এই কয় দ্রব্য। ইহার গুণ—লঘু, বলকর, স্বাদু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, নাত্যুষ্ণ, বৃংহণ, গ্রাহক, জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগনাশক।

হ্রস্বপত্রক (পুং) হ্রস্বানি পত্রাণি যস্য কপ্। গিরিজমধুক-বৃক্ষ। পাহাড়ে মউল। (জটাধর)

হ্রস্বপত্রিকা (স্ত্রী) হ্রস্বানি পত্রাণি যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। অশ্বত্থিকা। (রাজনি°)

হ্রস্বপর্ণ (পুং) হ্রস্বপ্লক্ষবৃক্ষ। (রাজনি°)

হ্রস্বপর্ব্বন্ (পুং) হ্রস্বং পর্ব্ব যস্য। কৃষ্ণেক্ষু, চলিত কাজলা আক। এই ইক্ষু দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। এই ইক্ষু বেশ বড় হইয়া থাকে, চিনির পক্ষে কাজলা ও সামতাড়া আক উত্তম।

হ্রস্বপুষ্প (পুং) জলমধূক। (বৈদ্যকনি°)

হ্রস্বপ্লক্ষ (পুং) হ্রস্বশ্চাসৌ প্লক্ষশ্চেতি। ক্ষুদ্র প্লক্ষবৃক্ষ। ছোট পাকুড়গাছ। পর্য্যায়—সুশীত, শীতবীর্য্যক, পুণ্ড্র, মহাবরোহ, হ্রস্বপর্ণ, পীপরি, ভিদুর, মঙ্গলচ্ছায়। গুণ—কটু, কষায়, শিশির, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপনাশক। (রাজনি°)

হ্রস্বফল (পুং) ১ মধুর নারিকেল, চলিত বামন নারিকেল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রফলযুক্ত। (ক্লী) ৩ ছোটফল।

হ্রস্বফলা (স্ত্রী) হ্রস্বং ফলং যস্যাঃ। ভূমিজম্বু, বনজাম। (রাজনি°)

হ্রস্ববাহু (ত্রি) ক্ষুদ্রবাহু, ছোটহাত।

হ্রস্বমূল (পুং) হ্রস্বং মূলং যস্য। ১ কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা আক। ২ রক্তেক্ষু।

হ্রস্বমূলা (স্ত্রী) উষ্ট্রকাণ্ডীক্ষুপ, চলিত উট্‌কটারা। (বৈদ্যকনি°)

হ্রস্বরোমন্ (পুং) বিদেহরাজভেদ, স্বর্ণরোমের পুত্র।

"স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত।" (ভাগব° ৯।১৩।১৭)

হ্রস্ববৃক্ষ (পুং) কুশ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ছোটগাছ।

হ্রস্বশাখাশিফ (পুং) হ্রস্বা শাখা শিফা চ যস্য। ক্ষুপ। (অমর)

হ্রস্বশিগ্রুক (পুং) ছোট সজিনাগাছ।

হ্রস্বা (স্ত্রী) হ্রস্ব-টাপ্। ১ মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। ২ নাগবলা। ৩ শ্বেতাপরাজিতা। ৪ ভূমিজম্বূ। ৫ চিত্রকবৃক্ষভেদ, রাংচিতে।

হ্রস্বাগ্নি (পুং) হ্রস্বরগ্নিরাস্মাৎ। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

হ্রস্বাঙ্গ (পুং) হ্রস্বমঙ্গমস্মাৎ। ১ জীবকৌষধ। ২ ঋষভক।

হ্রাদ, অব্যক্ত শব্দ। ২ বাদ্যাদিঘোষ। ভ্বাদি°, আত্মনে°, অক°, সেট্। লট্ হ্রাদতে। লোট্ হ্রাদতাং। লিট্ জহ্রাদে। লুট্ হ্রাদিতা। লুঙ্ অহ্রাদিষ্ট।

হ্রাদ (পুং) হ্রদ-ঘঞ্। ১ শব্দ। ২ অব্যক্তধ্বনি। ৩ বাদ্যাদির শব্দ। ৪ হিরণ্যকশিপুর পুত্রভেদ। প্রহ্লাদের ভ্রাতা। [হিরণ্য-কশিপু শব্দ দেখ] (ত্রি) ৫ শব্দকারক।

হ্রাদক (ত্রি) হ্রাদে কুশলঃ (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪) ইতি কন্। শব্দবিষয়ে কুশল।

হ্রাদিন্ (ত্রি) হ্লাদ-ণিনি লস্য রঃ। ১ আহ্লাদবিশিষ্ট, আহ্লাদযুক্ত। (বৃহৎস° ৬৮।৬৩) হ্রাদ-ণিনি। ২ শব্দযুক্ত, অব্যক্ত ধ্বনিবিশিষ্ট। হ্রাদবিশিষ্ট।

হ্রাদিনী (স্ত্রী) হ্রাদ-ণিনি-ঙীষ্। ১ বিদ্যুৎ। ২ বজ্র। ৩ নদী। ৪ শল্লকীবৃক্ষ।

হ্রাদুনি [নি] (স্ত্রী) অশনি, বিদ্যুৎ। "যাং মিহ মকিরদ্ হ্রাদুনিং চ" (ঋক্ ১।৩২।১৩) 'হ্রাদুনিং অশনিং' (সায়ণ)

হ্রাদুনীবৃৎ (ত্রি) অশনিপ্রবর্ত্তক। "অব্দয়া চিন্মুহুর্হ্রাদুনী-বৃতঃ" (ঋক্ ৫।৫৪।৩) 'হ্রাদুনীবৃতঃ অশনেঃ প্রবর্ত্তকাঃ' (সায়ণ)

হ্রাস (পুং) হ্রস-ঘঞ্। ১ শব্দ। ২ অপচয়, ক্ষীণতা, ক্ষয়।
"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।" (মনু ১।৮৫)

হ্রাসন (ক্লী) হ্রাস-ল্যুট্। ১ শব্দ। ২ হ্রাস।

হ্রাসনীয় (ত্রি) হ্রাস-অনীয়র্। হ্রাসনযোগ্য, শব্দের উপযুক্ত, হ্রাসের যোগ্য।

হ্রাস্ব (ক্লী) হ্রস্বস্য ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্যোণ্ বা। পা ৫।১।১২২ বৃত্তি) ইতি অণ্। হ্রস্বের ভাব, হ্রস্বতা, লঘুতা, নীচতা।

হ্রিণী, লজ্জা। কণ্ড্বাদিগণোক্ত শব্দবিশেষ। এই শব্দের উত্তর যক্ করিয়া হ্রিণীয় ধাতু হয়। এই ধাতু আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হ্রিণীয়তে। লুঙ্ অহ্রিণীয়িষ্ট।

হ্রিণীয়া (স্ত্রী) হ্রিণী-যক্ ভাবে অ-টাপ্। লজ্জা। অমরটীকায় ভরত এই শব্দ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু করিয়া 'হ্রিণিয়া' এই পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। (ভরত)

হ্রিতি (স্ত্রী) হৃতি, হরণ।

হ্রী, লজ্জা। জুহোত্যাদি°, পরস্মৈ°, অক°, অনিট্। লট্ জিহ্রেতি, জিহ্রীতঃ জিহ্রিয়তি। লিট্ জিহ্রীয়াৎ। লঙ্ অজিহ্রেৎ, অজিহ্রীতাং, অজিহ্রয়ুঃ। লিট্ জিহ্রয়াঞ্চকার। লুট্ হ্রেতা। লৃট্ হ্রেষ্যতি। লুঙ্ অহ্রৈষীৎ। সন্ জিহ্রীষতি। যঙ্ জেহ্রীয়তে। যঙ-লুক্ জেহ্রেষীতি, জেহ্রেতি। ণিচ্ হ্রেপয়তি। লুঙ্ অজিহ্রীপৎ। ক্ত হ্রীণ, হ্রীত।

হ্রী (স্ত্রী) হ্রী সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্। লজ্জা, ব্রীড়া। (অমর)

হ্রীকা (স্ত্রী) হ্রী (হ্রিয়ো রশ্চ। উণ্ ১।৪৮) ইতি কন্ টাপ্। ১ ত্রাস, শঙ্কা, ভয়। (উজ্জ্বল) ২ লজ্জা।

হ্রীকু (ত্রি) হ্রী (হ্রিয়ঃ কুক্ রশ্চ। উণ্ ৩।৮৫) ইতি কুক্। লজ্জিত, সলজ্জ। (উজ্জ্বল)

হ্রীচ্ছ, লজ্জা। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হ্রীচ্ছতি। লোট্ হ্রীচ্ছতু। লিট্ জিহ্রীচ্ছ। লট্ হ্রীচ্ছতি। লুঙ্ অহ্রীচ্ছীৎ।

হ্রীজিত (ত্রি) হ্রিয়া জিতঃ। লজ্জাশীল, লাজুক। (জটাধর)

হ্রীণ, হ্রীত (ত্রি) হ্রী-ক্ত তস্য বা ন। লজ্জিত। লজ্জাযুক্ত। হ্রী-ধাতু-ক্ত প্রত্যয় করিলে হ্রীত এবং হ্রীণ এই দুইটী পদ হয়। এক স্থলে ত স্থানে ন হয় এবং অপর স্থানে হয় না।
"ইতীরিতা পত্ররথেন তেন হ্রীণা চ হৃষ্টা চ বভাণ ভৈমী॥"
(নৈষধ ৩।৬৭)

হ্রীতমুখ (ত্রি) হ্রীতং মুখং যস্য। লজ্জিতমুখবিশিষ্ট, সলজ্জমুখ।

হ্রীতমুখিন্ (ত্রি) সলজ্জামুখযুক্ত।

হ্রীতি (স্ত্রী) হ্রী-ক্তিন্। লজ্জা।

হ্রীম্ (অব্য°) তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রবিশেষ। দুর্গাদেবীর বীজমন্ত্র। দুর্গাপূজায় এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

হ্রীমৎ (ত্রি) হ্রীর্বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। লজ্জাযুক্ত, সলজ্জ, লজ্জালু।

হ্রীমত্ত্ব (ক্লী) হ্রীমতোভাবঃ ত্ব। হ্রীমানের ভাব বা ধর্ম্ম, লজ্জা।

হ্রীবের (ক্লী) হ্রিয়ে লজ্জায়ৈ বেরমঙ্গমস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। (Pavonia odorata) সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ, বালক, চলিত হিন্দী—গন্ধবালা। মহারাষ্ট্র—সুগন্ধবালা। কলিঙ্গ—করম্বাল। গুণ—ছর্দ্দি, হৃল্লাস, তৃষ্ণা ও অতিসাররোগনাশক।

হ্রীবেরাদিপাচন (ক্লী) জ্বরাতীসারোক্ত পাচনভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বালা, আতাইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ২ তোলা, জল ২ তোলা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ পরিষ্কার বস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে মলের পিচ্ছিলতা, শূল ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহাতে জ্বররহিত বা জ্বরহীন এবং সরক্ত অতীসাররোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যবিধ—স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত পাচনবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী —বালা, সোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতাইচ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা বস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া সেবন করিবে। এই ক্বাথ-সেবনে স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার অতীসার, রক্তস্রাব ও সূতিকারোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

হ্রীবেরাদ্যতৈল (ক্লী) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ বালা, বেণার মূল, লোধ্, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শুণ্ঠী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চির ছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, বয়ড়াছাল, আমের আটি, জামের আটি ও রক্তোৎপলের মূল প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সকল কল্ক দ্বারা তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে রক্তপিত্ত, কাস ও উরঃক্ষত রোগ শান্তি এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

হ্রীবের, হ্রীবেলক (পুং) হ্রীবের পৃষোদরাদিত্বাৎ রস্য লঃ। পক্ষে স্বার্থে কন্। হ্রীবেরশব্দার্থ।

হুড়্, গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হোড়তে। লিট্ জুহুড়ে। লুট্ হোড়িতা। লুঙ্ অহোড়িষ্ট।

হ্রুৎ (স্ত্রী) হিংসক, হিংসাকারী। "ন হ্রুতঃ পততঃ পরিহ্রুৎ" (ঋক্ ৬।৪।৫) 'হ্রুতঃ হিংসকান্' (সায়ণ)

হ্রুম্ (অব্য°) তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রবিশেষ। হ্রাম্, হ্রীম্, হ্রুম্, ইত্যাদি বীজমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়।

হ্রেপ্ গতি, গমন। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ হ্রেপতে। লোট্ হ্রেপতাং। লিট্ জিহ্রেপে। লুট্ অহ্রেপিষ্ট। ণিচ্ হ্রেপয়তি। লুঙ্ অজিহ্রেপৎ।

হ্রেষ, ১ অশ্বশব্দ। ২ গতি। ভ্বাদি°, আত্মনে°, লট্ হ্রেষতে। লোট্ হ্রেষতাং। লিট্ জিহ্রেষে। লুট্ হ্রেষিতা, লুঙ্ অহ্রেষিষ্ট।

হ্রেষা (স্ত্রী) হ্রেষ ভাবে অ টাপ্। অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার ডাক, অশ্বদিগের কণ্ঠবিনির্গত শব্দ।

হ্রেষাণ (স্ত্রী) হ্রিষ গতৌ ল্যুট্। গমন, গতি।

হ্রেষিন্ (ত্রি) হ্রেষ-ণিনি। হ্রেষারবযুক্ত।

হ্রোড়্, গতি। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্রোড়তে। লোট্ হ্রোড়িতাং। লিট্ জুহ্রোড়ে। লুট্ হ্রোড়িতা। লুঙ্ অহ্রোড়িৎ।

হ্রৌম্ (অব্য°) তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রবিশেষ। হ্রাম্, হ্রীম্, হ্রুম্, হ্রেম্ ও হ্রৌম্। একসকল মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস পূজা করা হয়।

হ্লগ, সংবরণ। আচ্ছাদন। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সেট্। লট্ হ্লগতি। লোট্ হ্লগতু। লিট্ জহ্লাগ। লুট্ হ্লগিতা। লুঙ্ অহ্লগীৎ। ণিচ্ হ্লাগয়তি।

হ্লপ, ভাষণ, কথন। চুরাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্লাপয়তি। লিট্ হ্লাপয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুট্ হ্লপয়িতা। ণিচ্ অজিহ্লপৎ।

হ্লস, শব্দ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্লসতি। লিট্ জহ্লাস। লুট্ হ্লসিতা। লুঙ্ অহ্লসীৎ। ণিচ্ হ্লাসয়তি।

হ্লাদ, ১ সুখ, আহ্লাদ। ২ অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সুখার্থে সক°, শব্দার্থে অক°, সেট্। লট্ হ্লাদতে। লোট্ হ্লাদতাং। লিট্ জহ্লাদে। লুট্ হ্লাদিতা। লুঙ্ অহ্লাদিষ্ট। ণিচ্ হ্লাদয়তি। লুঙ্ অজিহ্লদৎ।

হ্লাদ (পুং) হ্লদ-ঘঞ্। আহ্লাদ, আনন্দ।

"ততস্তদ্গাত্রসংসর্গী পবনো হ্লাদদায়কঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৩৩)

২ হিরণ্যকশিপুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ১।৫। অ°)

হ্লাদক (ত্রি) হ্লাদয়তীতি হ্লাদ-ণ্বুল্। ১ আহ্লাদক। আনন্দজনক। হ্লাদে কুশল-কন্ (পা ৫।২।৬৪) ২ আহ্লাদ বিষয়ে কুশল।

হ্লাদন (ক্লী) হ্লাদ-ল্যুট্। ১ আহ্লাদ, আমোদ। (পুং) ২ শিব।

হ্লাদনীয় (ত্রি) হ্লাদ-অনীয়র্। আহ্লাদযোগ্য। আনন্দার্হ, আহ্লাদের উপযুক্ত।

হ্লাদিকা (স্ত্রী) আহ্লাদয়িত্রী, আহ্লাদজনিকা।

"হ্লাদিকাবতি" (ঋক্ ১০।১৬।১৪) 'হ্লাদিকে হি আহ্লাদয়িত্রি, হ্লাদিকাবত্যাহ্লাদকফলযুক্তৈবৃক্ষৈস্তদ্বতি হে পৃথিবি' (সায়ণ) এত শব্দ পৃথিবীর বিশেষণ।

হ্লাদিকাবৎ (ত্রি) আহ্লাদজনক বস্তুবিশিষ্ট। (ঋক্ ১০।১৫।১৪)

হ্লাদিন্ (ত্রি) হ্লাদ-ণিনি আহ্লাদবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

হ্লাদিনী (স্ত্রী) হ্লাদিন্-ঙীষ্। ১ শক্তিবিশেষ। ঈশ্বরের শক্তিভেদ।

"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

(ভাগ° ৭।১।৬ টীকায় স্বামী)

২ নদীভেদ। [আর্য্য দেখ।] ৩ বিদ্যুৎ। ৪ বজ্র।

হ্লাদুক (ত্রি) আহ্লাদযুক্ত। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬।৪।১)

হ্লাদুকাবৎ (ত্রি) হ্লাদিকাবৎ। আহ্লাদজনক।

হ্লাদুনি (স্ত্রী) হ্রাদুনি। [হ্রাদুনি দেখ।]

হ্লীক (ত্রি) হ্রীক। [হ্রীক দেখ।]

হ্লীকা (স্ত্রী) হ্রী লজ্জায়াং (হ্লিয়োরশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৪৮) ইতি কন্, রস্য লঃ। লজ্জা, ত্রপা। (উজ্জ্বল)

হ্লীকু (স্ত্রী) হ্রী হ্রিয়ঃ কুক্ রশ্চ লো বা ইতি ক্লুক পক্ষে রস্য লঃ। ১ লজ্জিত, সলজ্জ। ২ জতু, জৌ। ৩ ত্রপু। (অমরটীকা)

হ্লেষা (স্ত্রী) হ্লেষ ভাবে অ, রস্য লঃ। হ্রেষা, অশ্বধ্বনি। (অমর)

হ্বল, চলন, ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হ্বলতি। লিট্ জহ্বাল। লুট্ হ্বলিতা। লুঙ্ অহ্বলীৎ। ণিচ্ হ্বলয়তি, হ্বালয়তি।

হ্বাতৃ (ত্রি) হ্বে-তৃচ্। আহ্বানকারক।

হ্বাতব্য (ত্রি) হ্বা-তব্য। আহ্বানযোগ্য।

হ্বান (ক্লী) হ্বে-ল্যুট্। আহ্বান, হুতি।

হ্বার (পুং) হ্বৃ কৌটিল্যে ঘঞ্। কুটিল। ১

"বাতচোদিতো হ্বারো ন" (ঋক্ ১।১৪১।৭)

'হ্বারঃ কুটিলঃ' (সায়ণ)

হ্বার্য্য (ত্রি) হ্বা-ণ্যৎ। কুটিলগামী, বক্রগামী। "পুত্রো ন হ্বার্য্যাণাং" (ঋক্ ৫।৯।৪) 'হ্বার্য্যাণাং কুটিলং গচ্ছতাং' (সায়ণ)

হ্বৃ ২ কৌটিল্য, বক্রীকরণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ হ্বরতি। লিট্ জহ্বার। লুট্ হ্বর্ত্তা। লৃট্ হ্বরিষ্যতি। লুঙ্ অহ্বর্ষাৎ। সন্ জুহ্বর্ষতি। যঙ্ জাহ্বর্য্যতে। যঙ্-লুক্ জাহ্বর্ত্তি, ণিচ্ হ্বারয়তি। লুঙ্ অজিহ্বরৎ।

হ্বে, ১ স্পর্দ্ধা। ২ আহ্বান। ৩ শব্দ। ভ্বাদি°, উভয়প°, শব্দার্থে অক°, স্পর্দ্ধার্থে সক°, অনিট্। লট্ হ্বয়তি-তে। লিট্ জুহাব। জুহুবে। লুট্ হ্বাতা। লৃট্ হ্বাস্যতি। লঙ্ অহ্বৎ। লুঙ্ অহ্বাস্ত। কর্ম্মবাচ্য লট্ হূয়তে। লুঙ্ অহ্বায়ি। সন্ জুহূষতি। যঙ্ জোহূয়তে। যঙ্-লুক জোহবীতি, জোহেতি। ণিচ্ হ্বায়য়তি। লুঙ্ অজুহবৎ।

সমাপ্ত

মুখবন্ধ

পরম মঙ্গল-নিধান ভগবান্ ও দেবগুরুর আশীর্ব্বাদে বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইল। ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে) ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্বকোষের প্রথম সূচনা হয়। বিশ্বকোষের ন্যায় সার্ব্বজনিক বৃহদভিধান ভারতের প্রচলিত কোন ভাষায় না থাকায়, এই মহাকোষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য-সেবিগণ ইহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে উপক্রমণিকা সহ ২২ সংখ্যায় ১ম খণ্ড 'অ' বর্ণ মাত্র প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের মুখপত্রে পূর্ব্বোক্ত উভয় মহাত্মার নামই অঙ্কিত আছে। এই সময় ত্রৈলোক্য বাবু প্রদর্শনী উপলক্ষে বিলাতে গমন করেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য পরিচালকের অভাবে বিশ্বকোষের সমূহ ক্ষতি হইল. তৎপরে একমাত্র স্বর্গীয় রঙ্গলাল বাবুর সম্পাদকতায় 'আ' বর্ণের তিন সংখ্যা "আমিক্ষীয়" শব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। কিন্তু তিনি সাংসারিক নানা কারণে 'আ'-বর্ণের ৮০ পৃষ্ঠা মাত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার বড় সাধের বিশ্বকোষ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ৮১ হইতে ১১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত (২৬শ সংখ্যা) তাঁহার নিজ জন্মভূমি রাহুতা গ্রামে (১২৯৩ সালে) মুদ্রিত হইলেও তিনি এই সংখ্যাখানি প্রকাশ করিবার অবসর পান নাই। ১২৯৫ সালে (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) ভগবানের দুর্জ্ঞেয় বিধানে আমারই উপর এই সংখ্যা-প্রকাশের ভার পড়িল। আমি এই সংখ্যার প্রকাশক হইলেও স্বর্গীয় রঙ্গলাল বাবুই ইহার সঙ্কলয়িতা। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহার সম্পাদকতায় বিশ্বকোষের যে অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজ-রচনা। কেবল 'অভাব' শব্দ নবদ্বীপের মৃত পণ্ডিত হরিনাথ তর্করত্ন এবং 'অঙ্কুর' ও 'অণুবীক্ষণ' শব্দ শ্রীশচন্দ্র দত্ত এম্ এ মহাশয় সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। 'অথর্ব্ব' শব্দটী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে লিখিত হয়। ইহাই বিশ্বকোষের ২৭ বর্ষ পূর্ব্বেকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিরূপে বিশ্বকোষের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি—

১২৯১ সালে (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বকোষের যখন ২য় সংখ্যা বাহির হয়, সেই সময় গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে 'শব্দেন্দু-মহাকোষ' নামে একখানি Encyclopædia ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার সঙ্কলন-ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাহার প্রকাশক। ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষার ইহা একখানি বৃহদভিধান। তখন আমার বয়স ১৯ বর্ষমাত্র। বয়ঃ-সুলভ অদূরদর্শিতার ফলে তৎকালে বুঝিতে পারি নাই যে, কিরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যাহা হউক, সেই কঠিন কার্য্যের অত্যধিক পরিশ্রমে শীঘ্রই আমি দারুণ মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হই এবং সঙ্কলনকার্য্যে সুবিধা হইবে ভাবিয়া আরও দুইজন মহাত্মাকে আমার কার্য্যাংশ-ভাগী করি। কিন্তু এ দেশে যেখানে পাঁচ জনের স্বার্থ জড়িত, সেখানে কার্য্য-নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। বাস্তবিক অল্প দিন-মধ্যেই বিশ্বকোষের ন্যায় 'শব্দেন্দু-মহাকোষ'ও বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় আমার নানা বিষয়ের শিক্ষাগুরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের যত্নে দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত 'শব্দকল্প-দ্রুম' অভিধানের পরিশিষ্টের শব্দ-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্রতী হই। এ সময় আমার সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, লক্ষপতির ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া আদরে লালিত পালিত হইলেও চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই আমাকে দারিদ্র্যের নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমের কার্য্যে যখন নিযুক্ত হই, তৎকালেও রীতিমত অন্নের সংস্থান ছিল না, অনেক সময় দুইবেলা অন্নও জুটিত না। এ সময় শব্দকল্পদ্রুমের নাগর-সংস্করণ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয় যেরূপ উদারতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি ইহ-জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। শব্দকল্পদ্রুম-

পরিশিষ্টের সাহায্যার্থ দুষ্প্রাপ্য পুথিসংগ্রহের জন্য অল্পদিনমধ্যেই আমায় মুর্শিদাবাদ জেলায় যাইতে হয়। ঐ সময় ঘটনাক্রমে একদিন বহরমপুরে ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ে উপস্থিত হই, এখানে কএকজন খ্যাত-নামা পণ্ডিত ও সুধীসজ্জনের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। শব্দকল্পদ্রুম-পরিশিষ্ট-প্রকাশের সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহারা বলেন, "এখন শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট প্রকাশের তাদৃশ আবশ্যকতা দেখিতেছি না। জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্বকোষ বন্ধ হইয়াছে। যদি কোন প্রকারে এই মহারত্ন উদ্ধারের পুনরায়োজন করিতে পারেন, তাহা হইলে কেবল বঙ্গবাসীর নহে, ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল হইবে"। তাঁহাদের সেই কথাগুলি যেন অভিনব তাড়িত শক্তিতে আমার হৃদয়-প্রদেশে আঘাত করিল। ভাবিলাম, আমি দীন-দরিদ্র, ভগবান্ কি আমার সহায় হইবেন? বিশ্বকোষের ন্যায় বহু ব্যয়সাধ্য বিরাট্‌ব্যাপার মাদৃশ জ্ঞানপিপাসু দরিদ্রের কি সাধ্যায়ত্ত হইবে? সেইদিন রাত্রিকালে এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিলাম—কে যেন আসিয়া আমায় বলিতেছে, "বিশ্বকোষপ্রকাশের আয়োজন কর, ভয় নাই।" এই স্বপ্নরূপ মহা আদেশে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে যখন উঠিলাম, তখন মন বড়ই ব্যাকুল। সেই দিনই বহরমপুর পরিত্যাগ করিয়া পথে একদিন মাত্র আজিমগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। এখানে আসিয়া মনের কথা কাহাকেও বলিলাম না; প্রথমেই কলিকাতার যাদুঘরে গিয়া শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার সাংসারিক অবস্থা কিছুই জানিতেন না; আমার উৎসাহ বুঝিয়া বিশেষ আনন্দ সহ তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিয়া বিশ্বকোষ-প্রকাশাধিকার আমাকে অর্পণ করিলেন। সেই দিনই রঙ্গলাল বাবুকে পত্র লিখিয়া এ শুভ সংবাদ জানাইলাম। তিনিও আপন স্বভাব-সিদ্ধ উদারতার গুণে অবিলম্বে সদুপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়া ত্রৈলোক্য-বাবুরই মতানুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে বিশ্বকোষপ্রকাশের ভার পাইলাম।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ৺রঙ্গলাল বাবু "আমিক্ষীয়" শব্দ পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন; ইহার পর হইতে বিশ্বকোষের আর কোন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল না। তখনও উদরান্নের জন্য শব্দকল্পদ্রুম-পরিশিষ্টের শব্দ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম। যাহার বৃহৎ পরিবার-পরিপোষণের আদৌ সংস্থান নাই, বহুব্যয়সাধ্য বিশ্বকোষ-মহাব্রতে হস্তক্ষেপ তাহার পক্ষে বাতুলতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, আত্মীয় স্বজনগণ ইহাই মনে করিতেন! বাস্তবিক আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যখন আমার এই অভূতপূর্ব্ব সঙ্কল্প অবগত হইলেন, তখন তাঁহাদের নিকট বিদ্রূপ ও উপহাস ব্যতীত আর কোন পুরস্কার লাভের আশাই করিতে পারি নাই। এই সময় এক ব্যক্তির সহৃদয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। যিনি শব্দেন্দুমহাকোষ-প্রকাশ-কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার সেই পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ছাপাখানায় বিশ্বকোষ ছাপাইতে সম্মত হইয়া আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সুযোগ ও সদুপায় করিয়া দিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ও বিশ্বকোষ-প্রকাশ-কার্য্যে কিছু আর্থিক সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ছয় মাস পরেই তিনিও বিশ্বকোষ সংস্রব পরিত্যাগ করেন। এই সময় হইতে একমাত্র আমারই উপর সম্পাদক ও প্রকাশক এই উভয়ের ভার পড়িল। কত বাধা বিঘ্ন ও বিপদে পড়িয়াছি, তাহা কি জানাইব! এই সময় রোগে, শোকে ও ঋণজালে আমি বিশেষভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। বিশ্বকোষ-প্রকাশ-ভার পাইবার প্রাক্‌কাল হইতে দশবর্ষ পর্য্যন্ত দুর্বিষহ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হই-য়াছে,—কতবার কার্য্য-সিদ্ধি পক্ষে হতাশ হইয়াছি, কতবার দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় জীবন-সংশয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি। এরূপ সহস্র অসুবিধায় আমার হতাশ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হন নাই। অগতির গতি ভগবান্‌ই আমার একমাত্র সহায়, সেই পরম কারুণিক হৃদয়েশ্বরই আমার একমাত্র আশা ও ভরসা। হতাশ হৃদয়ের গভীর বেদনা আমি কেবল তাঁহারই নিকট জানাইয়াছি। দশবর্ষ সাধনার পর নিশ্চয়ই সেই পরম দয়ালের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছি। সাধনায় অসাধ্যও অনায়াসে সাধ্য হয়, তাহা বেশ বুঝিয়াছি; তাই আমার ন্যায় নিঃসম্বল ব্যক্তি আজ 'বিশ্বকোষ-ব্রত' উদ্যাপন করিতে সমর্থ।

১২৯৫ বঙ্গাব্দে আমি বিশ্বকোষের সম্পাদকতা গ্রহণ করি। ঐ সময় অর্থাভাব ও নানা অসুবিধায় আমায় সাহায্য করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। একবর্ষ পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে বাধ্য হই। পণ্ডিত মহাশয় প্রুফ্-সংশোধন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়া দিতেন। মহাকোষের প্রতিপাদ্য অধিকাংশ শব্দই আমাকে লিখিতে হইয়াছে। কএকবর্ষ পরে কার্য্যবৃদ্ধির সহিত পণ্ডিত ও উপযুক্ত লেখকও বাড়াইতে হইয়াছিল।

বিশ্বকোষের প্রথমাংশে ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু, ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয় নানা বিষয়ে আমায় উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতেন। ৺বসু মহাশয়ের 'আয়ন বলন,' 'কর্ম্ম' ও 'গীতা,' ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কর্ত্তাভজা' ও 'কবি,' শাস্ত্রিমহাশয়ের 'কৃষ্ণরাম', তৎপরে সুহৃদ্‌বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'তাড়িত' ও 'ধাতু' এবং দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামচন্দ্র' প্রবন্ধ বিশ্বকোষের অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বর্দ্ধন করিয়াছে। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ উপকার আমি কখন বিস্মৃত হইব না। এ ছাড়া আর্থিক সাহায্য লইয়া এবং নানাভাবে বহু পণ্ডিত ও বহু সাহিত্যিক নানা শব্দ ও প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্বকোষের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর, ৺লক্ষ্মীচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন, ডাক্তার রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ অনাথনাথ বসুর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বকোষ-প্রকাশকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-চর্চ্চার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে। এই কয় বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক অপরি-জ্ঞাত সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিশ্বকোষে সেই মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১২৯৫ বঙ্গাব্দে আমার উপর বিশ্বকোষ-সঙ্কলন ভার ন্যস্ত হয়, তৎপরে এই ২৪ বর্ষ কাল সভ্য-জগতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসার বিস্তারের সঙ্গে সাহিত্যের সকল বিভাগেই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে ও প্রচলিত প্রাচীন মতসমূহ অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ ও ঐতিহাসিক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন; আমাকেও সেই জ্ঞানোন্নতির গতি ও আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে; এ কারণে বিশ্বকোষের প্রথম, মধ্য ও শেষাংশে লিখিত প্রবন্ধাবলি-মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। তাই সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীকে নিবেদন করিতেছি যে, বিশ্বকোষে অগ্রপশ্চাৎ মতভেদ লক্ষ্য করিয়া যেন বিচলিত না হন। এই ২২ খণ্ডে বিভক্ত প্রায় ১০ হাজার পৃষ্ঠ-সম্বলিত সুবৃহৎ গ্রন্থে সম্পাদক, সংশোধক অথবা মুদ্রাকরের দোষে বহু ভ্রান্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রার্থনা করি, বিদ্বৎসমাজ আমার পূর্ব্বাবস্থা, নানা বিষয়ে অভাব-অসুবিধা এবং বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাকোষ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম ভাবিয়া আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচলিত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্বকোষের নানা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম অথবা বাচস্পত্য অভিধানে অধিকাংশ বৈদিক শব্দই নাই; বিশ্বকোষে সেই সকল বৈদিক শব্দ প্রমাণ প্রয়োগ, ভাষ্য ও টীকা সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর একটী বাসনা বহুকাল হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা সুপ্রাচীন ও অপ্রাচীন বঙ্গভাষায় লিখিত যত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে, তাহার শব্দাভিধান। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বহু পরিশ্রমে ও বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রায় ১৫০০ বাঙ্গলা পুথি, প্রায় ৫০০ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয়ভাষা-মিশ্রিত প্রায় ৫০০ কুল-গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। বিশ্বকোষে "বাঙ্গালা-সাহিত্য" শব্দে বাঙ্গালা পুথিগুলির অনেকটা পরিচয় দিয়াছি। সুহৃদ্‌বর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংস্করণে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ঐ সকল পুথির আভাস দিয়া বাস্তবিক আমায় গৌরবান্বিত

করিয়াছেন। কিন্তু সময় ও উপযুক্ত অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত বিপুল বঙ্গসাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া শব্দাভিধান সঙ্কলনের সুযোগ ঘটে নাই। ভগবানের কৃপায় ভবিষ্যতে আমার এই চিরদিনের সঙ্কল্প পূরণ করিবার বাসনা রহিল।

বিশ্বকোষে নানা জাতিতত্ত্ব লিখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত যে সকল দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে "বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস" প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয়, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, শ্রীহট্ট বৈদিক, শাকদ্বীপী, জিঝোতীয় ও পিরালী ব্রাহ্মণ-গণের বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈশ্যকাণ্ডের উপক্রমাংশও প্রকাশিত হইয়াছে। আশা আছে, বঙ্গের সকল সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বহুব্যয়-সাধ্য কুলগ্রন্থ-সংগ্রহের সার্থকতা সম্পাদন করিব।

বৃটানিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকোষ-সমূহে ভারতবাসীর অবশ্যজ্ঞাতব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভারতবাসীর সেই সকল অভাব পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিশ্বকোষ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়—যে, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্বকোষ ভারতের সর্ব্বত্র সমভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই। এ কারণ সুদূর পঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট ও মধ্য-প্রদেশ হইতে হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য অনেক মহাত্মার উৎসাহজনক পত্র পাইয়াছি। এমন কি, কিছুদিন হইল, জয়পুর হইতে এক মহাত্মা বিশ্বকোষের হিন্দীসংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বকোষের এই বাঙ্গালা সংস্করণ সমাধা করিয়া হিন্দীসংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প থাকায় সে সময় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে পারি নাই। এখন হিন্দীসংস্করণের সময় আসিয়াছে, সর্ব্বত্রই আবার হিন্দী ভাষার সমাদর ও হিন্দী সাহিত্য পরিপুষ্টির যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাই এই শুভ অবসরে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বিশ্ব-কোষের একটী হিন্দীসংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। কিন্তু আমার স্বদেশীয়ের সাদর আহ্বানে অবশ্যকর্ত্তব্য ভাবিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশরূপ বিরাট্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থাও সুবিধাজনক নহে। এ অবস্থায় হয়ত হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের জন্য আমাকে কোন উপযুক্ত প্রকাশকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বকোষ কেবল বঙ্গবাসীর নহে,—সমগ্র ভারতবাসীর; যাহাতে এই বিশ্বকোষ সমগ্র ভারতবাসীর অধিগম্য হয়, তজ্জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্বৎসমাজ আমার সহায় হইবেন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
২০ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
৩রা আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।